# বাংলার মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক দলিল

মুহাম্মদ সিরাজ মান্নান

# বাংলার মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক দলীল

[ ১৯৩৬—৪৭ ]

[ বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশন ও ওয়ার্কিং কমিটির বিবরণ ও গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবসমূহ ]

মোহাম্মদ সিরাজ মান্নান

www.pathagar.com

বাংলার মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক দলীল (১৯৩৬-৪৭) ঃ মোহাম্মদ সিরাজ মান্নান ॥ ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১৫৪৪ ॥ ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ৯৫৪·৯৪ ॥ প্রথম প্রকাশ ঃ চৈত্র ১৩৯৪, শাবান ১৪০৮, এপ্রিল ১৯৮৮ ॥ প্রকাশক ঃ মুহাম্মদ লুতফুল হক, প্রকাশনা পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা ১০০০ ॥ প্রচ্ছদ এঁকেছেন ঃ দেলোয়ার হোসেন ॥ মুদ্রণ করেছেন ঃ আলহাজ্ব নূরুর রহমান, সুরুচি প্রেস, ১৩/১, কারকুন বাড়ী লেন, ঢাকা-১১০০ ॥ বাঁধাই করেছেন ঃ এম. এন. মল্লিক, ৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা ॥

মূল্য ঃ ৩৬·০০ টাকা

---

BANGLAR MUSULMANDER SADHINATA SANGRAMER AITIHASIK DALIL : The Historical Documents of the Freedom Struggle of the Muslims of Bengal ( 1936-47 ), written by Mohammad Siraj Mannan in Bengali and published by Mohammad Lutful Haque, Publication Director, Islamic Foundation Bangladesh, Baitul Mukarram, Dhaka. April 1988

**Price :** Tk. 36·00
U.S. Dollar : 2·50

www.pathagar.com

উৎসর্গ

স্নেহের মণি ও মারজীয়ার উদ্দেশে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

## আমাদের কথা

পরাধীন ভারতে মুসলিম পুনর্জাগরণ ও মুসলিম লীগের নেতৃত্বে মুসলমানদের মুক্তি সংগ্রামের বিবরণ সম্বলিত গ্রন্থাদি আমাদের জাতীয় জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। কোন জাতিই তার অতীত রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ভুলে গিয়ে বিশ্ব-জাতিসভায় স্বমহিমায় দাঁড়াতে পারে না। আমাদের জন্যও এর কোন বিকল্প নেই। আমাদের সে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাতিষ্ঠানিক, সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন দলীল-পত্র সমৃদ্ধ এ গ্রন্থ আমাদের সেকালের জাতীয় অভিযাত্রার সাথে পরিচিত করবে। এর আলোচনার ভিত্তি মজবুত। বইটি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করবে বলে আমাদের ধারণা।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

# ভূমিকা

একটি জাতির ইতিহাস যত প্রাচীন ও ঐতিহ্য যত সমৃদ্ধ, সে জাতির জাতীয় সত্তার ভিত্তিও তত দৃঢ়। আজকের বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভ করিলেও ইহার স্বাধীনতার ইতিহাস যেমন প্রাচীন, আবার স্বাধীনতা হারানোর ইতিহাসও তেমন পুরানো, আর স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে ইতিহাস ভরপুর। তাই দেখা যায়, অতীতে এই জাতি বারবার স্বাধীনতা হারাইয়াছে, আবার উহা পুনরুদ্ধারের সংগ্রামেও তাহারা বারবার আত্ম-নিয়োগ করিয়াছে—বিসর্জন দিয়াছে নিজেদের অজস্র জান-মাল। ফলে জাতির ইতিহাসে ঘটিয়াছে কালের আবর্তন পুনরাবর্তন—কোন কাল আসিয়াছে স্বাধীনতার সোনালী স্বপ্নের আশীর্বাদ নিয়া আবার কোন কাল আবির্ভূত হইয়াছে পরাধীনতার গভীর অন্ধকারের প্রতিভূরূপে। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শুরু হইয়াছিল এমনি একটি পরাধীনতায় মসিলিপ্ত যুগের। কালের প্রবাহ ছুটিয়া চলে অবিরাম গতিতে। জাতীয় জীবনে বারবার দেখা দেয় স্বাধীনতার স্পৃহা—নওয়াব মীর কাশিম, ফকির মজনু শাহ ঝাঁপাইয়া পড়েন স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে। কিন্তু ব্যাপক গণসমর্থনের অভাবে এই সংগ্রাম সফলতার মুখ দেখে নাই। তারপরে ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামও এই দেশের মানুষের স্বাধীনতা চেতনারই বহিপ্রকাশ। তারপর আবার যুগের হাওয়া পাল্টাইয়া যায়, স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারায় পরিবর্তনের জোয়ার আসে—সশস্ত্র সংগ্রামের স্থলে শুরু হয় গণ-আন্দোলন। বৃটিশ বিরোধী খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন এবং সর্বশেষে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কর্তৃক নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত স্বাধীনতার সংগ্রাম/বৃটিশ সরকার স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরকে প্রশমিত করিবার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংস্কার আইন পাস করে। বিশেষ করিয়া ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন পাস করিয়া প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন চালু করায় বাংলার মুসলমানদের মনে দেশ শাসনে তাহাদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করিবার উদগ্র বাসনা সৃষ্টি হয়। এ সময়ে হিন্দু সংখ্যাগুরু প্রদেশগুলোতে কংগ্রেসী শাসনের স্বরূপ দেখিয়া তাহারা ভীষণভাবে শঙ্কিত হইয়া পড়ে এবং হিন্দুদের আওতামুক্ত হইয়া পুরোপুরিভাবে বাংলাকে স্বাধীন করিবার জন্য এক মরণপণ নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এই সংগ্রাম ১৯৩৬ সাল হইতে ১৯৪৭ পর্যন্ত চলে। যদিও তাঁহারা এই সংগ্রাম পরিচালনা করিয়াছিলেন একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম

www.pathagar.com

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য, কিন্তু হিন্দু ও বৃটিশদের যৌথ বিরোধিতার জটিল আবর্তে পড়িয়া বাংলাদেশ পুরোপুরি স্বাধীন হইল না--পাকিস্তান নামক দেশটির সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া বাংলা আবার অনেকটা কলোনীর রূপই পরিগ্রহ করে এবং তাহাকে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করিতে আরেকটি রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হয়। ষাটের দশকে এই সংগ্রাম প্রথমে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি হিসাবে শুরু হইলেও ক্রমান্বয়ে ইহা একটি পূর্ণ স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপান্তরিত হয় এবং ১৯৭১ সালের মার্চ হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর বাংলাদেশ একটি পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বিশ্ব রাষ্ট্র সংঘের একটি সদস্যের মর্যাদা লাভ করে।

এখানে একটি বিষয় সুস্পষ্ট করিয়া বলা প্রয়োজন যে, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম বাংলাদেশের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা বহিয়া না আনিলেও পাকিস্তানের একটি প্রদেশ হিসাবে ইহার অন্তর্ভুক্তির পর্যায়ে যে নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম সংঘটিত হইয়াছিল, বিশেষ করিয়া ১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত, তাহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব আজকের স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্য কোন অংশেই কম নয়। কেননা সেদিন যদি বাংলার মুসলমানেরা ভারত থেকে আলাদা হইয়া একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম না করিতেন, তাহা হইলে বাংলাদেশ বড়জোর ভারতের অধীন একটি অঙ্গরাজ্যের মর্যাদা লাভ করিত, কোন ক্রমেই একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ হিসাবে আজ ইহার অভ্যুদয় হইত না।

কাজেই ১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলার মুসলমানদের বাংলার স্বাধীনতার জন্য পরিচালিত সংগ্রামের ইতিহাস আজকের স্বাধীন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতা সংগ্রামের এই গুরুত্বপূর্ণ পর্বের ঐতিহাসিক দলীলগুলোই এই বইতে সন্নিবেশ করা হইয়াছে। এই অধ্যায়ের সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার প্রাদেশিক মুসলিম লীগ--নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ নির্দেশ ও পরিচালনাধীনে। আর এই বইতে ১৯৩৬ সাল হইতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়ের জন্য নিখিল বঙ্গ মুসলিম লীগের গুরুত্বপূর্ণ কাউন্সিল অধিবেশন, ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ তাহাদের প্রস্তাবাবলী তুলিয়া ধরা হইয়াছে। তবে একটি বিষয় এখানে বলিতে চাই যে, এই পর্যায়ে অর্থাৎ উল্লিখিত সময়ে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশন ও ওয়ার্কিং কমিটির সমস্ত প্রস্তাব এই বইতে সন্নিবেশ করা হয় নাই, হইয়াছে শুধু নির্বাচিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব। আর এই কাজে

www.pathagar.com

'দৈনিক আজাদ' পত্রিকাই আমার প্রধান উৎস। অবশ্য 'মাসিক মোহাম্মদী' ও 'ইণ্ডিয়ান এ্যানুয়াল রেজিস্টার' হইতেও কিছু কিছু সাহায্য নেওয়া হইয়াছে এবং আজাদ থেকে সংগৃহীত বিষয়বস্তুর কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব ও শেষোক্ত উৎস দুটি থেকে সত্যায়ন করা সম্ভব হইয়াছে। এখানে অনেক চেষ্টা করিয়াও এই তিনটি উৎস ছাড়া এইগুলোর জন্য অন্য কোন উৎসের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তবে তৎকালীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকারের সদর দপ্তর যথা, রাইটারস্ বিল্ডিং-এর লাইব্রেরীতে কিছু তথ্য-প্রমাণ থাকিতে পারে এবং লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে বঙ্গীয় মুসলিম লীগ কর্তৃক প্রকাশিত স্টার আব ইণ্ডিয়া নামক দৈনিক ইংরেজী পত্রিকা এবং মিঃ ফজলুল হক কর্তৃক প্রকাশিত 'নবযুগ' পত্রিকার কপিসমূহ সংরক্ষিত থাকার সম্ভাবনা আছে।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক দলীলসমহ সরকার অত্যন্ত যত্ন সহকারে বিরাট কলেবরে প্রকাশ করিয়াছেন, অথচ বাংলার মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐ প্রথম অধ্যায়ের তাৎপর্যও কম নয়। তাহারাও তো বাংলার স্বাধীনতার জন্যই সংগ্রাম করিয়াছিলেন। বাংলার প্রধানমন্ত্রী জনাব ফজলুল হক কর্তৃক উত্থাপিত মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে যে প্রস্তাব পাস করা হইয়াছিল, তাহাতেও তো ভারতের পূর্বাঞ্চলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহ লইয়া একটি স্বাধীন মুসলিম স্টেট প্রতিষ্ঠার কথাই বলা হইয়াছিল। এই প্রস্তাবের ভাষায় 'পাকিস্তান' শব্দটিরও কোন উল্লেখ নাই। প্রস্তাব থেকে অন্ততঃ-ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়া একটি ও পূর্ব ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়া আরেকটি স্বাধীন মুসলিম স্টেট ও ভারতের অবশিষ্ট অংশে একটি হিন্দু স্টেট প্রতিষ্ঠার কথাই ব্যক্ত হইয়াছে।

এই বইয়ের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, ইহার মূল অংশ আমার লেখা ইতিহাস নয়, বরং ইতিহাসের সৃষ্টারা নিজেরাই নিজেদের কথা বলিতেছেন—তাঁহাদের জবানীতে আন্দোলনের গতিধারা, অগ্রগতি, বাধা-বিপত্তি, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের কথা নিজেরাই প্রকাশ করিয়াছেন। কাজেই, ইহা থেকে পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ যখন তাহাদের গবেষণার জন্য প্রচুর তথ্য ও প্রমাণাদি সংগ্রহ করিবেন, তখনই হইবে আমার শ্রমের সঠিক মূল্যায়ন এবং সার্থকতা।

এই বইতে আমার উপস্থাপিত তথ্য-প্রমাণাদি সঠিকভাবে উপলব্ধি করিবার সুবিধার্থে বইয়ের শুরুতে ঐতিহাসিক পটভূমিসহ নাতিদীর্ঘ একটি বিবরণীও

www.pathagar.com

সংযোজিত হইল। এখানে আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশন ও ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবসমূহের প্রায় সবই রচিত হইয়াছিল ইংরেজীতে এবং ইংরেজী থেকে দৈনিক আজাদ উহা বাংলায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করে। ঐ অনুবাদের ভাষাও আজ থেকে প্রায় ৪০/৫০ বৎসরের প্রাচীন। যদিও মাত্র ৫০ বৎসরের ব্যবধান, কিন্তু তবুও ঐ ভাষাকে বর্তমানে পাঠোপযোগী করিতে আমাকে বেশ বেগ পাইতে হইয়াছে। তবে কোথাও মূল বক্তব্যের সামান্যতমও পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা হয় নাই, হইয়াছে শুধু ভাষার আধুনিকীকরণ। বইতে সন্নিবেশিত বিবরণাদি পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে যে, ইহার কোন অংশ দৈনিক আজাদের নিজস্ব রিপোর্ট এবং অধিবেশনসমূহ সম্পর্কে পত্রিকার বর্ণনা এবং কোন অংশ কমিটিসমূহের মূল প্রস্তাব। প্রস্তাবসমূহের অধিকাংশই কোটেশনের মধ্যে উদ্ধৃত করা হইয়াছে. আবার মাঝে মাঝে কোটেশন ছাড়াও প্রস্তাবের মূল বক্তব্য বা উহার সারাংশ একের পর এক বর্ণনা করা হইয়াছে। আর অধিবেশনসমূহের বিবরণ আজাদে যেভাবে প্রকাশ করা হইয়াছিল ঠিক সেইভাবেই এখানেও বর্ণিত হইয়াছে।

সবশেষে বইটি প্রকাশ করার উদ্যোগ নেওয়ায় ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশকে আজাদ পত্রিকার প্রাচীন ফাইলসমূহ ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়ার জন্য আজাদ কর্তৃপক্ষ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত মাইক্রোফিল্ম ও ইন্ডিয়ান এ্যানুয়াল রেজিস্টার ও মাসিক মোহাম্মদী হইতে মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ও কাউন্সিল অধিবেশনের বিবরণ ও প্রস্তাবাদির অনুলিপি সংগ্রহ করিবার সুযোগ দেওয়ার জন্য লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষসহ সকলকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাইতেছে। বইটির বিষয়বস্তু ও মূল প্রস্তাবাবলী বিন্যাস সাধনের ব্যাপারে কেহ কোন পরামর্শ প্রদান করিলে ধন্যবাদের সহিত গ্রহণ করা হইবে এবং পরবর্তী সংস্করণে ইনশাল্লাহ্ আমরা উহা অনুসরণ করার চেষ্টা করিব।

ঢাকা
১৭ই অক্টোবর, ১৯৮৭ ইং

মোঃ সিরাজ মান্নান

www.pathagar.com

# সূচীপত্র


ঐতিহাসিক পটভূমি ১

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের পার্লামেন্টারী বোর্ডের অধিবেশন, ১৯৩৬ ৩৩

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশন, ১৯৩৭ ৩৪

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কার্যকরী সংসদের অধিবেশন, ১৯৩৭ ৩৮

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ অর্গানাইজিং কমিটির বিশেষ অধিবেশন, ১৯৩৭ ৩৯

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অর্গানাইজিং কমিটির অধিবেশন, ১৯৩৮ ৪০

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের জেনারেল কমিটির অধিবেশন, ১৯৩৯ ৪০

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন, ১৯৩৯ ৪২

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন, ১৯৩৯ ৪২

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন, ১৯৩৯ ৪৩

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন, ১৯৩৯ ৪৪

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশন, ১৯৩৯ ৪৫

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন, ১৯৪০ ৪৬

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ কমিটির অধিবেশন, ১৯৪০ ৪৭

প্রাদেশিক লীগ সেক্রেটারীর রিপোর্ট, ১৯৪০ ৫২

প্রেসিডেন্সী বিভাগ ৫৬


www.pathagar.com

নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিল, ১৯৩৯ ৬০
এমপ্লয়মেন্ট ব্যুরো, ১৯৩৯ ৬০
নিখিল ভারত মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশন ৬২
বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং
কমিটির সভা, ১৯৪১ ৬৮
প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভা, ১৯৪১ ৬৯
বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির
মুলতবী বৈঠকের অধিবেশন ৬৯
বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটির
অধিবেশন, জুন, ১৯৪১ ৭১
প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা,
জুলাই, ১৯৪১ ৭২
বেঙ্গল প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক ৭৩
বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা,
সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ ৭৪
বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির
সিদ্ধান্ত : সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ ৭৪
প্রাদেশিক লীগের রিকুইজিশন ৭৬
বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির
অধিবেশন ডিসেম্বর, ১৯৪১ ৭৬
প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা, ডিসেম্বর, ১৯৪১ ৭৮
বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির
অধিবেশন, ডিসেম্বর, ১৯৪১ ৭৮
প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন,
ডিসেম্বর, ১৯৪১ ৮১
বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির
প্রস্তাবসমূহ ৮১
প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন ৮৩
সিরাজগঞ্জে মুসলিম লীগ সম্মেলন, ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২ ৮৪
বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের বৈঠক ৮৭
বঙ্গীয় প্রাদেশিক মসলিম লীগ সম্মেলন সিরাজগঞ্জ অধিবেশন ৮৭

www.pathagar.com

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সিরাজগঞ্জ অধিবেশনে প্রদত্ত
কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র অভিভাষণ ১০৫
বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে
গৃহীত প্রস্তাবসমূহ ১১৯
প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ১২২
বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের অধিবেশনে
গৃহীত প্রস্তাবসমূহ ১২৪
বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির ঢাকা
অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী, জুন, ১৯৪২ ১২৬
বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির
অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী ১২৯
মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ও কাউন্সিলের অধিবেশন,
অক্টোবর, ১৯৪২ ১৩৩
বঙ্গীয় লীগ কাউন্সিল অধিবেশন ১৩৮
প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির
প্রস্তাব, ডিসেম্বর, ১৯৪২ ১৩৯
বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির
অধিবেশন, জানুয়ারী, ১৯৪৩ ১৪০
বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক,
অক্টোবর, ১৯৪৩ ১৪৪
বঙ্গীয় লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত ১৪৫
বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব ১৪৬
কলিকাতায় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের
অধিবেশন, ১৯৪৪ ১৫০
প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের দ্বিতীয়
দিনের অধিবেশন ১৫৬
বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের তৃতীয়
দিনের অধিবেশন ১৬০
বঙ্গয় লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ১৬৪
বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির
বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহ ১৬৫

www.pathagar.com

লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক ১৬৭
১৯৪৫ সালের প্রাদেশিক লীগ কাউন্সিল
অধিবেশনের বিবরণ ১৬৮
বঙ্গীয় মুসলিম লীগ কাউন্সিল অধিবেশন ১৬৮
বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলে গৃহীত
প্রস্তাবসমূহ ১৬৯
বঙ্গীয় লীগ ওয়াকিং কমিটির সিদ্ধান্ত ১৭৫
বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং প্রস্তাব ১৭৫
বঙ্গীয় লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা ১৭৬
বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা
সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ ১৭৭
বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির
সভায় গৃহীত প্রস্তাবসমূহ, নভেম্বর, ১৯৪৬ ১৭৮
বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়াকিং কমিটির
বৈঠক, ডিসেম্বর, ১৯৪৬ ১৮০
বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়াকিং কমিটির
মুলতবী সভার কার্যবিবরণী ১৮১
বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়াকিং কমিটির
প্রস্তাবসমূহ ১৮৩
বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগ কাউন্সিলের অধিবেশন,
ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭ ১৮৬
বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়াকিং কমিটির
বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ ১৯৬
বঙ্গীয় লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ১৯৮
বঙ্গীয় লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা ১৯৯
বঙ্গীয় লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ২০০
প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা ২০১
বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত ২০২
বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা ২০২
বঙ্গীয় প্রাদেশিক মসলিম লীগ

www.pathagar.com

# বাংলার মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক দলীল (১৯৩৬-৪৭)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

# ঐতিহাসিক পটভূমি

ভারতে মুগল আমলের শেষের দিকে মুসলিম শক্তির ক্রমাবনতির লক্ষণ-সমূহ প্রথম শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলবী (রহ.)-এর চোখে ধরা পড়িয়াছিল। তিনি যথার্থই উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, একদিকে যেমন ভারতীয় মুসলমান-দের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অধঃপতন শুরু হইয়া গিয়াছে, তেমনই অপরদিকে হিন্দুদের নবজাগরণের লক্ষণসমূহ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই দ্বি-মুখী সংকট হইতে মুসলমানদেরকে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি গভীরভাবে চিন্তা করেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, অস্ত্রের মাধ্যমে তাহাদের ধর্মীয়, রাজ-নৈতিক ও সামাজিক অধঃপতন রোধ করা সম্ভব হইবে না; তাহাদের পতন রোধ করিবার একমাত্র পথ হইল তাহাদের নিকট ইসলামের সঠিক রূপ তুলিয়া ধরা এবং ইসলাম সম্পর্কে তাহাদেরকে শিক্ষিত করিয়া তোলা, তাহাদেরকে সঠিকভাবে ইসলামের অনুসারী করিয়া গড়িয়া তোলা। এইরূপ চিন্তা-ভাবনা করিয়া তিনি যেই যুগে উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদের একমাত্র নেশা ছিল অসি চালনা, সেই যুগে অসি ছাড়িয়া মসি ধারণ করেন। তাঁহার বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে তিনি তৎকালীন মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ সমালোচকের তীব্র দৃষ্টিতে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া সর্ব সমক্ষে তুলিয়া ধরেন। তিনি শুধু সমালোচনা করিয়াই তাঁহার দায়িত্ব শেষ করেন নাই, বরং যেই উদ্দেশ্য নিয়া তিনি মসি ধারণ করিয়াছিলেন, সেই উদ্দেশ্যকে আরও যথাযথভাবে বাস্তব রূপদানের জন্য স্বীয় পুত্রদেরকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তোলেন এবং দিল্লীতে একটি বৃহদাকার ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র গড়িয়া তোলেন। শত শত ছাত্র এখানে আসিয়া অধ্যয়ন করেন এবং তাঁহার চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হন। ইসলাম সম্পর্কে যথাযথ শিক্ষালাভ করিয়া তাঁহারা মুসলমান জনগণের মধ্য হইতে অনৈসলামী আমল-আখলাক দূর করিবার জন্য ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারে ব্রতী হন।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ (রহ.)-এর চিন্তাধারা এবং তাঁহার অনুসারীদের শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা দ্বারা ভারতীয় মুসলমানদের অধঃপতনের ধারা ঠেকানো সম্ভব হয় নাই। ক্ষয়িষ্ণু মুগল শক্তি দিন দিন দুর্বল থেকে দুর্বলতর হইতে থাকে। আর এই সুযোগে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব অস্বীকার করিয়া বিভিন্ন প্রদেশে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। ফলে

www.pathagar.com

মুসলিম শক্তি ছিন্নভিন্ন হইয়া শতধা বিভক্ত হইয়া যায় এবং বিভিন্ন প্রদেশে বাণিজ্যরত বিদেশী বেনিয়া কোম্পানীগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রাদেশিক শাসন-কর্তাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। এই অবস্থায় ১৭৫৭ সালে বাংলার নওয়াব সিরাজ-উদ-দৌলা বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সেনাপতি ক্লাইভের নিকট পরাজিত হইলেন। ফলে বাংলায় বৃটিশ শাসনের ভিত্তি রচিত হইল এবং ভারতে মুসলিম শাসন অবসানের সূচনা হইল।

ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের অবসান এবং বৃটিশ শাসনের সূচনা হওয়ায় আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের তেমন কোন ক্ষতি সাধিত হয় নাই, ইহা ছিল তাহাদের নিকট শুধু শাসক সম্প্রদায়ের পরিবর্তন। বরং তাহারা বৃটিশ শাসনকে প্রথম থেকেই আন্তরিকভাবে অভি-নন্দন জানায় এবং বৃটিশের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য চেষ্টা শুরু করে। বৃটিশরাও হিন্দুদেরকে নিজেদের প্রতি অনুগত দেখিতে পাইয়া তাহাদের প্রতি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার নীতি অবলম্বন করে। পক্ষান্তরে মুসলমানরা বৃটিশ শাসনকে কোনভাবেই আন্তরিকভাবে মানিয়া নিতে পারে নাই। তাহারা তাহাদের জাত শত্রু হিসাবে যতটুকু শক্তি-সামর্থ্য ছিল তাহা দ্বারাই বৃটিশদের প্রতি প্রচণ্ড বিরোধিতা অব্যাহত রাখে এবং বৃটিশ শাসন উৎখাত করিয়া মুসলিম শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করে। নওয়াব মীর কাশিম, ফকির মজনু শাহ্, টিপু সুলতান, সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী ও তাঁহার অনুসারীদের সংগ্রাম ছিল মুসলমানদের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য নিরলস প্রচেষ্টার প্রমাণ। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামেও মুসলমানদের ভূমিকাই ছিল মুখ্য। ইহা বৃটিশদের দৃষ্টি এড়ায় নাই। আর এইসব সংগ্রামে হিন্দুদের তেমন কোন ভূমিকাই ছিল না।

বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পরে বৃটিশদের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া যেসব প্রত্যক্ষ সুফল লাভ সম্ভব ছিল, যথা— সরকারী চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্যে সুযোগ সুবিধা ইত্যাদিতে যেন তাহারা পুরোপুরি সুবিধা ভোগ করিতে পারে, সেইজন্য তাহারা প্রথম হইতেই সচেষ্ট ছিল। বিশেষ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই তাহাদের মধ্যে এইসব বিষয়ে অত্যন্ত সক্রিয় প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। আর একটি জিনিস তৎকালীন নেতৃস্থানীয় হিন্দুদের নিকট পরিষ্কার হইয়া যায় যে, বৃটিশদের সহিত পুরোপুরি সহযোগিতা করার জন্য এবং বৃটিশ সরকারের নিকট হইতে পুরোপুরি সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্য ইংরেজী শিক্ষা লাভ করা অত্যাবশ্যক। তাই ১৮১৬ সালে তাহারা কলিকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করে এবং ক্রমান্বয়ে বহু সংখ্যক ইংরেজী স্কুল স্থাপন

www.pathagar.com

করিয়া হিন্দুদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করে। পক্ষান্তরে মুসলমানদের মধ্যে তখন বৃটিশ বিরোধী মনোভাব ছিল প্রচণ্ড এবং ইংরেজী শিক্ষাকে তাহারা হারাম গণ্য করিত।

বৃটিশ শাসনের শুরু থেকেই সরকারের প্রবর্তিত কয়েকটি নীতির কারণে মুসলমানদের মনে একই সাথে বৃটিশ ও হিন্দু বিরোধী মনোভাব দানা বাধিয়া উঠিতে থাকে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৭৬৫ সালে মুগল সম্রাটের নিকট হইতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে এবং রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন রকম বন্দোবস্ত চালু করে। তাহারা ১৭৭২ সালে পাঁচশালা বন্দোবস্ত, ১৭৭৭ সালে বাৎসরিক বন্দোবস্ত এবং ১৭৮৯ সালে দশশালা বন্দোবস্ত চালু করে। এই দশশালা বন্দোবস্তকেই তাহারা ১৭৯৩ সালে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' বলিয়া ঘোষণা করে। ফলে দেখা গেল যে, যাহারা ছিল বাৎসরিক বা মেয়াদী খাজনা আদায়কারী, তাহারা রাতারাতি জমির মালিক হইয়া গেল। আর যাহারা ছিল সত্যিকার জমির মালিক, তাহারা জমির উপর স্বত্বহীন হইয়া প্রজা হইয়া গেল। তাহা ছাড়া ১৮২৮ সাল হইতে ১৮৪৪ সাল পর্যন্ত কোম্পানীর সরকার লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার মাধ্যমে বহুসংখ্যক মুসলমান সৈনিক, মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ্ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেইগুলি নওয়াবী আমল হইতেই নিষ্কর জমি ভোগ করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু সময়স্রোত ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে দলীলপত্র নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, সেইগুলি তাহাদের সহায়-সম্পত্তি হারাইয়া ধ্বংসের সীমায় পৌঁছিয়া গেল। ফলে একদিকে মুসলমান ধনী সম্প্রদায় ও অন্যদিকে তাহাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ধ্বংস হওয়ার কারণে তাহারা অভাব-অভিযোগ ও অজ্ঞানতার তিমিরে নিমজ্জিত হইয়া যায়।[১]

রাজ্য, সম্পদ, চাকুরী ও ব্যবসা-বাণিজ্য হারাইয়া এবং শিক্ষা-দীক্ষা ও উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে বাংলার মুসলমানরা যখন চরম দুর্দিনে নিপতিত, তখন হাজী শরিয়তুল্লাহ তাঁহার ফরায়েজী আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার কয়েকটি জেলার বিপুল সংখ্যক মুসলমান অধিবাসীকে ইসলামের মৌলিক আদেশ-নিষেধসমূহ শিক্ষা দিয়া ধর্মীয় ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করিয়া তোলেন এবং তাহাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা সৃষ্টির প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। হাজী শরিয়তুল্লাহ্‌র মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দুদু মিয়া ফরায়েজীদের নেতৃত্ব দিয়া তাহাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রক্ষার্থে তাহাদেরকে অধিক সংগ্রামী

১. ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার ঃ দ্যা ইন্ডিয়ান মুসলমানস্, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ. ১৬৭-১৬৮।

www.pathagar.com

করিয়া তোলেন। মুসলমান প্রজাদের মধ্যে ঐক্যের ভাব দেখিতে পাইয়া বাংলার হিন্দু জমিদারগণ তাহাদের মুসলমান প্রজাদের উপর জুলুম নির্যাতন বাড়াইয়া দেন। তাহারা তাহাদের মুসলমান প্রজাদের নিকট হইতেও পূজা এবং অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে নানা প্রকার অবৈধ কর আদায় করিতেন। জমিদারগণ মুসলমান প্রজাদিগকে তাহাদের বিনা অনুমতিতে গাছ কাটা, পুকুর খনন, দালান তৈরী এবং গরু কুরবানী করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার প্রতিবাদ করিতে গিয়া জমিদারদের সঙ্গে দুদু মিয়া ও ফরায়েজীদের কয়েক দফা সংঘর্ষ ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত জমিদারদের নির্যাতন অনেকটা বন্ধ হয়।[১] কিন্তু হাজী শরিয়তুল্লাহ ও দুদু মিয়া কখনও বৃটিশ বিরোধী কোন সশস্ত্র সংগ্রামের পথে অগ্রসর হন নাই।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলবী (রহ.)-এর মৃত্যুর পরে তাঁহার প্রথম পুত্র শাহ আবদুল আজীজ দেহলবী শাহ ওয়ালিউল্লাহ্র অনুসারীদের প্রধান হিসাবে দিল্লীতে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপৃত থাকেন। আর তাঁহার অন্যতম শাগরিদ সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী শহীদ ও ভ্রাতুষ্পুত্র শাহ্ ইসমাইল শহীদ নব্য শিক্ষিত-দেরকে সংগঠিত করিয়া একটি মুজাহিদ বাহিনী গঠনের দিকে মনোনিবেশ করেন। কারণ, তখন পাঞ্জাবের মুসলমানদের উপর শিখদের অত্যাচার চরমে পৌঁছিয়াছিল। তাই তিনি বাংলাদেশসহ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া তাঁহার অনুসারীদেরকে ইসলামের বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তোলেন এবং প্রথমে শিখদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদে অবতীর্ণ হন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ও সীমান্তের সর্দারদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে প্রাথমিক কয়েকটি চমকপ্রদ সাফল্যের পরে ১৮৩১ সালে শিখদের অতর্কিত আক্রমণের ফলে তিনি বালাকোটের ময়দানে যুদ্ধ করিতে করিতে শহীদ হন। কিন্তু তিনি নিজে শহীদ হইলেও তাঁহার প্রবর্তিত জিহাদী আন্দোলন সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হইয়া যায় নাই। তাঁহার অনুসারীরা পুনরায় গোপনে গোপনে সারা ভারতব্যাপী গণসংযোগ স্থাপন করিয়া জিহাদের জন্য মুজাহিদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু এইবার তাঁহাদের তৎপরতা পরিচালিত হইয়াছিল বৃটিশদের বিরুদ্ধে। তাঁহারা সুদূর সীমান্ত প্রদেশ থেকে বৃটিশ বিরোধী জিহাদে অবতীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ হইতে বহু মুজাহিদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।[২] তাঁহারা বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরাট জনবল, অর্থবল ও সামরিক

১. ডঃ মুঈনউদ্দীন আহমদ খান ঃ হিস্ট্রী অব দ্যা ফরায়েজী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল, ১৮১৮—১৯০৬, করাচী, ১৯৬৫, পৃ. XXXVXCIII—CV.

২. ডঃ আবদুর রহিম ঃ বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, ঢাকা, পৃ. ৯২-৯৫।

www.pathagar.com

শ্রেষ্ঠত্বের যথাযথ মূল্যায়ন না করিয়া শুধু সীমান্ত এলাকা হইতে বৃটিশের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিযান পরিচালনা করিয়া বৃটিশের কবল হইতে দেশকে মুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাহাদের এই প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। ইংরেজ ও শিখ বিরোধী তাহাদের এই জিহাদে জান-মাল দিয়া শরীক হওয়ার জন্য তাঁহারা মুসলমানদেরকে কুরআন ও হাদীসের আলোকে উদ্বুদ্ধ করিতেন। ফলে বাংলাদেশের শহর-বন্দর ও গ্রাম-গঞ্জ হইতে হাজার হাজার যুবক-বৃদ্ধ বৃটিশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইয়া বাংলাদেশ হইতে সুদূর সীমান্ত প্রদেশে গিয়া জিহাদে অংশ নিতেন।[১] তাঁহারা কিন্তু আধুনিক জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া এই জিহাদে অংশ নেন নাই। বরং ইসলাম ও মুসলমানদেরকে মুক্ত করিয়া ভারতে 'দারুল ইসলাম' প্রতিষ্ঠা ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানের মাধ্যমে পরকালীন মুক্তি অর্জনের জন্যই এই জিহাদে অংশ নিয়াছিলেন।

বৃটিশদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সর্বশেষ সশস্ত্র সংগ্রাম হইল ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম। এনফিল্ড রাইফেলে শূকরের চর্বি মিশ্রিত কার্তুজ ব্যবহার ও দূরবর্তী প্রদেশে যুদ্ধ করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ইত্যাদি এই বিপ্লবের আশু কারণ হইলেও ইহার আসল উদ্দেশ্য ছিল দেশ থেকে বৃটিশদের তাড়াইয়া লুপ্ত স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার। সিপাহীদের দ্বারা এই সংগ্রাম শুরু হওয়ায় বাংলাসহ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ইহা জনমনে তেমন সাড়া জাগাইতে পারে নাই। শুধুমাত্র অযোধ্যা ও উত্তর প্রদেশে ইহা আংশিকভাবে জনযুদ্ধের রূপলাভ করিয়াছিল। কিছু সংখ্যক লোক বিপ্লবীদের সাহায্য-সহযোগিতা করিলেও অধিকাংশ লোকই ছিলেন নির্লিপ্ত। কারণ তখনও জনগণের মধ্যে জাতীয় চেতনা জন্মলাভ করে নাই। উত্তর প্রদেশের স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও বাংলার নওয়াব আবদুল গনি এবং নওয়াব আবদুল লতিফের মত মুসলিম নেতৃবৃন্দ, যাঁহারা পরিস্থিতি সম্পর্কে অধিক সচেতন ছিলেন এবং কোন ক্ষমতার দাবিদার ছিলেন না, তাঁহারা সরাসরি এই বিপ্লবের বিরোধিতা করিয়াছিলেন।[২] এমন কি দুদু মিয়া ও তাঁহার অনুসারীরাও এই বিপ্লবের প্রতি কোন সক্রিয় সাড়া দেন নাই।[৩] তাঁহাদের মধ্যে স্যার সৈয়দ আহমদ খান ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতারূপে আবির্ভূত হন। অন্যদিকে বাংলার ইংরেজী

১. ঐ, পৃ. ৯৫।
২. ফ্রান্সিস রবিনসন ঃ সেপারেটিজম এমাং ইণ্ডিয়ান মুসলিমস, ক্যাম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭৫, পৃ. ৮৯।
৩. ডঃ মুঈনউদ্দীন আহমদ খান ঃ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২-৪৫।

www.pathagar.com

শিক্ষিত হিন্দু সমাজ এই বিপ্লবের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতেও প্রস্তুত ছিল।[১] ভারতের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করা ছিল এই বিপ্লবের উদ্দেশ্য। তাহা সত্ত্বেও ইহাতে অংশগ্রহণকারিগণ বিভিন্ন চিন্তাধারা ও স্বার্থ নিয়া এই সংগ্রামে অংশ নিয়াছিলেন। এমন কি ভারতের ভবিষ্যৎ সরকার ব্যবস্থা কি হবে সে সম্বন্ধে তাঁহারা কোন সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নাই। বরং বাহাদুর শাহ্‌কে ভারতের সম্রাট ঘোষণা করায় আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী হিন্দু নেতাগণ মুসলিম রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার ভয়ে শঙ্কিত হইয়া পড়েন। আর বিপ্লব দমনের পরে ইংরেজরা মুসলমানদেরকেই বিপ্লবের জন্য অধিকতর সন্দেহ ও দায়ী করিয়াছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের এই প্রথম পর্যায়ে মুসলমানরাই ছিল বিপ্লবের অগ্রসেনানী এবং বিপ্লব দমনের পরে হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানরাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল।[২]

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বাংলার হিন্দু সমাজ প্রথম থেকেই ইংরেজদের সাথে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছিল এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক হইতেই তাহারা আবার ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করা শুরু করিয়াছিল। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই প্রচুর সংখ্যক হিন্দু যুবক শিক্ষিত হইয়া উঠে এবং সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় চাকুরী ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া ফেলে এবং এইভাবে একটি উদীয়মান হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের ভিত্তি স্থাপিত হয়।[৩] পক্ষান্তরে এই পর্যন্ত মুসলমানরা ইংরেজী শিক্ষা একেবারে বর্জন করিয়া আসিতেছিল এবং উল্লেখ করা হইয়াছে যে, লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার ফলে তাহাদের নিজস্ব প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল এবং সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ও শিক্ষা-দীক্ষার অভাবে তাহারা একেবারে অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল। মুসলমানদের এই করুণ অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া নওয়াব আবদুল লতিফ উহার প্রতিকারের জন্য মনোনিবেশ করেন। তিনি সরকারের প্রতি মুসলমানদের অনুসৃত নীতিকে ভ্রান্ত বলিয়া অভিহিত করেন এবং বিরোধিতার পরিবর্তে বৃটিশের সঙ্গে সহযোগিতা ও ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ক্রিমিয়ার যুদ্ধে বৃটিশ কর্তৃক তুরস্কের সুলতান তথা মুসলমানদের খলীফাকে সাহায্য ও তুর্কী সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষায় বৃটিশ

১. এস. এ. সিদ্দিকী ঃ ভুলে যাওয়া ইতিহাস, ১৭৫৭—১৯৪৭, পৃ. ৪৫-৪৭।
২. জওহার লাল নেহেরু ঃ এন অটোবায়োগ্রাফি, লণ্ডন, ১৯৫৫, পৃ. ৪৬০।
৩. ফজলুর রহমান ঃ দ্যা বেঙ্গলী মুসলিমস্ এণ্ড ইংলিশ এডুকেশন, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ৯৫।

www.pathagar.com

অবদানের কথা উল্লেখ করিয়া প্রমাণ করেন যে, বৃটিশরা মুসলমানদের সহজাত শত্রু নয়। অন্যদিকে তিনি মক্কার আলিমদের নিকট হইতে এই মর্মে একটি ফতোয়া সংগ্রহ করেন যে, ভারত 'দারুল হরব' নয়।[১] এইভাবে তিনি শাহ আবদুল আজীজ কর্তৃক ভারতকে 'দারুল হরব' বলিয়া প্রদত্ত ফতোয়ার গুরুত্ব খণ্ডন করেন। ইহা ছাড়া মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি ১৮৬৩ সালে কলিকাতায় মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি গঠন করেন এবং মওলানা কারামত আলীর নিকট হইতে 'ইংরেজী শিক্ষা হারাম নয়' বলিয়া অপর একটি ফতোয়া সংগ্রহ করেন।[২] এইভাবে তাঁহার প্রচেষ্টার ফলে মুসলমানদের বৃটিশ বিরোধিতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায় এবং মুসলমানগণ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন।

১৮৫৭ সালের বিপ্লবের পর বাংলার হিন্দু শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেই প্রথম জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটিয়াছিল। কারণ ভারতের মধ্যে বাংলায়ই প্রথম বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং বাংলার হিন্দু সমাজই ইংরেজী তথা আধুনিক শিক্ষার দিকে সর্বাগ্রে ঝুঁকিয়া পড়ে। ইংরেজী ভাষায় আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম, ফরাসী বিপ্লব, ইতালী ও জার্মানীর জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের কাহিনী পাঠ করিয়া হিন্দুরাও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয় এবং সভা সমিতি যথা - বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি (১৮৫১), বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন (১৮৭৫), ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন (১৮৭৬) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ও ঐক্য স্থাপনের পথ সুগম করিয়াছিলেন।[৩] তাহাদের জাতীয় চেতনার প্রত্যক্ষ প্রকাশ ঘটে ১৮৬৫ সালের 'প্যাট্রিয়ট এসোসিয়েশন' ও 'জাতীয় মেলা', ১৮৬৭ সালে 'হিন্দুমেলা' ১৮৭০ সালে 'জাতীয় সমিতি' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। একটি বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এই সোসাইটিগুলির কোনটিতেই মুসলমানরা যোগদান করিতেন না। কারণ হিন্দুদের এই জাতীয় চেতনাবোধ সৃষ্টি ও সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পিছনে প্রেরণার মূল উৎস ছিল হিন্দুধর্ম।[৪] পক্ষান্তরে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে বাংলার মুসলমানদের মধ্যেও মুসলিম জাতীয়তাবোধের প্রথম বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। স্যার সৈয়দ

১. নওয়াব আবদুল লতীফ, প্রসিডিংস অব মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি, এ মিনিট অন হুগলী মাদ্রাসা।
২. ঐ
৩. এন.এস. বোস ঃ ইণ্ডিয়ান এওকেনিং এণ্ড বেঙ্গল, কলিকাতা, ১৯৬০, পৃ.২০৪–২২৫।
৪. এন. এস. বোস, ঐ।

www.pathagar.com

আমির আলী ছিলেন এই মুসলিম জাতীয় ও রাজনৈতিক চেতনার প্রথম পথিকৃত। হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের মত স্যার আমির আলীর এই জাতীয় চেতনাবোধের পিছনেও ছিল ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ। তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন যে, রাজনীতির যুগ শুরু হইয়া গিয়াছে এবং এখন থেকে রাজনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিলে তাহা মুসলমানদের জন্য আত্মঘাতী প্রমাণিত হইবে।[১] তাই তিনি ১৮৭৭ সালে সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে কাজ করা এবং মুসলমানদের বিশেষ অভাব-অভিযোগসমূহ সরকারের সমীপে পেশ করা। যদিও এই সমিতির সদস্যপদ হিন্দুদের জন্যও উন্মুক্ত ছিল, কিন্তু মুসলমানদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে হিন্দু সদস্যদের কোন ভোটাধিকার ছিল না। স্যার আমির আলী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশনের ৫৩টি শাখা স্থাপন করেন।[২]

অতএব, দেখা যায় যে, রাজনীতির সূচনা হইতেই বাংলার হিন্দু ও মুসলমানগণ পৃথকভাবে সংগঠিত হয়েছিলেন এবং বিভিন্ন কারণে তাহাদের মধ্যে এই বিচ্ছিন্নতা ও বিরোধের সৃষ্টি হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু ও মুসলমান—উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই বেশ কয়েকজন ধর্মীয় সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটে। তাঁহারা সবাই স্ব-স্ব ধর্মের সংস্কার সাধন করেন এবং স্বধর্মাবলম্বীদেরকে অধিক ধর্মনিষ্ঠ জীবন যাপন করিবার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। ইহার পরিণতিতে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজই একে অপরের নিকট হইতে অধিক দূরে সরিয়া যায়। তাহা ছাড়া, ইসলাম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে বিশ্বাসের যে মৌলিক প্রভেদ, যথা-আল্লাহ্‌র একত্ব ও বিভিন্ন দেবদেবীর উপর বিশ্বাস, নিরাকারের উপাসনা ও প্রতিমা পূজা, রিসালাত ও অবতারবাদ ইত্যাদির ফলে সম্প্রদায় দু'টি দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাস করা সত্ত্বেও সামাজিকভাবে ছিল পরস্পর বিপরীত মেরুর অধিবাসী। হিন্দু এবং মুসলমানদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং সামাজিক রীতিনীতিও ছিল পরস্পর বিরোধী। আবার নূতন করিয়া তাহাদের মধ্যে সৃষ্টি হইয়াছিল রাষ্ট্রীয় চাকুরী, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্যে ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাট ব্যবধান। সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও বাংলার মুসলমানদের অবস্থা এমন হইয়া

---

১. মেময়র্‌স্‌ অব আমির আলী ঃ ইসলামিক কালচার, ৫ম খণ্ড, ১৯৩১, পৃ. ৫১৯—৫২০।
২. ডঃ আবদুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১।

www.pathagar.com

দাঁড়াইল যে, তাহাদের ভাগ্যে জুটিত শুধু কাঠ কাটা, পানি টানা ও কলম মেরামত করার চাকুরী। সরকারী উচ্চ পদসমূহে তাহাদের কোটা প্রায় শূন্যের কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল এবং ১৮৭১ সালে বাংলা সরকারের মোট ২১১১টি গেজেটেড পদে ইউরোপীয়ান, হিন্দু ও মুসলমান চাকুরের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৩৩৮ জন, ৬৮১ জন ও ৯২ জন।[১]

হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম ও কৃষ্টি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য, সংস্কার-মূলক তৎপরতা ও সামাজিক রীতিনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সরকারী চাকুরী, শিক্ষা-দীক্ষা ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিরাজিত যে বিরাট ব্যবধান, উহাই তখন তাহাদের মধ্যে অভিন্ন জাতীয় চেতনা সৃষ্টির পথে সুউচ্চ বাঁধার প্রাচীর সৃষ্টি করে। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যকার এই বিরোধ ও বিচ্ছিন্ন অবস্থাই তৎকালীন লেখকদের রচনায় প্রকাশ পাইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র ও অন্যান্য হিন্দু লেখক তো শুধু সমকালীন সমাজচিত্র ও গণমানসকেই তাহাদের রচনায় বিশ্বস্ততার সাথে অংকন করিয়াছেন আর এইজন্যই তাহাদের লেখায় মুসলমানদেরকে হিন্দুদের বৈরীজাত বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।[২] আবার কোন কোন হিন্দু লেখক তো শুধু হিন্দুদেরকেই বাঙ্গালী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, মুসলমানদেরকে বাঙ্গালী হিসাবে গণ্য করিতেন না। বৃটিশ শাসকগোষ্ঠিও হিন্দু এবং মুসলমানদের এই সামাজিক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া তাহাদেরকে শুধু দুইটি স্বতন্ত্র ধর্মীয় সম্প্রদায়ই নয়, বরং ভারতীয় উপমহাদেশের দুইটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক জাতি হিসাবে প্রায়ই উল্লেখ করিতেন।[৩] সৈয়দ আমির আলী ১৮৮২ সালের মিউনিসিপ্যাল বিলের উপর আলোচনা করিতে গিয়া হিন্দু ও মুসলমানদেরকে দুইটি আলাদা জাতি হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন।[৪] যাহাই হউক, হিন্দু ও মুসলমানদের এই স্বতন্ত্র জাতীয় চেতনাবোধের পূর্ণ প্রকাশ ঘটে ১৮৮৫ সালে নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেস ও ১৯০৬ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ইহাকে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সমস্ত ভারতবাসীর জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলে দাবি করা সত্ত্বেও নগণ্য সংখ্যক বাদে মুসলমানগণ ইহাতে যোগদান করা হইতে বিরত ছিলেন। বিশেষ করিয়া স্যার সৈয়দ আহমদ ও স্যার আমির আলী ইহার কঠোর বিরোধিতা করিয়াছিলেন এবং ইহাকে

---

১. হান্টার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫২।
২. উদাহরণস্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ-এর' নাম উল্লেখ করা যায়।
৩. হাডি, পি. আর. ঃ দ্য মুসলিমস্ অব বৃটিশ ইণ্ডিয়া, ক্যামব্রিজ, ১৯৭২।
৪. ডঃ আবদুর রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৫-৬৬।

www.pathagar.com

শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তের স্বার্থ রক্ষার্থে প্রতিষ্ঠিত হিন্দুদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া অভিহিত করেছিলেন।[১] আর কংগ্রেস ইহার জন্মলগ্ন হইতে যেসব দাবি-দাওয়া পেশ করিয়া আসিতেছিল, তাহা শুধু শিক্ষিত হিন্দু যুবকদের অভাব-অভিযোগ পূরণের উদ্দেশ্যেই। সেখানে মুসলিম স্বার্থকে উপেক্ষা করা হইয়াছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে বৃটিশ ভারতের বৃহত্তম প্রদেশ বাংলার আয়তন ছিল ১,৮৯,০০০ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ৭,৮০,০০,০০০।[২] বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম ছিল ইহার অন্তর্ভুক্ত। এইরূপ বিরাট প্রদেশ তৎকালীন অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থায় একজন লেঃ গভর্নরের পক্ষে শাসন করা ছিল বাস্তবে অসম্ভব। ফলে উন্নয়নের যাবতীয় সরকারী তৎপরতা কলিকাতার আশেপাশে তথা পশ্চিম বঙ্গেই সীমাবদ্ধ থাকিত, আর পূর্বাঞ্চল ছিল চির অবহেলিত। ইহার অনুন্নত যোগাযোগ ও শিক্ষা ব্যবস্থা, শিল্প কারখানা ও বন্দরের অভাব জনগণকে আর্থিকভাবে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছিল। এই অবস্থার অবসানকল্পে ১৯০৫ সালে সরকার ঢাকাকে রাজধানী করিয়া পূর্ববঙ্গ ও আসামকে নিয়া একটি পৃথক প্রদেশ গঠন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বেঙ্গল কংগ্রেসের হিন্দু নেতাদের নেতৃত্বে বাংলা ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের হিন্দু জনসাধারণ বঙ্গ বিভাগ বিরোধী এক দুর্বার আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়েন এবং 'বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ' ও বাঙ্গালী জাতির প্রতি 'বিভক্ত করিয়া শাসন করিবার' সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করার জন্য সরকারকে দায়ী করিলেন। কিন্তু বাংলার মুসলমানেরা এই প্রদেশ গঠনকে আন্তরিকভাবে সমর্থন জ্ঞাপন করেন এবং এই নয়া ব্যবস্থায় তাহাদের প্রতি দীর্ঘ দিনের যে অবহেলা, তাহার প্রতিকার হইবে আশান্বিত হইলেন। অন্যদিকে বাংলার হিন্দু সমাজ কংগ্রেসের নেতৃত্বে বঙ্গ বিভাগের প্রতিবাদে স্বদেশী ও বৃটিশ পণ্য বর্জন আন্দোলন শুরু করিয়া দেয় এবং হিন্দু সমাজের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ তীব্র সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের আশ্রয় নেয়। মুসলমানেরা ইহাকে জাতিগত স্বার্থ ও শ্রেণীপ্রাধান্য বজায় রাখার আন্দোলন বলিয়া গণ্য করেন।[৩] বঙ্গ-বিভাগ নিয়া আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ আম্বেদকার লিখিয়াছেন, "সারা বাংলা, উড়িষ্যা ও আসাম এমন কি উত্তর প্রদেশও ছিল বাংলার হিন্দুদের চারণভূমি।

---

১. ডঃ হাফিজ মালিক ঃ মোসলেম ন্যাশনালিজম ইন ইণ্ডিয়া এবং পাকিস্তান, পৃ. ২১১।
২. লোভাট ফ্রেজার ঃ ইণ্ডিয়া আণ্ডার কার্জন এণ্ড আফটার, পৃ. ৩৬৯।
৩. আবদুল হামিদ ঃ মুসলিম সেপারেটিজম ইন্ ইণ্ডিয়া, পৃ. ৪৭।

www.pathagar.com

তাহারা এই সব প্রদেশের সিভিল সার্ভিস দখল করিয়া রাখিয়াছিল। বঙ্গ বিভাগের অর্থ ছিল এই চারণভূমির সীমা হ্রাস ··· ··· ··· বঙ্গ বিভাগের প্রতি হিন্দুদের বিরোধিতার পশ্চাতে বাংলার মুসলমানদেরকে তাহাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখার ইচ্ছাই প্রধান।" [১] এন. সি. চৌধুরী লিখিয়াছেন যে, 'বঙ্গ বিভাগ হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে শত্রুতার একটি স্থায়ী অবদান রাখিয়া যায় এবং মুসলমানদের প্রতি একটি তীব্র ঘৃণা আমাদের অন্তরে আসন পাইয়া বন্ধুত্বের যাবতীয় অন্তরঙ্গতার অবসান করিয়া দেয়। রাস্তা-ঘাট, বিদ্যালয় এবং হাট-বাজার সর্বত্রই ইহার বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং সর্বোপরি ইহা মানুষের মনের মধ্যে বাসা বাঁধে।' [২]

কংগ্রেসের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হিন্দুদের দ্বারা বঙ্গ বিভাগের তীব্র বিরোধিতার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের নেতা নওয়াব সলিমুল্লাহ বঙ্গবিভাগের সমর্থনে মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করা ও বঙ্গ-বিভাগ বিরোধী আন্দোলনের মুকাবিলায় পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উদ্যোগী হন। তাই তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় ১৯০৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মুসলিম স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগ প্রথম অধিবেশনেই বঙ্গ-বিভাগের সমর্থনে প্রস্তাব পাস করে এবং বঙ্গ-বিভাগ বিরোধী আন্দোলনের নিন্দা করে।[৩] বঙ্গ-বিভাগের প্রতি মুসলমানদের নিরঙ্কুশ সমর্থন থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস এবং হিন্দু শিক্ষিত শ্রেণী ইহার বিরোধিতা অব্যাহত রাখে। হিন্দুদেরকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে সরকার বাধ্য হইয়া ১৯১১ সালে বঙ্গ-বিভাগ রদ ঘোষণা করেন। ইহাতে যুগপতভাবে মুসলমানগণ দারুণভাবে মর্মাহত ও ক্ষুব্ধ হন[৪] এবং হিন্দুগণ আনন্দিত ও ও উৎফুল্ল হন। এই সময় হইতে প্রায় প্রতিটি সরকারী ও বেসরকারী পদক্ষেপ একই সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমানদের স্বার্থের পরস্পর বিরোধী বলিয়া প্রমাণিত হয়। ইহার ফলশ্রুতি হিসাবে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হইয়া স্বাধীন পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। বাংলা বিভক্ত হইয়া পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলা নামে স্বতন্ত্র প্রদেশরূপে পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ভারতে মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

---

১. রি আর, আম্বেদকার ঃ পাকিস্তান অব দ্যা পার্টিশন অব ইণ্ডিয়া, পৃ. ১১১।
২. এন. সি. চৌধুরী ঃ এন অটোবায়োগ্রাফি অব এন আননোন ইণ্ডিয়ান, পৃ. ৩৯।
৩. সৈয়দ শরীফুদ্দীন পীরজাদা, ফাউণ্ডেশনস অব পাকিস্তান, অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ ডকুমেন্টস্, ১৯০৬-১৯৪৭, পৃ. ১২।
৪. আবদুল হামিদ ঃ পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১।

www.pathagar.com

কিন্তু ইহার নেতৃত্ব সংরক্ষিত থাকে রক্ষণশীল অভিজাত মুসলিম নাইট-নবাবদের হাতে। ফলে ইহা বঙ্গ বিভাগ ও মুসলিম স্বার্থ বিরোধী কংগ্রেসী আন্দোলনের পাল্টা কোন কার্যকরী আন্দোলন পরিচালনা করিয়া বঙ্গ বিভাগের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করিতে ব্যর্থ হয়। এই পর্যন্ত লীগের নেতৃত্ব বিশ্বাস করিতেন যে, সরকারই মুসলিম স্বার্থ রক্ষা করিবে, আর তাই তাহারা সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছিলেন। সরকার বঙ্গ বিভাগের স্থায়িত্ব সম্পর্কে বারবার আশ্বাস দিয়াছিলেন। কিন্তু হঠাৎ ১৯১১ সালে সরকার বঙ্গবিভাগ রদ ঘোষণা করিলেন। তাই মুসলমানেরা ইহাকে মুসলিম স্বার্থের সঙ্গে সরকারের বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া গণ্য করেন।[১] তদুপরি তাহারা নিষ্ক্রিয়তার নীতি ও আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল লাভ সম্পর্কে সজাগ হন। এই সময় মৌলানা মোহাম্মদ আলী ও মৌলানা আবুল কালাম আযাদ 'কমরেড' ও 'আল-হেলাল' পত্রিকার মাধ্যমে মুসলিম জনমতকে তীব্র বৃটিশ বিরোধী করিয়া তোলেন। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ১৯১২ সালের লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে মুসলিম লীগ 'ভারতের জন্য উপযোগী স্বরাজ' প্রতিষ্ঠাকে লীগের উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করে।[২] ফলে উদ্দেশ্যের দিক দিয়া লীগ ও কংগ্রেস পরস্পরের নিকটবর্তী হয়। তাই স্বরাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে আগাইয়া নেওয়ার জন্য এবং বৃটিশের নিকট হইতে অধিক সুবিধা আদায়ের জন্য ১৯১৬ সালে লীগ ও কংগ্রেস লক্ষ্ণৌ চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধভাবে তাহাদের দাবি-দাওয়া সরকারের নিকট পেশ করে। কিন্তু লক্ষ্ণৌ চুক্তির দ্বারা বাংলার মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিসর্জন দিয়া তাহাদেরকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করায় বাংলায় মুসলিম লীগ জনপ্রিয়তা হারাইয়া ফেলে এবং ময়মনসিংহের জমিদার সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ইহার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ করেন এবং তাঁহার অনুসারীদের নিয়া মুসলিম লীগ ত্যাগ করেন।[৩] ইহার পর খিলাফত আন্দোলন ও স্বরাজ পার্টির সময় হইতে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত বাংলায় মুসলিম লীগ একরূপ প্রাণহীন হইয়া পড়ে এবং ১৯১৯ সালের সংস্কার আইন অনুযায়ী ১৯২০ সাল হইতে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত প্রাদেশিক দ্বৈত শাসনামলে বাংলার প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কোন লক্ষণীয় রাজনৈতিক ভূমিকা ছিল না।

অন্যদিকে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে জোরদার করিবার জন্য ১৯২০ সালে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধভাবে বৃটিশ বিরোধী খিলাফত ও

১. ওয়াহেদুজ্জামান ঃ টুয়ার্ডস্ পাকিস্তান, লাহোর, ১৯৬৪, পৃ. ১৭।
২. সৈয়দ শরীফুদ্দীন পীরজাদা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৮।
৩. সিরাজ মান্নান ঃ দ্যা মুসলিম পলিটিক্যাল পার্টিজ ইন বেঙ্গল, পৃ. ১০।

www.pathagar.com

অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে এবং তাহাদের মধ্যে সাময়িক মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু ইহার দীর্ঘস্থায়ী পরিণতি অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়।[১] এই আন্দোলন পরিসমাপ্তির পরে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয় এবং পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। ইহার পর তাহারা পুনরায় ঐক্যবদ্ধভাবে বৃটিশ বিরোধী কোন আন্দোলনের সূচনা করিতে পারেন নাই। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে স্বাধীনতার জন্য গৃহীত কোন পদক্ষেপকে মুসলমানেরা দেখিয়াছেন সন্দেহের চোখে এবং ইহা বৃটিশের দাসত্ব হইতে ছিনাইয়া নিয়া তাহাদেরকে বর্ণ হিন্দুদের শাসনাধীনে আবদ্ধ করিবে বলিয়া তাঁহারা ভীত হইয়াছেন।

১৯২২ সালে নিখিল ভারত কংগ্রেসের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় বেঙ্গল কংগ্রেস নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস 'স্বরাজ পার্টি' গঠন করেন।[২] ১৯২৩ সালে তিনি বাংলার মুসলমানদের সহযোগিতা লাভ করার উদ্দেশ্যে মুসলমান-দেরকে সরকারী চাকুরীর শতকরা ৫৫ এবং এই পর্যায়ে না পৌঁছা পর্যন্ত তাহাদেরকে শতকরা ৮০, মুসলমান সংখ্যাগুরু অঞ্চলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহে তাহাদেরকে শতকরা ৬০ প্রতিনিধিত্ব এবং হিন্দু সংখ্যাগুরু অঞ্চলে তাহাদেরকে শতকরা ৬০ প্রতিনিধিত্ব দেওয়ার শর্তে স্যার আবদুর রহিম ও শের-ই-বাংলা এ. কে ফজলুল হকের সঙ্গে এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন[৩] এবং ঐ বছরের নির্বাচনে জয়লাভ করেন। 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নামে পরিচিত এই চুক্তি বাংলার উভয় সম্প্রদায়ের ন্যায়সঙ্গত অধিকারসমূহের স্বীকৃতি দিয়া তাহাদের ঐক্যের পথের অন্তরায়সমূহ দূর করিবার চেষ্টা করে। মুসল-মানেরা এই চুক্তিকে অভিনন্দন জানাইলেও বাংলার হিন্দু সংবাদপত্রসমূহ এর বিরুদ্ধে হিন্দু জনমতকে উত্তেজিত করিয়া তোলে[৪] এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি এই চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে।[৫] ১৯২৪ সালে নওয়াব মোশাররফ হোসেন চুক্তির শর্তানুযায়ী সরকারী চাকুরীতে মুসলমানদেরকে নিয়োগ করার জন্য বেঙ্গল কাউন্সিলে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও অন্যান্য হিন্দু নেতা স্বরাজ কায়েম না হওয়া পর্যন্ত চুক্তির শর্ত বাস্তবায়ন করিতে অস্বীকার করেন। মুসলমানদের মধ্যে ইহার তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি

১. বি. এন পাণ্ডে ঃ দ্যা ব্রেক আপ অব বৃটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া, পৃ. ৮১।
২. শীলা সেন ঃ মুসলিম পলিটিক্স ইন বেঙ্গল, ১৯৩৭-৪৭, নয়াদিল্লী, ১৯৭৬, পৃ ৫১।
৩. ব্রুমফিল্ড, জে. এইচ. ঃ এলীট কনফ্লিক্ট ইন এ প্লুর‍্যাল সোসাইটি, টুয়েন্টিথ সেঞ্চুরী বেঙ্গল, পৃ. ২৪৬।
৪. ঐ পৃ. ২৬৭।
৫. ঐ পৃ. ২৫৯।

www.pathagar.com

হয়। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে আবার ফাটল ধরে। পরে চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুর পরে সুভাষ বোসের নেতৃত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস 'বেঙ্গল চুক্তি' বাতিল করে।[১] ১৯২৫ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের আলীগড় অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে স্যার আবদুর রহিম হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতাদের তীব্র সমালোচনা করেন এবং ঘোষণা করেন যে, "মুসলমানদের আত্মরক্ষার জন্য সম্ভাব্য যে কোন পন্থা অবশ্যই অবলম্বন করিতে হইবে।"[২]

১৯২৫ সালে সরকার কৃষক প্রজার স্বার্থ সম্বলিত প্রজাস্বত্ব ( সংশোধনী ) বিল বেঙ্গল কাউন্সিলে উত্থাপন করেন। কিন্তু দল-মত-নির্বিশেষে হিন্দু সদস্যগণ একযোগে এই বিলের বিরোধিতা করেন। কারণ উহাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম প্রজারাই বেশী উপকৃত হবেন। হিন্দু শিক্ষিত সম্প্রদায় গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণ সংক্রান্ত একটি বিলের বিরোধিতা করেন।[৩] বেঙ্গল কাউন্সিলে আবদুল গফুর এম. এল. সি. কর্তৃক উত্থাপিত জনসংখ্যা ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের একটি প্রস্তাবেরও হিন্দু সদস্যগণ সম্মিলিতভাবে বিরোধিতা করেন।[৪] মুসলমান নেতাগণ দেখিতে পান যে, মুসলমানদের পক্ষে কল্যাণকর পদক্ষেপসমূহ যথা, বঙ্গ বিভাগ, সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে বেঙ্গল প্যাক্টের শর্তাবলীর বাস্তবায়ন, প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন, প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণ ও জনসংখ্যা ভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব ইত্যাদির সবগুলিই হিন্দু সদস্যদের সম্মিলিত বিরোধিতার সম্মুখীন। ইহা সত্ত্বেও বাংলার মুসলমান নেতাদের মধ্যে কোন ঐক্য বা সুস্পষ্ট রাজনৈতিক কর্মসূচী ছিল না। এই অবস্থায় মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা প্রথম উপলব্ধি করেন স্যার আবদুর রহিম এবং মুসলমানদেরকে একটি মাত্র দলে সংঘবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি ১৯২৬ সালে 'বেঙ্গল মুসলিম পার্টি' নামে একটি দল গঠন করেন।[৫] মুসলিম স্বার্থের পক্ষে তাঁহার এই বলিষ্ঠ ভূমিকার জন্য তিনি বেঙ্গল কাউন্সিলের হিন্দু সদস্যদের নিকট এমন অপ্রিয় হইয়া পড়েন যে, কোন হিন্দু সদস্যই তাঁর সঙ্গে মন্ত্রিত্ব গ্রহণে রাযী হন নাই; ফলে গভর্নর কর্তৃক মনোনীত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার পক্ষে মন্ত্রী হওয়া সম্ভব

---

১. আবুল মনসুর আহমদ : আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ. ৬৩।
২. সৈয়দ শরীফুদ্দীন পীরজাদা, পূর্বোক্ত, ভল্যুম ২, পৃ. ৪২।
৩. ব্রুমফিল্ড, জে. এইচ. : পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৯।
৪. ঐ, পৃ. ২৭৫।
৫. শীলা সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০।

www.pathagar.com

হয় নাই।[১] ১৯৩০ সালে আবার প্রাথমিক শিক্ষা বিল বেঙ্গল কাউন্সিলে উত্থাপিত হইলে উহা মুসলমান কৃষক সম্প্রদায়ের জন্য অধিক উপকারী হইবে, কিন্তু হিন্দুদেরকেও উহার জন্য কর দিতে হইবে—এই অজুহাতে হিন্দু মন্ত্রী কুমার শিব শেখরেশ্বর রায় পদত্যাগ করেন।[২]

বাংলার হিন্দু নেতৃবৃন্দ ও শিক্ষিত শ্রেণী এই সময় এমন সাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় দেয় যে, যত জনগুরুত্বসম্পন্ন ও ন্যায়সঙ্গতই হউক না কেন, মুসলমানদের জন্য অধিক কল্যাণের সম্ভাবনা দেখিলে তাহারা যে কোন বিলের বিরোধিতা করিতে দ্বিধা করে নাই। ফলে মুসলমানগণ হিন্দু নেতাদের সদিচ্ছা ও মুসলমানদের কল্যাণ সাধনে তাহাদের সামান্যতম আন্তরিকতা সম্পর্কেও সন্দিহান হইয়া পড়েন। এই অবস্থারই প্রতিফলন দেখা যায় স্যার আবদুর রহিমের একটি উক্তিতে। তিনি ডাঃ বিধান রায়কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "দেখুন ডাঃ রায়, আপনারা ভুলিয়া যান যে, আপনারা শুধু একটি শত্রু বৃটিশদের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করেন, আর আমাদের মুসলমানদেরকে তিনটি শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হয়—সম্মুখে বৃটিশ, ডানে হিন্দু এবং বামে মোল্লা।"[৩]

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক হইতে বাংলার মুসলিম রাজনীতিতে একটি নূতন ধারা পরিলক্ষিত হয়। বাংলার জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মুসলমান কৃষক প্রজা শ্রেণী জমিদার ও মহাজনদের নির্মম শোষণ ও অত্যাচারে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বড় করুণ অবস্থায় নিপতিত হয়। জমিদারদের অবৈধ খাজনার দাবি মেটানোর জন্য বহু অজ্ঞ কৃষক প্রজা উচ্চ সুদে হৃদয়হীন মহাজনদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় এবং ঐ ঋণ পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইয়া তাহাদের অনেকেই পৈতৃক ভিটেমাটি শূন্য হইয়া যায়। আবার অনেকে মূল টাকার কয়েকগুণ সুদ প্রদান করিয়াও ঋণের বোঝা হইতে রেহাই পায় নাই।[৪]

এই সময় গ্রাম বাংলার সাথে গভীর সম্পর্কযুক্ত কিছু সংখ্যক নব্য-শিক্ষিত মুসলমান যুবক উপলব্ধি করেন যে, একমাত্র রাজনৈতিকভাবে কৃষক প্রজাদেরকে সংঘবদ্ধ করিয়া অত্যাচারী জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিলেই কৃষক-প্রজার মুক্তির সম্ভব। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, এই সময় বাংলার মুসলিম লীগও অভিজাত শ্রেণীর করায়ত্ত ছিল; তাঁহারা

১. ব্রুমফিল্ড ঃ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮০।
২. বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল প্রসিডিংস, ভল্যুম, ৩৫, পৃ. ২০৬-২৮২।
৩. আবুল মনসুর আহমদ ঃ পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩।
৪. আবদুল ওয়ালেক ঃ এক শতাব্দী, ঢাকা, ১৯৬৬, পৃ. ১১০-১১৬।

www.pathagar.com

লীগকে জনসাধারণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন নাই। যদিও তাঁহারাই ছিলেন এই পর্যন্ত মুসলমানদের স্বীকৃত প্রতিনিধি ও নেতা। কাজেই একদিকে মুসলিম অভিজাত শ্রেণীর নেতৃত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ ও অন্যদিকে জমিদার ও মহাজনদের অবৈধ শোষণ ও অত্যাচার থেকে প্রজাদেরকে মুক্ত করিবার জন্য বাংলার এই নব্য শিক্ষিত শ্রেণী ১৯১৪ সাল হইতে কৃষক প্রজাদেরকে সংঘবদ্ধ করিয়া বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রজা সম্মেলন অনুষ্ঠান ও প্রজা সমিতি সংগঠন করিতেছিলেন।[১] এই রাজনৈতিক প্রচেষ্টার চূড়ান্ত রূপ নেয় ১৯২৯ সালে নিখিল বঙ্গপ্রজা সমিতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। স্যার আবদুর রহিম ও মাওলানা আকরাম খাঁ যথাক্রমে ইহার সভাপতি ও সেক্রেটারী নির্বাচিত হন।[২] জন্মের পর হইতেই নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি একটি সক্রিয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সারাদেশে ইহার সংগঠন গড়িয়া তোলে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলার মুসলমানদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে।

১৯২৭ সালে বৃটিশ সরকার কর্তৃক সাইমন কমিশন গঠন ও ইহার প্রতিবাদে কংগ্রেস কর্তৃক নেহেরু রিপোর্ট প্রকাশ বাংলার তথা ভারতের হিন্দু-মুসলমানদের অন্তর্বিরোধে আর এক দফা ইন্ধন যোগায়। কেননা নেহেরু রিপোর্টের প্রতিবাদে স্যার আবদুর রহিম কলিকাতায় একটি সর্বদলীয় মুসলিম সম্মেলন আহ্বান করেন এবং এই সম্মিলনীতে বাংলার মুসলমান নেতৃবৃন্দ একবাক্যে নেহেরু রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করেন।[৩] নেহেরু রিপোর্টে সুপারিশকৃত হিন্দু মুসলমান যুক্ত নির্বাচন, আসন সংরক্ষণ প্রত্যাহার ও ভারতের জন্য এককেন্দ্রিক সরকারের পরিবর্তে তাঁহারা স্বতন্ত্র নির্বাচন, জনসংখ্যানুপাতে মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণ, ভারতে দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তন, ডোমিনিয়ন স্টেটাস, পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন এবং বাংলায় (কখনও সীমা পরিবর্তন করিলে) মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখার জন্যে প্রস্তাব গ্রহণ করেন।[৪] ইহার বিপরীতে বাংলার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ছিলেন নেহেরু রিপোর্টের পুরোপুরি সমর্থক।

ভারতীয় নেতৃবৃন্দ কর্তৃক সাইমন কমিশন রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান এবং তাহাদের মধ্যে বিরাজমান তীব্র রাজনৈতিক মতানৈক্যের প্রেক্ষিতে বৃটিশ সরকার ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে একটি সর্বসম্মত সমাধানে পৌঁছার জন্য

১. বি. ডি. হাবিবুল্লাহ্ ঃ শেরে বাংলা, ঢাকা, ১৩৭৪ বাংলা, পৃ. ৩০-৩৭।
২. দুমায়রা মোমেন ঃ মুসলিম পলিটিক্স ইন বেঙ্গল, ঢাকা, ১৯৭২, পৃ. ৪১।
৩. দ্যা স্টেট্স্ম্যান, ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯২৮, শীলা সেন কর্তৃক উদ্ধৃত।
৪. ইণ্ডিয়ান এন্যুয়্যাল রেজিস্টার, ১৯৩২, ভল্যুম-২, প. ৭।

www.pathagar.com

বিলাতে একাধিক 'গোল টেবিল' বৈঠক আহবান করেন (১৯৩০-৩৩)। কিন্তু সেখানেও ভারতীয় নেতৃবৃন্দ কোন মতৈক্যে পৌঁছতে সক্ষম হন নাই। ফলে বাধ্য হইয়া বৃটিশ সরকার একতরফাভাবে 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ' ঘোষণার দ্বারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন এবং বাংলার আইন সভায় মুসলমানদেরকে ৪৮·৪%, হিন্দুদেরকে ৩৯·২% এবং ইউরোপীয়দেরকে ১০% প্রতিনিধিত্বের অধিকার দিয়া সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের প্রয়াস পান।[১] ইহার পর ভারতীয় শাসনতান্ত্রিক সংকটের সমাধান হিসাবে বৃটিশ সরকার সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদকে অন্তর্ভুক্ত করে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন পাস করেন। এই আইন কেন্দ্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিধান করে। মুসলমানদের জন্য তাহাদের সংখ্যানুপাতিক হারে আসন সংখ্যা বরাদ্দ না থাকা সত্ত্বেও আগের থেকে তাঁহারা বেশী আসন লাভ করে এবং এইজন্য তাহারা 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ' ও ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা মানিয়া নেন, কিন্তু কেন্দ্রের জন্য প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থাকে তাঁহারা পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেন।[২] মুসলমান নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের হৃত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনকে একমাত্র উপায় বলিয়া গণ্য করেন। তাঁহারা উপলব্ধি করেন যে, যদি ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করিতে পারেন, তাহা হইলে প্রাদেশিক সরকারের উপর তাঁহাদের কর্তৃত্ব স্থাপন সম্ভব। তাই তাঁহারা তাঁহাদের রাজনৈতিক দলসমূহ পুনর্গঠন করেন এবং নতুন কর্মসূচী লইয়া পরবর্তী নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিবার জন্যপ্রস্তুতি শুরু করেন।[৩]

পক্ষান্তরে বেঙ্গল কংগ্রেসের হিন্দু নেতৃবৃন্দ বেঙ্গল আইন সভায় তাঁহাদের সংখ্যালঘু দেখিতে পাইয়া প্রাদেশিক সরকারের উপর তাঁহাদের কর্তৃত্ব লোপ পাওয়ার সম্ভাবনায় ভারত শাসন আইন ও সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদকে প্রত্যাখ্যান করেন। বিশেষ করিয়া সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়িয়া তোলেন। মিঃ গান্ধী অবশ্য আমরণ অনশন শুরু করিয়া হরিজনদেরকে তাহাদের আনুপাতিক হার হইতে কিছু বেশী প্রতিনিধিত্ব দিয়া তাহাদেরকে স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবি ত্যাগ করিতে সম্মত

১. ইণ্ডিয়ান এনুয়্যাল রেজিস্টার, ১৯৩২, ভল্যুম ২, পৃ. ২৩৪-২৩৬।
২. নিখিল ভারত মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ড কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রচারপত্র, পৃ. ১১-১২।
৩. মাসিক মোহাম্মদী, শ্রাবণ, ১৩৪৩ বাংলা, পৃ. ৭২৪।



www.pathagar.com

করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে বাংলার বর্ণ হিন্দুদের আসন আরও কমিয়া যাওয়ায় তাহারা অধিক ক্ষুব্ধ হয়। তবে কংগ্রেস তাহাদের বিরোধীদেরকে ক্ষমতা দখল করা হইতে বিরত রাখার জন্য শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[১] কাজেই নির্বাচনোত্তর আইন সভায় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যে একটি চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব অনিবার্য হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা সবার নিকট ছিল সুস্পষ্ট।

উপরের আলোচনা থেকে ইহা পরিষ্কার যে, বিংশ শতকের ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি পর্যায়ে আরব-বাংলার মুসলমানদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য প্রাদেশিক আইন সভার উপযোগিতা সম্পর্কে তাহাদের মধ্যে পুরোপুরি চেতনা সৃষ্টি হইয়াছিল। তবে তাহাদের মধ্যে আন্তঃ প্রাদেশিক ভিত্তিতে রাজনৈতিক ঐক্য বা অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের সঙ্গে একযোগে কাজ করার প্রবণতা তখনও সৃষ্টি হয় নাই।[২] ইহার কারণ এই যে, এই সময়ে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে নিম্নোক্ত তিনটি বিভিন্নমুখী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিলক্ষিত হইত এবং এই বিভিন্নতাই তাহাদের রাজনীতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হইয়া কাজ করার পথে প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দৃষ্টিভঙ্গি তিনটি হইতেছে এক—'প্যান ইসলামিজম,' দুই—ভারতীয় জাতীয়তাবাদ (হিন্দু ও মুসলিম যুক্ত জাতীয়তা), তিন—(ভারতীয়) মুসলিম জাতীয়তাবাদ।[৩] এখন এই তিনটি বিভিন্নমুখী রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে সংক্ষিপ্তাকারে বিশ্লেষণ করা হইল।

**প্যান ইসলামিজম ঃ** এই চিন্তাধারার বশবর্তী হইয়াই মুসলমানরা মধ্য-প্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলির জন্য বেশ চিন্তা-ভাবনা করিত এবং নিজদিগকে শুধু ভারতীয় গণ্য না করিয়া বিশব্যাপী অখণ্ড মুসলিম মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করিত। তাই হিন্দু নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের দেশপ্রেম সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করিতেন। মুসলমানদের এইরূপ চিন্তাধারার কারণও ছিল। "প্রথমত, ইসলামের উৎপত্তি আরবদেশে। মুসলমানদের কিবলা ও পবিত্র স্থানসমূহ আরবদেশে। উপরন্তু মুসলমানদের খলীফা ও তাঁহার সাম্রাজ্যের শুভাশুভের প্রতি তাহাদের উদ্বেগ স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত, ভারতে মুসলমানগণ আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। স্বদেশ তাহাদেরকে বিদেশী করিয়া রাখিয়াছে। এইজন্যই তাহাদের দৃষ্টি চঞ্চল হইয়া বাহিরে ঘুরে...মুসলমানগণ বর্তমান ভারতে একান্ত

---

১. হুমায়রা মোমেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩-৩৪।
২. মাসিক মোহাম্মদী, ৭৮ এ ১৩৪২ বাংলা, পৃ. ৪৩৪-৩৫।
৩. মতিউর রহমান, ফ্রম কনসালটেশন টু কনফ্রনটেশন, লণ্ডন, পৃ, ৭৭।

www.pathagar.com

ভাগ্যহীন, দেশের ভিতরে জীবনের সরল-সহজ গতি প্রবাহ ও জীবন বিকাশের বাধাহীন মুক্ত পথ পায় নাই বলিয়াই ভারতীয় মুসলমানগণ ভারতের বাহিরের মুসলমানদিগের ভাগ্যের সহিত আপনাকে জড়াইয়া ধরে। ভারতের বাহিরের মুসলমানদের শক্তি ও গৌরবের আভাটুকু সযত্নে বাঁচাইয়া রাখার জন্য আকুলতা প্রকাশ করে।[১] অবশ্য কিছুসংখ্যক বাস্তববাদী মুসলিম লেখক ও চিন্তাবিদ তাহাদের এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গির অসারতা উপলব্ধি করিয়া ইহাকে পরিবর্তন ও স্বদেশমুখী করিবার জন্য চেষ্টা করেন। চট্টগ্রামে এক ছাত্র সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়া ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, 'তোমরা কেবল ছাত্র নও, তোমরা বাঙ্গালী। তোমরা বাঙ্গালী মুসলমান—জানিও দেশের সুখ দুঃখ, শুভাশুভের সহিত তোমাদের সুখ-দুঃখ শুভাশুভ এক নাড়িতে বাধা। তোমাদের জন্মভূমিও তোমাদের নিকট কিছু আশা রাখে। শুন নাই কি—হব্বুল ওয়াতানে মিনাল ঈমান—দেশপ্রেম ঈমানের অন্তর্গত?[২] আরেকজন লেখিকা এই বলিয়া মুসলমানদেরকে সতর্ক করিয়া দেন যে, 'পুরুষানুক্রমে যুগ যুগ ধরিয়া বাংলাদেশের গণ্ডীর মধ্যে বাস করিয়া, আর এই বাংলা ভাষাতেই সর্বক্ষণ মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াও যদি বাঙ্গালী না হইয়া আমরা অপর কোন একটা জাত সাজিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাই, তাহা হইলে আমাদের তো আর কখনও উত্থান নাই-ই, অধিকন্তু চির তমসাচ্ছন্ন গহ্বরের মধ্যে পতনই অবশ্যম্ভাবী।'[৩]

**ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ঃ** মুসলমানদের মধ্যে বিরাজিত দ্বিতীয় চিন্তাধারাতে তাহাদেরকে দেখা যায় খাঁটি ভারতীয় হিসাবে হিন্দু ও মুসলমানদের যুক্ত জাতীয়তায় বিশ্বাসী (রাজনৈতিক অর্থে), বৃটিশের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামই তাহাদের মুক্তির একমাত্র পথ। এই চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হইয়াই বাংলার মুসলমান নেতৃবৃন্দ বাংলার মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে বিসর্জন দিয়া লক্ষ্ণৌ প্যাক্টে সাক্ষীর কারণ এবং ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করার জন্য হিন্দু-মুসলমানগণ যেন ঐক্যবদ্ধভাবে বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে পারেন, তাহার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন। অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন একই চিন্তাধারার ফল। তবে মুসলিম নেতৃবৃন্দ চাইতেন মুসলমানদের স্বতন্ত্র

১. 'ভারতীয় মুসলমান ও স্বাদেশিকতা'—এয়াকুব আলী চৌধুরী, সওগাত, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩৩, পৃ. ১৮১, মুস্তফা নূরউল ইসলাম কর্তৃক 'জীবন ও জনমত' গ্রন্থে উদ্ধৃত।

২. আল এসলাম, আষাঢ়, ১৩৩৬, মুস্তফা নূরউল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৪।

৩. সওগাত, ভাদ্র, ১৩৩৬, মুস্তফা নূরউল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬২।

www.pathagar.com

সত্তা বজায় রাখিয়া হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য অর্থাৎ রাজনৈতিক মিলন বা ফেডারেশন, কখনও মিশ্রণ বা ফিউশন চান নাই। দুই-একজন উদারপন্থী হিন্দু নেতা ব্যতীত রবীন্দ্রনাথসহ অধিকাংশ হিন্দু নেতা চাইতেন, হিন্দু মুসলমানের সাবিক মিশ্রণ বা ফিউশন।[১] ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীনালা ও খাল-বিলের পানি যেমন সাগরে-মহাসাগরে একাকার হইয়া যায়, তেমনি ভারতের মাইনরিটি মুসলমান সমাজ ও ভারতের সুবিশাল হিন্দু সমাজের মধ্যে বৌদ্ধ, জৈন, পার্শি, শিখ, শক ও হুনদের মতই লীন হইয়া যাক। শত শত বৎসর হিন্দু-মুসলমান এদেশে পাশাপাশি বাস করিয়াছে। কিন্তু কখনো তাহাদের মধ্যে সামাজিক সার্থক মিলন হয় নাই। কেননা, ইসলাম ও হিন্দুত্ব শুধু দুইটি ধর্ম নয়, স্বতন্ত্র সভ্যতা ও ঐতিহ্যমণ্ডিত দুইটি বিপরীত জীবন ব্যবস্থা। তাই কংগ্রেস ও হিন্দু নেতাদের শুধু এই সংমিশ্রণ প্রচেষ্টাই নয়, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার সকল প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছে।[২] হিন্দু নেতাদের এই সংমিশ্রণ প্রচেষ্টা লক্ষ্য করিয়া রক্ষণশীল মুসলিম নেতৃত্ব হিন্দু মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যের উপর বেশী বেশী জোর দেওয়া শুরু করেন এবং হিন্দু নেতাদের ঐ প্রচেষ্টা সফল হইলে মুসলমানদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলোপের আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তাই মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনা জাগরণের গোড়ার দিকে তাহারা স্বাধিকার ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য হিন্দুদের সঙ্গে পূর্ণ অসহযোগিতা ও বৃটিশের সাথে সহযোগিতার নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন।[৩] এই সম্পর্কে জনাব আবুল মনসুর আহমদ বলেন যে, ভারতীয় মুসলমানদের এই সাবিক বিভ্রান্তি ও বিরোধের অন্ধকার যুগে যে একজন মাত্র লোক বাস্তববাদীর দৃষ্টিকোণ হইতে সকল অবস্থায় হিন্দু মুসলিম আপোসের কথা বলিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন মিঃ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। তিনিই একমাত্র মুসলিম নেতা, যিনি মুসলমানদের বিদেশমুখিতা হইতে স্বদেশমুখী করিয়াছেন। কংগ্রেসের বাহিরে তিনিই একমাত্র মুসলিম নেতা, যিনি মুসলমানদেরকে ইংরেজ বিরোধিতায় কংগ্রেসের পাশাপাশি রাখিয়াছিলেন। নিজেদের অধিকারের জন্য হিন্দুদের বিরুদ্ধে লড়িবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য ইংরেজের সহিত সংগ্রামে তিনিই মুসলমানদেরকে আগাইয়া নিয়াছেন।'[৪]

---

১. আবুল মনসুর আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬০-১৬১।
২. ঐ পৃ. ১৬২-১৬৩।
৩. ইসলাম প্রচারক, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩১০, মুসলিম দর্শন, অক্টোবর, ১৯২৮, মুস্তফা নরউল ইসলাম কর্তৃক, উদ্ধৃত, পৃ. ১৯৬ ২০০, ২০৪, আবুল মনসুর আহমদ, পূর্বোক্ত পৃ. ১৭০-১৭১।
৪. আবুল মনসুর আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭০-১৭১।

www.pathagar.com

**মুসলিম জাতীয়তাবাদ ঃ** বাংলার রাজনীতিতে ফজলুল হকের প্রাধান্য লাভের পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম রাজনীতির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, বাংলার মুসলমানদের আলাদা কোনো জাতিসত্তা নেই, তবে তাহারা হিন্দুদের থেকে পৃথক সত্তা বিশিষ্ট এবং তাহারা ভারতীয় মুসলমানদের সাথে সম্মিলিতভাবে একটি মাত্র জাতিভুক্ত অর্থাৎ তাহাদের রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক স্বার্থ এক ও অভিন্ন। এই সম্পর্কে আবুল মনসুর আহমদ লিখিয়াছেন, "ভারতের মুসলমানরা আগাগোড়া একটা রাজনৈতিক স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবেই চিন্তা ও কাজ করিয়াছে। এইটা তাহারা খিলাফত যুগের হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই বলার সময়ে যেমন করিয়াছে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে 'মারি অরি পারি যে প্রকারে' বলার সময়েও তেমনি করিয়াছে। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের পত্তন, ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ প্যাক্‌ট, ১৯২৩ সালের বেঙ্গল প্যাক্‌ট, ১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেস হইতে ওয়াক আউট, ১৯২৯ সালে সর্বদলীয় মুসলিম কনফারেন্স, জিন্নার চৌদ্দ দফা রচনা, ১৯৩০-৩৩ সালের রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে যোগদান ইত্যাদি সবটাতেই মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তা-ধারার এই দিকটা সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়িয়াছে। কি কংগ্রেসী মুসলিম নেতা আলী ভাই, আনসারী, আজমল খাঁ, কি কংগ্রেস বিরোধী নাইট নবাব সবাই এই ব্যাপারে মূলত একই সুরে কথা বলিয়াছেন।"[১]

এই যুগে বাংলার রাজনীতির আর একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, প্রদেশের হিন্দু বা মুসলমান কোন সম্প্রদায়ই সর্বভারতীয় রাজনৈতিক ঘূর্ণা-বর্তের আকর্ষণকে উপেক্ষা করিয়া স্বাধীনভাবে চলিতে পারেন নাই। কেননা প্রাদেশিক রাজনীতিকে বাঙ্গালীরূপ দিতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে বাংলার হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক ঐক্য সাধনের জন্য বেঙ্গল প্যাক্‌ট স্বাক্ষরের মাধ্যমে যে প্রচেষ্টা নেওয়া হয় এবং কলিকাতা করপোরেশনে উহার প্রয়োগ শুরু হয়, দেশবন্ধুর আকস্মিক মৃত্যু, বেঙ্গল প্যাক্‌টের বিরুদ্ধে হিন্দু পত্রিকাসমূহ ও সাম্প্রদায়িক নেতৃবৃন্দের অপপ্রচার, বেঙ্গল প্যাক্‌ট বাতিল ও বেঙ্গল কংগ্রেস কর্তৃক জমিদারদের পক্ষাবলম্বন করায় সে প্রচেষ্টা অংকুরেই বিনষ্ট হয়।[২] তদুপরি কংগ্রেসের দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন—যথা, জাতীয়তা-বাদ স্লোগান তোলা ও বাস্তব ক্ষেত্রে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব গ্রহণ

১. আবুল মনসুর আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭০-১৭১।

২. অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের অবসান ও বেঙ্গল প্যাক্ট বাতিলের পর উভয় সম্প্রদায়ের সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটে ও দেশে বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিস্তার লাভ করে।

www.pathagar.com

করায় মুসলমানরা কংগ্রেস ও হিন্দু নেতাদের সদিচ্ছা সম্পর্কে সন্দিহান হইয়া পড়ে। তদুপরি প্রদেশের হিন্দু নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিব স্বার্থ বজায় রাখার জন্য সর্বদাই সর্বভারতীয় রাজনীতির ছত্রছায়া কামনা করিতেন। পক্ষান্তরে মুসলমানরাও একই উদ্দেশ্যে নিজেদেরকে সর্বভারতীয় মুসলমান রাজনীতির সঙ্গে অভিন্ন সূত্রে গ্রথিত করিয়া ফেলেন এবং স্বীয় অধিকারসমূহের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য বিভিন্ন প্রকার সরকারী রক্ষাকবচ কামনা করিতেন। এই যুগে বাংলার মুসলমানরা ছিলেন সাধারণ-ভাবে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরোধী এবং ফেডারেল সরকার, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও ১৯৪০-এর পরে বাংলার আত্মনিয়ন্ত্রাণাধিকারের দাবিদার।[১] কেননা, সর্বভারতীয় ব্যাপারে মুসলমানরা কখনো নির্ভেজাল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষপাতি ছিলেন না। কারণ সারা ভারতকে এক ইউনিট হিসাবে গণ্য করিলে সেখানে মুসলমানরা ছিল হিন্দুদের তুলনায় এক-চতুর্থাংশ; কাজেই এইরূপ কোন ব্যবস্থায় মুসলমানরা গাণিতিকভাবেই সংখ্যালঘুতে পরিণত হইত এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংখ্যালঘুদের মতামতের কোন মূল্য নাই। সেখানে সংখ্যাগুরুর শাসন এবং সাম্প্রদায়িকভাবে বিভক্ত দেশের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ই শাসন পরিচালনা করিয়া থাকে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হাতে কখনো ক্ষমতা আসারও সম্ভাবনা থাকে না। তাই মুসলমানদের আশঙ্কা ছিল যে, অখণ্ড ভারত রাষ্ট্রে তাহারা স্থায়ীভাবে সংখ্যালঘুতে পরিণত হইলে তাহাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ কখনই রক্ষিত হইবে না। কাজেই কেন্দ্রীয় ব্যাপারে মুসলমানরা নির্ভেজাল গণতন্ত্রের পরিবর্তে চাহিতেন আসন সংরক্ষণ ও রক্ষাকবচের ব্যবস্থা; আর বাংলায় প্রাদেশিক পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন ও পূর্ণ গণতন্ত্র।[২]

ইহার বিপরীতে হিন্দুরা "নিখিল ভারতীয় ভিত্তিতে যে গণতান্ত্রিক শাসন চাহিতেন, বাংলার বেলায় তাহা চাহিতেন না। বাঙ্গালী হিন্দুরা বাংলার মেজরিটি শাসন ও পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন—উভয়টারই বিরোধী ছিলেন। এইটা ছিল অবশ্য হিন্দুদের সাম্প্রতিক মনোভাব। উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের গোড়ার দিকে হিন্দু কবি, সাহিত্যিক ও রাষ্ট্রনেতারা 'বাঙ্গালী জাতিত্ব' 'বাংলার বৈশিষ্ট্য' বাংলার কৃষ্টি, 'বাংলার স্বাতন্ত্র্য' ইত্যাদি প্রচার করিতেন। অনেকে বিশ্বাসও করিতেন। কিন্তু গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় ভোটাধিকারের প্রসারে

১. ১৯২৮ সালে স্যার আঃ রহিম সর্বদলীয় মুসলিম সম্মেলনে এবং ১৯৪০ সালের মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে ফজলুল হক ও সোহরাওয়ার্দীর বক্তৃতায় এ দাবি অত্যন্ত পরিষ্কার।

২. শীলা সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪।

www.pathagar.com

বাংলার রাষ্ট্রীয় অধিকার মেজরিটি মুসলমানের হাতে চলিয়া যাইবে—এইটা যেইদিন পরিষ্কার হইয়া গেল, সেইদিন হইতে হিন্দুর মুখে বাঙ্গালী জাতিত্বের কথা, বাঙ্গালী কৃষ্টির কথা আর শোনা গেল না। তাহার বদলে ভারতীয় জাতি, ভারতীয় কৃষ্টি, মহাভারতীয় মহাজাতি ও আর্য সভ্যতার কথা শোনা যাইতে লাগিল।" [১] অবশ্য ইহার মূল কারণ ছিল বাংলার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরাজমান অর্থনৈতিক সংঘাত। হিন্দু সম্প্রদায়ের আশঙ্কা ছিল যে, রাজনৈতিক ক্ষমতার হাত পরিবর্তনের সাথে সাথে তাহাদের অর্থনৈতিক কায়েমী স্বার্থের মূলেও কুঠারাঘাত করিবে।

ত্রিশের দশকের শুরুতে চিন্তাধারার দিক হইতে বাংলার হিন্দু ও মুসলমান নেতৃবৃন্দের অবস্থান ছিল বিপরীত মেরুতে। এমন কি ১৯২৮ সালের বেঙ্গল প্রজাস্বত্ব আইন ( Bengal Tenancy Act. )-এর প্রতি কংগ্রেসের নীতি দেখিয়া কংগ্রেসের মুসলমান সদস্যরাও ভীষণভাবে মর্মাহত হন। তাঁহারা সবাই তখন ফজলুল হকের দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন এবং ১৯২৯ সালে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন।[২]

১৯৩২ সালে খাজা নূরুদ্দীন, এম. এ. এইচ ইস্পাহানী এবং আবদুর রহমান সিদ্দিকী প্রমুখ জাতীয়তাবাদী ও প্রগতিবাদী যুবক কলিকাতায় 'নিউ মুসলিম মজলিস' নামক একটি মুসলিম দল গঠন করেন। ইহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য অন্যান্য জাতীয়তাবাদী ও প্রগতিশীল সংগঠনের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করা, মুসলমানদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করা, কলকাতা করপোরেশন সহ অন্যান্য স্থানে মুসলমানদের ন্যায়-সঙ্গত অধিকার আদায় করা এবং মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে জাতির প্রধান ফুটবল টিমে পরিণত করা।[৩]

এই দলটি ছিল অল্পসংখ্যক যুবকের সংগঠন এবং কলিকাতার বাহিরে কোন শাখা প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন তাঁহারা উপলব্ধি করেন নাই। যা হোক, তাঁহারা ১৯৩২ সালের কলিকাতা করপোরেশনের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং মৌলভী মুজিবুর রহমানের নিকট হইতে 'মুসলমান' পত্রিকার ব্যবস্থা-পনার দায়িত্ব লইয়া কয়েক বছর উহা পরিচালনা করেন। এই দলটির একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হইল এই যে, ইহা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া উহাকে উপমহাদেশের মধ্যে একটি অন্যতম ফুটবল

১. আবুল মনসুর আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৩।
২. আবুল মনসুর আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩।
৩. মুহাম্মদ সিরাজ মান্নান : মুসলিম পলিটিক্যাল পার্টিজ ইন বেঙ্গল, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ২৫।

www.pathagar.com

টিমে পরিণত করেন। ফলে শক্তিশালী ইউরোপিয়ান ও হিন্দু টিমের বিরুদ্ধে মোহামেডানের বিজয়ে মুসলমানদের মনে একটি অপূর্ব আত্মবিশ্বাস ও গর্ব সৃষ্টি হয়।[১] ১৯৩৬ সালে যখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়, তখন এই দলটি স্বেচ্ছায় মুসলিম লীগের সহিত একীভূত হইয়া যায় এবং ইহার অবলুপ্তি ঘোষণা করে।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন পাস ও নির্বাচনের সম্ভাবনা দেখিয়া বাংলার মুসলমান নেতৃবৃন্দ আগামী নির্বাচিত পরিষদের মাধ্যমে মুসলমানদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে বাংলার মুসলমানদের জন্য একটি মাত্র সম্মিলিত মুসলিম দলের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হইলেন।[২] এইরূপ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া মুসলমান অভিজাত ও জমিদার শ্রেণীর মুসলিম নেতৃবৃন্দ ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে সংযুক্ত মুসলিম দল গঠন করিয়া আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত করেন এবং নতুন নির্বাচন নীতির আলোকে তাহাদের কার্যসূচী প্রণয়ন করেন।[৩] ঠিক এই সময় মিঃ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ বিলাতে তাঁহার স্বল্পকালীন স্বেচ্ছা নির্বাসন পরিত্যাগ করিয়া ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং দৃশ্যত মৌলানা মোহাম্মদ আলী ও হাকিম আজমল খানের মৃত্যুতে ভারতীয় মুসলমানদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে যে শূন্যতার সৃষ্টি হইয়াছিল, উহা পূরণে আগাইয়া আসেন। এতদিনে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি তাঁহার নীতির আমূল পরিবর্তন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন ঃ

"১৯২৪ সাল হইতে শুরু করিয়া গোলটেবিল বৈঠক পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানের জন্য অনেক চেষ্টা করা হয়। সেই সময় আমার মনে কোন গৌরব ছিল না এবং আমি কংগ্রেসের নিকট শুধু ভিক্ষা চাহিতাম। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলন ঘটানোর জন্য আমি অব্যাহতভাবে চেষ্টা করিতাম এবং একটি পত্রিকা বিদ্রূপ করিয়া লিখে যে, মিঃ জিন্নাহ্ হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য সাধনে কখনো ক্লান্ত হন না। কিন্তু গোলটেবিল বৈঠকসমূহে আমি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় আঘাত পাই। এই বিপদের মুখে হিন্দু আবেগপ্রবণতা, হিন্দু মানসিকতা এবং হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গি আমাকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত করে যে, ঐক্যের আর কোন আশা নাই।"[৪]

---

১. ইস্পাহানী, এম.এ. এইচ. কায়েদে আযম এজ আই নো হিম, করাচী ১৯৬৬, পৃ.৪।
২. মাসিক মোহাম্মদী, শ্রাবণ, ১৩৪৩ বাংলা, পৃ. ৭২৪।
৩. ইস্পাহানী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫।
৪. রাজপুত, এ. বি. মুসলিম লীগ ইয়েস্টারডে এন্ড টুডে, লাহোর. ১৯৪৮, পৃ. ৪৮।

www.pathagar.com

১৯৩০ সালে ডঃ মোহাম্মদ ইকবাল কর্তৃক ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহ যথা—পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও কাশ্মীর নিয়া একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র স্থাপনের প্রস্তাব পেশ, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন দ্বারা বোম্বে হইতে সিন্ধু প্রদেশকে আলাদাকরণ এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন ইত্যাদি তাঁহার নিকট অত্যন্ত অনুকূল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ১৯৩৫ সালে মিঃ জিন্নাহ একজন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ও হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের দূতের ভূমিকা পরিত্যাগ করিয়া একজন খাঁটি মুসলিম রাজনীতিবিদ হিসাবে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন।[১] তিনি অনতি-বিলম্বে মুসলিম লীগকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া ভারতীয় উপমহাদেশের মুসল-মানদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং নতুন করিয়া মুসলিম লীগের নীতি ও কার্যসূচী প্রণয়ন করেন। তাঁহার আহ্বানে ১৯৩৬ সালের প্রথম দিকে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এক সম্মেলন বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত হয় এবং তাহাকে সভাপতি করিয়া লীগের কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠিত হয়। ১৯৩৬ সালের ৮ই জুন লাহোরে লীগের কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারী বোর্ডের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। লীগের সেক্রেটারীর মাধ্যমে মিঃ জিন্নাহ বাংলাদেশ থেকে প্রধান প্রধান চল্লিশজন নেতা যেমন—সর্বজনাব ফজলুল হক, খাজা নাজিমুদ্দীন, নওয়াব খাজা হাবিবুল্লাহ, আবদুল মমিন, আবদুল করিম গজনবী এবং নওয়াব মোশাররফ হোসেন প্রমুখকে লাহোরের বৈঠকে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্য হইতে মাত্র দুইজন যথা, আবদুর রহমান সিদ্দিকী ও এম. এ. এইচ. ইস্পাহানী কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারী বোর্ডের লাহোর বৈঠকে উপস্থিত হন।[২] নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ-যোগ্য কোন বিকল্প শাসনতন্ত্র প্রণয়ন না করা পর্যন্ত কৌশলগতভাবে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ও প্রাদেশিক অংশ মানিয়া নিয়াছিল। লীগের কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারী বোর্ড নির্বাচনে অংশ-গ্রহণের উদ্দেশ্যে ১৪ দফা সম্বলিত একটি মেনিফেস্টো ইস্যু করে।[৩] বোর্ড ভারতীয় মুসলমানদের ঐক্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে এবং

১. পান্ডে, বি. এন. 'দ্যা ব্রেক আপ অফ দ্যা বৃটিশ ইন্ডিয়া', লন্ডন, ১৯৬৯, পৃ. ১৪৪।
২. ইস্পাহানী, এম. এ. এইচ. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮।
৩. মিত্র, এন. এন. সম্পাদিত. 'ইন্ডিয়ান এনুয়্যাল রেজিস্টার', ভল্যুম ১, কলিকাতা, ১৯৩৬, পৃ. ৩০১।

www.pathagar.com

ঘোষণা করে যে, সংকীর্ণ প্রাদেশিক নীতি ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর। মিঃ জিন্নাহ যেহেতু ভারতের সকল মুসলমানকে লীগের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করিতে সংকল্প করিয়াছিলেন, তাই বাংলাদেশ থেকে বোর্ডের বৈঠকে আগত মাত্র এই দুজন নেতার উপর নির্ভর করা ছাড়া জিন্নাহর অন্য কোন বিকল্প ছিল না। তিনি তাহাদেরকে বাংলায় মুসলিম লীগ দলকে সংগঠিত করিয়া তোলার জন্য অনুরোধ জানান।[১] তাঁহারা কলিকাতায় ফিরিয়া দেখিতে পাইলেন যে, 'সংযুক্ত মুসলিম দল' ( United Muslim Party ) ইতিমধ্যে কলিকাতায় একটি প্রাদেশিক মুসলিম সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন। তাহারা সম্মেলন বাঞ্চাল করিবার জন্য ফজলুল হকের সহিত সলা-পরামর্শ করেন এবং সম্মেলন কক্ষে হট্টগোল সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত করেন। এই উদ্দেশ্যে নেতৃদ্বয় ফজলুল হক ও তাহাদের সমর্থকদের নিয়া সম্মেলন কক্ষে উপস্থিত হন এবং সম্মেলনের উদ্যোক্তাদেরকে স্বার্থপরতার জন্য অভিযুক্ত করিয়া বলেন যে, তাহারা বাংলার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে উপেক্ষা করিয়াছেন। ইহাতে উদ্যোক্তাগণ হতবুদ্ধি হইয়া যান এবং ইহার মিমাংসার জন্য হাসান ইস্পাহানী মিঃ জিন্নাহকে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে মানিয়া নিতে আহ্বান জানান। তাঁহার এই প্রস্তাব সবাই মানিয়া লন। ফলে মিঃ জিন্নাহকে কলিকাতায় আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং তিনি জুন মাসে কলিকাতা আগমন করিয়া বিভিন্ন দলের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন।[২] কৃষক প্রজা পার্টি ও সংযুক্ত মুসলিম দলের সঙ্গে তিনি কয়েকদিন পর্যন্ত আলোচনা করেন। কিন্তু কৃষক প্রজা পার্টি তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং সংযুক্ত মুসলিম দল নিম্নোক্ত শর্তে মুসলিম লীগে যোগদান করিতে রাযী হয়।

> প্রথমত, ইহা স্বেচ্ছায় অবলুপ্ত করা হইবে। দ্বিতীয়ত, ইহার সদস্যগণ নিখিল ভারত মুসলিম লীগে যোগদান করিবেন এবং তৃতীয়ত, বাংলার মুসলিম লীগ আগামী নির্বাচনে স্বাধীনভাবে প্রার্থী মনোয়ন দিবে।[৩]

সংযুক্ত মুসলিম দল মুসলিম লীগে যোগদানের পর মুসলিম মজলিস ও অফিসিয়ালি ইহার অবলুপ্তি ঘোষণা করিয়া লীগে যোগদান করে। মুসলিম লীগের সহিত ফজলুল হকের মতৈক্য না হওয়ায় বুঝা যাইতেছিল যে, তিনি

১. ইস্পাহানী, এম. এ. এইচ. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩।
২. এই সময় বাংলায় মুসলিম লীগের অস্তিত্ব ছিল না বলিলেই চলে। নাম সর্বস্ব মুসলিম লীগ ছিল কংগ্রেসী মুসলমান ও কৃষক প্রজা পার্টির নেতাদের দখলে।
৩. মুহাম্মদ সিরাজ মান্নান : মুসলিম পলিটিক্যাল পার্টিজ ইন বেঙ্গল, পৃ. ২৮।

www.pathagar.com

মুসলমানদের ঐক্যের ব্যাপারে আন্তরিক নহেন। অতএব, তিনি মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডের সহিত একযোগে কাজ করিতে সম্মত হন।[১]

মিঃ জিন্নাহ বাংলায় যে ঐক্য গড়িয়াছিলেন, তাহা ছিল একান্তই সাময়িক। কারণ তিনি জমিদারী ব্যবস্থা উচ্ছেদ সম্পর্কে নওয়াব ও প্রজা নেতাদের একমত করিতে পারেন নাই। তাহা ছাড়া বাংলার সম্মিলিত পার্লামেন্টারী বোর্ডে জিন্নাহ কর্তৃক শুধুমাত্র কলিকাতা কেন্দ্রিক মুসলিম ব্যবসায়ীদের মনোনীত করায় তাঁহার সদিচ্ছা সম্পর্কে প্রজা নেতাদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। বঙ্গীয় মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ছিল ৩৩ জন। কিন্তু যখন কৃষক প্রজাপার্টি উহাতে যোগদান করে তখন উহার সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৮ জনে। বোর্ডে বিভিন্ন পার্টির সদস্য সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ ঃ

সংযুক্ত মুসলিম দল—১৫, মুসলিম লীগ—৭, মুসলিম মজলিস—৭, জিন্নাহর মনোনীত—৪ এবং কৃষক প্রজা দলের—১৫।

মিঃ ফজলুল হক পার্লামেন্টারী বোর্ডে কাহারও ব্যক্তিগত মনোনয়নের বিরুদ্ধে আগেই আপত্তি তুলিয়াছিলেন এবং পার্লামেন্টারী বোর্ডের গঠনকে পুরোপুরি মানিয়া নিতে পারেন নাই। তিনি ঠিকই উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, বাংলার সাধারণ কৃষক প্রজার স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে তাহার প্রচেষ্টাকে সংযুক্ত মুসলিম দল কলিকাতার ব্যবসায়ীদের সহায়তায় ব্যর্থ করিয়া দিবে। কাজেই তিনি লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ ও নতুন কর ধার্য না করিয়া বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার দাবি অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেন। লীগের পার্লামেন্টারী বোর্ডের বৈঠকে তাঁহার এই দাবি প্রত্যাখ্যাত হয় এবং তিনি সদলবলে বোর্ডের বৈঠক হইতে ওয়াক-আউট করিয়া চলিয়া আসেন।[২] মিঃ হক ইহা কখনো চাহেন নাই যে, অবাঙ্গালীরা বাংলার রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করুক। আবার ভবিষ্যতের নেতৃত্বের প্রশ্নও সেখানে জড়িত ছিল। মিঃ হক উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, নব গঠিত পার্লামেন্টারী বোর্ডে লীগের সদস্যগণ তাহাকে ভোটে পরাজিত করিয়া দিতেন এবং অন্য কেহ নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন। তদুপরি তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, তাঁহার প্রজা পার্টি গণ-সমর্থিত এবং সুসংগঠিত বলিয়া নির্বাচনে তাহাদের বিজয় অবশ্যম্ভাবী। এইভাবে বাংলার লীগ ও প্রজা সমিতি আলাদা হইয়া যায় এবং ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে একদল অপর

১. মুহাম্মদ সিরাজ মান্নান ঃ মুসলিম পলিটিক্যাল পার্টিজ ইন বেঙ্গল, পৃ. ২৮।
২. মাসিক মোহাম্মদী, আশ্বিন, ১৩৪৩ বাংলা, পৃ. ৮৬৯।

www.pathagar.com

দলের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। লীগ ও প্রজা পার্টির এই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লীগ দলের স্লোগান ছিল সম্মিলিতভাবে সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা এবং হিন্দুদের কায়েমী স্বার্থ নস্যাৎ করা। যেহেতু সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের বিরোধিতায় কংগ্রেসের মনোভাব ছিল আপোসহীন, তাই উহাকে সমর্থন ও রক্ষা করাকে লীগ ইহার প্রধান কর্তব্য বলিয়া ঘোষণা করে।[১] কারণ এই রোয়েদাদ তাহাদেরকে ২৫০ আসনের মধ্যে ১১৯ টি আসন প্রদান করিয়াছে।

যদি নির্বাচিত পরিষদে মুসলমান সদস্যগণ ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করিতে পারেন, তাহলে প্রদেশের শাসন ব্যবস্থায় তাঁহারা উল্লেখযোগ্যভাবে নিয়ন্ত্রণ লাভ করিতে পারিবেন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ ৪টি বিশেষ আসনসহ মোট ৪০টি আসন লাভ করে আর কৃষক প্রজা পায় ৩টি আসন। তবে কংগ্রেস একাই ৩০টি আসনে বিজয়ী হইয়া পরিষদের একক বৃহত্তম পার্টি হিসাবে পরিগণিত হয়। যাহাই হউক, পরিষদে আবার ৩৬ জন মুসলমান প্রতিনিধি স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার লীগে যোগদান করায় ইহার সদস্য সংখ্যা হয় ৫৯ জন।

২৫০ আসন বিশিষ্ট প্রাদেশিক পরিষদে কোন একক দল কর্তৃক সংখ্যাগুরু আসন লাভ না করায় বিশেষ কোন দলের পক্ষে এককভাবে মন্ত্রীসভা গঠনের সম্ভাবনা তিরোহিত হইয়া যায়। এই কংগ্রেস ও কৃষক প্রজা পার্টির মধ্যে কোয়ালিশন গঠন করার জন্য প্রাথমিক আলাপ-আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অতএব, পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে প্রায় প্রত্যেকটি আসনে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টি ফজলুল হকের নেতৃত্বে কোয়ালিশন করিয়া মন্ত্রীসভা গঠন করে এবং ফজলুল হক হন স্বায়ত্তশাসিত বাংলার প্রথম প্রধান মন্ত্রী। ১১ সদস্য বিশিষ্ট এই মন্ত্রীসভা কার্যত লীগ মন্ত্রীসভায় পরিণত হয়। কারণ ইহাতে ৪ জন মন্ত্রী ছিলেন লীগ দলীয়, ২ জন ছিলেন কৃষক প্রজা পার্টির এবং অবশিষ্ট ৫ জন ছিলেন কংগ্রেস বহির্ভূত হিন্দু সদস্য। আবার ১৯৩৭ সালের এপ্রিলে মন্ত্রীসভা গঠন হওয়ার পরে একই বৎসরের অক্টোবরে প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক যখন মুসলিম লীগে যোগদান করেন, তখন মন্ত্রীসভা পূর্ণভাবে মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভায় পরিণত হয়।

১৯৩৭ সাল হইতে শুরু করিয়া ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়ের বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ইতিহাস হইতেছে বাংলার হিন্দু কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে

১. মাসিক মোহাম্মদী, ফাল্গুন, ১৩৪৩ বাংলা, পৃ, ৫০৮।

www.pathagar.com

লড়াই করিবার ইতিহাস এবং মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ইতিহাস। শুধু বাংলার মুসলমানদের স্বার্থই নয়, যখনই কংগ্রেস অন্যান্য মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশের মুসলমানদের স্বার্থকে পদদলিত করিয়াছে, তখনই বাংলার মুসলিম লীগ উহার তীব্র বিরোধিতা করিয়া তাহাদের স্বার্থ রক্ষার্থে আগাইয়া গিয়াছে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়াছে। স্বায়ত্তশাসিত বাংলার শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করিতে গিয়া মুসলমান নেতৃবৃন্দ হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক স্বার্থের যে সংঘাতের সম্মুখীন হন, উহা হইতেই তাঁহারা গভীরভাবে উপলব্ধি করেন যে, বাংলায় বাহিরের হস্তক্ষেপ-মুক্ত একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র কায়েম ব্যতীত এই অঞ্চলের মুসলমানদের সত্যিকার মুক্তি নাই। এই উপলব্ধি থেকেই এ. কে. ফজলুল হক ১৯৪০ সালের মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে সংখ্যালঘু প্রদেশের মুসলমান নেতাদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও ভারতের উত্তর পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহ নিয়া স্বাধীন ও সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ কায়েম করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৯৪০ সালের পর থেকেই বাংলার মুসলমান নেতৃবৃন্দ এই লক্ষ্যে পূর্ণোদ্যমে সংগ্রাম শুরু করেন। কিন্তু হিন্দু-বৃটিশ যৌথ বিরোধিতা এবং সর্বভারতীয় রাজনৈতিক ঘূর্ণিঝড় বাংলার মুসলমান নেতৃবৃন্দকে তাহাদের স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করিয়া ফেলে এবং অবশেষে ১৯৪৭ সালে তাহাদেরকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেয়। ১৯৭১ সালে আরেকটি রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবেরই সঠিক রূপায়ণ ঘটে। কারণ লাহোর প্রস্তাবে ভারতের পূর্বাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল যথা বাংলা ও আসাম নিয়া একটি এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাঘরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়া অপর একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিই উত্থাপন করা হইয়াছিল ; আর লাহোর প্রস্তাবে 'পাকিস্তান' শব্দটির উল্লেখ ছিল না।

যাহাই হউক, ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সংগ্রামের ধারা বাদ-প্রতিবাদ এবং অবশেষে তাহাদের পাকিস্তানে যোগদানের ঘটনাবলী পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে সংগ্রাম পরিচালনাকারীদের জীবনীতেই বর্ণনা করা হইল।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

# বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিল অধিবেশনের বিবরণী ও ওয়ার্কিং কমিটির গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবসমূহ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

# বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের পার্লামেন্টারী বোর্ডের অধিবেশন, ১৯৩৬

## জেলা লীগ বোর্ড গঠনের প্রস্তাব

১লা নভেম্বর, ১৯৩৬, তারিখে ঢাকার খাজা হাবিবুল্লাহ বাহাদুরের বাসভবনে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডের বাংলা শাখার এক অধিবেশন হয়। বোর্ডের বিরুদ্ধে কিছু আপত্তিকর অভিযোগ থাকায় সভায় প্রতি জেলায় জেলাবোর্ড গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন প্রদান করা হয়ঃ

নারায়ণগঞ্জ ( উত্তর )—মি. এস. এ. সলিম।
মুন্সীগঞ্জ—খান সাহেব এমদাদুদ্দীন আহমদ।
মানিকগঞ্জ পূর্ব )-মিঃ আহমদ হোসেন খান।
মানিকগঞ্জ( পশ্চিম )—মিঃ আবদুল লতিফ বিশ্বাস।
ঢাকা সেন্ট্রাল-মাননীয় খান বাহাদুর সৈয়দ আবদুল হাফিজ।
ঢাকা দক্ষিণ কেন্দ্রীয়-মিঃ রেজাউর রহমান খান।
জলপাইগুড়ি—নওয়াব মোশাররফ হোসেন।
সাতক্ষীরা—মওলবী আবুল কাশেম।
জংগীপুর—সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন।
২৪ পরগনা পল্লী ( দক্ষিণ )-মওলবী জসিমুদ্দীন আহমদ।
হাওড়া ও হুগলী ( মিউনিসিপ্যাল )—মিঃ কে. নুরুদ্দীন।[১]

## লীগ বোর্ডের মনোনয়ন

মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডের সেক্রেটারী সাহেব জানাইতেছেন যে, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আগামী নির্বাচনের জন্য বোর্ড নিম্নলিখিত ভদ্রলোকদিগকে মনোনীত করিয়াছেনঃ

১. ঢাকার নওয়াব বাহাদুর ( ঢাকা মিউনিসিপ্যাল )।
২. খাজা শাহাবুদ্দীন ( দক্ষিণ নারায়ণগঞ্জ )।
৩. সৈয়দ সোলতান আলী ( বাগেরহাট )।
৪. মওলবী আবদুল হাফিজ ( দক্ষিণ কুড়িগ্রাম )।

---

১. আজাদ, ৫ই নভেম্বর, ১৯৩৬।



www.pathagar.com

৫. মওলবী দালালুদ্দীন আহমদ ( কুড়িগ্রাম উত্তর )।
৬. বেগম শাহাবুদ্দীন ( ঢাকা মহিলা কেন্দ্র )।
৭. মওলবী আবদুল আলী ( যশোর শহর )।
৮. মওলানা আহমেদ আলী এনায়েতপুরী ( ঝিনাইদহ )।
৯. মওলবী সিরাজুল ইসলাম, বি. এল. ( বনগ্রাম )।
১০. মিঃ এম. এ. এইচ. ইস্পাহানী ( দক্ষিণ কলকাতা )।[১]

## লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডের মনোনয়ন

নিখিল ভারত মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডের বাংলা শাখার সেক্রেটারী জানান যে, নিম্নলিখিত নির্বাচন প্রার্থিগণকে বোর্ড হইতে মনোনয়ন প্রদান করা হইয়াছে ঃ

১. মিসেস খোরশেদ ( কলিকাতা মহিলা আসন )।
২. মওলবী সৈয়দ আবদুর রউফ ( মাগুরা, নড়াইল, যশোর )।
৩. মিঃ গোলাম রহমান ( কুষ্টিয়া, নদীয়া )।[২]

# বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশন, ১৯৩৭

২২শে আগস্ট ১৯৩৭, রবিবার, বেলা ২টার সময় কলিকাতা ডেন্টাল হলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হয়। কিন্তু সভা আরম্ভ হওয়ার বহু পূর্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রায় দুই শত সদস্য ডেন্টাল কলেজের সম্মুখে সমবেত হইয়া দেখিতে পান যে, তাহাদের জন্য সভায় প্রবেশের পথ রুদ্ধ, দরজায় কয়েকজন পেশোয়ারী গুণ্ডা এবং করপোরেশন মোটর ভেহিকেল বিভাগের কর্মচারীরা দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছে। সদস্যগণ সভায় প্রবেশ করিতে চাহিলে তাহারা বলে যে, হাশেমী সাহেব ও ফারুকী সাহেবের নিষেধ আছে। কাহাকেও সভায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না। অনেক যুক্তি-প্রমাণ দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করা হয় যে, এটা মুসলিম লীগের সভা এবং তাঁহারা লীগের সদস্য, কাজেই তাঁহাদিগকে বাধা দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। কিন্তু বুঝাইতে গিয়া দুই একজনের হিতে

১. আজাদ, ১৩ই নভেম্বর, ১৯৩৬।
২. আজাদ, ২৮শে নভেম্বর, ১৯৩৬।

www.pathagar.com

বিপরীত ঘটে এবং মিঃ সৈয়দুল হক নামক লীগের একজন বিশিষ্ট সদস্য দারোয়ান দ্বারা প্রহৃত হন। অন্য কোন উপায় না দেখিয়া কবি মোজাম্মেল হক, এম. এল. এ., সর্বজনাব খান বাহাদুর ফজলুল কাদের, এম. এল. এ., মওলবী নজীর আহমদ চৌধুরী, মোহাম্মদ মোছাব্বের, কাশেম আলী, আবুল কালাম শামসুদ্দিন এবং আরো প্রায় দুই শত সদস্য বাহিরে প্রবল বৃষ্টিপাতের মধ্যে দাঁড়াইয়া ভিজিতে থাকেন।

হলের মধ্যে প্রায় সমস্ত আসন পেশোয়ারী ফলওয়ালা ও মিঃ জালালুদ্দীন হাশেমীর আশ্রিত ব্যায়াম আড্ডার লোক দ্বারা ভর্তি হইয়া গিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে প্রায় ১৫ জন বাঙ্গালী মুসলমানও উপস্থিত ছিলেন, যেমন, নওয়াব স্যার কে. জি. এম. ফারুকী, ডাঃ আর আহমদ, মিঃ জালালুদ্দীন হাশেমী, মিঃ শামসুদ্দীন আহমদ (নিখিল বঙ্গ কৃষক-প্রজা সমিতি), মিঃ হুমায়ুন কবীর এবং মিঃ হাসান আলী চৌধুরীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রথমে জনৈক ব্যক্তি স্যার ওয়াজির হাসানের নাম সভাপতির পদের জন্য প্রস্তাব করিলে জনৈক সদস্য (এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রথমেই কয়েকজন বোনাফাইড সদস্য, কংগ্রেসীদের ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও হলে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন) বৈধতার প্রশ্ন তুলিয়া বলেন যে, এই সভার উদ্যোক্তারা প্রকৃত সদস্যগণকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিতেছে না এবং যারা সদস্য নয় এমন ব্যক্তিদিগের দ্বারা হল ভর্তি করা হইয়াছে। বক্তার এই উক্তি আরো কয়েকজন সমর্থন করিলেও সভার সভাপতি এই আপত্তির প্রতি কর্ণপাত না করায় প্রকৃত সদস্যগণ প্রতিবাদে সভা ত্যাগ করেন।

সভা ত্যাগের সময়ও গোলমাল বাধে এবং দারোয়ান ও গুণ্ডারা শাসায় যে, তাহারা সদস্যগণকে বাহির হইয়া যাইতেও দিবে না। ইহাতে গোলমাল বাধে এবং কয়েকজন সদস্য গুণ্ডাদের হাতে অপমানিত হন। নিরুপায় হইয়া বাহিরে যে সকল সদস্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যের একজন পুলিশে টেলিফোন করিয়া তাঁহাদের বিপদের কথা জানান। এই সময়ের মধ্যে কংগ্রেসী মুসলমানরা তাড়াতাড়ি করিয়া হলের মধ্যে কয়েকটি প্রস্তাব পাস করাইয়া দেয়। এই সকল প্রস্তাবের মধ্যে একটিতে বলা হইয়াছে যে, মুসলিম লীগ কর্তৃক কংগ্রেসের কর্মনীতি অনুসৃত হউক। বাংলার মন্ত্রীসভার উপর আক্রমণ করিয়া তাহারা কয়েকটি প্রস্তাব পাস করে। তাহাদের সভার কাজ শেষ হইবার পূর্বে জনৈক উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারী কয়েকজন অফিসার-সহ সেখানে উপস্থিত হন। পুলিশ দেখিয়া গুণ্ডারা দরজা ছাড়িয়া পলায়ন করে। এই সময় লীগের প্রায় দুইশত সদস্য সভাস্থলে প্রবেশ করেন।

www.pathagar.com

বেগতিক দেখিয়া স্যার ওয়াজির হাসান সভা স্থগিত করিয়া দিয়া ডাঃ আর আহমদ, নওয়াব ফারুকী, সৈয়দ জালালুদ্দীন হাশেমী ও মিঃ শামসুদ্দীন আহমদসহ সভা ত্যাগ করেন। বহুক্ষণ সভায় ভীষণ গণ্ডগোল চলে। ডাঃ আর আহমদের ইঙ্গিতানুসারে হলের মধ্যে বিজলী বাতি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। তখন সদস্যগণ বারান্দায় আসিয়া লীগের অধিবেশন শুরু করেন। মওলবী আবদুল বারী এম. এল. এ. সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভায় লীগের প্রায় সকল সদস্যই উপস্থিত ছিলেন। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়ঃ

১. "বঙ্গীয় প্রেসিডেন্সী মুসলিম লীগের এই সভা বিভিন্ন কংগ্রেসী মন্ত্রী সভায় উপযুক্ত সংখ্যক মুসলমান সদস্য গ্রহণ না করায় তাহাদের কার্যের নিন্দা করিতেছে ও কংগ্রেস বিভিন্ন আইন সভায় অ-কংগ্রেসী দলকে আত্মসমর্পণের দাবি করিয়া যে মনোবৃত্তি প্রদর্শন করিয়াছে, তাহার তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছে।'

২. (ক) 'এই সভা ছয়টি সংখ্যাগুরু কংগ্রেসী প্রদেশে—বিশেষ করিয়া উড়িষ্যায়—প্রাদেশিক গভর্নররা সরকারী অনুজ্ঞায় যেরূপ বিধান আছে, তদনুযায়ী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষার জন্য বিশেষ ক্ষমতা প্রদান না করায় উদ্বেগ ও দুঃখ প্রকাশ করিতেছে।'

(খ) 'এই সভা নিখিল ভারত মুসলিম লীগকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছে যে, তাঁহারা যেন অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে কংগ্রেসের এই সহানুভূতিহীন মনোবৃত্তিকে বিবেচনা করিয়া দেখেন ও যে সমস্ত প্রদেশে কংগ্রেস অত্যধিক পরিমাণে সংখ্যাগুরু, সে সমস্ত স্থানে মুসলমানদের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য যথাবিহিত উপায় অবলম্বন করেন।

৩. 'দলের নির্দেশের বিরুদ্ধে ও নির্বাচকমণ্ডলীর ঘোষণাপত্রের প্রতিকূলে যে কয়জন মুসলমান এম এল. এ. বিরোধী দলের ক্রীড়াপুত্তলিকায় পরিণত হইয়া পড়িয়াছেন এই সভা তাহাদের আচরণের দৃঢ় প্রতিবাদ করিতেছে ও তাঁহারা মুসলিম কোয়ালিশন দলের সংহতি ভঙ্গ করিবার জন্য যে অনিষ্টকর কর্মপন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার শোচনীয় পরিণাম সম্পর্কে তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছে।'

## কার্যকরী সংসদ

সভায় নিম্নলিখিত কার্যকরী সংসদ গঠিত হয়ঃ

প্রেসিডেন্টঃ মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ।

ভাইস প্রেসিডেন্টঃ (১) মিঃ তমিজুদ্দীন খান. এম. এল. এ., (২) খান বাহাদুর হাশেম আলী খান, এম. এল. এ., (৩) মিঃ আদমজী হাজী দাউদ,

www.pathagar.com

(৪) মিঃ এম. এ. এইচ. ইস্পাহানী; (৫) হাজী আবদুর রশীদ খান; (৬) মিঃ আবদুর রাজ্জাক হাজী আবদুস সাত্তার; (৭) মিঃ এ. আর. সিদ্দিকী; (৮) মিঃ খাজা শাহাবুদ্দীন, এম. এল. এ; (৯) মিঃ আবদুল বারী, এম. এল. এ.; (১০) মিঃ আবদুল লতিফ বিশ্বাস এম. এল. এ.।

কোষাধ্যক্ষ ঃ মিঃ মোখলেছুর রহমান. এম এল বি।

সেক্রেটারী ঃ মওলবী সৈয়দ বদরুদ্দোজা।

এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী ঃ (১) মিঃ এ. এফ. এম. সৈয়দুল হক; (২) মিঃ শফিকুদ্দীন আহমদ।

হিসাব নিরীক্ষক ঃ মিঃ এস. জামান, সি. এ.।

## লীগের কার্যকরী সংসদ

কলিকাতা ঃ (১) মেসার্স খাজা নূরুদ্দীন, এম. এল. এ.; (২) ফয়েজ আহমদ, (৩) মোহসেন খাঁ; (৪) শায়েক আহমদ ওসমানী, (৫) মোল্লা জান মোহাম্মদ; (৬) খায়রুল আনাম খাঁ; (৭) শামসুর রহমান; (৮) সৈয়দ আজীজুল হক; (৯) শাফাতুল্লা খান; (১০) আবদুল জব্বার; এবং (১১) মোস্তফা আসাদুজ্জামান আফেন্দী।

২৪ পরগনা ঃ (১) মেসার্স জসিমুদ্দীন এবং (২) মোহাম্মদ মোদাবের।

মুর্শিদাবাদ ঃ (১) মেসার্স মুন্সেফ আলী এবং (২) সাখাওয়াত হোসেন।

নদীয়া ঃ (১) মেসার্স আকতার হোসেন জোয়ার্দার এম. এল. এ. এবং (২) মোহসেন আলী, এম. এল. এ.।

খুলনা ঃ (১) মেসার্স মোস্তাগাওসুল হক এম. এল. এ. এবং (২) আবদুল কাসেম।

যশোর ঃ (১) খান সাহেব মওলবী আহমদ আলী এনায়েতপুরী, এম. এল. এ. এবং (২) আবদুল হাকিম খান।

দিনাজপুর ঃ (১) খান বাহাদুর মাহাতাবুদ্দীন আহমদ, এম. এল. এ.।

জলপাইগুড়ি ঃ (১) খান বাহাদুর, এ. এম. এল রহমান।

রংপুর ঃ (১) মেসার্স শাহ আবদুর রউফ এম. এল. এ.; (২) আবদুল হাফিজ এম. এল. এ. (কুড়িগ্রাম) এবং (৩) আহমদ হোসেন. এম. এল. এ.।

রাজশাহী ঃ (১) মেসার্স আমীর আলী মিয়া, এম. এল. এ. এবং (২) মোসলেম আলী মোল্লা, এম. এল. এ.।

মালদহ ঃ (১) মিঃ জহুর আহমেদ চৌধরী, এম. এল. এ.।

www.pathagar.com

পাবনা ঃ (১) মেসার্স আবদুল্লাহেল মাহমুদ, এম. এল. এ. এবং (২) এ. এম. এ. হামিদ, এম. এল. এ।

বগুড়া ঃ (১) মেসার্স খান বাহাদুর মোহাম্মদ আলী, এম. এল. এ. এবং (২) রজীবুদ্দীন তরফদার, এম. এল. এ.।

ফরিদপুর ঃ (১) মেসার্স ডব্লিউ জামান এবং (২) গিয়াসউদ্দিন আহমদ, এম. এল. এ.।

ঢাকা ঃ (১) মেসার্স নওয়াব খাজা নসরুল্লাহ্, এম এল. এ. ; (২) ফজলুর রহমান, এম. এল. এ. ; (৩) এস. এ. সলিম, এম. এল. এ. ; এবং (৪) আসাদুল্লাহ্ বি. এল.।

ময়মনসিংহ ঃ (১) খান বাহাদুর শরফুদ্দীন আহমদ, এম. এল. এ. ; (২) মেসার্স আবদুল করিম, এম. এল. এ. ; (৩) খান বাহাদুর মোয়াজ্জেমুদ্দীন হোসেন, এম. এল. এ. ; এবং (৪) খান সাহেব আবদুল হামিদ চৌধুরী।

বরিশাল ঃ (১) খান সাহেব আফজাল এম. এল. এ. ; এবং (২) মওলবী মোজাম্মেল হক, এম. এল. এ.।

চট্টগ্রাম ঃ (১) খান বাহাদুর জালালুদ্দীন আহমদ, এম. এল. এ. ; এবং (২) খান বাহাদুর ফজলুল কাদির, এম. এল এ.।

নোয়াখালী ঃ (১) মেসার্স সৈয়দ গোলাম সারোয়ার এম. এল. এ. ; এবং (২) সৈয়দ আবদুল মজিদ, এম. এল. এ.।

কুমিল্লা ঃ (১) মওলবী আবদুস সালাম ; এবং (২) মওলবী নাজির আহমেদ চৌধুরী।

বীরভূম ঃ মিঃ আবদুর রশিদ, এম. এল. এ.।

বর্ধমান ঃ মিঃ আবুল হাশিম, এম. এল. এ.।

মেদিনীপুর ঃ (১) মিঃ আবু তালেব, হুগলী ; (২) খান সাহেব সোবেদ আলী, এম. এল. এ.।

হাওড়া ঃ (১) খান সাহেব আবদুর রউফ, এম. এল. এ.।[১]

## বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কার্যকরী সংসদের অধিবেশন, ১৯৩৭

২৩শে আগস্ট, ১৯৩৭, সোমবার সন্ধ্যায় ৩০ নং পার্ক সার্কাস কলিকাতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কার্যকরী সংসদের এক অধিবেশন হয়। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায়

১. আজাদ, ২৪শে আগস্ট, ১৯৩৭।

www.pathagar.com

যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মিঃ খাজা শাহাবুদ্দীন, খান বাহাদুর ফজলুল কাদির, খান বাহাদুর হাশেম আলী খান, মেসার্স আবদুল্লাহেল মাহমদ, আবদুল হামিদ (পাবনা), খান বাহাদুর মাহতাবুদ্দীন, মোহাম্মদ মোহসেন খাঁ, আবদুল বারি, সৈয়দ বদরুদ্দোজা, নজীর আহমদ চৌধুরী, খায়রুল আনাম খাঁ, মোল্লা জান মোহাম্মদ, মফিজুদ্দীন, মোহাম্মদ মোজাব্বের, আবদুল লতিফ বিশ্বাস, শামসুর রহমান, সৈয়দুল হক, আবদুস সলিম, আবদুল হাকিম খাঁ ও আসাদুল্লাহ্ প্রভৃতি নাম উল্লেখযোগ্য। সভায় নিম্ন-লিখিত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়ঃ

১. 'লীগের বার্ষিক সাধারণ সভার কাজ উহার প্রকৃত সদস্যগণের যোগ-দানে বাধা সৃষ্টি এবং কতিপয় সদস্যকে নির্যাতন করায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কার্যকরী সংসদের এই সভা ষড়যন্ত্রকারীদের এই গর্হিত কাজের তীব্র নিন্দা করিতেছে।

২. 'এই সভা বাংলার সর্বত্র মুসলিম লীগের শাখা প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছে।'

৩. 'এই সভা প্যালেস্টাইনকে বিভক্ত করার প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করিতেছে।

৪. 'এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের উদ্যোগে আগামী সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কলিকাতায় একটি মুসলিম রাজনৈতিক কনফারেন্স আহবান করা হউক।'[১]

## বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ অর্গানাইজিং কমিটির বিশেষ অধিবেশন, ১৯৩৭

৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৩৭, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ অর্গানাইজিং কমিটির এক বিশেষ অধিবেশন হয়। মেসার্স মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্, এ. কে. ফজলুল হক, নওয়াব খাজা হাবিবুল্লাহ, নওয়াব মোশাররফ হোসেন, স্যার নাজিমুদ্দীন, মওলানা আকরম খান, মেসার্স এইচ. এস. সোহ্‌রাওয়ার্দী, আবদুর রহমান সিদ্দিকী, হামিদুল হক চৌধুরী, মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, খাজা নূরুদ্দীন, শামসুর রহমান, শফিক, বদরুদ্দোজা, মোহসেন খান, মোল্লা জান মোহাম্মদ, আহমদ ইস্পাহানী, হাসান ইস্পাহানী, আবদুল জব্বার ও রেজাউর

১. আজাদ, ২৪শে আগস্ট, ১৯৩৭।

www.pathagar.com

রহমান খান উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনার পর প্রাদেশিক লীগ ও শাখাসমূহের জন্য গঠনতন্ত্র গৃহীত হয় এবং প্রাদেশিক লীগের জন্য মওলানা আকরম খান, সৈয়দ বদরুদ্দোজা, মেসার্স খাজা শাহাবুদ্দীন, শামসুর রহমান, মুখলেছুর রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ বাহার, হাসান ইস্পাহানী, মোহসেন খাঁ, হামিদুল হক চৌধুরীকে লইয়া কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়। অর্গানাইজিং কমিটির যাবতীয় দায়িত্ব এই কমিটির উপর অর্পণ করা হয়। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খান সাহেবকে ওয়াকিং কমিটির আহবায়ক নির্বাচন করা হয়।[১]

## বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অর্গানাইজিং কমিটির অধিবেশন, ১৯৩৮

২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮, শুক্রবার, সাড়ে ছয়টায় ১৩ নং ক্যামাক স্ট্রীটে ঢাকার নওয়াব বাহাদুরের গৃহে মুসলিম লীগ অর্গানাইজিং কমিটির এক সভা হয়। স্যার নাজিমুদ্দীন, ঢাকার নওয়াব খাজা হাবিবুল্লাহ, মেসার্স শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী, আবদুর রহমান সিদ্দিকী, খাজা নূরুদ্দীন, হাসান ইস্পাহানী, শফীকউদ্দিন, হামিদুল হক চৌধুরী এবং মওলানা মোহাম্মদ আকরম খান সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় বিভিন্ন সমস্যার আলোচনা হয় এবং নিখিল ভারত মুসলিম লীগকে ইস্টারের ছুটিতে কলিকাতায় লীগের একটা বিশেষ অধিবেশন আহবান করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।[২]

## বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের জেনারেল কমিটির অধিবেশন, ১৯৩৯

৮ই এপ্রিল, ১৯৩৯, কলিকাতায় মুসলিম লীগ জেনারেল কমিটির ( কাউন্সিল ) প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে সভাপতিত্ব করেন বাংলার প্রধান মন্ত্রী জনাব এ. কে. ফজলুল হক। সভাপতির ভাষণে তিনি মুসলমানদেরকে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার জন্য আবেদন জানান। জনাব হক অভিযোগ করেন যে, সারা ভারতের মুসলমান নেতৃবৃন্দের সবাই বলেন যে, শুধু এতটুকুই নয় যে, কংগ্রেস সরকারের নিকট

১. আজাদ, ২রা জানুয়ারী, ১৯৩৮।
২. আজাদ, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮।

www.pathagar.com

মুসলমানরা কোন ন্যায়বিচার পায় নাই, বরং তাহাদের সমস্ত ন্যায়সঙ্গত অধিকারকেই সাধারণভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে এবং প্রায়ই সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের প্রয়োজন মেটাতে তাহাদের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেওয়া হইয়াছে। জনাব হক আরও বলেন, 'ইহা বলা হইতেছে না যে, মন্ত্রীগণ নিজেরাই নির্যাতনের অপরাধে অপরাধী, কিন্তু সত্যি কথা এই যে, মুসলমানদের উপর বর্ণনাতীত নির্যাতন চালানোর জন্য এবং তাহাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর বিনা প্ররোচনায় আক্রমণ চালানোর জন্য হিন্দুদেরকে উৎসাহিত করা হইয়াছে এবং হিন্দু কংগ্রেস সরকার তাহাদের প্রদেশসমূহে মুসলমান সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বিধানে ব্যর্থ হইয়াছে।'

শ্রম মন্ত্রী জনাব এইচ. এস. সোহ্‌রাওয়ার্দী বলেন যে, মুসলিম লীগের প্লাটফর্‌ম এইরূপ সমস্ত লোকের জন্য উন্মুক্ত, যারা সবার প্রতি ন্যায়বিচারে বিশ্বাস রাখে। তিনি ঘোষণা করেন যে, যে জাতীয় স্বাধীনতা সবার লক্ষ্য, সেই স্বাধীনতা অর্জন করার জন্য হিন্দু ও মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা জরুরী হইয়া পড়িয়াছে। তিনি বলেন, কংগ্রেস যদি তাহার বৃথা গর্ব অনর্থায়ী মুসলমানদের সহিত সহযোগিতা করিতে অস্বীকার করে, তাহলে মুসলমানরাই বা কেন ঐরূপ অমুসলমানদের সহিত সহযোগিতা করিতে রাযী হইবে, যাহারা তাহাদের নিজস্ব নীতিতে অবিচল থাকিবে?' তিনি আরো বলেন, 'মুসলিম লীগ হিন্দুদের বিরোধী নয় এবং তিনি মনে করেন যে, ইহা তাহাদের এবং সমস্ত মুসলমান নেতাদেরও কর্তব্য যে, অমুসলিম জনগণের সহযোগিতা লাভের জন্য কাজ করা।'

সভায় নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়ঃ লীগ কাউন্সিলের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, 'সরকার যেন কোন অবস্থাতেই কংগ্রেসকে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বকারী জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি না দেন।' কমিটির মতে কংগ্রেস হইতেছে, 'মুসলিম স্বার্থের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন একটি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান।' কমিটি ঘোষণা করিতেছে যে, 'মুসলিম স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকার যেন সর্বদাই মুসলিম লীগকে মুসলমান সম্প্রদায়ের একমাত্র ও সর্বজনস্বীকৃত প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করে লীগের মতামত দ্বারা পরিচালিত হন।'

এই সভা 'বাংলায় উর্দু ভাষা ও বর্ণমালার সংরক্ষণ ও উন্নতি এবং পৌর এলাকায় মুসলমানদের জন্য বিশেষ আবাসিক এলাকা এবং পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেছে।' সভায় মসলিম লীগের কাজকে যথাযথভাবে চালিয়ে নেওয়ার জন্য এক লক্ষ

www.pathagar.com

টাকার ফাণ্ড সংগ্রহের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। তাছাড়া এই সভায় জনাব এ. কে. ফজলুল হক সভাপতি, ঢাকার নওয়াব বাহাদুর, মওলানা আকরম খান, এম. এ. ইস্পাহানী, হাজী দাউদ, মওলানা রুহুল আমিন সহ-সভাপতি এবং মিঃ এইচ এম সোহ্‌রাওয়ার্দী সেক্রেটারী নির্বাচিত হন।[১]

## বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন, ১৯৩৯

১২ই মে ১৯৩৯, শুক্রবার বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিস লীগের এক অধিবেশন লীগ অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। মিঃ এ. কে. ফজলুল হক সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মেসার্স তমিজুদ্দীন খান, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, খান বাহাদুর লুৎফর রহমান, মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, জহুর আহম্মেদ চৌধুরী ও আবদুল ওয়াসেক উপস্থিত ছিলেন।

সভায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়। বিভিন্ন সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রদেশের মুসলিম লীগ সদস্য লইয়া গঠিত যে ডেপুটেশন পাঞ্জাব, সিন্ধু ও সীমান্ত প্রভৃতি সংখ্যাগুরু প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছেন, তাহাদিগকে বাংলায় আহ্‌বান করার প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা হয়। কলিকাতা হাওড়া, চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি শহরে এই প্রতিনিধি দলকে লইয়া যাওয়া সম্ভব কিনা এ বিষয়ে সদস্যগণ আলোচনা করেন।

অতঃপর বাংলার সর্বত্র মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড গঠন করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। গঠনতন্ত্র ও অর্থ সংগ্রহ সাব কমিটির সভা ডাকিবার জন্য সেক্রেটারীকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

শিক্ষিত বেকার যুবকদের বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য এমপ্লয়মেন্ট ব্যুরো স্থাপন করা সম্পর্কেও সভায় আলোচনা হয়। এই সম্পর্কে আগামী সভায় বিস্তারিত আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[২]

## বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন, ১৯৩৯

৯ই আগস্ট, ১৯৩৯, সন্ধ্যায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক সভা হয়। সভায় মেসার্স এ. কে. ফজলুল হক, শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী, তমিজুদ্দীন খান, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খান, খাজা

১. ইণ্ডিয়ান এ্যানুয়াল রেজিস্টার, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৩৯, পৃঃ ৩৭১।
২. আজাদ, ১৬ই মে, ১৯৩৯।

www.pathagar.com

শাহাবুদ্দীন, খান বাহাদুর লুৎফর রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ্ বাহার ও আবদুল ওয়াসেক উপস্থিত ছিলেন। সভায় সংখ্যালঘু প্রদেশসমূহের পক্ষ হইতে যে প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ ভ্রমণে আসিবেন, তাঁহাদের ভ্রমণ তালিকা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। প্রতিনিধি দল পহেলা অক্টোবর কলিকাতা পৌঁছিবেন। অতঃপর তাঁহারা খুলনা, বরিশাল, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, ফেনী, ময়মনসিংহ, ঢাকা, রাজশাহী, দিনাজপুর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিবেন। বাংলার প্রাদেশিক লীগের পক্ষ হইতে মিঃ শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খান ও অন্যান্য নেতা প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিবেন বলিয়া স্থির করা হয়। এই উপলক্ষে বাংলার জেলায় জেলায় উদ্যোগ আয়োজন ইতি-মধ্যেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এই সম্বন্ধে বহু চিঠিপত্র সভায় পঠিত হয়।

জংগীপুর সাবডিভিশন মুসলিম লীগের বিরোধ মীমাংসার জন্য যে কমিটি গঠিত হইয়াছিল ওয়ার্কিং কমিটি উহার সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করে।

উলুবেড়িয়া সাবডিভিশন লীগের দরখাস্তের বিষয় আলোচনা হয়। কমিটি সাময়িকভাবে এই লীগকে এফিলিয়েশন দেয়।

বঙ্গীয় কাউন্সিল ও এ্যাসেম্বলির সদস্যদের স্থানে লীগের জেনারেল কমিটির জন্য ঢাকা ও বর্ধমান জেলা লীগ যে সকল সদস্যকে মনোনীত করিয়াছে কমিটি তাহাদের মনোনয়ন অনুমোদন করে।

বোম্বে শহরে কংগ্রেস গভর্নমেন্ট কর্তৃক মুসলিম জনতার উপর গুলীবর্ষণ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে আলোচনা হয়। সদস্যগণ এই ব্যাপারে সকলেই ক্ষোভ প্রকাশ করে।

পাটের দাম কমিবার সম্ভাবনা হওয়ায় যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হইয়াছে, সে সম্বন্ধেও সভায় আলোচনা হয়। এ সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা দ্বারা বাংলার দরিদ্র কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।[১]

## বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন, ১৯৩৯

১৩ই আগস্ট, রবিবার, ১৯৩৯, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক সভা হয়। সভায় মেসার্স এ. কে. ফজলুল হক, মওলানা আকরম খান, খাজা নাজিমুদ্দীন, এইচ. এস. সোহ্‌রাওয়ার্দী, কে. শাহাবুদ্দীন, খান সাহেব মোহাম্মদ মোহসেন খাঁ, খান বাহাদুর এ. এম. এল. রহমান, সৈয়দ বদরুদ্দোজা, মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ বাহার, এম. এ. ওয়াসেক ও ফরমুজুল হক উপস্থিত ছিলেন।

১. আজাদ, ১০ই আগস্ট, ১৯৩৯।

www.pathagar.com

সভায় পাটের বাজার মন্দা সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং যাহাতে পাটের দরের উন্নতি হয়, তাহার ব্যবস্থা করার জন্য গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করা হয়।

মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশ হইতে ডেপুটেশন প্রেরণের বিষয় নিয়া আলোচনা করা হয় এবং পূর্ব বঙ্গে সম্প্রতি যে দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে, সেজন্যে ডেপুটেশনের তারিখ (১ অক্টোবর হইতে ১৮ই অক্টোবর) পরিবর্তন করিতে বলা হয়। এই মর্মে স্যার আবদুল্লাহ হারুনের নিকট এক তার প্রেরণ করা হইবে বলিয়া স্থির করা হয়। বাংলার পল্লী অঞ্চলে লীগের প্রসার এবং একটি ষান্মাসিক কার্যক্রম গ্রহণ করিয়া এখন হইতে মফস্বলে জোরদার প্রচার ও সাংগঠনিক কাজ চালাইবার কথাও আলোচিত হয়। এই সম্পর্কে কত ব্যয় হইবে, তাহার জন্য একটি পরিকল্পনা ও হিসাব দাখিল করার জন্য সেক্রেটারীকে অনুরোধ করা হয়।[১]

## বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন, ১৯৩৯

২০শে আগস্ট, ১৯৩৯ তারিখে মিঃ এ. কে. ফজলুল হক সাহেবের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক সভা হয়। উক্ত সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ পাটের দর বাঁধিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়া বাংলা সরকার কৃষকদিগকে দালাল ও বণিকদের শোষণ হইতে রক্ষা করার ব্যবস্থা করায় সভা গভর্নমেন্টকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে এবং গভর্নমেন্টের পশ্চাতে জনমতের যে অবস্থা আছে, সেই সম্বন্ধে নিশ্চয়তা প্রদান করে।

সংগঠন ও প্রচার কার্যের জন্য ষান্মাসিক কার্যসূচী সভায় আলোচনার জন্য পেশ করা হয়, কিন্তু কতিপয় সদস্য সভায় অনুপস্থিত থাকায় আগামী সভা পর্যন্ত আলোচনা মুলতবী রাখা হয়।

সভায় স্থির করা হয় যে, প্রাদেশিক মুসলিম লীগের আগামী অধিবেশন খুলনায় না হইয়া ২০ নভেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অনুষ্ঠিত হইবে।

স্যার আবদুল্লাহ হারুন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রস্তাব অনুসারে নভেম্বরের মাঝামাঝি মসলমান সংখ্যালঘু প্রদেশের ডেপুটেশন প্রেরণে স্বীকৃত হওয়ায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

---

১. আজাদ, ১৫ই আগস্ট, ১৯৩৯।

www.pathagar.com

সভায় আলোচনা কালে মিঃ ফজলুল হক মুসলিম লীগের অগ্রগতিতে আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি মুসলমানদের মধ্যে সংহতি ও সংগঠনের জন্য আবেদন করেন।

আলোচনা প্রসঙ্গে অপর সদস্য খান সাহেব মোহাম্মদ মোহসেন খাঁ বলেন যে, বর্তমানে সংহতিই ভারতীয় মুসলমানদের সর্বাপেক্ষা আথিক প্রয়োজন। যাঁহারা মুসলমানদের মধ্যে শ্রেণী-বিদ্বেষ প্রচারের চেষ্টা-করিতেছে, তিনি তাহাদের কাজের নিন্দা করেন।

সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন ঃ মেসার্স এ. কে. ফজলুল হক, এইচ. এস. সোহ্‌রাওয়ার্দী, খান বাহাদুর, এ. এম. লুৎফর রহমান, মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ বাহার, খান সাহেব মোহসেন খাঁ এবং ফরমুজুল হক।[১]

## বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশন, ১৯৩৯

২৮শে অক্টোবর, ১৯৩৯, রোজ শনিবার, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় কলিকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউটে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের এক সভা হয়। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খান সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বাংলার বিভিন্ন জেলা হইতে প্রায় একশত জন প্রতিনিধি কাউন্সিল সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

সভার প্রারম্ভে মিঃ সোহ্‌রাওয়ার্দী সমবেত প্রতিনিধিদের নিকট আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, বড়লাটের বিবৃতি, বিভিন্ন কংগ্রেস শাসিত প্রদেশে বড়লাটের বিবৃতি সম্বন্ধে তোড়জোর ও মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাব এবং বিভিন্ন প্রদেশে লীগের কার্যকলাপ সম্পর্কে বক্তৃতা করেন।

ইহার পর সভায় পূর্ব অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ অনুমোদিত হয়।

অতঃপর সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব দুইটি গৃহীত হয় ঃ

১. এই সভা বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী মৌলবী আবদুল বারী এম. এস. এ সাহেবের মৃত্যুতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছে এবং বারী সাহেবের শোক-সন্তপ্ত পরিবারের নিকট আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে।

২. বর্তমান যুদ্ধে মুসলমানদের মনোভাব সম্পর্কে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাব, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের

১. আজাদ, ২২শে আগস্ট ১৯৩৯।

www.pathagar.com

এই সভা সমর্থন করিতেছে এবং নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট মিঃ জিন্নার নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করিতেছে।

প্রস্তাব গ্রহণের পর মিঃ সোহ্‌রাওয়ার্দী দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খান ব্যতীত অপর কোন সদস্য কাউন্সিলের অধিবেশনে বড় একটা যোগদান করেন না। ভবিষ্যতে তিনি সকলকেই নিয়মিতরূপে যোগদানের জন্য অনুরোধ করেন। অতঃপর তিনি কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের নির্বাচনের জন্য একটি নামের তালিকা উপস্থিত করেন। তুমুল বাদানুবাদের পর সংশোধিত আকারে তালিকাটি গৃহীত হয়।[১]

## বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন, ১৯৪০

ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনের জন্য প্রার্থী মনোনয়ন।

১৭ই জানুয়ারী, ১৯৪০, সন্ধ্যায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক সভা প্রাদেশিক লীগ অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন মিঃ এ. কে. ফজলুল হক। সভায় ঊর্ধ্বতন পরিষদের কয়েকটি আসনে নির্বাচনের জন্য লীগের মনোনয়ন প্রার্থীদের আবেদনসমূহ বিবেচনা করা হয়। বিভিন্ন মনোনয়ন প্রার্থীর অতীত কার্যাবলীর আলোচনার পর কয়েকজনের আবেদন অনুমোদন করা হয় এবং কয়েকটি আবেদন পরবর্তী সভায় বিবেচনা করা হইবে বলিয়া স্থির হয়। লীগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ১৯শে জানুয়ারী প্রকাশ করা হইবে। ১৯শে জানুয়ারী পুনরায় ওয়ার্কিং কমিটির সভা হইবে বলিয়াও সিদ্ধান্ত করা হয়।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উচ্চ পরিষদের নির্বাচনে লীগের মনোনয়ন লাভ করেন ঃ

(১) খান বাহাদুর আবদুর রশিদ, ঢাকা দক্ষিণ-পূর্ব গ্রাম্য মুসলমান কেন্দ্র; (২) খান সাহেব আবদুল আজিজ (প্রেসিডেন্সী বিভাগ দক্ষিণ গ্রাম্য মুসলমান); (৩) খান সাহেব সৈয়দ আকবর আলী (পাবনা-বগুড়া গ্রাম্য মুসলমান), (৪) খান বাহাদুর মোখলেছুর রহমান (রাজশাহী বিভাগ উত্তর মুসলমান); (৫) মৌলভী নূর আহমদ (চট্টগ্রাম মুসলমান পল্লী; এবং (৬) চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন (ফরিদপুর গ্রাম্য মুসলমান)।

---

১. আজাদ, ২১শে অক্টোবর, ১৯৩৯।

www.pathagar.com

এই সভায় নিম্নলিখিত সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন ঃ মাননীয় মিঃ এ. কে. ফজলুল হক, মাননীয় মিঃ এইচ এস. সোহ্‌রাওয়ার্দী, মিঃ তমিজুদ্দীন খান, মিঃ আবদুর রহমান সিদ্দিকী, মিঃ কে. শাহাবুদ্দীন, মিঃ সৈয়দ বদরুদ্দোজা, খান সাহেব মোহসেন খান, মিঃ এম. এ. এইচ. ইস্পাহানি, মিঃ মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ বাহার, মিঃ আবদুল ওয়াসেক ও মিঃ ফরমুজুল হক।[১]

## বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ কমিটির অধিবেশন, ১৯৪০

২৫শে আগস্ট, রবিবার ও ২৬শে আগস্ট, সোমবার, মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে (২১/এ ওয়েলেসলী স্কোয়ার) বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ কমিটির অধিবেশন হয়।

নিয়মতন্ত্র-সাব কমিটি প্রাদেশিক মুসলিম লীগের যে নিয়মতন্ত্রের খসড়া প্রস্তুত করিয়াছে, সাধারণ সভায় তাহা আলোচিত ও গৃহীত হয়।

### কর্মসূচী

২৫শে আগস্ট (রবিবার) বেলা ২টা হইতে ৫টা পর্যন্ত-(১) সভাপতির অভিভাষণ, (২) গত সাধারণ সভার রিপোর্ট, (৩) প্রগ্রেস রিপোর্ট ও সাব কমিটির রিপোর্ট পেশ।

সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিট হইতে ১০-৩০ মিনিট পর্যন্ত খসড়া নিয়মতন্ত্রের আলোচনা।

২৬শে আগস্ট (সোমবার) সকাল ৮ ঘটিকা হইতে ১১ ঘটিকা (১) নিয়মতন্ত্র ও (২) বিবিধ। বেলা ২টা হইতে ৫টা পর্যন্ত প্রস্তাবসমূহ ও বক্তৃতা।[২]

### বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ অধিবেশনের সভাপতি এ. কে. ফজলুল হকের অভিভাষণ

২৫শে আগস্ট, ১৯৪০, রবিবার, অপরাহ্ণ আড়াইটায় কলিকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের জেনারেল কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হয়। বাংলার বিভিন্ন জেলার প্রায় সকল সদস্যই উপস্থিত ছিলেন। মিঃ এ. কে ফজলুল হক সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১. আজাদ, ১৯শে জানুয়ারী, ১৯৪০।
২. আজাদ, ২৫শে আগস্ট, ১৯৪০।

www.pathagar.com

সভার উদ্বোধন করিতে উঠিয়া মিঃ হক মফঃস্বল হইতে আগত প্রতিনিধি-বর্গকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, আজ কোন সুদীর্ঘ বক্তৃতা করার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না। বর্তমানকালে জগতের রাজ-নৈতিক ক্ষেত্রে হলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে, তাহা আপনারা অবগত আছেন। এই সময়ে ভারতের মুসলমানদের কি কর্তব্য, তাও আপনারা বেশ বুঝিতে পরিতেছেন।

যুদ্ধের ফলে ভারতের সকলেই মনে করিতেছে যে, তাহাদিগকেও এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সম্মুখীন হইতে হইবে। যাঁহারা দেশের নেতৃস্থানীয়, তাঁহারা এই সময় কোন গোলযোগ বাধাইবেন না, ইহাই মনে করা গিয়াছিল। কিন্তু যাঁহারা স্বাধীনতার কথা বড় গলায় চিৎকার করিয়া ঘোষণা করেন, তাঁহারাই গোলমাল বাঁধাইবার চেষ্টায় রত এবং গোলযোগ বাঁধাইয়া তাঁহারাই দেশের স্বাধীনতাকে পিছাইয়া দিতেছেন। স্বাধীনতা সকলেরই কাম্য, কিন্তু স্বাধীন হওয়ার মত যোগ্যতা আমাদের থাকা প্রয়োজন। যে স্বাধীনতা আমরা ভোগ করিব, তাহা রক্ষা করার শক্তিও থাকা চাই। কিন্তু দেশের এই সকল তথাকথিত স্বাধীনতাকামীরা চীৎকার করিতেছে যে, বৃটিশ গভনমেন্ট ভারতে ডোমিনিয়ন স্টেটাস ঘোষণা করিতেছে না। অথচ তাহারা ডোমিনিয়ন স্টেটাসের অর্থই জানে না। মিঃ হক আরো বলেন, আমি ইহা চাই না যে, আমরা পরাধীন থাকি। তবে আমি একথা জোর করিয়া বলিব যে, সাদা-র অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া আমরা কালো-র অধীনতায় থাকিতে চাহি না।

ইহার পর মাননীয় মিঃ হক কয়েকটি উদাহরণ দিয়া বলেন, "ধরুন ইংরেজ যদি আজ এদেশে না থাকে, তাহা হইলে আমাদের পাড়া-পড়শী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে যে মতের মিল আছে, তাহা দূর হইবে। দেশের খাল, বিল, নালা ও দরিয়ায় রক্ত বহিয়া যাইবে। দেশের লোকের মনের অবস্থা দেখিয়াই মনে হয়। কেননা, আমরা দিল্লী, মাদ্রাজ সফর করার সময় দেখিয়াছি, হিন্দুরা এক এক জায়গায় চীৎকার করিতেছে, "হিন্দুস্থান কিছকা? হিন্দুকা" দেশে কিছুমাত্র স্বাধীনতা না পাইয়াই যাহারা হিন্দুস্থানকে হিন্দুর দেশ ভাবিতে পারে, তাহাদের নিকট হইতে কি আর আশা করা যায়।

হিন্দুরা মনে করে, তারাই কেবল দেশের স্বাধীনতা চায়, মুসলমানরা পরাধীন হইয়া থাকিতে চায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এদেশ যদি স্বাধীন হয়, তবে সে হইবে এক শ্রেণীর লোকের স্বাধীনতা, মুসলমানরা তখন সেই শ্রেণীর অধীন হইয়া থাকিবে। ইহার যুক্তিযুক্ততা সম্পর্কে আমি একটি ঘটনা বলিতেছি—কোন এক কংগ্রেস প্রদেশের এক মওলবী সাহেবের সঙ্গে আমার

www.pathagar.com

আলাপ হয়। সেই মওলবী রাজনীতির কোন ধার ধারে না। শুধু খতম তারাবী পড়া তাহার কাজ। কিন্তু মসজিদে সে আযান দেয়, তাহাও সেখানকার হিন্দুদের সহ্য হয় নাই। বেচারা মওলবীর উপর হুকুম হইল যে, এখানে আযান দেওয়া চলিবে না। যদি আযান দিতে চাও, তবে এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে। বিশ্ব হত্যা মামলার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, এই ব্যাপার সম্পর্কে গান্ধীজীর নিকট আমি প্রশ্ন করিব মনে করিয়াছি, সময় অভাবে আমি এখনও এই প্রশ্ন করিতে পারি নাই।

মিঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী জোর গলায় চীৎকার করিতেছেন যে, বাংলার মুসলমানদের অত্যাচারে হিন্দুরা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে, কংগ্রেস প্রদেশেও হিন্দুদের অত্যাচারে মুসলমানরা অতিষ্ঠ। অবস্থা যখন এই, তখন দেশে স্বাধীনতা আসিলে ইহারা দেশে বাস করিবে কি করিয়া? ভারতবর্ষে মুসলমানদের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগ। হিন্দুরা এর দেখাদেখি আবার 'হিন্দু লীগ'ও গঠন করিয়াছে, যদিও ইহাদের দুইটি প্রতিষ্ঠান, কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা বর্তমান। ( মধ্যপ্রদেশে একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় জগদেওরাত বাতিল নামক একজন কংগ্রেস কর্মী মারা যান এবং মামলায় দায়রা জজ কর্তৃক ছয়জন মুসলমানকে প্রাণদণ্ডাদেশ ও ২৪ জনকে দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। আসামীগণ পরে হাইকোর্টে আপীল করিলে সকলেই বেকসুর খালাস পায়।

কংগ্রেস নিজকে জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান বলিয়া দাবি করে, কিন্তু আসলে ইহা হিন্দু মহাসভার রূপান্তর মাত্র।

অতঃপর মিঃ হক বলেন, বৃটিশ গভর্নমেন্ট আমাদিগকে স্বাধীনতা দিতে পারে না। আমাদিগকে যদি স্বাধীন হইতে হয়, তবে কয়েকটি শর্ত আমাদিগকে পূর্ণ করিতে হইবে। প্রথমে আমাদিগকে স্বাধীন হইবার যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে। বাস্তবিক যদি দেশকে স্বাধীন করিতে হয়—হিন্দুরা অবশ্য সেই স্বাধীনতা চায় না—তবে এ দেশের সকল জাতির মধ্যে একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার। অন্য সম্প্রদায়কে দাবাইয়া রাখার—জব্দ করার চেষ্টা করিয়া দেশে স্বাধীনতা আনা যায় না।

বাঙলার রাজনৈতিক অবস্থা ও হিন্দু মানসিকতার কথা উল্লেখ করিয়া মিঃ হক বলেন, 'আমরা প্রজার মঙ্গলের জন্য যে কোন কাজ করিতে চাই, অমনি বিরুদ্ধবাদীরা তার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করিয়া দেয়। বাঙলার পরিষদে খোদার কৃপায় আমরা সংখ্যাগুরু, আমরা ইচ্ছা করিলে এক কলমের খোঁচায় হিন্দুদেরকে সংখ্যালঘু করিয়া যে কোন আইন পাস করিয়া লইতে



www.pathagar.com

পারি। কিন্তু আমরা তাহা করি না। তবুও দেখুন, 'আনন্দ বাজার' 'অমৃত বাজার' প্রভৃতি বাজারের দল কি ভীষণ সমালোচনা আমাদের বিরুদ্ধে করিতেছে।"

মিঃ হক অতঃপর বলেন, "বিরুদ্ধ দল যাই করুক না কেন, মাধ্যমিক শিক্ষাবিল আমরা পাস করাইয়া লইবই। হিন্দুরা যে কতটা দেশের দরদী, তাহা তো আমরা বুঝিয়া লইলাম।'

মুসলিম লীগ সম্পর্কে মিঃ হক বলেন, 'স্বাধীনতা পাইতে হইলে মুসলিম লীগকে কংগ্রেসের সহিত মোকাবেলা করার শক্তি অর্জন করিতে হইবে। মুসলমানদের শক্তি লাভের জন্য একটি প্লাটফরম প্রয়োজন, সেটা কোন্ প্লাটফরম? যে প্লাটফরমে ১৯০৬ সাল হইতে আজ পর্যন্ত আমরা দাঁড়াইয়া আছি, যে প্লাটফরম মরহুম নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, সেই মুসলিম লীগ হইবে ভারতের মুসলমানদের একমাত্র প্লাটফরম। আজ মুসলিম লীগ, খোদার ফজলে, যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে, ভারত সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গেলে, ভারত সচিব হউন আর যিনিই হউন, একবার মুসলিম লীগের কথা উল্লেখ না করিয়া পারেন না। আগে তাঁরা কেবল কংগ্রেসের কথাই বলিতেন, এখন মুসলিম লীগের কথাও বলেন। সেইজন্যই বলিতেছি, মুসলমানদের যে কোন রাজনৈতিক মতবাদ থাকুক না কেন, মুসলমান হিসাবে মুসলিম লীগের পতাকা ছাড়া আর কোন পতাকার নীচে মুসলমান সমবেত হইতে পারে না। মুসলমান স্বার্থ রক্ষার জন্য, মুসলমানের মনোভাব ব্যক্ত করার জন্য মুসলমানকে মুসলিম লীগের পতাকার নীচে দাঁড়াইতে হইবে।'

পাকিস্তান পরিকল্পনা সম্পর্কে মিঃ হক বলেন, 'ভারতের সকল মুসলমান মিলিতভাবে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। কাজেই ইহা গ্রহণের যোগ্য কি অযোগ্য—সে প্রশ্নই উঠে না। সকল মুসলমান যাহা একমত হইয়া ঠিক করিয়াছে, তাহা আমারও মত। মনে করুন, যদি কেহ বলেন—পাকিস্তান পরিকল্পনা ভুল—উহা পাগলের প্রলাপ, তথাপি আমি বলিব, ভারতের ৯ কোটি মুসলমান পাগল যখন উহা গ্রহণযোগ্য বলিয়া ঠিক করিয়াছে তখন আমার মতেও উহা ঠিক, আমাদের সকলেরই উহা সমর্থন করা কর্তব্য। তবে এ কথাও বলিয়া রাখা দরকার যে, সকলে মিলিয়া যে সিদ্ধান্ত করা হয়, তাহার মধ্যে ভুল-ভ্রান্তি থাকার সম্ভাবনা কম।'

মিঃ হক অতঃপর বাঙলার মুসলিম লীগকে অধিকতর সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করার জন্য সকল সদস্যকে অনুরোধ করেন। তিনি সকলকে লীগের সদস্য সংখ্যা বাড়াইতে উপদেশ দেন এবং ইহাও বলেন, 'যাঁহারা লীগের সদস্য হইবেন, তাঁহাদিগকে লীগের মতামত বুঝিতে হইবে।

www.pathagar.com

মুসলিম লীগ হিন্দু স্বার্থের-বিরোধিতা করার জন্য দণ্ডায়মান হয় নাই। সব জাতির স্বার্থ রক্ষায় তাকে চেষ্টিত হইতে হইবে। সেই স্বার্থ রক্ষা করিতে গিয়া, আমার কওমের বিরোধিতা যাহারা করে, তাহাদের কার্যের প্রতিবাদ আমাকে করিতে হইবে। আপনারা জানেন, ইসলামের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য অতীতে একজন মুসলমান এক হাজারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। আমাদেরকেও প্রয়োজন হইলে এইরূপ আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী হইয়া অন্যায়ের প্রতিবাদকালে একা এক হাজাররূপে দাঁড়াইতে হইবে।

মুসলিম লীগের অর্থনৈতিক নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া মিঃ হক বলেন, 'প্রজাস্বার্থ রক্ষার জন্য যে কোন বিধান করিতে চাই, মুসলিম লীগ উহার বিরোধিতা করিবে না। মুসলমান জমিদারদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়াও আমরা প্রজাসত্ব আইন, শিক্ষাকর প্রভৃতি প্রবর্তন করিয়াছি। মুসলমান জমিদারদের পক্ষ হইতে কোন প্রতিবাদ আসে নাই। অনেকে বলেন, প্রজাসত্ব আইন আরো সংশোধন করা যাইত, আমি জানি—তা করা যাইত, ষোল আনার স্থলে আমরা মাত্র ছয় আনা করিতে পারিয়াছি। কিন্তু এত-টুকুর জন্যই বিরুদ্ধ পক্ষ হইতে কম বাঁধা আসে নাই। শিক্ষাকরের বিরুদ্ধে মুসলমানরা একটি কথাও বলে নাই, কিন্তু হিন্দুরা ইহার বিরুদ্ধে। জন-সাধারণ—দরিদ্র কৃষক প্রজার সন্তান—শিক্ষিত হোক, ইহা হিন্দু জমিদাররা চায় না। কিন্তু মুসলমান জমিদার, প্রজা, নওয়াব ও কৃষকের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নাই। সব মুসলমান পরস্পরের ভাই। অপর দল যখন দাবি করে যে, তারাই খাঁটি প্রজা-বন্ধু, তখন তাদের কথা শুনিয়া হাসি পায়। কারণ তাদের স্বার্থে আঘাত লাগিলে তারা অমনি সকল কিছুরই বিরুদ্ধাচরণ করে।'

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, 'মিঃ ফরহাদ রেজা চৌধুরী হলওয়েল মনুমেন্টের ঘটনা পাঠ্যতালিকা হইতে বাদ দেওয়ার এক প্রস্তাব করিলে মিঃ শরৎচন্দ্র বসু ইহার বিরোধিতা করেন। কেন তিনি বিরোধিতা করিয়াছেন, তাহাও আমরা জানি। তিনি যুক্তি দেন যে, আইন করিয়া এই বিষয়ে লেখা বন্ধ করিলে কেহ আর স্বাধীনভাবে আলোচনা করিতে পারিবে না। আমরা বলি, গোপনে যত ইচ্ছা হলওয়েল মনুমেন্টের কাহিনী লিখিতে পারেন, আমরা আপত্তি করিব না। কিন্তু এই বিষয়ে কোন পুস্তক লিখিলে আমরা তাহা পাঠ করিব না।'

উপসংহারে মিঃ হক আবার সদস্যগণকে ধন্যবাদ দেন এবং মুসলিম লীগকে শক্তিশালী করার জন্য সকলের নিকট আবেদন করেন।

অতঃপর প্রাদেশিক লীগের সেক্রেটারী তাঁহার রিপোর্ট পাঠ করেন।[১]

১. আজাদ, ২৭ আগস্ট, ১৯৪০, ১১ই ভাদ্র, ১৩৪৭।

www.pathagar.com

## প্রাদেশিক লীগ সেক্রেটারীর রিপোর্ট, ১৯৪০

২৫শে অগস্ট, ১৯৪০ মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের জেনারেল কমিটির সভায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সেক্রেটারী মিঃ এইচ. এম. সোহ্‌রাওয়ার্দী নিম্নলিখিত রিপোর্টটি পাঠ করেন ঃ

বাংলা প্রদেশে মুসলিম লীগের সংগঠন কাজ কিভাবে প্রসার করিতেছে এবং লীগের অবস্থা বর্তমানে কতখানি উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আজ আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিব। আজ আমি নিঃসংশয়ে জোর করিয়া বলিতে পারি যে, বাংলার মুসলমান সম্পূর্ণরূপে লীগ মনোভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। মুসলমানদের সংঘবদ্ধতার উপর মুসলমান জনসাধারণের গভীর প্রতীতি জন্মিয়াছে। বাংলার মুসলমান একথা ভাল করিয়াই জানে যে, দলীয় বিরোধ বা বিবাদ-বিসংবাদ দ্বারা কোন সম্প্রদায় তথা দেশের উন্নতি সাধিত হওয়া সম্ভব নহে। উন্নতির মূলে রহিয়াছে সংঘবদ্ধতা, সম্মিলিত কর্মশক্তি। বাংলার মুসলমান একথা বিশ্বাস করে যে, বাংলার বিরাট মুসলমান জনগণের ব্যাপক স্বার্থ লীগের সাফল্যের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত রহিয়াছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ, তাহাদের ন্যায্য সকল অধিকার যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সেদিকে যেমন দৃষ্টি রাখিতে হইবে, তেমনি অন্য দিকেও আমরা চাই, অন্য সকল সম্প্রদায়ের সহিত সদ্‌ভাব এবং সহযোগিতা বজায় রাখিয়া সম্মিলিতভাবে কাজ করিয়া যাইতে। আমি আবার বলি—সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে মুসলমানের স্বার্থ, মুসলমানের অধিকার রক্ষার ভার লইতে পারে একমাত্র মুসলিম লীগ। বাংলার মুসলমানের মধ্যে সুদৃঢ়রূপে আজ এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে। এখন দরকার হচ্ছে, ঐ মুসলমান জনগণকে সংঘবদ্ধ করিয়া এক বিরাট শক্তিতে পরিণত করা। সেইজন্য এখন প্রয়োজন বাংলার সর্বত্র নিঃস্বার্থ কর্মীর। লীগের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হইয়া মুসলমান জনগণের মধ্যেও অনুপ্রেরণা জাগাইয়া তুলিতে হইবে। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে আজ যে নতুন আলো স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছে, জনসাধারণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কর্মীদিগকে আজ তাহাকেই আরো উজ্জ্বল ও উদ্দীপিত করিয়া তুলিতে হইবে। আন্দোলনের ফলে আমরা বহু নিঃস্বার্থ, আত্মত্যাগী কর্মীর সন্ধান লাভ করিয়াছি। লীগের মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহারা বাংলার নিভৃততম পল্লী অঞ্চলেও লীগের বাণী বহন করিয়া মুসলমান জনগণকে

www.pathagar.com

উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য ছুটিয়া গিয়াছে। কিন্তু আবার কর্মীর অভাবে কোন কোন অঞ্চলে কাজ বন্ধ থাকিতে দেখিয়াছি। মুসলমান জনসাধারণ সংঘবদ্ধ-ভাবে কাজ করিবার জন্য প্রয়াসী হইয়াও সঠিকভাবে চালিত হইবার মত নেতা খুঁজিয়া পায় নাই। সুখের বিষয়—বাংলার কোন কোন অঞ্চলে ঠিক উহার বিপরীত অবস্থাও আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। কতিপয় মহকুমায় প্রায় সমুদয় ইউনিয়নকেই লীগ সংঘবদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছে। স্থানীয় মুসলিম লীগ কেবলমাত্র যে ইউনিয়ন বোর্ড বা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের নির্বাচনের ব্যাপারেই অসামান্য সাফল্য অর্জন করিয়াছে, তাহা নহে, পল্লী উন্নয়ন কাজেও লীগের ক্ষমতা প্রবলভাবে অনুভূত হয়। কিন্তু কোন কোন জায়গায় আবার কাজ মোটেই অগ্রসর হয় নাই। স্থানীয় নেতাদের প্রভাবই সেখানে কায়েম রহিয়াছে।

আমি এই কথা সর্বদাই অনুভব করিয়াছি যে, লীগকে যদি প্রকৃতই একটি সজীব প্রতিষ্ঠান করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয় তবে কেবল বাহির হইতে বা উপর হইতে সাংগঠনিক কাজ না চালাইয়া উহা যাহাতে জনসাধারণকে লইয়া ব্যাপকভাবে গড়িয়া উঠে, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। জনসাধারণের সম্মিলিত ইচ্ছা এবং সহানুভূতি লইয়া যে প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব, তাহার মহতী শক্তিকে আমরা অস্বীকার করিতে পারিব না। আর সেই দিনই লীগ আমাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্থায়ী আসন পাতিয়া এক বলিষ্ঠ ভঙ্গী নিয়া দাঁড়াইতে সক্ষম হইবে। আমি সেইজন্যই একাধিকবার বক্তৃতায় মুসলমান জনসাধারণের কথাই উল্লেখ করিয়াছি। লীগ হইবে বিরাট মুসলমান জনগণের প্রতিষ্ঠান। জনসাধারণ নিজেরাই বিবেচনা করিয়া বাছিয়া লইবে তাহাদের প্রতিনিধি—তাহাদের নেতাকে। আজ হয়ত আপনারা বাহির হইতে লীগের প্রচার করিবার জন্য ব্যগ্র, কিন্তু যেদিন জনসাধারণ বুঝিবে যে, উহা তাহাদেরই নিজস্ব সম্পদ, সেইদিন জনসাধারণ কেবল লীগের সমর্থক না হইয়া লীগের প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেরাই মাতিয়া উঠিবে। সেই-জন্যই বাহির হইতে স্থানীয় লীগ প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য নেতা না পাঠাইয়া বা বাহির হইতে প্রভাবান্বিত করার চেয়ে ব্যাপকভাবে যাহাতে লীগের প্রচার কার্য চালাইয়া মুসলমান জনসাধারণের অন্তরকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারি, আমি সেই চেষ্টাই করিয়াছি। সুখের বিষয়—আজ এইভাবে মুসলমান জনসাধারণের মধ্য হইতে যতগুলি লীগ প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হইল, তাহার প্রত্যেকটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানরূপে দাঁড়াইতে পারিয়াছে। মুসলমান জনসাধারণের উপর সমস্ত লীগ প্রতিষ্ঠানের প্রভাব ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। অনেক

www.pathagar.com

জায়গা হইতে লীগের সংগঠন কার্য চালাইয়া নেওয়ার জন্য নেতা ও কর্মীদের চাহিয়া পাঠানো হইয়াছে। অবশ্য সে রকম দৃষ্টান্ত খুব বেশী নাই। অধিকাংশ অঞ্চলেই জনসাধারণ নিজেদের সমস্যা ঘুচাইবার ভার নিজেরাই গ্রহণ করিয়া কেবলমাত্র স্থানীয় মুসলমান সম্প্রদায় নহে, সমগ্র মুসলমান জাতির কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছে, তবে অবস্থা ভেদে প্রয়োজন বুঝিয়া স্থানে স্থানে আমাদিগকে বাহির হইতে কয়েকজন কর্মী পাঠাইতে হইয়াছে। তবু সেই সব ক্ষেত্রে সংঘ শক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া প্রত্যেক মুসলমান যাহাতে লীগের প্রতি দায়িত্বশীল হইয়া উঠে, সেই দিকে আমরা বরাবরই লক্ষ্য রাখিয়াছি।

বর্তমান রিপোর্ট হইতে আপনারা লক্ষ্য করিবেন যে, প্রদেশের দিকে দিকে কিভাবে ইউনিয়ন লীগগুলি দ্রুত গড়িয়া উঠিয়াছে। বহু ক্ষেত্রেই সামান্য প্রচারণা দ্বারা জনসভা আহূত হয় এবং ঐ সমস্ত জনসভায় সুস্পষ্টভাবে ইউনিয়ন লীগগুলি গঠিত হইয়াছে। এক-একটি ইউনিয়ন লীগের পশ্চাতে চিন্তাশীল, প্রভাবশালী ও সম্ভ্রান্ত মুসলমান ব্যক্তির সমর্থন ও সহানুভূতি রহিয়াছে। ইউনিয়ন লীগের সাফল্যে মুসলমান মাত্রই গৌরব বোধ করিতে পারেন। তাই বলিয়া এখন কাজ বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। এইভাবে বাংলার সর্বত্র যাহাতে আরও ইউনিয়ন লীগের প্রসার ঘটে, সেই চেষ্টায় সকলকে নিয়োজিত থাকিতে হইবে। মুসলমান জনসাধারণের শুধু সমর্থন নহে, লীগ প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাহাদের অনুরাগ উত্তরোত্তর যাহাতে বৃদ্ধি পায়, সেই দিকেও দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। আর কেবলমাত্র অনুরাগ বৃদ্ধি পাইলেই চলিবে না, লীগের আদর্শ, লক্ষ্য ও কর্মসূচী অনুসারে প্রত্যেক মুসলমানকে কার্যক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। মুসলমান স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই যে লীগের সদস্যশ্রেণীভুক্ত হইতে হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। বাংলার সর্বত্র লীগের আদর্শ, লীগের কার্যসূচী বিস্তার লাভ করুক—এই আমি চাই। সমবেত মুসলমান ভদ্র মহোদয়গণ! লীগের আন্দোলন যাহাতে স্তব্ধ না হইয়া নবীন উদ্যমে জনায় দেশের চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে, সেইদিকে আপনাদিগকে লক্ষ্য রাখিতে আমি অনুরোধ করি। আপনাদের এই বিরাট দায়িত্বের কথা আপনারা স্মরণ রাখিবেন। কেবল ইউনিয়ন লীগ নহে, লীগের শাসনতন্ত্র অনুসারে জেলা এবং মহকুমা লীগগুলিকে পনর্গঠিত করার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে—একথা ভুলিয়া যাইবেন না। এই সভায় প্রাদেশিক লীগের নয়া শাসনতন্ত্র গৃহীত হইবে এবং সেই অনুযায়ী মহকুমা এবং জেলা লীগগুলিকে কাজ করিতে হইবে।

www.pathagar.com

ইউনিয়ন লীগ গঠনে আমরা এ পর্যন্ত কতদূর অগ্রসর হইয়াছি এবং শাখা লীগগুলি বর্তমানে কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছে, উহার একটি মোটামুটি বিবরণ আপনাদের সম্মুখে এখন উপস্থিত করিতেছি। বিভিন্ন জেলায় আমরা ইউনিয়ন লীগের ৩০ হাজার ফর্ম পাঠাইয়াছিলাম। প্রায় দুই হাজার ইউনিয়ন লীগ এ পর্যন্ত সংগঠিত হইয়াছে।

## চট্টগ্রাম বিভাগ

চট্টগ্রাম জেলা ঃ মোট ১৮৪টি ইউনিয়নের মধ্যে বর্তমানে ঐ জেলায় ১৪৮টি ইউনিয়ন লীগ সংগঠিত হইয়াছে এবং প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানই জেলা লীগের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

ত্রিপুরা জেলা ঃ সদরে এবং চাঁদপুর মহকুমায় মোট ১৮১টি ইউনিয়ন। তন্মধ্যে আমরা ৮০টি ইউনিয়ন লীগ গঠনে সক্ষম হইয়াছি। তন্মধ্যে চাঁদপুর মহকুমায় ৫৩টি লীগ ইউনিয়ন গঠিত হইয়াছে। উক্ত লীগগুলি প্রায় সর্বত্রই মুসলমান জনসভায় সংগঠিত হয়। ফরিদগঞ্জ থানার দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য। উক্ত থানার ৮টি ইউনিয়নেই ইউনিয়ন লীগ গঠিত হইয়াছে। বর্তমান বৎসরে উক্ত অঞ্চলে ৩ হাজার মুসলমান লীগ সদস্যভুক্ত হইয়াছেন। 'নাজাত দিবস' এবং 'মুসলমান স্বাধীনতা দিবস' প্রভৃতি উপলক্ষে ঐ থানায় এক-এক সময়ে ৯৫টিরও বেশী জনসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমায় ৭৩টি ইউনিয়নের মধ্যে ৭২টি সম্পর্কে আমরা সংবাদ পাইয়াছি। বিস্তারিত বিবরণ এখনও পাই নাই।

নোয়াখালী জেলা ঃ সদরে ১০৯টি ইউনিয়নের মধ্যে ৬৮টি ইউনিয়ন লীগ সংগঠিত হয়। ফেনী মহকুমায় ইউনিয়নের সংখ্যা ৩৭, লীগ ইউনিয়নের সংখ্যা ২১।

## ঢাকা বিভাগ

বরিশাল জেলা ঃ বন্দরে একটি অর্গানাইজিং কমিটি থাকা সত্ত্বেও নিয়মিত-ভাবে কাজ হয় নাই। এই জেলায় ইউনিয়নের সংখ্যা ২৮৬, লীগ ইউনিয়নের সংখ্যা ৩৬। ভোলায় একটি মহকুমা লীগ রহিয়াছে। ৪২টি ইউনিয়নের মধ্যে ২৫টি লীগ সংগঠিত হইয়াছে।

ফরিদপুর জেলা ঃ গোপালগঞ্জ ছাড়া প্রত্যেক মহকুমায় জেলা লীগ অর্গানাইজিং কমিটির শাখা আছে। এই জেলায় মোট ১৮৭টি ইউনিয়ন লীগ গঠিত হইয়াছে।

www.pathagar.com

ঢাকা জেলা ঃ মোট ২১৭টি ইউনিয়ন লীগ গঠিত হইয়াছে। সদর মহকুমায় ১১৬টি ইউনিয়নের মধ্যে ৫৭টি ইউনিয়ন লীগ গঠিত হইয়াছে। মুন্সিগঞ্জে ৬৯টি ইউনিয়নের মধ্যে ৬৮টি ইউনিয়ন লীগ গঠিত হইয়াছে।

ময়মনসিংহ জেলা ঃ টাঙ্গাইল মহকুমায় ৯১টি ইউনিয়নের মধ্যে ৫৫টি ইউনিয়ন লীগ গঠিত হইয়াছে। কিশোরগঞ্জ মহকুমায় মোট ২০টি ইউনিয়ন লীগ শাখা গঠিত হইয়াছে। নেত্রকোনা মহকুমায় এই পর্যন্ত মাত্র ১১টি ইউনিয়ন লীগ গঠিত হইয়াছে।[১]

## প্রেসিডেন্সী বিভাগ—

মুর্শিদাবাদ জেলা ঃ সদরে সঠিক লীগ বলিতে তেমন কিছু ছিল না। একটি অর্গানাইজিং কমিটির অস্তিত্ব থাকিলেও ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচন সম্পর্কে কোনও সদস্য সংক্রান্ত ব্যাপার ছাড়া অন্য সময়ে কমিটির বৈঠক বসিতে বড় একটা দেখা যায় নাই। অল্প কয়েকটি ইউনিয়ন লীগ জেলার নানা জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে আছে। জেলার সদর এলাকাগুলিতে লীগের কাজ তেমন কার্যকরী হয় নাই বলিয়া ইউনিয়ন লীগের কাজও সুচারুভাবে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না।

নদীয়া জেলা ঃ সম্প্রতি নদীয়ায় একটি জেলা লীগ অর্গানাইজিং কমিটি গঠিত হইয়াছে। নিয়মতান্ত্রিক ভিত্তিতে মেহেরপুর মহকুমা লীগটি পুনর্গঠিত হইয়াছে। ৫১টি ইউনিয়নের মধ্যে ২৯টি ইউনিয়নেই লীগ সংগঠিত হইয়াছে। এই জেলায় একটি থানা লীগ এবং একটি সার্কেল লীগও গঠিত হইয়াছে।

খুলনা জেলা ঃ খুলনায় একটি জেলা লীগ রহিয়াছে। মহকুমার হেড-কোয়ার্টারগুলিতে মহকুমা লীগও সংগঠিত হইয়াছে। সদর মহকুমার বহু ইউনিয়নে লীগ স্থাপিত হইয়াছে। ইউনিয়ন লীগসমূহ হইতে প্রতিনিধিবৃন্দ লইয়া মহকুমা লীগ পুনর্গঠিত হইয়াছে।

সাতক্ষীরায় মোট ৭০টি ইউনিয়ন। ইউনিয়ন লীগের সংখ্যা বর্তমানে ৬৩। মহকুমা লীগটি ইউনিয়ন লীগসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ দ্বারা পুনর্গঠন করা হইবে।

বাগেরহাটে একটি মহকুমা লীগ আছে এবং উহার অধীনে মাত্র একটি ইউনিয়ন লীগ সংগঠিত হইয়াছে।

---

১. আজাদ, ৩০শে আগস্ট, ১৯৪০।

www.pathagar.com

যশোর জেলা ঃ নানা কারণে যশোর লীগের সাংগঠনিক কার্য চালানো খুবই অসুবিধাজনক হইয়া উঠে। বহু পরিশ্রমের পর মহকুমা হেডকোয়ার্টার-গুলিতে এখন লীগ সংগঠন করা সম্ভব হইয়াছে। তাহা ছাড়াও ১২৩টি ইউনিয়ন লীগ সংস্থাপিত হইয়াছে—নড়াইলে ২৮, সদরে ২২, বনগাঁওয়ে ২৯, মাগুড়ায় ২৪ এবং ঝিনাইদহে ২৬টি ইউনিয়ন লীগ সংগঠিত হইয়াছে।

চব্বিশ পরগনা জেলা ঃ জেলা লীগ সংগঠিত হইবার পূর্বে কতিপয় কর্মীর চেষ্টায় স্বতন্ত্রভাবে কয়েকটি লীগ গঠিত হয়। লীগের কাজ কতদূর অগ্রসর হইল—এই সম্পর্কে জেলা লীগ কমিটির নিকট হইতে আমরা কোনও তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি নাই। এই জেলায় কয়েকটি ইউনিয়ন লীগ রহিয়াছে। শালিপুরের ইউনিয়ন লীগটি খুবই সুন্দরভাবে লীগের কাজ চালাইতেছে।

বশির মহকুমায় মোট ৪৭টি ইউনিয়নের মধ্যে ২৭টি ইউনিয়ন লীগ সংগঠিত হইয়াছে বলিয়া আমি এইমাত্র সংবাদ পাইলাম।

কলিকাতা জেলা ঃ কলিকাতার জেলা লীগটি একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। উক্ত জেলা লীগের অধীনে ২৫টি শাখা লীগ কাজ করিতেছে। সদস্য সংখ্যা ১৫ হাজারের অধিক। কলিকাতা জেলা লীগের আর একটি উল্লেখযোগ্য সম্পদ উহার ন্যাশনাল গার্ডস। উক্ত ন্যাশনাল গার্ডসে মোট ১,৬০০ জনের বেশী সদস্য আছে।

**বর্ধমান বিভাগ**

হাওড়া জেলা ঃ সম্প্রতি হাওড়া জেলা লীগ অর্গানাইজিং কমিটি গঠিত হইয়াছে। উলুবেড়িয়া মহকুমায় একটি লীগ রহিয়াছে। এই জেলায় এখন পর্যন্ত ২৩টি ইউনিয়ন লীগ সংগঠিত হইয়াছে; আমতা থানায় একটি থানা লীগ গঠিত হইয়াছে।

হুগলী জেলা ঃ হুগলীতে একটি জেলা লীগ রহিয়াছে। মহকুমা হেড-কোয়ার্টারেই মহকুমা লীগ সংগঠিত হইয়াছে। আরামবাগে মোট ৪০টি ইউনিয়ন রহিয়াছে। তন্মধ্যে ২৯টি ইউনিয়নে ইউনিয়ন লীগ সংগঠিত হইয়াছে।

বীরভূম জেলা ঃ সদরে একটি জেলা লীগ রহিয়াছে। জেলা লীগের অধীনে কোন শাখা লীগ সংগঠিত হয় নাই।

বাঁকুড়া জেলা ঃ সদরে একটি জেলা লীগ থাকা সত্ত্বেও উহার কোন শাখা এ পর্যন্ত সংগঠিত হয় নাই।

মেদিনীপুর জেলা ঃ বাংলা প্রদেশে যত জেলা আছে, তন্মধ্যে আকারে মেদিনীপুর জেলার স্থান দ্বিতীয়। কিন্তু এই জেলায় মুসলমান অধিবাসীর

www.pathagar.com

সংখ্যা সর্বাপেক্ষা কম। কয়েকটি থানায় মাত্র কয়েকটি মুসলমান অধিবাসী রহিয়াছে। সুতরাং এই জেলায় যথেষ্ট সংখ্যক ইউনিয়ন লীগ সংগঠন করা সম্ভব হয় নাই। একটি জেলা লীগ রহিয়াছে এবং উক্ত জেলা লীগের অধীনে মহকুমা লীগগুলি রহিয়াছে। ঘড়াপুরে একটি টাউন লীগ এবং তমলুক মহকুমার অন্তর্গত ময়না থানা এবং পাংকুরা থানায় কয়েকটি থানা লীগ সংগঠিত হইয়াছে। ঐ সমস্ত থানা লীগের কাজ ভালভাবে চলিতেছে। তমলুক মহকুমায় ৯টি ইউনিয়ন লীগ সংগঠিত হইয়াছে।

**বর্ধমান জেলা ঃ** বর্ধমান বিভাগের জেলাগুলির মধ্যে বর্ধমান জেলাতেই লীগ সর্বাপেক্ষা বেশী কাজ করিয়াছে। প্রত্যেক মহকুমায় মহকুমা লীগ সংগঠিত হইয়াছে। ইউনিয়ন লীগের সংখ্যা মোট ৬৮টি। মহকুমা লীগ-সমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ লইয়া জেলা লীগটি গঠিত হইয়াছে।

## রাজশাহী বিভাগ

**রাজশাহী জেলা ঃ** এই জেলার প্রতিটি মহকুমায় মহকুমা লীগ রহিয়াছে। মোট ১৮৫টি ইউনিয়নের মধ্যে এ পর্যন্ত ১০৩টি ইউনিয়ন লীগ সংগঠিত হইয়াছে। সদরে ৫৩, নাটোরে ২৪ এবং নওগাঁওয়ে ২৬টি ইউনিয়ন লীগ রহিয়াছে।

**মালদহ জেলা ঃ** একটি জেলা লীগ রহিয়াছে। মোট ৯৪টি ইউনিয়নের মধ্যে জেলা লীগের অধীনে এ পর্যন্ত ৪৩টি ইউনিয়ন লীগ সংগঠিত হইয়াছে।

**বগুড়া জেলা ঃ** এখানে একটি জেলা রহিয়াছে। জেলার মোট ১২০টি ইউনিয়নের মধ্যে এ পর্যন্ত ৩০টি ইউনিয়নে লীগ সংগঠিত হইয়াছে।

**দিনাজপুর জেলা ঃ** জেলার সদরে একটি জেলা লীগ অর্গানাইজিং কমিটি রহিয়াছে। প্রত্যেক মহকুমা হেডকোয়ার্টারে মহকুমা লীগ রহিয়াছে। এই জেলার মোট ২৮০টি ইউনিয়নের মধ্যে এ পর্যন্ত ৫২টি ইউনিয়ন লীগ সংগঠিত হইয়াছে।

**জলপাইগুড়ি জেলা ঃ** এখানে একটি জেলা লীগ রহিয়াছে। মোট ৮৬টি ইউনিয়নের মধ্যে ২৩টি ইউনিয়ন লীগ সংগঠিত হইয়াছে।

**রংপুর জেলা ঃ** রংপুর জেলায় কোন লীগ নাই। তবে সদর মহকুমায় একটি মহকুমা লীগ এবং অন্যান্য মহকুমায় মহকুমা লীগসমূহ রহিয়াছে। লীগের অধীনে সদরে ৮২টি, গাইবান্ধায় ৫৭টি, নীলফামারীতে ২৪টি এবং কুড়িগ্রামে এ পর্যন্ত ১৬টি ইউনিয়ন লীগ সংগঠিত হইয়াছে।

**দার্জিলিং জেলা ঃ** এই জেলায় কোন লীগ নাই।

www.pathagar.com

পাবনা জেলা ঃ বাংলা প্রদেশে পাবনা জেলার লীগের কাজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সদর মহকুমায় মোট ৭০টি ইউনিয়ন রহিয়াছে। জেলা লীগ কমিটির অধীনে ৫৭টি ইউনিয়ন লীগ সংগঠিত হইয়াছে। সিরাজগঞ্জ মহকুমা লীগের অধীনে ৭৮টি ইউনিয়নের মধ্যে ৭৫টি ইউনিয়ন লীগ সংগঠিত হইয়াছে।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, বাংলা প্রদেশে বর্তমানে দুই হাজার ইউনিয়ন লীগ সংগঠিত হইয়াছে। আমাদের ইউনিয়ন লীগের মুদ্রিত ফরমে এ পর্যন্ত আমরা ১,২০০টি রিপোর্ট লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছি। প্রত্যেক জেলার জন্য আমরা আমাদের অফিসে ইউনিয়ন লীগ সংক্রান্ত হিসাব ও বিবরণী সংরক্ষণ করিতেছি।[১]

ব্যবস্থা পরিষদ এবং ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে লীগ সাতজন প্রার্থীকে মনোনয়ন দান করিয়াছিল, উহার সকল ক্ষেত্রেই লীগ মনোনীত প্রার্থিগণ নির্বাচনে জয়লাভ করেন।

বাংলার কয়েকটি জেলায় ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতির নির্বাচনেও স্থানীয় লীগসমূহ প্রার্থী মনোনয়ন দান করে।

পাবনায় ইউনিয়ন বোর্ডসমূহের নির্বাচনে শতকরা ৮০ ভাগ ক্ষেত্রেই মুসলমান এবং লীগ মনোনীত প্রার্থিগণকে নির্বাচনে জয়লাভ করিতে দেখা গিয়াছে। অবশিষ্ট ইউনিয়নগুলির মধ্যে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মোট ৬টি নির্বাচিত আসনের মধ্যে ৪টি আসনই মুসলিম লীগ মনোনীত প্রার্থিগণ অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং বাকী মাত্র দুইটি আসন অপরাপর সম্প্রদায় দখল করেন। তাহা ছাড়া, উল্লিখিত বহু ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচনেই অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত প্রার্থিগণও মুসলিম লীগের মনোনয়ন পাইবার চেষ্টা করেন।

দক্ষিণ টাঙ্গাইলে প্রায় সবগুলি ইউনিয়ন বোর্ডেই মুসলিম লীগ মনোনীত প্রার্থীগণ নির্বাচনে জয়লাভ করেন।

করপোরেশনের নির্বাচনেও কলিকাতা জেলা লীগ হইতে প্রার্থী মনোনীত হন। উক্ত নির্বাচনে ২২টি আসনের মধ্যে ১৮টি আসনই লীগ মনোনীত প্রার্থিগণ অধিকার করিতে সমর্থ হন। লীগ কর্তৃক এতগুলি আসন অধিকৃত হওয়ার ফলে আমাদের শক্তি ও সংহতি বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তাহার ফলে আজ আমরা কলিকাতা করপোরেশনে একজন মুসলমান মেয়র লাভ করিয়াছি। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত হইতে কি ইহাই প্রতিপন্ন হয় না যে, মুসলমান জাতির পক্ষ হইতে কিছু বলিতে ও কিছু করিতে একমাত্র মুসলিম লীগই আজ

১. আজাদ, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৪০।

www.pathagar.com

প্রভূত শক্তি লইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে? লীগ ব্যাপকভাবে মুসলমান জনগণেরই প্রতিনিধিত্ব করিতেছে। লীগের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে অন্য যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে তাহাদের সকল প্রচারণা ও ভুয়ো যুক্তি আজ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। মুসলমান জাতির প্রতিনিধি হিসাবে লীগের অনমনীয় শক্তি আজ দিকে দিকে প্রতিষ্ঠিত।

## নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিল, ১৯৩৯

গত ২৮শে অক্টোবর, ১৯৩৯, জেনারেল কমিটির এক অধিবেশনে আমরা নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া পাঠাই। গত বৎসর আমাদের নির্বাচিত যে ৮৪ জন সদস্য ছিলেন, তাহার অর্ধেকেরও বেশী সংখ্যক সদস্যের ফী বাকী পড়ে। তাহার ফলে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ উক্ত সদস্যদের বাকীদার বলিয়া ঘোষণা করে। এই সমস্ত ব্যাপার পরিতাপের, সন্দেহ নাই। কাজেই লীগের জেনারেল কমিটি এই সমস্ত বিবেচনা করিয়াই সদস্য নির্বাচনের সময় এই মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিল যে, নোটিশ প্রদানের তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে যে সমস্ত সদস্য ফী প্রদান করিবেন না, তাঁহারা কমিটির সদস্য তালিকা হইতে বাদ পড়িবেন এবং তাঁহাদের স্থলে ওয়ার্কিং কমিটি নূতনভাবে সদস্য নির্বাচন করিবে।

তাহার ফলে আমরা কাউন্সিলের ১০২ জন সদস্যের ফী সংগ্রহ করিয়া পূর্বেকার অনাদায়ী ফী সহ লীগের কেন্দ্রীয় অফিসে মোট ৬৯০ টাকা পাঠাইতে সক্ষম হইয়াছি। আশা করি, নিখিল ভারত মুসলিম লীগ আমাদের অবলম্বিত ব্যবস্থা এবং কার্যাবলী অনুমোদন করিবে।

## এমপ্লয়মেন্ট ব্যুরো, ১৯৩৯

গত ৭ই এপ্রিল, ১৯৩৯ বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের জেলারেল কমিটির এক সভায় গৃহীত প্রস্তাবক্রমে আমরা 'এমপ্লয়মেন্ট ব্যুরো' প্রতিষ্ঠা করি। বেকার মুসলমান যুবকদের সকলের নামধামই আমাদের নিকট পুস্তকাকারে লেখা রহিয়াছে। মুসলমান যুবকদের মধ্যে কে কোন্ কাজের প্রার্থী এবং প্রার্থীর যোগ্যতা ও গুণাগুণ কতখানি ইত্যাদি আমরা অত্যন্ত যত্নের সহিত রেজিস্টারে টুকিয়া রাখিয়াছি। বেকার মুসলমান যুবকরা

www.pathagar.com

চাকুরীর প্রার্থী হইয়া আমাদের নিকট আসিতেছে। আমরাও তাহাদের কাজের সংস্থান করিয়া দিবার জন্য দরকারী বিভাগসমূহ, বিভিন্ন কারখানা এবং অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিকট সর্বদাই পত্র-বিনিময় করিতেছি। এজন্য প্রার্থীদের নিকট হইতে আমরা কোন ফী গ্রহণ করি না।

নিম্নে কয়েকটি সাব-কমিটির নাম ও বর্তমান বৎসরে উহাদের বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইল ঃ

১. মিঃ এইচ. এস. সোহ্‌রাওয়ার্দীর সভাপতিত্বে এই বৎসর পল্লী উন্নয়ন সাব-কমিটির অধিবেশন হয়। উভয় অধিবেশনেই সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, কমিটি বাংলা গভর্নমেন্টের পল্লী উন্নয়ন পরিকল্পনা সফল করিয়া তুলিতে সাহায্য করিবে।

২. লীগ অফিসে মওলানা নজীর আহমদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে ভূমি রাজস্ব সাব-কমিটির অধিবেশন হয়। উক্ত কমিটির সর্বমোট ৮টি বৈঠক হইয়াছে। কমিটির সভায় যাঁহারা নিয়মিতভাবে যোগদান করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মওলানা নজীর আহমদ চৌধুরী, মেসার্স আসাদুল্লাহ বি. এল, কবীর উদ্দিন খান (পাবনা), হাবিবুল্লাহ বাহার, ফরহাদ রেজা চৌধুরী এম. এল. এ -এর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া মিঃ কবির উদ্দিন খান প্রতিবারই মফস্বল হইতে কলিকাতায় আসিয়া সদর কমিটির বৈঠকে যোগদান করিবার ক্লেশ বরণ করিয়া লইয়াছেন। জনাব আসাদুল্লাহ বি. এল. কর্তৃক খসড়া রিপোর্টটি রচিত হইলে কমিটি তাহা অনুমোদন করেন। জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ করিয়া বাংলার ভূমি রাজস্ব প্রথার সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সাধনের জন্য কমিটি অনেকগুলি প্রস্তাবই উপস্থিত করিয়াছে।

৩. মিঃ কে. শাহাবুদ্দিন সি. বি. ই-র সভাপতিত্বে নিয়মতন্ত্র সাব-কমিটির একাধিক বৈঠক হইয়া গিয়াছে। বৈঠকে নিম্নলিখিত সদস্যবৃন্দ নিয়মিতভাবে উপস্থিত থাকেন।

যথা—মেসার্স কে. শাহাবুদ্দিন. সি. বি. ই., মিঃ আসাদুল্লাহ বি. এল., সৈয়দ আহমদ আলী (হুগলী), ডাঃ মালিক, ডি. ও. এস (ভিয়েনা), মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ বাহার, মওলানা নজীর আহমদ চৌধুরী, দেওয়ান লুৎফর রহমান, ফরমুজুল হক। খসড়া শাসনতন্ত্রটি প্রথমে চেয়ারম্যান মিঃ কে. শাহাবুদ্দিন কর্তৃক রচিত হইবার পর কমিটি তাহা অনুমোদন করে। পরে কমিটি ক্রমান্বয়ে আবার ৩টি বৈঠকে উক্ত খসড়া সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করে। নিয়মতন্ত্র সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বর্তমানে উক্ত খসড়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের জেনারেল কমিটির এই অধিবেশনে উপস্থিত করা হইয়াছে।

www.pathagar.com

কমিটির কাজে মিঃ আসাদুল্লাহ নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। মিঃ দেওয়ান লুৎফর রহমান বি. এল. ( পাবনা ) এবং মিঃ সৈয়দ আহমদ আলী ( হুগলী ) তাঁহাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করিয়াও সুদূর মফস্বল হইতে এখানে আসিয়া সর্বদা কমিটির বৈঠকে যোগদান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

## নিখিল ভারত মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশন

এই বৎসর মিঃ এম. এ. জিন্নার সভাপতিত্বে লাহোরে লীগের যে অধিবেশন হয়, তাহাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন বলা যাইতে পারে। অধিবেশন আরম্ভ হইবার দুই দিন পূর্বেই লাহোরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগ অফিস খোলা হয়। লীগ অধিবেশনে যে সমস্ত প্রতিনিধি গিয়াছিলেন, তাঁহাদের সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বঙ্গীয় লীগ অফিসটি যথেষ্ট মনোযোগ দান করে। কলিকাতা করপোরেশনের নির্বাচনের ব্যাপারে পূর্ব হইতে ব্যস্ত থাকার দরুন বাংলার বহু লীগকর্মী লাহোর অধিবেশনে যোগদান করিতে পারেন নাই। তবুও বাংলা হইতে লাহোর অধিবেশনে প্রায় একশত প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছিলেন।

বাংলার সর্বত্র, এমনকি পল্লী অঞ্চলগুলিতেও 'নাজাত দিবস' এবং 'মুসলমান স্বাধীনতা দিবস' প্রতিপালিত হয়। 'নাজাত দিবস' ও 'মুসলমান স্বাধীনতা দিবস' উপলক্ষে বাংলার সর্বত্র দুই সহস্রেরও বেশী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাগুলিতে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রস্তাবসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।[১]

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ অফিসটি এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী মিঃ ফরমুজুল হক আমার সহকারীরূপে পরিচালনা করিতেছেন। মিঃ ফরমুজুল হককে সাহায্য করিবার জন্য ৩ জন সহকারী আছেন। ইউনিয়ন লীগ সংক্রান্ত ব্যাপারে অফিসে সমুদয় তথ্যের ফাইল রক্ষিত হয় এবং বাংলার প্রতি ইউনিয়ন লীগের সহিত আবশ্যকবোধে পত্র বিনিময় করা হয়। ইউনিয়ন লীগসমূহের সমুদয় বিষয় নিয়ে একটি আপটুডেট রেজিস্টার ও লীগ অফিসে সযত্নে রক্ষা করা হইয়া থাকে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ অফিসে প্রত্যহ বহু লোক আসিয়া নানা ব্যাপারে আমাদের পরামর্শ গ্রহণ করেন। এই বছর এ পর্যন্ত ১১,০০০ হাজার

১. আজাদ, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৪০।

www.pathagar.com

চিঠিপত্র এবং সার্কুলার ইত্যাদি লীগ অফিস হইতে নানা স্থানে প্রেরিত হইয়াছে। প্রাপ্ত চিঠিপত্র এবং রিপোর্ট ইত্যাদির সংখ্যাও অনুরূপই হইবে।

প্রায় এক বছর ধরিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্য বর্তমান যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে। কবে সংগ্রামের অবসান হইবে, তাহার কিছু স্থিরতা নাই। জার্মানী পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের উপর দিয়া অভিযান চালাইয়াছে। পূর্বে কোন প্রকারের বিবাদ থাকুক না থাকুক, নির্বিচারে জার্মানী আজ ঐ সমস্ত রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও ন্যায্য অধিকারকে পদদলিত করিয়া দিয়াছে। লুটের বখরা পাইবার আশায় ইতালীও জার্মানীর সহিত মিতালী পাতাইতে কুণ্ঠিত হয় নাই। এই যুদ্ধে জার্মানীর চূড়ান্ত পরাজয় না ঘটা পর্যন্ত পররাজ্য আক্রমণের লিপ্সা তাহার কমিবে না। হয়ত অচিরেই সে বৃটেন আক্রমণ করিবে। যে ইসলামের এক নিরপেক্ষ সমর্থনকারীরূপে নিজেকে ঘোষণা করেছিল, সেই ইতালীও শীঘ্রই মুসলমান দেশগুলির উপর আক্রমণ চালাইবে। কিন্তু ইহার ফলাফল এখনই স্থির হইয়া আছে। জার্মানী ও ইতালীর পরাভব নিশ্চিত। ন্যায় ও ধর্মের জন্য, বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষা ও মানবতার জন্য আজ বৃটেন ফ্যাসিস্ট শক্তিদ্বয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ, বৃটিশের স্বার্থের সহিত ভারতের স্বার্থ মিশ্রিত রহিয়াছে। ভারতের মুসলমানকে স্বাধীনতা পাইতে হইলে বৃটিশ অস্ত্রশক্তির সাহায্যেই তাহা সম্ভব হইতে পারে। ভারতের অস্ত্রশস্ত্র, বিমান নির্মাণের কারখানা, নৌ ও সৈন্যবল বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। দেশরক্ষার ব্যাপারে ভারতের মুসলমানকে কার্যত অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। সরকার প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন যুদ্ধ কমিটি সম্পর্কে লীগ ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক সম্প্রতি যে প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে, তৎপ্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ওয়ার্কিং কমিটি ঘোষণা করেন যে, যুদ্ধ পরিচালনা সম্পর্কে বৃটিশ গভর্নমেন্টের অবলম্বিত নীতি ভারতের মুসলমানদের আশানুরূপ হয় নাই। বৃটিশ গভর্নমেন্ট যুদ্ধ পরিচালনা সম্পর্কে আরও কার্যকরীভাবে মুসলমানদের সহযোগিতা লাভের জন্য যাহাতে সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা ও নীতি অনুসরণে বাধ্য হন, সেইজন্য ওয়ার্কিং কমিটি ভারতের মুসলমানগণকে যুদ্ধকমিটি হইতে আপাতত পদত্যাগ করিতে নির্দেশ দেন। অন্যদিকে এই ব্যাপারে যাহাতে সত্বর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, সেই সম্পর্কে লীগ প্রেসিডেন্ট মিঃ জিন্নাহ্‌র হস্তে ওয়ার্কিং কমিটি সমুদয় ক্ষমতা অর্পণ করে। বড়লাট ও মিঃ জিন্নার মধ্যে সম্প্রতি যে সাক্ষাৎকার হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আশানুরূপ ফল ফলিবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। আমাদের স্থির বিশ্বাস, আগামী ৩১শে আগস্ট

www.pathagar.com

ওয়াকিং কমিটির বৈঠকে যুদ্ধ কমিটি সংক্রান্ত সকল সমস্যার সমাধান হইবে এবং যুদ্ধ পরিচালনা সম্পর্কে ভারত গভর্নমেন্ট ও মুসলিম ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী নীতি অনুসরণ করিতে প্রয়াসী হইবে। ফলে ভারতের মুসলমানগণও গভর্নমেন্টের যুদ্ধ কমিটিতে যোগদানের অনুমতি পাইয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিবেন।

উপসংহারে আমি আবার বলিতে চাই যে, বাংলার দিকে দিকে লীগের আদর্শ এবং বাণী যাহাতে ছড়াইয়া পড়ে, আমাদিগকে সেই চেষ্টাই করিতে হইবে। লীগ মুসলমান জনগণের মধ্যে নূতন জীবনের পুলক আনিয়া দিয়াছে। জনসাধারণের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব লইয়া, ন্যায় ও কল্যাণের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, এমন কি সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের প্রতি প্রীতি ও সহযোগিতা স্থাপনের প্রচেষ্টা লইয়াই লীগ আজ বাংলার প্রতি শহরে, প্রতি পল্লীতে শাখা মেলিয়াছে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়—লীগের এই মহতী প্রচেষ্টাকে দাবাইয়া রাখিবার জন্য চারিদিক হইতে চেষ্টার ত্রুটি নাই। সাম্প্রদায়িকতার অন্ধ মোহে পড়িয়া লীগের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণারও অন্ত নাই। হিন্দুদের মধ্যে আজ এমন অসংখ্য নেতা দেখা দিয়াছে, যাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হইল মুসলমান, তপশীলভুক্ত এবং অপরাপর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধাচরণ করা। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে বাংলার আকাশ বাতাসকে তাহারা আবিল করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু মুসলিম লীগ অবিচলিত-ভাবে স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইবে। পরস্পরের সহিত সহযোগিতা স্থাপন না করা পর্যন্ত বাংলার উন্নতি নাই—এই কথা কি হিন্দু সম্প্রদায়ের বুঝিতে বাকী আছে?

উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আর একটি জরুরী বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। প্রাদেশিক লীগের কর্মকর্তা নির্বাচনের জন্য এই বৎসর এখন পর্যন্ত কোনও সভা হয় নাই। গত অক্টোবর মাসে আমি এই মর্মে আবেদন পাঠাইয়াছিলাম যে, সমুদয় মহকুমা এবং জেলা লীগ-গুলি যেন নিয়মতান্ত্রিক ভিত্তিতে গঠিত হয়। কিন্তু তখন তাহা করা হয় নাই। যাহা হউক, এখন আমাদিগকে এই বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া কাজ করিতে হইবে। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ইউনিয়ন লীগ গঠিত হইয়াছে। মহকুমা এবং জেলা লীগগুলি আজ ইউনিয়ন লীগের প্রতিনিধিবৃন্দ লইয়া সঠিকভাবে পুনর্গঠিত হইতে পারে। জেলা ও মহকুমা লীগও পরে জেনারেল কমিটিতে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারে। অবশ্য, আমাদের নিয়মতন্ত্রের মধ্যে কোনও কোনও জায়গায় সামান্য গলদ ছিল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

www.pathagar.com

এই বিবেচনা করিয়াই ওয়ার্কিং কমিটি এবং নিয়মতন্ত্র সাব-কমিটির পরামর্শ অনুযায়ী আমি এবার এই পর্যন্ত বার্ষিক নির্বাচন সংক্রান্ত কোনও অধিবেশন আহ্বান করি নাই। আমাদের সম্মুখে বর্তমানে দুইটি পথই খোলা আছে ঃ (১) জেনারেল কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী জেলা ও মহকুমা কমিটিগুলি নব-গঠিত নিয়মতন্ত্র অনুসারে গঠিত না হওয়া পর্যন্ত এবং আগামী ১৯৪১ সালের মার্চ মাসে সাধারণ অধিবেশন না হওয়া পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করিতে পারি, অথবা (২) বিভিন্ন কমিটিকে পুনরায় জেনারেল কমিটির নিকট প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করিয়া এই বৎসর অক্টোবর মাসে আমরা একটি বার্ষিক অধিবেশন আহ্বান করিতে পারি। এখন কোন্ পথ বাছিয়া লইবেন, তাহা আপনাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে।

বাংলায় লীগের কার্যকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।[১]

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের জেনারেল কমিটির সভায় গৃহীত প্রস্তাবসমূহ ঃ

২৫শে এবং ২৬শে আগস্ট, ১৯৪০, প্রধানমন্ত্রী মাননীয় এ. কে. ফজলুল হকের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের জেনারেল কমিটির অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় ঃ

১. "বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের এই সভা প্রবীন সাংবাদিক, নিঃস্বার্থপর নেতা এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট মওলবী মুজিবর রহমানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে। সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন।

২. যুদ্ধ কমিটিগুলি বর্জন করা সম্পর্কে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কর্তৃক যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের এই সভা তাহা সর্বান্তকরণে অনুমোদন করিতেছে।

৩. প্রাদেশিক লীগ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে, মুসলিম লীগের যে সকল সদস্য যুদ্ধ কমিটির সদস্য শ্রেণীভুক্ত আছেন, তাহাদিগকে ৭ দিনের মধ্যে যুদ্ধ কমিটি হইতে পদত্যাগ করিতে হইবে নতুবা উল্লিখিত সদস্যদের প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

৪. আগামী ১৯৪১ সালে বাংলা প্রদেশের আদমশুমারীর জন্য আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। সেদিকে বাংলার মুসলমানগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া

১. আজাদ ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪০।



www.pathagar.com

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের এই সভা প্রদেশের সমুদয় লীগ শাখাকে নির্দেশ প্রদান করিতেছে যে, আদমশুমারি যেন সঠিকভাবে সম্পন্ন হয় এবং লোক গণনার যে তালিকা হইবে তাহা হইতেও কোন মুসলমানের নাম যেন বাদ না পড়ে, সেদিকে প্রদেশের প্রত্যেক কেন্দ্রের লীগকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। গণনা নির্ভুল হইল কিনা এই দিকেও লীগকে নজর রাখিতে হইবে।

৫. মুসলমানদের চাকুরীর সংস্থান করিয়া দিবার জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ একটি 'এমপ্লয়মেন্ট ব্যুরো' প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই সভা প্রাদেশিক লীগের কার্য অনুমোদন করিতেছে। ইহার সঙ্গে এই সভা কারখানা, অফিস, দোকান ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মালিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া মুসলমানগণকে চাকুরী দিবার একান্ত প্রয়োজনীয়তা ও আবশ্যকতা সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছে।

৬. বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের এই সভায় প্রাদেশিক লীগের যে শাসনতন্ত্রটি গৃহীত হইল তাহা আগামী ১লা অক্টোবর (১৯৪০) তারিখ হইতে প্রবর্তন করা হইবে বলিয়া সভা স্থির করিয়াছে। এই সভা আরও প্রস্তাব করিতেছে যে, নয়া শাসনতন্ত্র অনুসারে প্রাদেশিক লীগ পুনর্গঠিত হইবে।

৭. বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারীর দুইটি পদ শূন্য হইয়াছে। উক্ত শূন্য পদদ্বয়ের জন্য মিঃ আবুল হাশেম এম. এল. এ. এবং মিঃ আসাদুল্লাহ্ বি. এল.-কে নির্বাচনের জন্য এই সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের জেনারেল কমিটির সভায় নিম্নলিখিত সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় মিঃ ফজলুল হক, মাননীয় মিঃ এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী, সর্বজনাব এস আবদুর রশিদ ও ইয়াসিন (মুর্শিদাবাদ), মোহাম্মদ সেকান্দর হোসেন, নজতুল্লা, আবদুল মজিদ, মোহাম্মদ আবদুল গফুর, মুজিবর রহমান ও মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ বাহার (নোয়াখালী)। সর্বজনাব সৈয়দ বাহার উদ্দিন আহমদ (কলিকাতা), ফজলুর রহমান এবং নুরুজ্জামান মিঞা (ত্রিপুরা), আবদুল আজিজ এবং আজিজুল আলম (রাজশাহী)। সর্বজনাব মোসলেম আলী মোল্লা, এম. এল. এ, মনিরুদ্দিন আকন্দ এম. এল. এ. এবং মফিজ উদ্দিন চৌধুরী এম. এল. এ, মীরাজ উদ্দিন আহমদ, আনোয়ার হোসেন এবং কাজী আবদুল মাসুদ (রাজশাহী), আফাজ উদ্দিন আহমদ (মুর্শিদাবাদ), এম এ. রাজ্জাক (রাজশাহী), এম নেসারত আলী (হাওড়া), এম. খয়রাত হোসেন (রংপুর), আবদুল হাকিম খান (খুলনা), জহিরুদ্দীন বিশ্বাস, (মুর্শিদাবাদ), ফজলুর রহমান এম. এল. এ, মোহাম্মদ খায়রুল আনম খাঁ

www.pathagar.com

(চব্বিশ পরগনা) ইউসুফ আলী চৌধুরী, এম এল. এ., ফরহাদ রেজা চৌধুরী, এম এল. এ., মোঃ মোতাহার উদ্দিন আহমদ (ফরিদপুর), মওলবী নজীর আহমদ খান চৌধুরী, খান সাহেব মোহাম্মদ মোহসেন খান এবং তাজ মোহাম্মদ (কলিকাতা)। সর্বজনাব সেরাজুল ইসলাম এম. এ, বি. এল. (খুলনা), কবীরুদ্দিন খান (পাবনা), মওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমীন (চব্বিশ পরগনা), মওলানা মোহাম্মদ মোয়েজ উদ্দিন হামিদী (খুলনা), আবদুল আলী (যশোর), মাদার বখশ, হাজী আহমদ আলী (রাজশাহী), সৈয়দ বদরুদ্দোজা, এম এল. এ., শফিক উদ্দিন আহমদ (নোয়াখালী), খান সাহেব ওসমান গনি, খান সাহেব সৈয়দ আকবর আলী, ডাঃ বসিরুদ্দীন, রওশন আলী (পাবনা). আবদুল্লাহ্ আল-মাহমুদ, এম. এল এ., আবদুর রশিদ মাহমুদ, এম. এল. এ. মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগিশ (পাবনা), ফরমুজুল হক (বারিশাল), ডাঃ করিম বখশ এবং আমীর আলী (নদীয়া)। সর্বজনাব এম. এ. ওয়াসেক (কলিকাতা) সৈয়দ আবুল হোসেন (মুর্শিদাবাদ), ফজলুল করিম (ফরিদপুর), হাজী কেরামত আলী চৌধুরী (মালদহ), গোলাম আম্বিয়া, হাবিবুর রহমান তালুকদার (ময়মনসিংহ) এবং এস. আবদুর রউফ, এম. এল এ। সর্বজনাব হাকিম মনওয়ার উদ্দিন (কলিকাতা), খান সাহেব কবির উদ্দিন আহমেদ (দিনাজপুর), আবদুল করিম এম. এল. এ., (ময়মনসিংহ), মওলানা আবদুল আজিজ, এম. এল. এ., দেওয়ান লুৎফর রহমান (পাবনা), আবদুল গফুর (পাবনা), খান বাহাদুর শরফউদ্দিন আহমদ (ময়মনসিংহ), আবদুল হামিদ শাহ, এম. এল. এ, খান বাহাদুর আবেদুর রেজা চৌধুরী, খান সাহেব গিয়াসউদ্দিন পাঠান, বি. এল. এ. ও খান সাহেব নূরুল আমিন (ময়মনসিংহ), সর্বজনাব খান বাহাদুর এম. আনোয়ারুল আজিম, এম. এল. এ, খান বাহাদুর সৈয়দ মোয়াজ্জেম উদ্দিন হোসেন, এম. এল. সি. মিঃ এ. এম. হামিদ, এম. এল. এ. খান বাহাদুর এ. এম. এল রহমান, এম. এল. এ., খান বাহাদুর শাহ আবদুর রউফ এম. এল. এ., সাহেবজাদা ইউসুফ মীর্জা এম. এল. এ, সাহেবজাদা সৈয়দ কাজেম আলী মীর্জা এম. এল. এ, খান বাহাদুর মোহাম্মদ আলী এম. এল. এ., আবুল হাশেম, এম. এল. এ খান সাহেব হামিদ উদ্দিন এম. এল. এ., মওলবী মোহাম্মদ ইব্রাহীম এম. এল. এ. খান বাহাদুর রেজ্জাকুল হাইদর চৌধুরী এম. এস. সি, খোরশেদ আলম চৌধুরী এম. এল. সি., খান সাহেব আবদুল লতিফ চৌধুরী (বরিশাল), মীর আবদুল মতিন (ময়মনসিংহ), আবুল কাসেম এম. এল. সি, তোফাজ্জল আলী (ত্রিপুরা), খান বাহাদুর এ. এফ. আবদুর রহমান এম. এল. এ. আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী এম. এল.

www.pathagar.com

এ. এস. এ. সলিম এম. এল. এ, নওয়াবজাদা কে নসরুল্লাহ্ এম. এল. এ. কে. শাহাবুদ্দীন এম. এল. এ., মওলানা ফজলুর রহমান নেজামী (কলিকাতা), লুৎফর রহমান (বরিশাল), আবদুল ওয়াহেব খান এম. এল. এ., মোহাম্মদ ইস্রাইল এম. এল. এ. হাহিজউদ্দিন চৌধুরী এম এল. এ., মোহাম্মদ আমিনুল হক (কলিকাতা), গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী এম. এল. এ., খান বাহাদুর ফজলুল কাদের এম. এল. এ., শেঠ রজব আলী (কলিকাতা), গোলাম রহমান খান (ত্রিপুরা), এস. এম. আতাউর রহমান (খুলনা), খান সাহেব আবদুল জব্বার বিশ্বাস (নদীয়া). মোঃ আবদুস সালাম এবং মোঃ কালান্দার (যশোর)। সর্বজনাব মীর্জা আবদুল হাফিজ এম এল. এ., খান সাহেব আবদুল আজিজ, মোঃ রস্তম আলী এবং আগা মুহাম্মদ আবদুল বারি খান (যশোর), শেখ রফিউদ্দিন আহমদ (খুলনা), সৈয়দ আহমদ আলী (হুগলী), এ কে. এম. মুন্সেফ আলী, (চব্বিশ পরগনা), ডাঃ কদম রসুল (কলিকাতা), শামছুদ্দোহা (ময়মনসিংহ), জগলুল আহমেদ চৌধুরী এম. এল. এ., রাগেব আহসান (কলিকাতা), আশরফ আলী খান চৌধুরী এম. এল. এ। সর্বজনাব এস. এ. হামিদ, এস. এম. ওসমান, হাফিজ শামসাদ আহমদ, মওলানা আবদুল জব্বার ওয়াহেদী (কলিকাতা), তমিজুদ্দিন খান (মন্ত্রী), খান সাহেব সৈয়দ সোলতান আলী (খুলনা), খান বাহাদুর এম. এ. মোমেন (বর্ধমান), খওয়াজা স্যার নাজিমুদ্দীন (মন্ত্রী), হামিদুল হক চৌধুরী এম. এল. সি. এম. কামরুজ্জামান আমিন (রাজশাহী), সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন আল-কাদেরী (মুর্শিদাবাদ), খান বাহাদুর মোদাস্তের হোসেন (বীরভূম), ডাঃ এ. এম. মালিক (নদীয়া), সৈয়দ আহমদ (কওড়া), আলিমুদ্দিন আহমদ (ফরিদপুর), খান সাহেব এস এম. সোলায়মান (চব্বিশ পরগনা), খান বাহাদুর হাশেম আলী খান এম এল. এ. এম. এ. এইচ. ইস্পাহানী এম. এল. এ. মওলবী আবদুল হাকিম (ফরিদপুর), আছাদউল্লাহ (ঢাকা), সেরাজুল ইসলাম, এম. এল. এ, এম. এস. ওয়াসেক (কলিকাতা), হাজী মোহাম্মদ আমীন (কলিকাতা), সৈয়দ সাহেবে আলম এম. এল. এ.।

উল্লিখিত সদস্যগণ ছাড়াও সভায় প্রায় দুই শত দর্শক উপস্থিত ছিলেন।[১]

## বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভা, ১৯৪১

৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১, রাত্রে বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হকের বাসভবনে বঙ্গীয় লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক অধিবেশন হয় এবং এই সভায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগের মাদ্রাজ অধিবেশনের সভাপতি পদের

১. আজাদ, ২৯শে আগস্ট, ১৯৪০, ১৩ই ভাদ্র, ১৩৪৭।

www.pathagar.com

জন্য মিঃ এম. এ. জিন্নাহর নাম সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। আগত আদমশুমারী এবং অন্যান্য বিষয়েও কমিটিতে আলোচনা হয় এবং কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রচারিত নির্দেশ অনুসারে সিদ্ধান্ত করা হয় যে, ১৪ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বাংলায় 'আদমশুমারী সপ্তাহ' প্রতিপালন করা হইবে।

সভায় মেসার্স এ. কে. ফজলুল হক ( সভাপতি ), স্যার নাজিমুদ্দীন, এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী, তমিজুদ্দীন খান, খাজা শাহাবুদ্দীন, বদরুদ্দোজা, হাবিবুল্লাহ বাহার ও ফরমুজুল হক উপস্থিত ছিলেন।[১]

## প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভা, ১৯৪১

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মাননীয় মিঃ এ. কে. ফজলুল হকের অভিপ্রায় অনুযায়ী কয়েকটি জরুরী বিষয়ের বিবেচনার জন্য ২৩শে মে প্রাদেশিক লীগের ওয়ার্কিং কমিটির এক বৈঠক আহবান করা হইয়াছিল।

পরে সভাপতির ইচ্ছা অনুযায়ী ঐ সভা ২৪শে মে, শনিবার পর্যন্ত মুলতবী রাখা হয়। ২৪শে মে, শনিবার, বিকাল ৪ টায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির মুলতবী সভার অধিবেশন হয়। মিঃ ফজলুর রহমান এম. এল. এ. সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মাননীয় এ. কে. ফজলুল হক অসুস্থতার জন্য সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। সভার অধিবেশন স্থগিত রাখার জন্য অনুরোধ জানাইয়া তিনি যে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা সম্পাদক মাননীয় মিঃ এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক পঠিত হয়। অতঃপর যে সকল জরুরী বিষয় সম্পর্কে অবিলম্বে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন, তাহা মুলতবী রাখা যায় কিনা সে সম্পর্কে সদস্যগণ আলোচনা করেন। পরে ২৭শে মে, মঙ্গলবার, বেলা চার ঘটিকা পর্যন্ত সভার অধিবেশন মুলতবী রাখা হয়। নির্দিষ্ট সময়ে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ অফিসে স্থগিত সভার অধিবেশন হইবে বলিয়া সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।[২]

## বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির মুলতবী বৈঠকের অধিবেশন

### করপোরেশনের কতিপয় লীগ সদস্যের আবেদন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

২৭শে মে বিকাল ৪টার সময় বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ অফিসে প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটির মুলতবী সভার অধিবেশন হয়। প্রাদেশিক

১. আজাদ, ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১।
২. ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮, ২৭শে মে, ১৯৪১।

www.pathagar.com

লীগের প্রেসিডেন্ট মাননীয় মিঃ এ. কে. ফজলুল হক সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ওয়ার্কিং কমিটির নিম্নোক্ত সদস্যবৃন্দ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ঃ মাননীয় মিঃ এ. কে. ফজলুল হক, মাননীয় স্যার নাজিমুদ্দিন, মাননীয় মিঃ এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী, মিঃ শাহাবুদ্দীন, মাননীয় মিঃ তমিজুদ্দীন খান, মেসার্স ইস্পাহানী, ফজলুর রহমান এম. এল. এ, মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ বাহার, এ. এস. লুৎফর রহমান এম. এল. এ. এ. ওয়াসেক, খান সাহেব মহসীন খান ও সৈয়দ বদরুদ্দোজা। মিঃ আবদুর রহমান সিদ্দিকী বোম্বাই এবং মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ এম. এল., এ. মধুপুরে থাকায় বৈঠকে যোগদান করিতে পারেন নাই। ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে ঢাকার মাননীয় নওয়াব বাহাদুর বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে উপস্থিত ছিলেন এবং মিঃ ফরমুজুল হকও বৈঠকে যোগদান করেন। শেষোক্ত দুইজন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নহেন।

কলিকাতা করপোরেশনের মুসলিম লীগ মিউনিসিপ্যাল পার্টির কর্মকর্তাগণ কর্তৃক একটি নির্বাচন কোয়ালিশন পার্টি গঠন সম্পর্কে কলিকাতা জেলা মুসলিম লীগের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে করপোরেশনের কয়েকজন মুসলিম লীগ সদস্য যে আবেদন জানাইয়াছেন, সে সম্পর্কে কমিটির বৈঠকে আলোচনা চলে এবং নিম্নোক্ত প্রস্তাব প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। কেবল একজন সদস্য প্রস্তাব সমর্থন করেন নাই। প্রস্তাবটি হইতেছে ঃ

কলিকাতা করপোরেশনের কয়েকজন মুসলমান সদস্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের নিকট যে আবেদন জানাইয়াছেন, সেই সম্পর্কে বিবেচনার জন্য নিম্নোক্ত সদস্যদের লইয়া একটি সালিশী কমিটি গঠিত হউক ঃ

১ মাননীয় মিঃ এ. কে. ফজলুল হক ( বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট )।

২. মাননীয় ঢাকার নওয়াব বাহাদুর (ভাইস প্রেসিডেন্ট, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ )।

৩. মাননীয় মিঃ এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী ( বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সেক্রেটারী )।

প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি সালিশী কমিটির সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে মিঃ এ. আর. সিদ্দিকীকে কলিকাতা করপোরেশনের মুসলিম লীগ সদস্য, মনোনীত সদস্যবৃন্দ, শ্রমিক সদস্য ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সদস্যদের লইয়া গঠিত কোয়ালিশন দলের নেতা হিসাবে মনোনীত করিতেছে। কলিকাতা করপোরেশনের মুসলিম লীগ কাউন্সিলারদের উক্ত কোয়ালিশন দলে যোগদান

www.pathagar.com

এবং উহার অন্তর্ভুক্ত সংখ্যাগুরু সদস্যদের সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে। কলিকাতা করপোরেশনের বিভিন্ন স্ট্যান্ডিং কমিটিতে কোয়ালিশন দলের প্রতিনিধি মনোনয়নের ভার নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণের উপর প্রদান করা যাইতেছে ঃ মাননীয় ঢাকার নওয়াব বাহাদুর, মিঃ সৈয়দ মুহাম্মদ ওসমান (প্রাহ্‌বায়ক), মিঃ ইস্পাহানী, মিঃ সৈয়দ বদরুদ্দোজা ও মিঃ বি. এন. রায় চৌধুরী।

## বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন জুন, ১৯৪১

২৯শে জুন, অপরাহ্ন, পাঁচ ঘটিকার সময়, প্রাদেশিক লীগ অফিসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির এক সভা হয়। সভায় নিম্নলিখিত সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন ঃ

মাননীয় মিঃ এ. কে. ফজলুল হক ( সভাপতি ), মাননীয় মিঃ এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী, মাননীয় খওয়াজা স্যার নাজিমুদ্দীন, মাননীয় মিঃ তমিজুদ্দীন খান, মেসার্স এম ইস্পাহানী, আবদুর রহমান সিদ্দিকী, খান সাহেব মোহাম্মদ মোহসেন খান, সৈয়দ বদরুদ্দোজা, সহকারী সম্পাদক ফরমুজুল হক। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশন সম্পর্কে সভায় আলোচনার পর স্থির হয় যে, আগামী ১৩ই ও ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের বার্ষিক সম্মেলন হইবে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কর্মকর্তা ও ওয়ার্কিং সদস্য নির্বাচনের জন্য ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের বার্ষিক সম্মেলন হইবে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কর্মকর্তা ও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্বাচনের জন্য ১৩ই সেপ্টেম্বর সকালে প্রাদেশিক কাউন্সিলের অধিবেশন হইবে বলিয়া স্থির করা হয়। আরও স্থির হয় যে, ২৩শে জুলাই তারিখে ওয়ার্কিং কমিটির এক অধিবেশন হইবে। উক্ত অধিবেশনে বিভিন্ন জেলার পুনর্গঠিত জেলা লীগ কমিটিগুলির মঞ্জুরী এবং যে সকল জেলা লীগ এখনও পুনর্গঠিত হয় নাই, সেই সকল জেলা হইতে প্রাদেশিক কাউন্সিলে সদস্য মনোনয়নের প্রশ্ন সম্পর্কে চূড়ান্ত মীমাংসা করা হইবে।

অতঃপর কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ রিলিফ কমিটি গঠন সম্পর্কে আলোচনা হয়। সদস্যগণের মতে বরিশাল, ভোলা, নোয়াখালী ও চাঁদপুরের অধিবাসিগণের দুর্দশা ও দুঃখ-কষ্ট সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। আরও কয়েকমাস

www.pathagar.com

কাল এইসব অঞ্চলের অধিবাসিগণের এইরূপ অবস্থা থাকিবে। উপরন্তু তাহাদের দুরবস্থা দিন দিনই খারাপ হইতে থাকিবে। অসংখ্য দুর্গত লোকের দুর্দশা লাঘবের জন্য সদস্যগণ একটি নিখিল বঙ্গ মুসলিম লীগ রিলিফ কমিটি গঠন করিয়া প্রদেশের সর্বত্র তাহার শাখা কমিটি গঠন করার স্বপক্ষে অভিমত প্রকাশ করে। কমিটি এই অভিমত গ্রহণ করিয়া একটি কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ কমিটি গঠন করে। প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কর্মকর্তাগণ এবং ওয়াকিং কমিটির সদস্যগণ রিলিফ কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। অতিরিক্ত সদস্য গ্রহণের ক্ষমতাও উক্ত রিলিফ কমিটিকে দেওয়া হয়। সভায় আরো স্থির করা হয় যে, প্রদেশের শাখা লীগগুলিকে রিলিফ কমিটি গঠন করিয়া কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ কমিটির অধীনে কাজ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইবে।

ওয়াকিং কমিটি অতঃপর কলিকাতা কর্পোরেশনের মুসলিম লীগ দল সম্পর্কে আলোচনা করিয়া সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করে ঃ কলিকাতা জেলা মুসলিম লীগ ও খান সাহেব মোহাম্মদ মোহসেন খান, করপোরেশনের ব্যাপার সম্পর্কে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের নিকট কয়টি পত্রে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, সে সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আগামী ২২শে জুলাই বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়াকিং কমিটির পুনরায় একটি অধিবেশন হইবে। ৩৩ দিন পর্যন্ত কলিকাতা করপোরেশনের মুসলিম লীগ দলের সদস্যগণকে কোয়ালিশন পার্টির সিদ্ধান্ত ও উক্ত পার্টির নেতার নির্দেশানুযায়ী কাজ করিতে আদেশ দান করা যাইতেছে এবং এই সময় সাধারণ সদস্যদেরকে কোন বিবৃতি প্রচার করিতে নিষেধ করা যাইতেছে।

'কলিকাতা করপোরেশনের মুসলিম লীগ দলভুক্ত সদস্যগণকে করপোরেশনের সভাসমূহে উপস্থিত হইতে নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে।'[১]

## প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ঃ ওয়াকিং কমিটির সভা, জুলাই, ১৯৪১

সোমবার, ২৮শে জুলাই, ১৯৪১, মোতাবেক ১২ই শ্রাবণ, ১৩৪৮, সন্ধ্যা আট ঘটিকায় এসেম্বলি হাউজের প্রধান মন্ত্রীর কক্ষে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়াকিং কমিটির এক সভা হয়। সভাপতি মাননীয় এ. কে. ফজলুল

১. পহেলা জুলাই, ১৯৪১, (১৭ই আষাঢ়, মঙ্গলবার) আজাদ, কলিকাতা।

www.pathagar.com

হক সাহেব বিশেষ জরুরী কাজের জন্য সভায় উপস্থিত থাকিতে না পারায় সহ-সভাপতি মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় স্যার নাজিমুদ্দীন, খান বাহাদুর লুৎফর রহমান, মিঃ হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী, সৈয়দ বদরুদ্দোজা, মিঃ হাসান ইস্পাহানী, মিঃ আবদুর রহমান সিদ্দিকী, মিঃ মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ্‌ বাহার, খান সাহেব মোহসেন খাঁ, মিঃ ফজলুর রহমান ও মিঃ ফরমুজুল হক উপস্থিত ছিলেন। সভায় বিভিন্ন জেলা লীগের মঞ্জুরী সম্বন্ধে আলোচনা হয়। রংপুর, বর্ধমান, বগুড়া, ত্রিপুরা, মেদিনীপুর, পাবনা, খুলনা, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী ও রাজশাহী জেলা লীগকে যথারীতি মঞ্জুরী দেওয়া হয়।

অতঃপর সভা আগামী শুক্রবার সন্ধ্যা ৮-টা পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়।[১]

## বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক

১৪ই আগস্ট, ১৯৪১, কলিকাতায় বঙ্গীয় লীগ অফিসে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির এক সভা হয়। মিঃ এ. কে. ফজলুল হক সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। স্যার খাজা নাজিমুদ্দীন, মেসার্স খাজা শাহাবুদ্দীন, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী, সৈয়দ বদরুদ্দোজা, মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ্‌, জহুর আহমেদ চৌধুরী, আবদুর রহমান সিদ্দিকী, হাসান ইস্পাহানী, খান সাহেব মোহসেন খাঁ সভার কার্যে অংশ গ্রহণ করেন। মিঃ ফরমুজুল হকও সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বিভিন্ন জেলা লীগের মঞ্জুরী সম্বন্ধে আলোচনা হয়। হাওড়া ও যশোর জেলা লীগের নির্বাচন আইনসঙ্গতভাবে হয় নাই বলিয়া ঐ দুই জেলা লীগকে পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। কলিকাতা জেলা লীগের কাগজপত্র পরীক্ষা করিয়া নির্বাচনে ত্রুটি থাকায় মঞ্জুরী না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অনতিবিলম্বে কলিকাতা শহর লীগ গঠন করার জন্য কলিকাতা জেলা লীগকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

মুর্শিদাবাদ জেলা লীগকে মঞ্জুরী দেওয়া হয় নাই। মুর্শিদাবাদ সদর মহকুমায় সৈয়দ বদরুদ্দোজা ও সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন আল-কাদেরী সাহেবের চেষ্টায় যে দুইটি মহকুমা লীগ গঠিত হইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য একটি ট্রাইবুনাল গঠিত হইয়াছে। খান বাহাদুর এম. এন. রহমান, মিঃ মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ ও মিঃ ফজলুর রহমান (ঢাকা) এই

১. সূত্র ঃ কলিকাতা, আজাদ, ১৩ই শ্রাবণ, ১৩৪৮ সন, ২৯শে জুলাই, ১৯৪১।

www.pathagar.com

ট্রাইবুনালের সদস্য নির্বাচিত হন। এক মাসের মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করিবার জন্য ট্রাইবুনালকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

আগামী সভায় হুগলী ও চট্টগ্রামের জেলা লীগের মঞ্জুরী সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে।

মথুরগঞ্জ জেলা লীগকে মঞ্জুরী দেওয়া হয় নাই। কলিকাতা করপোরেশনের কয়েকজন সদস্য সম্পর্কে খান বাহাদুর মোহাম্মদ খাঁ যে পত্র দিয়াছেন, তাহাও আগামী সভার জন্য মুলতবী রাখা হইয়াছে।

সেক্রেটারী বাংলার লীগ সম্পর্কে এক বিবৃতি দেন। সদস্যরা সে সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া সভায় এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।[১]

## বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা, সেপ্টেম্বর, ১৯৪১

৮ই সেপ্টেম্বর, সোমবার, ১৯৪১, এসেম্বলি হলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক সভা হয়। মাননীয় এ. কে. ফজলুল হক সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। স্যার নাজিমউদ্দীন, মেসার্স খওয়াজা শাহাবুদ্দীন, তমিজুদ্দীন খান, সোহরাওয়ার্দী, আবদুর রহমান সিদ্দিকী, হাবিবুল্লাহ্ বাহার, ফজলুর রহমান ও হাসান ইস্পাহানী আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। মিঃ ফরমুজুল হকও উপস্থিত ছিলেন। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি আলোচনা করিয়া আগামী নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে বা ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রাদেশিক লীগের বার্ষিক সভা ও সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সভায় বাংলার বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া সেকেণ্ডারী এডুকেশন বিল সম্বন্ধে আলোচনা হয়। চট্টগ্রাম ও হুগলী জেলা লীগের মঞ্জুরী সম্পর্কে আলোচনা আগামী ১৩ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মুলতবী থাকে। ঐ দিন বিকাল ৪ ঘটিকায় প্রাদেশিক লীগ অফিসে পুনরায় ওয়ার্কিং কমিটির সভা হইবে।

## বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত ঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৪১

১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১, মিঃ ফজলুর রহমান এম. এল. এ.র সভাপতিত্বে বেলা ২-৩০ মিনিটের সময় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক অধিবেশন হয়।

১. আজাদ, ১৫ই আগস্ট, ১৯৪১।

www.pathagar.com

একমাত্র আলোচ্য বিষয় ছিল মিঃ এ. কে. ফজলুল হক কর্তৃক নিখিল ভারত মুসলিম লীগ সেক্রেটারীকে লেখা পত্র।

সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়ঃ

১ বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট মিঃ জিন্নাহর নেতৃত্বে পুনরায় আস্থা জ্ঞাপন করিতেছে।

২. বড় লাটের সম্প্রসারিত শাসন পরিষদ ও তথাকথিত জাতীয় দেশ রক্ষা কাউন্সিল সম্পর্কে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে, কমিটি তাহার পুরাপুরি সমর্থন করিতেছে এবং কমিটির সুচিন্তিত অভিমত হইল, এই ব্যাপারে মুসলিম বাংলা নিখিল ভারত মুসলিম লীগকে সর্বতোভাবে সমর্থন করে।

৩. কমিটি ভারতীয় মুসলমান জাতির ঐক্য ও সংহতির প্রতি সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব প্রদান করিতেছে এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, ভারতের মুসলিম সমাজে মতানৈক্য ও বিচ্ছেদ সৃষ্টি এবং মুসলিম বাংলাকে কেন্দ্রীয় লীগ হইতে স্বতন্ত্র করিতে চেষ্টা করিলে মুসলিম ভারতের বিশেষত মুসলিম বাংলার সমূহ ক্ষতি করা হইবে।

৪. পাকিস্তান পরিকল্পনা গৃহীত হইলে প্রধানত সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান প্রদেশসমূহের উপকার হইবে; কিন্তু সংখ্যালঘু প্রদেশের মুসলমানগণ আন্তরিকতার সহিত উক্ত পরিকল্পনাকে সমর্থন করিতেছে দেখিয়া কমিটি তাহাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছে।

মিঃ ইস্পাহানি ও মিঃ বদরুদ্দোজা দুইটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু তাহা পরিত্যক্ত হয় এবং মূল প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। ১, ২ ও ৩ নং প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ৪ নং প্রস্তাব ভোট দেওয়া হইলে সৈয়দ বদরুদ্দোজা সাহেব বলেন যে, তিনি পাকিস্তান পরিকল্পনা বুঝিতে পারেন নাই। সেইজন্য শুধু এই প্রস্তাবটির পক্ষে ভোট দিবেন না। বিনা প্রতিবাদে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

সভায় যোগদানকারী সদস্যগণ হইতেছেনঃ স্যার নাজিমুদ্দীন, মেসার্স সোহ্‌রাওয়ার্দী, মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ বাহার, তমিজুদ্দীন খান, কে. শাহাবুদ্দীন, এম. এ. এইচ. ইস্পাহানী, খান সাহেব মোহসেন খান, ফজলুর রহমান, বদরুদ্দোজা ও জহুর আহমেদ চৌধুরী।

প্রেসিডেন্ট মিঃ এ. কে. ফজলুল হক, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মিঃ এ. আর. সিদ্দিকী, খান বাহাদুর, এ. এম. লুৎফর রহমান ও মিঃ মোহাম্মদ ওয়াসেক সভায় অনুপস্থিত ছিলেন।[১]

১. আজাদ, ২৮শে ভাদ্র, ১৩৪৮, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১।

www.pathagar.com

## প্রাদেশিক লীগের রিকুইজিশন

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত দফাগুলি সম্পর্কে বিবেচনার জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির একটি বৈঠক আহ্বানের প্রস্তাব করিয়া প্রাদেশিক লীগের সেক্রেটারীর নিকট এক রিকুইজিশন উপস্থাপিত হইয়াছে ঃ

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত দফা কয়টি আলোচনার জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির একটি বৈঠক আহবানের জন্য রিকুইজিশন দাখিল করা হইতেছে ঃ

১. মুসলিম সংহতির মূলোচ্ছেদকামী এবং মুসলিম লীগের মৌলিক নীতির বিরোধী প্রগ্রেসিভ পার্টি নামধেয় কোন রাজনৈতিক দলের সহিত মুসলিম লীগের যে সকল সদস্য সংযুক্ত রহিয়াছেন অথবা উহার সহিত সহযোগিতা করিতেছেন, তাঁহাদের বিষয় বিবেচনা।

২. লীগের যে সকল সদস্যের সাম্প্রতিক কার্যকলাপ প্রদেশের মুসলিম সংহতি বিনষ্ট এবং পরিষদে মুসলিম লীগ সদস্যদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইতেছে, তাহাদের সম্পর্কে কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্তব্য তাহা নির্ধারণ করা। [১]

## বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন ডিসেম্বর, ১৯৪১

২রা ডিসেম্বর, অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগ অফিসে প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক সভা হয়। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মিঃ এম এ. এইচ. ইস্পাহানীর রিকুইজিশন প্রস্তাব, ৩০শে নভেম্বর অনুষ্ঠিত বাংলার বিভিন্ন জেলা, মহকুমা, মিউনিসি-প্যালিটি ও সিটি লীগের প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী ও কর্মীদের সভায় গৃহীত প্রস্তাব ও বাংলার মন্ত্রীসভার পদত্যাগের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া কমিটি নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিয়াছে ঃ

১. বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বঙ্গীয় আইন সভার লীগ পার্টির সদস্যগণকে বঙ্গীয় আইন সভা মুসলিম লীগ দলে যোগদানের

১. সূত্র ঃ আজাদ, ১৪ই অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৩৪৮, ৩০শে নভেম্বর, ১৯৪১।

www.pathagar.com

নির্দেশ প্রদান করিতেছে। এরূপ একটি দল গঠনের উদ্দেশ্যে কমিটি বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সেক্রেটারীকে অবিলম্বে উভয় পরিষদের লীগ সদস্য-গণের একটি সভা আহ্বান করিতে আদেশ প্রদান করিতেছে।

২. বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির মতে প্রগ্রেসিভ পার্টি ও প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি গঠন করিয়া মুসলিম সংহতি বিনষ্ট করা হইয়াছে এবং মুসলিম লীগের 'ক্রীড' ও আদর্শের মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে এবং বাংলার শাসন ব্যবস্থায় কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক ও হিন্দু মহাসভার সর্বময় কর্তৃত্ব স্থাপনের স্পষ্ট আভাষ প্রদান করা হইতেছে বলিয়া আইন সভার সমস্ত লীগ দলের সদস্যকে ৪ঠা ডিসেম্বরের মধ্যে প্রগ্রেসিভ পার্টি ও প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি হইতে পদত্যাগ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

৩. মুসলমান সমাজে বিচ্ছেদ সৃষ্টি ও বাংলার শাসন কার্য হইতে মুসলমানের প্রভাব ধ্বংস করার জন্য যে প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে এবং বাংলাদেশের সমস্ত লীগ প্রতিষ্ঠানকে সভাসমিতি আহ্বান করিয়া আইন সভায় তাহাদের প্রতিনিধিগণকে বঙ্গীয় আইনসভা মুসলিম লীগ পার্টিকে সমর্থন করিতে ও উহার সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইবার নির্দেশ প্রদান করিতে অনুরোধ জানাইতেছে।

৪. বিগত ৪ বৎসর যাবত মুসলিম সংহতি বিনষ্ট ও জনসাধারণের বিশেষত কৃষক ও শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিকল্পে আইন সভাসমূহে যেভাবে ক্রমাগত ও অবিরত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হইয়াছে, ওয়ার্কিং কমিটি বাংলার মুসলমানকে সেই হীন প্রচেষ্টা হইতে সাবধানতা অবলম্বন করিতে ও মুসলিম লীগকে সম্মিলিতভাবে সমর্থন করিতে অনুরোধ জানাইতেছে। কারণ একমাত্র মুসলিম লীগ তফশিলী হিন্দু ও সমভাবে নির্যাতিত অন্যান্য সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণ করিয়া তাহাদিগকে উপযুক্ত সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছে। বিগত ৪ বৎসরকাল প্রবল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ও প্রভূত ত্যাগ স্বীকার করিয়া যে আশাপ্রদ ফল লাভ হইয়াছে, তাহা বিনষ্ট করার জন্য মুসলিম স্বার্থের প্রকাশ্য শত্রুগণ যে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়াছে, সেই সমস্ত শত্রুর কথায় কর্ণপাত না করার জন্য কমিটি বাংলার মুসলমানগণকে সতর্ক করিয়া দিতেছে।

২রা ডিসেম্বরের অধিবেশনে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মিঃ খওয়াজা শাহাবুদ্দীন, খান সাহেব মোহাম্মদ মোহসেন খান, স্যার নাজিমুদ্দীন,

www.pathagar.com

মওলবী জহুর আহমদ চৌধুরী, মেসার্স এম. এ. এইচ. ইস্পাহানী, ফজলুর রহমান, তমিজুদ্দীন খান, এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী, এ. আর. সিদ্দিকী, মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ বাহার ও ফরমুজুল হক যোগদান করিয়াছিলেন।[১]

## প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা, ডিসেম্বর, ১৯৪১

১৯৪১ সালের ৬ই ডিসেম্বর প্রাদেশিক লীগ অফিসে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়ঃ

১. এই সভা বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট মিঃ এ. কে. ফজলুল হকের উপর অনাস্থা জ্ঞাপন করিতেছে, কারণ বাংলার মুসলিম সংহতি ও মুসলিম লীগকে ধ্বংস করাই যে সমস্ত দলের একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, তাহাদিগকে লইয়া তিনি প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি গঠন করিয়াছেন এবং ইহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

২. ওয়ার্কিং কমিটি বঙ্গীয় আইন সভা মুসলিম লীগ পার্টির নেতাকে নিম্নলিখিত তথ্যসহ আইন সভার লীগ সদস্যগণের একটা তালিকা দাখিল করিতে অনুরোধ করিতেছেঃ

(ক) যাঁহারা লীগ আইন সভা পার্টিতে যোগদান করিয়াছেন, (খ) যাঁহারা যোগদান করেন নাই। (গ) যাঁহারা প্রগ্রেসিভ ও কোয়ালিশন পার্টির সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করেন নাই।

৩. আগামী ২৮শে ডিসেম্বর কলিকাতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের অধিবেশন আহূত হউক। ওয়ার্কিং কমিটির সভা ৯ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিট পর্যন্ত মুলতবী রাখা হয়।[২]

## বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন, ডিসেম্বর, ১৯৪১

১৯৪১ সালের ১৭ ডিসেম্বর, বুধবার প্রাদেশিক মুসলিম লীগ অফিসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক অধিবেশন হয়। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায়

১. সূত্র ঃ আজাদ, ১৭ই অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৪৮, ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৪১।
২. সূত্র ঃ আজাদ, ২১শে অগ্রহায়ণ ১৩৪৮, ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪১।

www.pathagar.com

যোগদানকারী সদস্যগণ হইতেছেন, স্যার নাজিমুদ্দীন, মেসার্স এইচ. এস. সোহারাওয়ার্দী, এম. এ. এইচ. ইস্পাহানী, খওয়াজা শাহাবুদ্দীন, আবদুল ওয়াছেক, ফজলুর রহমান, জহর আহমদ চৌধুরী এবং মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ্ বাহার।

কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মিঃ ফজলুল হককে মুসলিম লীগ হইতে বহিষ্কার করার যে সিদ্ধান্ত নিয়াছেন, নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সেক্রেটারী তাহা জানাইয়া যে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা সভায় পঠিত হইবার পর নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়।

১. ২৫শে ডিসেম্বর বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের যে অধিবেশন আহূত হইয়াছে, তাহার সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মিঃ এ. কে. ফজলুল হকের বহিষ্কারের ফলে প্রাদেশিক লীগ সভাপতির যে পদ খালি হইয়াছে, তাহার কার্য পরিচালনার জন্য ভাইস প্রেসিডেন্ট মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেবকে সমস্ত ক্ষমতা প্রদান করা যাইতেছে।

২. আইন সভা পার্টি ঢাকার নওয়াব বাহাদুরকে দলের সদস্য পদ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে, তাহা এবং তাঁহার প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টিতে যোগদান ও সংবাদ পত্রে প্রকাশিত বিবৃতি বিবেচনা করিয়া কমিটি প্রস্তাব করিতেছে যে, নিম্নলিখিত কারণে কেন তাঁহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে না, ২২শে ডিসেম্বরের মধ্যে তাহাকে কৈফিয়ত দাখিল করার আদেশ দেওয়া হউক ঃ

(ক) বঙ্গীয় আইন সভা মুসলিম লীগ পার্টির সদস্য হইয়া তিনি দলত্যাগ করিয়াছেন।

(খ) নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তের স্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ করিয়া নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রতি শত্রুতামূলক নীতি ও কার্যক্রম অনুসরণকারী প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টির সাহায্যে মন্ত্রীসভায় যোগদান করিয়াছেন।

(গ) তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রতি অবজ্ঞা ও উহার নির্দেশ অমান্য করিয়াছেন।

৩ মুসলিম লীগের 'ক্রীডে' স্বাক্ষর করার পর লীগ পার্টির তরফ হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইবার পর প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মিঃ সৈয়দ বদরুদ্দোজা বিভিন্ন সময়ে সংবাদপত্রে যে সমস্ত বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিয়া কমিটি প্রস্তাব

www.pathagar.com

করিতেছে যে, নিম্নলিখিত কারণে কেন তাঁহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে না, ২২শে ডিসেম্বরের মধ্যে তাঁহাকে তাঁহার কৈফিয়ত প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হউক ঃ

(ক) তিনি বঙ্গীয় আইন সভা মুসলিম লীগ দলে যোগদান করেন নাই।

(খ) তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তের স্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ করিয়া নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রতি শত্রুতামূলক নীতি ও কার্যক্রম অনুসরণকারী প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টিতে যোগদান করিয়াছেন।

(গ) তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগকে অবজ্ঞা ও উহার নির্দেশকে অমান্য করিয়াছেন।

৪. মুসলিম লীগের সদস্য ও বরিশাল জেলা মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট খান বাহাদুর হাশেম আলী খানের আচরণ সম্পর্কে বিবেচনা করার পর কমিটি প্রস্তাব করিতেছে যে, নিম্নলিখিত কারণে কেন তাঁহার বিরুদ্ধে শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে না, ২২শে ডিসেম্বরের মধ্যে তাঁহাকে কৈফিয়ত প্রদানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হউক ঃ

(ক) তিনি বঙ্গীয় আইন সভা মুসলিম লীগ পার্টিতে যোগদান করেন নাই।

(খ) তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তের স্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ করিয়া নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রতি শত্রুতামূলক নীতি ও কার্যক্রম অবলম্বনকারী প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টির সাহায্যে মন্ত্রীপদ লাভ করিয়াছেন।

(গ) তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ও তাহার নির্দেশের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছেন।

৫. মুসলিম লীগ আইন সভা পার্টির নেতা শাহ আবদুর রউফের পদত্যাগপত্র পেশ করা হইলে ওয়ার্কিং কমিটির পরবর্তী অধিবেশনে উহা বিবেচিত হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

৬. সভায় প্রস্তাব করা হয় যে, আল্লামা মাশরেকীকে ক্রমাগত আটক রাখার দরুন মুসলমান জাতির মনোভাব জানাইবার জন্য নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া মহামান্য বড়লাটের কাছে একটি ডেপুটেশন প্রেরিত হউক ঃ

(ক) মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, (খ) স্যার নাজিমউদ্দীন ও (গ) মিঃ এইচ. এস সোহ্‌রাওয়ার্দী।[১]

---

১. সূত্র ঃ আজাদ, ৩রা পৌষ, ১৩৪৮, ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৪১।

www.pathagar.com

## প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন, ডিসেম্বর, ১৯৪১

১৯৪১ সালের ২৪শে ডিসেম্বর কলিকাতা মুসলিম লীগ অফিসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের এক অধিবেশন হয় এবং তাহাতে আগামী ২২শে জানুয়ারী, সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের সিদ্ধান্ত করা হয়।

ভোলা, বরিশাল, ফুলটি এবং অন্যান্য স্থানে সাম্প্রদায়িক গোলযোগ ও দুর্ঘটনা সম্পর্কে যে সমস্ত লোক দণ্ডিত হইয়াছে, তাহাদের সকলকে মুক্তি-দানের জন্য কমিটি গভর্নমেন্টকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছে। যেহেতু ঢাকা দাঙ্গা তদন্ত কমিটির তদন্ত কার্য সমাপ্ত হইয়াছে এবং ঢাকা শহর ও ইহার পার্শ্ববর্তী এলাকায় শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিয়াছে, সেইহেতু দাঙ্গা সম্পর্কে যে সমস্ত লোক দণ্ডিত হইয়াছে, তাহাদের সকলকে মুক্তিদানের জন্য কমিটি সরকারকে অনুরোধ করিতেছে। দাঙ্গা সম্পর্কে যে সমস্ত মামলা চলিতেছে, তাহা উঠাইয়া লইবার জন্যও কমিটি অভিমত প্রকাশ করিতেছে। 'ইহাতে দুই জাতির মধ্যে যে রেষারেষির ভাব বিদ্যমান আছে, তাহা দূরীভূত হইয়া যাইবে এবং পূর্ণ শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হইবে।'

ইউনিয়ন লীগগুলিকে পুনর্গঠন করিবার জন্য কমিটি আগামী ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত সময় প্রদান করিতেছে।[১]

## বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবসমূহ

২৮শে জানুয়ারী, ১৯৪২, শনিবার, সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটের সময় ৩ নং ওয়েলেসলী ফার্স্ট লেনে মিঃ আবদুর রহমান সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক বৈঠক হয় এবং সমস্ত লীগ সদস্যকে দল ত্যাগের জন্য যে কৈফিয়ত দিতে বলা হইয়াছিল, তাহাদের সম্পর্কে আলোচনা করার পর সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়ঃ

১. ঢাকার নওয়াব বাহাদুরের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনয়ন করা হয়, তিনি তাহার উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইয়াছেন এবং ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে

১. সূত্রঃ আজাদ, ১১ই পৌষ, ১৩৪৮; ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৪১।



www.pathagar.com

যে, তাহার বিরুদ্ধে যে গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগ আরোপ করা হইয়াছে তিনি সেই অপরাধে অপরাধী এবং তাহার কার্যের ফলে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠানের ও মুসলিম স্বার্থ হানি হইবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। সুতরাং তিনি মুসলিম লীগের সদস্য থাকার অযোগ্য এবং তাঁহাকে লীগ হইতে বহিষ্কার করা যাইতেছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের ভাইস-প্রেসিডেন্ট, ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট এবং জেলা ও প্রাইমারী লীগের সদস্য পদ হইতে তাঁহার নাম কাটিয়া দেওয়া হইল এবং ঘোষণা করা হইতেছে যে, তিনি আর কিছুতেই মুসলিম লীগের সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন না।

২. খান বাহাদুর হাশেম আলী খানের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে, তিনি তাহার জওয়াব দানে অসমর্থ হইয়াছেন এবং ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, তাঁহার বিরুদ্ধে যে গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগ আরোপ করা হইয়াছে, তিনি সেই অপরাধে অপরাধী এবং তাঁহার আচরণের ফলে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠানের ও মুসলিম স্বার্থ নষ্ট হইবার কারণ রহিয়াছে, সুতরাং তিনি মুসলিম লীগের সদস্য থাকার অযোগ্য এবং তাহাকে লীগ হইতে বহিষ্কার করা যাইতেছে। বরিশাল জেলা মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সদস্য এবং জেলা ও প্রাইমারী লীগের সদস্য পদ হইতে তাঁহার নাম কাটিয়া দেওয়া হইল এবং ঘোষণা করা হইতেছে যে, তিনি আর কখনো মুসলিম লীগের সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন না।

৩. কলিকাতা জেলা মুসলিম লীগের মিঃ সৈয়দ বদরুদ্দোজার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে তাহাকে মুসলিম লীগের সদস্যপদ হইতে বহিষ্কার করা হইল এবং ঘোষণা করা যাইতেছে যে, তিনি আর বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য থাকিতে পারিবেন না।

৪. মিঃ সৈয়দ বদরুদ্দোজার সদস্যপদ বাতিল হওয়ার ফলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটিতে যে সদস্যপদটি খালি হয়, খান বাহাদুর আবদুল মোমিনকে সেই পদে সদস্য নির্বাচিত করা হয়।

৫. আগামী ১লা ফেব্রুয়ারী বাংলার সর্বত্র নির্যাতন বিরোধী দিবস পালনের জন্য সেক্রেটারী যে আবেদন করিয়াছেন, ওয়ার্কিং কমিটি তাহা অনুমোদন করিতেছে এবং যথোপযুক্ত উপায়ে উহা প্রতিপালনের জন্য অনুরোধ জানাইতেছে। জনমতের কণ্ঠরোধ করার জন্য মন্ত্রীমণ্ডলী যে নির্যাতন নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে মুসলমান সমাজের গভীর

www.pathagar.com

উৎকণ্ঠা জানাইবার জন্য মহামান্য গভর্নরের নিকট খান বাহাদুর আবদুল মোমিন, স্যার নাজিম উদ্দিন, মেসার্স এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী, এ. আর. সিদ্দিকী ও তমিজুদ্দীন খানকে লইয়া একদল প্রতিনিধি প্রেরণের যে অনুরোধ জানানো হইয়াছে, কমিটি তাহা অনুমোদন করিতেছে।

## প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন

মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেবের সভাপতিত্বে ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২, ৩ নং ওয়েলেসলী ফার্স্ট লেনে প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক সভা হয়।

নাটোর পল্লী নির্বাচন কেন্দ্রের উপনির্বাচনে যে সমস্ত প্রার্থী লীগের মনোনয়ন প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহাদের বিষয় আলোচনার পর অধিক সংখ্যক সদস্যের সমর্থনে মওলবী কাজী আবদুল মাসুদকে লীগ প্রার্থী বলিয়া মনোনয়ন প্রদান করা হয়।

কমিটি ঐ সভায় শত্রুপক্ষের আক্রমণের আশংকা সম্পর্কে পর্যালোচনা করে এবং নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়ঃ

১. অগ্নি নির্বাপনে সহায়তা, প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা, ক্ষতিগ্রস্ত ও দুস্থ ব্যক্তিগণকে সাহায্য প্রদান, লোকের ধনপ্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষা এবং আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্যের জন্য বিস্তারিত কর্মতালিকা গঠন করার জন্য মিঃ এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী, মিঃ খাজা শাহাবুদ্দীন, খান সাহেব জসিমুদ্দীন আহমদ, মেসার্স হাবিবুল্লাহ বাহার, হামিদুল হক চৌধুরী, ও এস. এম. ওসমানকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়।

২. চট্টগ্রাম জেলা আশ্রয় প্রার্থীগণকে সর্বপ্রকারে সাহায্য প্রদান করার জন্য চট্টগ্রাম জেলা মুসলিম লীগকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

৩. ওয়ার্কিং কমিটি প্রত্যেক জেলা ও মহকুমা লীগকে মুসলিম জাতীয় 'গার্ড' বাহিনী গঠন করিতে ও দ্বিতীয় প্রস্তাবে উল্লিখিত কাজে আত্মনিয়োগ করিতে অনুরোধ করিতেছে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের গঠনবিধির ৪৭ ধারার অন্তর্গত অনুচ্ছেদের সংশোধনীর প্রতি সমস্ত শাখা লীগের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে। উক্ত সংশোধনী দ্বারা বাংলার লীগ পুনর্গঠনের সময় নিম্নলিখিত রূপে পরিবর্তন করা হইয়াছেঃ

www.pathagar.com

প্রতি বৎসর জানুয়ারী হইতে মার্চ মাসের মধ্যে সমস্ত প্রাথমিক লীগ পুনর্গঠন করিতে হইবে। প্রতি বৎসর এপ্রিল মাসে মহকুমা ও সিটি লীগ পুনর্গঠন করিতে হইবে।

প্রতি বৎসর মে মাসের মধ্যে জেলা লীগগুলিকে পুনর্গঠন করিতে হইবে।

প্রতি বৎসর জুন অথবা জুলাই মাসের মধ্যে প্রাদেশিক লীগ কমিটিকে পুনর্গঠন করিতে হইবে।

প্রাদেশিক লীগ কাউন্সিল এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া বর্তমান বৎসরে লীগ সংগঠনের জন্য এক মাস অতিরিক্ত সময় প্রদান করিয়াছে। সুতরাং এই বৎসর এপ্রিল মাস পর্যন্ত প্রাথমিক লীগ, মে পর্যন্ত সিটি ও মহকুমা লীগ, জুন মাস পর্যন্ত জেলা লীগ এবং কোন নির্দিষ্ট তারিখ পর্যন্ত প্রাদেশিক লীগ পুনর্গঠনের সময় প্রদান করিয়াছে। শাখা লীগগুলিকে সংগঠন কার্যে আত্ম-নিয়োগ করিতে এবং অযথা বিলম্ব না করিয়া প্রাথমিক লীগ পুনর্গঠন করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। [১]

## সিরাজগঞ্জ মুসলিম লীগ সম্মেলন, ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২

এই সম্মেলন ১৪ই ফেব্রুয়ারী ও ১৫ই ফেব্রুয়ারী দুদিন ব্যাপী চলে। সম্মেলনের কার্যসূচী ছিল নিম্নরূপ ঃ

১৪ই ফেব্রুয়ারী, সকাল ১০-৩০ মিনিট সিরাজগঞ্জ বাজার স্টেশনে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নার উপস্থিতি।

বেলা ১টায় কায়েদে আজমের সম্মেলন স্থল অভিমুখে যাত্রা।
বেলা ১টা ১৫ মিঃ পতাকা উত্তোলন উৎসব।
বেলা ১টা ৩০ মিনিট হইতে ৪টা মূল অধিবেশন।

১. পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত।
২. জাতীয় সঙ্গীত।
৩. অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যানের অভিনন্দন।
৪. প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সেক্রেটারীর বিবরণী পাঠ।
৫. কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নার অভিভাষণ।

---

১ আজাদ, ১লা মার্চ, ১৯৪২।

www.pathagar.com

সন্ধ্যা ৭ টায় ঃ

৬. বিষয় ঃ নির্বাচনী সমিতির বৈঠক।

১৫ই ফেব্রুয়ারী সকাল ৯টা হইতে দুপুর ১২টা এবং বেলা ২টা হইতে ৪-৩০ মিঃ পর্যন্ত মূল অধিবেশন।

(১) বক্তৃতা ও প্রস্তাব।

(২) প্রেসিডেন্টের সমাপনী বক্তৃতা। [১]

## সিরাজগঞ্জে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের বিশেষ সম্মেলন

শনিবার, ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২, অপরাহ্নে অভূতপূর্ব উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে সিরাজগঞ্জ জিন্নানগরে সুসজ্জিত বিরাট সভামঞ্চে কায়েদে আজম এম. এ. জিন্নার সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের বিশেষ সম্মেলন আরম্ভ হয়। বাংলার সমস্ত জেলা হইতে বহু সংখ্যক ডেলিগেট সম্মেলনে যোগদান করেন।

সম্মেলন আরম্ভ হওয়ার বহু পূর্ব হইতেই সভা মণ্ডপ দর্শকে পূর্ণ হইয়া যায়। বাংলার ডেলিগেট ও দর্শকবৃন্দ ছাড়াও বহু সর্ব ভারতীয় মুসলিম নেতা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

কুরআন তিলাওয়াতের পর সভার কার্য যথারীতি আরম্ভ হয়। প্রথমে অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান মিঃ আবদুর রশিদ মাহমুদ এম. এল. এ. সভাপতি এবং সমবেত ডেলিগেশন ও দর্শকবৃন্দকে অভ্যর্থনা করিয়া বক্তৃতা করার পর বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক মিঃ এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী বার্ষিক বিবরণ পাঠ করেন।

মিঃ জিন্না শারীরিক অসুস্থতার জন্য একটু বিলম্বে সভাস্থলে উপনীত হন। অসুস্থতার জন্য তিনি ১৪ই ফেব্রুয়ারী তাঁহার অভিভাষণ প্রদান করেন নাই, তবে সমবেত ডেলিগেট ও দর্শকদের উদ্দেশ্যে তিনি সংক্ষিপ্ত একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারী তিনি তাঁহার অভিভাষণ প্রদান করেন।

অপরাহ্নে সম্মেলনের বিষয় নির্বাচনী কমিটির বৈঠক আরম্ভ হয়।

## কায়েদে আজমের বাণী

মিঃ জিন্না তাঁহার সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় বলেন, "ভারতের প্রায় এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আজ মুসলমানদের পাকিস্তান দাবি ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।"

তিনি বলেন "গত তিন চার বৎসর যাবত পাকিস্তান আমাদের মূল মন্ত্রে পরিণত হইয়াছে, পাকিস্তান-এর দাবি আজ শুধু এই উপমহাদেশের দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পৌঁছাইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। যাহারা পৃথিবীর অপর গোলার্ধে

১. আজাদ, ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪২।

www.pathagar.com

রহিয়াছে. তাহাদের কানেও এই দাবি পৌঁছিয়াছে। ইহার সহিত আমরা সুস্পষ্টরূপে আরও জানাইয়া দিয়াছি যে, আমাদের সম্মতি ব্যতীত আমাদের এই দেশে 'এককেন্দ্রিক বা যুক্তরাষ্ট্রীয়' কোনও রকম গভর্নমেন্টই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। দেশের বিভিন্ন নেতার পক্ষে পাকিস্তানের এই দাবি মানিয়া লওয়া যে কিরূপ কণ্টকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা আমরা অনুধাবন করিতেছি। কিন্তু আপনাদের এই সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, আমাদের দাবি মানিয়া লইতে তাঁহাদের আমি বাধ্য করিব।"

সম্মেলন আরম্ভ হইবার পূর্বে মিঃ জিন্না প্যাণ্ডেলের বাহিরে লীগ পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। [১]

## অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ

অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি মিঃ আবদুর রশিদ মাহমুদ এম. এল. এ সমবেত ডেলিগেট ও দর্শকবৃন্দকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাইয়া তাহাদের সামনে একটি প্রশ্ন রাখেন, 'বিংশ শতাব্দীতেও কি বাংলার মুসলমানগণ এদেশে মীরজাফরী বিশ্বাসঘাতকতার পুনঃ অভিনয় বরদাস্ত করিবে।' তিনি বলেন, 'আজ মুসলিম লীগ হইতে বহিষ্কৃত মিঃ ফজলুল হক মুসলমানদের প্রধান শত্রুর সহিত মিলিত হইয়া একটি মন্ত্রীসভা গঠন করিলেন। এই মন্ত্রী সভা মুসলমানের সকল স্বার্থের মূলে আঘাত করিতেছে।' মিঃ মাহমদ আরও বলেন যে, ভারতে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ঐক্য সাধনের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার মূলে রহিয়াছে মিঃ গান্ধী ও কংগ্রেস এবং হিন্দু মহাসভার অন্যায় ও অসঙ্গত আচরণ। মিঃ গান্ধী ও তাঁহার কংগ্রেস বাস্তবের সম্মুখীন হইতে বরাবরই পশ্চাদপদ হইয়াছে। মিঃ মাহমুদ বলেন, হিন্দুগণ আজ জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের ভান করিয়া এদেশে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছে। ভারতের দশ কোটি মুসলমানের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সংহতিকে ধ্বংস করিবার প্রয়াসেই হিন্দুগণ ঐরূপ করিতেছে। কিন্তু তাহাদের এই স্বপ্ন সফল হইবে না। ভারতের মুসলমান তাহার সকল গৌরব ও ন্যায্য অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বাঁচিয়া থাকিবে। ভৌগোলিক বা অন্য কোন প্রতিবন্ধকই ইসলামের জয়যাত্রাকে ব্যাহত করিতে পারিবে না। সকল প্রকারের প্রাদেশিকতা এবং শ্রেণীগত বিরোধের ঊর্ধ্বে ইসলামের স্থান, ইসলামের প্রভাব সর্বব্যাপী এবং অনন্ত। আমরা স্বাধীন ভারতে স্বাধীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা করিতে চাই এবং আমাদের একমাত্র লক্ষ্য পাকিস্তান। পাকিস্তানই ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যাগুলির সমাধান করিতে পারে। [২]

১. আজাদ, ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪২।
২. আজাদ, ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২।

www.pathagar.com

## বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের বৈঠক

১৪ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খানের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের বৈঠক বসে। স্যার নাজিমুদ্দীন, খান বাহাদুর আবদুল মোমেন, মেসার্স, এইচ. এস. সোহ্‌রাওয়ার্দী, তমিজুদ্দীন খান, হামিদুল হক চৌধুরী, খান বাহাদুর মোয়াজ্জেমুদ্দীন হোসেন, মোহাম্মদ আলী, আবদুল ওয়াসেক, হাবিবুল্লাহ ( বাহার ), ইউসুফ আলী, জসিমুদ্দীন, খান সাহেব আলীমুদ্দীন ও ফজলুর রহমান সহ প্রায় ২ শত সদস্য বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। মিঃ এইচ. এস. সোহ্‌রাওয়ার্দী বাংলায় লীগ প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীর বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠ করেন। ইহা কাউন্সিলের অনুমোদন লাভ করে।

ইহার পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বঙ্গীয় প্রাদেশিক মসলিম লীগের কর্মকর্তা নির্বাচিত হনঃ প্রেসিডেন্ট মওলানা মোহাম্মদ আকরম খান। ভাইস প্রেসিডেন্ট-গণঃ মওলানা রুহুল আমীন, মিঃ এম. এ. ইস্পাহানী, খান বাহাদুর আবদুল মোমেন, খান বাহাদুর জালালউদ্দীন ও স্যার হাজী আদমজী দাউদ। সেক্রেটারী ঃ মিঃ এইচ. এস. সোহ্‌রাওয়ার্দী। কোষাধ্যক্ষ ঃ মিঃ এম. এইচ. ইস্পাহানী। এসিস্টান্ট সেক্রেটারীগণ ঃ মেসার্স ফজলুর রহমান, এম. এল. এ. খায়রুল আনাম খান, আবদুল্লাহ আল-মাহমুদ, এম. এল, এ., সৈয়দ আবদুল মজিদ, এম. এল. এ. ও ফজলুল হক, বি. এ.। সভা আরম্ভের পূর্বে মিঃ ফজলুল হক বার্কেলীর অধিনায়কত্বে মুসলিম ন্যাশন্যাল গার্ড বাহিনী স্টেশনে নেতৃবৃন্দকে গার্ড অব অনার প্রদান করে। [১]

## বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সম্মেলন
## সিরাজগঞ্জ অধিবেশন

### সেক্রেটারী মিঃ হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর রিপোর্ট

"কায়েদে আজম ও বেরাদরানে ইসলাম, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কর্তৃক আহূত বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সম্মেলনের এই অধিবেশন নানা কারণে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। মুসলিম লীগের নূতন কানুন ও গঠনতন্ত্র চালু হইবার পরে ইহাই মুসলিম বাংলার সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য ও প্রতি-নিধিত্বমূলক প্রাদেশিক সম্মেলন। এই সম্মেলনের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে

১. আজাদ, ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২।

www.pathagar.com

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক, নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এখানে উপস্থিত হওয়ায়। ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক কায়েদে আজম। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে মুসলিম ভারতের দশ কোটি মুসলমানের রাজনীতি। এই সংকট মুহূর্তে আমাদের সাফল্য নির্ভর করিতেছে তাঁহারই নেতৃত্বের উপর। তাঁহাকে আজ আমাদের মধ্যে পাইয়া আমরা গৌরবান্বিত।

১৯৩৫ সনের ভারত আইনে মুসলিম জাতির উপর সুবিচার হইয়াছে—এ কথা বলা যায় না। কিন্তু তাহা হইলেও সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের ফলে আইন সভার ভিতর দিয়া সর্বহারা জনগণের অবস্থা পরিবর্তন করিবার যথেষ্ট সুযোগ মুসলিম রাজনীতিকরা পাইয়াছিলেন—ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা যাইত ও বাংলার শাসন ব্যাপারে মুসলমানদের প্রভাব অনুভূত হইত, যদি একটি মাত্র দল গঠন করিয়া আমরা সংঘবদ্ধ হইতে পারিতাম।

ভারতের মুসলমানদেরকে একত্রিত করিবার সাধনাই মুসলিম লীগের সাধনা। মুসলিম লীগ চায় মুসলমানগণের লক্ষ্য হউক এক, আদর্শ হউক এক, মুসলমানগণ সমবেত হউক এক পতাকার নীচে। এই কারণে মুসলমান জাতিকে মাত্র একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অধীনে সংঘবদ্ধ করিবার প্রয়োজন যখন অনুভূত হইল, তখন সেই দায়িত্ব গ্রহণ করিল মুসলিম লীগ। কায়েদে আজমের নির্দেশে মুসলিম লীগ পুনর্গঠিত হইল গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে। দরিদ্রতম মুসলমান যিনি বার্ষিক দুই আনা চাঁদা দিতে পারিবেন, তিনিই সদস্য হইবার অধিকারী হইলেন। দেশের নিভৃততম পল্লীতে লীগ একতার বাণী প্রচার করিল। ১৯৩৭ সনে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি গঠিত হইল এবং সাধারণ নির্বাচনে আমরা লীগের পক্ষ হইতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইলাম।

নির্বাচনে প্রতিবন্ধকতা আসিল প্রধানত কৃষক প্রজা পার্টি ও ইহার নেতা ফজলুল হক সাহেবের নিকট হইতে। নির্বাচন ক্ষেত্রে লীগের আবির্ভাব ছিল নূতন, লীগের গণসংযোগের কাজ সবেমাত্র শুরু হইতেছিল। কৃষক-প্রজা পার্টি কিন্তু দশ বৎসর ধরিয়া জনসাধারণের মধ্যে কাজ করিয়া আসিয়াছিল। তাহা ছাড়া এর নেতা ফজলুল হক সাহেব দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া লীগের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাইতেছিলেন। লীগপন্থীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়াছিলেন। এই জয়লাভের গোড়ায় ছিল লীগের আদর্শ, রসূলুল্লাহ (সা.)-র নীতি ও সত্যাশ্রয়িতা।

আইন সভার প্রচলিত নিয়ম অনুসারে গঠনতন্ত্র চালু করিতে প্রস্তুত সংখ্যাগুরু একক দল হিসাবে মুসলিম লীগই বাংলার শাসনভার গ্রহণ করিবার

www.pathagar.com

অধিকারী ছিল। তাহা সত্ত্বেও মিঃ ফজলুল হক যখন মুসলিম লীগে যোগ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন, তখন মুসলিম সংহতি ও মুসলিম জাতীয় বৃহত্তর কল্যাণের কথা চিন্তা করিয়া আমরা তাঁহাকে ও তাঁহার দলকে লইয়া কোয়ালিশন পার্টি গঠন করিয়াছিলাম। তাঁহাকেই কোয়ালিশন দলের নেতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। তপশীলভুক্ত সমাজের প্রতিনিধিরাও এই কোয়ালিশন দলে যোগদান করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, মিঃ ফজলুল হক কোয়ালিশন দলের নেতৃত্ব লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কৃষক-প্রজা সদস্যদের অধিকাংশই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া বিরোধী দলে যোগদান করেন। কারণ তাঁহাদের নাড়ীর টান চিরকালই কংগ্রেসের দিকে, মুসলিম লীগের দিকে নয়। এইভাবে ধীরে ধীরে (তপশীলভুক্ত সদস্যদের বাদ দিলে) কোয়ালিশন দল পরিণত হয় সত্যিকার মুসলিম লীগ দলে। দলের প্রত্যেক সদস্যই লীগের মূলনীতি মানিয়া লন। দেখিতে দেখিতে মুসলিম বাংলার ইতিহাসে নূতন যুগের সূচনা হয়।

বাংলার জনসংখ্যার অধিকাংশ মুসলমান এবং মুসলমানদের অধিকাংশই দরিদ্র কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত। এইজন্য অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই লীগ মন্ত্রী-দল এবং আইনসভার লীগ সদস্যরা বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন কৃষক-প্রজার মঙ্গল সাধন করিতে। এই উদ্দেশ্যে রাত্রের ঘুম ও দিনের বিশ্রামকে তাঁহারা হারাম করিয়াছিলেন। এই চেষ্টার ফল হিসাবে আমরা আজ দেখিতে পাইতেছি যে, বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধন আইন, পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ আইন ও অন্যান্য বহু জনহিতকর আইনের প্রবর্তন করা হইয়াছে। এইসব আইনের ফলে মহাজন ও জমিদারদের হাত হইতে কৃষক প্রজার অধিকার কিভাবে রক্ষা পাইয়াছে, তাহার ধন-সম্পদ কতখানি বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। লীগের নীতি যথাযথভাবে অনুসৃত হইলে কৃষক-প্রজার অবস্থার আমূল পরিবর্তন হইতে পারিত—একথা জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে। প্রজাস্বত্ব আইন ও কৃষক প্রজার অবস্থার উন্নতির দিক হইতে বিবেচনা করিলে বাংলার লীগ গভর্নমেন্ট যাহা করিয়াছেন, তাহা লইয়া সত্যই আমরা গৌরব করিতে পারি।

লীগ গভর্নমেন্ট-এর আমলে বাংলায় যেভাবে দরদের সঙ্গে এবং যে পরিমাণ কৃষিঋণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা সত্যই অভূতপূর্ব। এ সময় সরকারী হুকুম দ্বারা সার্টিফিকেট বন্ধ রাখা হইয়াছে, কোন কোন খাজনার হার কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। চান্দিনা প্রজার স্বত্ব সম্পর্কে ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত চান্দিনা প্রজার উচ্ছেদ বন্ধ করা হইয়াছে। দেশের সর্বত্র ঋণ সালিশী

www.pathagar.com

বোর্ড গঠিত হইয়াছে। যে জমি চাষীর হাতছাড়া হইয়া গিয়াছিল, নূতন ব্যবস্থার ফলে তাহা ধীরে ধীরে চাষী ফিরিয়া পাইতেছিল, চাষীর ঋণের বোঝা চাষীর অবস্থা অনুসারে কমাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

শ্রমজীবীদের প্রতি ও লীগ গভর্নমেণ্ট সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিত, মজুর ও পুঁজিবাদীদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাহারা সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছিলেন, অবশেষে বিরোধের মিমাংসা করা হইয়াছিল, মজদুররা আশ্বাস পাইয়াছিল চাকুরীর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে, ঘুষ ও অন্যান্য দুর্নীতি একেবারে কমিয়া গিয়াছিল—শ্রমজীবীদের বেতনের হার বাড়িয়া গিয়াছিল। এই ব্যাপারে জাহাজীরাই লাভবান হইয়াছে সর্বাপেক্ষা বেশী। তাহারা আগের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ বেতন পাইতেছে। এখন দোকান কর্মচারীদের কাজের সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের জন্য হইয়াছে সাপ্তাহিক ও বার্ষিক ছুটির ব্যবস্থা। লীগ গভর্নমেণ্ট-এর এইসব এবং অন্যান্য ব্যবস্থার ফলে বাংলার সর্বহারাদের প্রাণে নূতন স্পন্দন জাগিয়া উঠে। তাহারা অনুভব করে যে, লীগ তাহাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠান, লীগ গভর্নমেণ্ট তাহাদের পরম হিতৈষী এবং তাহাদের অধিকারের একমাত্র রক্ষক। অল্পদিনের মধ্যে দেশের শাসন ব্যাপারে বহুবিধ সংস্কার সাধন করা হয় এবং নানাদিকেই আরো পরিবর্তনের লক্ষণ সূচিত হয়। অল্পদিনের মধ্যে সকলে অনুভব করে যে, লীগ বাংলার জনগণের চিত্ত জয় করিতে সমর্থ হইয়াছে।

আমাদের সভায় ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে লোকজনের সমাবেশ সর্বত্র বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছে। বাংলার সর্বত্র ইউনিয়ন লীগ গঠিত হইয়াছে, বাংলার ৫,০০০ ইউনিয়নের মধ্যে মুসলিম লীগ গঠিত হইয়াছে প্রায় ৩,০০০ ইউনিয়নে। মুসলিম লীগ ধনিক, বণিক, পুঁজিবাদীদের প্রতিষ্ঠান বলিয়া (কংগ্রেসী) প্রচারণা কাহাকেও ভুলাইতে পারে নাই। দুই আনা চাঁদা দিয়া দরিদ্রতম চাষী, মজুর ও লীগের সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। এক কথায় মুসলিম লীগ পরিণত হইয়াছে বাংলার মজলুম ও সর্বহারা জনগণের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে। এমনকি দেখা গিয়াছে যে, বহু হিন্দু, বিশেষ করিয়া তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের লোক লীগের সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে এবং পল্লী উন্নয়নের কাজে লীগের সহযোগিতা করিতে চাহিয়াছে। এইভাবে মুসলিম বাংলার পল্লীতে পল্লীতে নূতন প্রাণস্পন্দন অনুভূত হইয়াছে। বাংলার মুসলমানগণ মনে করিয়াছে যে, আবার স্বাধীন শক্তিমান জাতি হিসাবে তাহারা বাঁচিয়া উঠিবে, তাহারা লাভ করিবে পূর্বপুরুষদের পূর্বগৌরব। তাহারা ফিরাইয়া পাইবে শাসন ব্যাপারে তাহাদের পূর্ণ অধিকার। হিন্দু ভাইদের হাতে হাত মিলাইয়া তাহারা অগ্রসর হইবে বৃহত্তর বাংলার গৌরবের পথে।

www.pathagar.com

বাংলায় লীগের আন্দোলনকে আগাইয়া নিতে আমাদের কিন্তু সামান্য বাধারও সম্মুখীন হইতে হয় নাই। কায়েমী স্বার্থের ধনকুবের পরিচালিত সংবাদ-পত্রসমূহ বাংলার এই নব জাগরণকে কখনো ভাল চোখে দেখে নাই। তাঁহারা দিনের পর দিন প্রচার করিতে থাকে যে, লীগ গভর্নমেন্ট যে নীতিতে পরিচালিত হইতেছে, যে সকল আইন-কানূনের প্রবর্তন করিতেছে, তাহা হিন্দু-স্বার্থের বিরোধী। তাহারা মন্ত্রীসভাকে স্থানচ্যুত করিতে চেষ্টা করিয়াই সন্তুষ্ট হইল না, হিন্দু যুবশক্তিকেও হিংসাবাদের দিকে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিল। কায়েমী স্বার্থের এই প্রচারণা বিফল হইল না। হিন্দু-মুসলিম বিরোধ ঘোরতর আকার ধারণ করিল। এমন কি যে সকল উদারপন্থী হিন্দু আমাদের নীতিকে জনসাধারণের পক্ষে কল্যাণকর বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহারাও সাম্প্রদায়িকতার গোলক ধাঁধায় আটকাইয়া পড়িলেন। যে সমস্ত হিন্দু প্রতিষ্ঠান জাতীয়তার আস্ফালন করে, ঐগুলোও যে কোন উপায়ে মুসলিম সংহতি বিনষ্ট করিবার জন্য এবং মুসলিম লীগকে ধ্বংস করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। দুর্ভাগ্যের বিষয়, মুসলিম সমাজেও এই ব্যাপারে তাহাদের সাহায্য করিবার লোকের অভাব হইল না। প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক সাহেব যেন এই সুযোগের জন্য অপেক্ষা করিয়াইছিলেন। হক সাহেব মুসলিম লীগ ও মুসলিম সংহতি বিরোধী কাজে কেন বিরোধী দলের সাহায্যকারী হইলেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়ের বিষয়। অহংবোধ ও আন্তরিকতা অতীতে বহু বিজ্ঞ ব্যক্তির পতনের কারণ হইয়াছে। এই ক্ষেত্রেও ঐ একই কারণ কার্যকর হইয়াছে বলিলে হয়ত ভুল হইবে না। এক এক সময় অত্যন্ত সঙ্গোপনে তিনি আমার নিকট কতগুলি কারণের কথাও ব্যক্ত করিয়াছেন। বিশ্বাস করিয়া নিজের গোপন কথা তিনি আমাকে বলিয়াছেন—বিশ্বাসের মর্যাদা আমি রক্ষা করিব, যে পর্যন্ত না তিনি নিজেই আমাকে বাধ্য করিতেছেন। বর্তমান আলোচনার জন্য হয়ত প্রথমোক্ত কারণই যথেষ্ট।

যখন আমরা কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল ও মাধ্যমিক শিক্ষা বিল আইন সভায় উপস্থিত করিলাম, তখন কায়েমী স্বার্থবাদীদের আন্দোলন চরমে উঠিত। প্রথমোক্ত আইন দ্বারা কলিকাতা করপোরেশনের পরিচালনায় উন্নতি বিধানের চেষ্টা করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় আইনের উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত হইতে মাধ্যমিক শিক্ষার ভার সত্যিকারের শিক্ষাবিদদের হাতে তুলিয়া দেওয়া। বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় মুসলমান সমাজকে তাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে। এই সংশোধন আইনে এই অন্যায়েরও প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

www.pathagar.com

মাধ্যমিক শিক্ষা আইনের জন্য চারিদিকে আন্দোলনের সৃষ্টি হওয়ায় কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন মুলতবি রাখিয়া আইন সভায় প্রথমে মাধ্যমিক শিক্ষা বিল সম্পর্কে আলোচনা হইবে স্থির হয়। এই বিলের জন্য মুসলমান সমাজই যে শুধু আগ্রহান্বিত ছিল, তা নয়। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি বিধান এবং মাধ্যমিক স্কুলগুলিকে অধিকতর সাহায্য প্রদান। এইজন্য মাধ্যমিক স্কুলের পরিচালকরাও এই বিলের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু কায়েমী স্বার্থের মহাদেবতাদিগের উদ্দেশ্য ছিল অন্যরকম। বাংলার আইন সভায় বিগত পাঁচ বৎসর যে সকল আইন পাস হইয়াছে, তাহার মধ্যে শুধু মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব ছিল ফজলুল হক সাহেবের। মুসলিম স্বার্থ নষ্ট না করিয়া কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে সমঝোতা করিবার অজুহাতে আইন সভার কয়েকটি অধিবেশন তিনি কাটাইয়া দেন। মীমাংসার চেষ্টা যখন ব্যর্থ হইল, মাধ্যমিক শিক্ষা আইন পাস হইবার সময় যখন উপস্থিত, সেই সময় কায়েমী স্বার্থবাদীরা অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। ফজলুল হক সাহেবের সহযোগিতায় তাঁহারা কোয়ালিশন পার্টির প্রতি মৃত্যুবাণ নিক্ষেপ করিলেন। কোয়ালিশন পার্টি ধ্বংসের সাথে সাথে মাধ্যমিক শিক্ষা বিলও অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইল। এই সকল সাম্প্রতিক ঘটনা কেহই বিস্মৃত হয় নাই। সুতরাং ইহার বিস্তারিত পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, হিন্দু মহাসভা, কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক প্রমুখ বিরোধী দলগুলির সঙ্গে হক সাহেবের ষড়যন্ত্রের ফলেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। মুসলিম সংহতি ধ্বংসের জন্য মুসলিম লীগের সঙ্গে বিরোধ ঘটাইবার প্রয়োজন ছিল। ন্যাশনাল ডিফেন্স কাউন্সিল গঠন উপলক্ষে এই ব্যাপারে সুযোগ সৃষ্টি হইল। তাঁহাকে যখন এই কাউন্সিল হইতে পদত্যাগ করিতে বলা হইল, তখন তিনি কায়েদে আজমকে অত্যন্ত আপত্তিজনক ভাষায় পত্র লিখিলেন। এই পত্রে তিনি মুসলিম লীগের সভাপতি, ওয়ার্কিং কমিটি ও কাউন্সিলের নিন্দা করিলেন, সংখ্যালঘু প্রদেশের মুসলমানদের প্রতি কটূক্তি করিলেন, বাঙ্গালী অবাঙ্গালী বিরোধ সৃষ্টির চেষ্টা করিয়া মুসলিম সংহতির গোড়ায় কুঠারাঘাত করিলেন এবং ঘোষণা করিলেন যে, তিনি ইচ্ছা করিলেই বাংলার মুসলমানদেরকে মুসলিম লীগ হইতে সরাইয়া নিতে পারেন।

এই ব্যাপারে বাংলার মুসলমানগণ সত্য সত্যই বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। ইসলামিয়া কলেজের তথাকথিত প্রতিষ্ঠাতা (ইসলামিয়া কলেজের পরিকল্পনার গৌরব প্রকৃতপক্ষে স্যার আবদুর রহিমের প্রাপ্য) হক সাহেবের ছাত্রপ্রীতি সম্বন্ধে এদেশে অনেক গালগল্প প্রচারিত হইয়াছিল। এই কারণে ছাত্রর

www.pathagar.com

তাহার প্রতি এক এক সময় আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহা সত্ত্বেও ছাত্ররা আজ তাঁহার বিরুদ্ধে দলবদ্ধভাবে বিক্ষোভ প্রকাশ করে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ হক সাহেবের আপত্তিজনক চিঠির প্রতিবাদ জানায়। কলিকাতায় মুসলমান জনসাধারণ বিরাট জনসভায় তাঁহার বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করে। শুধু তাই নয়, বাংলার সর্বদিক হইতেই উত্থিত হয় প্রতিবাদের ঝড়।

বড় অবহেলায় হক সাহেব উপলব্ধি করিলেন যে, তাঁহার যা কিছু প্রভাব-প্রতিপত্তি তাহার অনেকখানি মুসলিম লীগের বদৌলতে। তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, ব্যক্তিপূজার দিন চলিয়া গিয়াছে। বর্তমান যুগে সংখ্যাশক্তিই শ্রেষ্ঠ শক্তি বলিয়া বিবেচিত হয়।

এই সময় হইতে হক সাহেব মুসলিম সংহতি তথা মুসলিম লীগকে ধ্বংস করিবার কাজে ব্রতী হইলেন। কোয়ালিশন পার্টিকে বিরক্ত করিয়া তিনি মুসলিম প্রগ্রেসিভ পার্টি নামে নূতন দল গঠন করিলেন। লীগ পার্টি ও লীগ মন্ত্রীমণ্ডলী যে আদর্শের জন্য দাঁড়াইয়াছিল, তাহার মূলে এইভাবে কুঠারাঘাত করা হইল। বাংলার মুসলমানদের নিজেদের ভবিষ্যত ভাবিয়া সত্যই প্রমাদ গণিলেন। সম্মুখে অনেকখানি অগ্রসর হইয়া চলিতে চলিতে মুসলিম সমাজ থমকিয়া দাঁড়াইল। কেবিনেটে হক সাহেবের সহকর্মীরা এই বিরোধের ফয়সালা করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। তাঁহারা অনুরোধ উপরোধ করিয়া করিয়া হক সাহেবকে দিয়া তাঁহার আপত্তিজনক উক্তিসমূহ উঠাইয়া লওয়াইবার ব্যবস্থা করেন। অল ইণ্ডিয়া লীগের নিকট তাঁহারা আবেদন জানান, যেন হক সাহেবকে ক্ষমা করা হয়। নিরুপায় হইয়া হক সাহেব ডিফেন্স কাউন্সিল হইতে পদত্যাগ করেন এবং আপত্তিজনক উক্তির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। মুসলিম সংহতির খাতিরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ও তাঁহার শত অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন না করারই সিদ্ধান্ত করেন।

দুর্ভাগ্যের বিষয়—কিছুতেই কিছু হইল না। বরং হক সাহেবের লীগ বিরোধী ভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মুসলিম লীগ ও মুসলিম সংহতিকে আঘাত করিবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি ভাঙ্গিয়া দিতে অস্বীকার করিলেন। লীগ মন্ত্রীগণ মুসলিম লীগ ও কোয়ালিশন পার্টি ছাড়া অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। বিরোধী দলের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া হক সাহেব ক্যাবিনেট হইতে লীগ মন্ত্রীদিগকে বহিষ্কার করিবার আয়োজন করিলেন। এই হীন ষড়যন্ত্রের কথা আজ কারুর অজানা

www.pathagar.com

নাই। সরকারী অর্থে প্রকাশিত বিরাট কৈফিয়তেও এই কলংকের কাহিনী ঢাকিয়া রাখা সম্ভব হইবে না। কোয়ালিশন দলের নেতা থাকিবার সময়ই হক সাহেব ইহাকে দ্বিধা-বিভক্ত করিয়াছেন। এই দুই দলের বিরোধ মিটাইবার ভান করিয়া তিনি হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেস ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া নূতন পার্টি গঠনের চেষ্টা করিয়াছেন, প্রধান মন্ত্রী থাকা-কালেই লীগ মন্ত্রীদের তাড়াইয়া বিরুদ্ধ দলের সাহায্যে নূতন মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য তিনি চেষ্টা করিয়াছেন গোপনভাবে, নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য থাকাকালেই মুসলিম লীগের সংহতি নষ্ট করিবার জন্য তিনি মুসলমানদের মধ্যে নূতন উপদল গঠন করিয়াছেন।

এই সম্পর্কে প্রাক্তন লীগ ক্যাবিনেটের শেষ কয় দিনের ইতিহাস উল্লেখ করা যাইতে পারে। ২৬শে নভেম্বর তিনি নাটকীয় ভঙ্গিতে গদগদভাবে কোয়ালিশন দলের সভায় ঘোষণা করেন যে, তিনি দেখিবেন যেন সকল বিরোধের অবসান হয়। সেই রাত্রেই বিরোধী দলকে তিনি বুঝাইয়া দেন যে, তাঁহার উপদলের শক্তি বৃদ্ধির জন্য তিনি সময় লইতেছেন মাত্র। ২৮শে নভেম্বর তিনি মিঃ জে. সি. গুপ্তের বাড়ীতে বিরোধী দলের নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বিশেষ বিবেচনার পর তাঁহারই উপস্থিতিতে বিভিন্ন বিরোধী দলের নেতারা তাঁহাকে নেতা করিয়া প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি গঠন করেন। এই সম্পর্কে একখানি কাগজ মুসাবিদা করা হয় এবং বিভিন্ন দলের নেতারা তাহাতে দস্তখত করেন। ২৯শে নভেম্বর তিনি একটি বিবৃতি প্রকাশ করে বলেন যে, প্রধান মন্ত্রী ও কোয়ালিশন দলের নেতা থাকাকালে বিরোধী দলের সঙ্গে মিলিয়া দল গঠনের চেষ্টা করা সত্যসত্যই নিয়ম বিরুদ্ধ, কোয়া-লিশন দলের সংহতি এবং লীগমন্ত্রী দলের স্থায়িত্বের জন্য চেষ্টা করাই তাঁহার কাজ। তিনি লক্ষ্য রাখিবেন, যেন কোয়ালিশন দলের প্রত্যেক সদস্য পার্টির সিদ্ধান্ত মানিয়া নেয়। ৩০শে নভেম্বর আলোচনায় যখন স্থির হয় যে, প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি ও প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি লীগ মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করিবে। তখন তাহাতেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। মুসলিম কোয়ালিশন পার্টিতে এইসব বিষয়ে আলোচনা করিতে বা ইহার মত গ্রহণ করিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। বরং কোয়ালিশন পার্টিতে যখনই এই সম্পর্কে কথা উঠিয়াছে, কোন-না-কোন অজুহাতে তিনি সভা সহগিত করিয়াছেন। একাধারে তিনি ছিলেন বহু কিছু—বাংলার প্রধান মন্ত্রী, মন্ত্রীদলের নেতা, বিরোধী দলের নেতা, মুসলিম লীগের সভাপতি, কৃষক প্রজা পার্টির সভাপতি, কোয়ালিশন দলের নেতা, মুসলিম প্রগ্রেসিভ

www.pathagar.com

দলের নেতা ··· তিনি একা একই সঙ্গে ছিলেন সব কিছু। সর্বোপরি প্রধান মন্ত্রী থাকাকালেই তিনি গ্রহণ করিলেন প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টির নেতৃত্ব। মুসলিম লীগ মুসলিম পার্লামেন্টারী পার্টি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে তিনি এই পার্টিতে যোগ দিতে এবং মুসলিম বিরোধী দলের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করিতে অস্বীকার করিলেন। তিনি চাহিলেন ব্যক্তিগত ব্যাপার আমদানী করিয়া জনসাধারণের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিতে এবং নীতিগত ব্যাপার হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে।

মুসলিম লীগ, কোয়ালিশন পার্টি, মন্ত্রীমণ্ডলী ও মুসলমান জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার জন্য অবশেষে হক সাহেবকে মুসলিম লীগ হইতে বিতাড়িত করা হইল। এইভাবে তিনি ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ, অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সদস্যপদ, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতিত্ব, এমনকি লীগের দুই আনার সদস্যপদ হইতেও বহিষ্কৃত হইলেন। লীগ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্কচ্যুতির জন্য মুসলিম লীগ আজ নিজেকে অভিনন্দিত করিতে পারে।

আজ আমাদের প্রতিষ্ঠান নূতন জন্ম লাভ করিয়াছে। আমরা মিলিত হইয়াছি একেবারে নূতন আবহাওয়ায়। মুসলিম লীগ আজ বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে সর্বশক্তি লইয়া। এতদিন মুসলিম লীগে যাঁহারা যোগ দিতেন, তাঁহাদের মধ্যে একদল লোক ছিলেন স্বার্থান্বেষী, লীগ মন্ত্রীদের নিকট হইতে ব্যক্তিগত স্বার্থ আদায় করিবার জন্যই তাঁহারা লীগে যোগ দিতেন। অন্যদল ছিলেন সত্যিকার লীগপন্থী—মুসলিম সংহতির নীতিতে তাঁহাদের ছিল অগাধ বিশ্বাস। কে কোন্ দলের—এর পরীক্ষার সময় আসিয়াছে। ফজলুল হক সাহেব প্রথম দলেরই সমর্থন আশা করিতেছেন। দ্বিতীয় দল—মুসলিম সমাজের অধিকাংশ লোক এই দলেরই অন্তর্ভুক্ত। এই বিপদের দিনেও তাঁহারা মুসলিম লীগকে ত্যাগ করেন নাই। অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়া সমগ্র মুসলিম জাতি লীগের পতাকার নীচে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গত জানুয়ারী মাসে লীগের এক প্রতিনিধিদল পূর্ব বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় লীগের বাণী প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। এই উপলক্ষে দেশে যে প্রাণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা ছিল আমাদের স্বপ্নের অগোচর। হক সাহেব মনে করিয়াছিলেন যে, লীগকে তিনি আঘাত করিবেন, কিন্তু তাঁহার আঘাত প্রতিপন্ন হইয়াছে দুর্বলের আঘাত বলিয়া। ইহাতে মুসলিম লীগের কোন অনিষ্টই হয় নাই। বরং বলা যায় যে, এই আঘাত ঘুমন্ত মুসলিম সমাজকে জাগাইয়া তুলিয়াছে।

www.pathagar.com

আমরা এতদিন নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে ভুল ধারণাই পোষণ করিতেছিলাম। বাংলার জনসাধারণ লীগ ভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল সত্য কিন্তু আমরা উহাতে সুদৃঢ় বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি নাই। এইজন্যই নেতা বিশেষের বিশ্বাসঘাতকতা বন্ধ করা লীগের পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

নবীন, প্রবীণ, কৃষক, শ্রমিক, শিক্ষক, সওদাগর, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ছাত্র, মওলবী এমন কি অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী পর্যন্ত দলে দলে আমাদের প্রতিনিধি দলের নিকট ছুটিয়া আসিয়াছে। মন্ত্রী থাকিতে লীগ নেতারা যেরূপ অভিনন্দন পাইয়াছিলেন, তাহার চেয়ে অনেক বেশী প্রীতি, শ্রদ্ধা ও আনুগত্য লাভ করিয়াছেন মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিবার পর। এইবার লীগ নেতারা গিয়াছিলেন ত্যাগের, কুরবানীর ও উৎসর্গের বাণী লইয়া। তাঁহাদের দ্বারা কাহারো ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধার হইবে, এমন কেহ আশা করে নাই। তাহা সত্ত্বেও দেশের দরবারে তাহাদের জন্য উন্মুক্ত হইয়াছিল জনগণের প্রাণের আসন।

নূতন মন্ত্রীদের নিকট হইতে শীঘ্রই জওয়াব আসিল। পূর্ণোদ্যমে চলিতে লাগিল দমননীতি। কেন্দ্রীয় পরিষদের স্বরাষ্ট্র সচিবের ঘোষণাকে উপেক্ষা করিয়া ভারত রক্ষা আইনকে লীগ কর্মীদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হইতে লাগিল। মুসলিম লীগের সভা আহ্বান, মন্ত্রীদলের বিরুদ্ধে বক্তৃতা, শান্তি-পূর্ণভাবে বিক্ষোভ প্রকাশ, কাল পতাকা প্রদর্শন, এমনকি 'আল্লাহ আকবর' ধ্বনি অপরাধ বলিয়া গণ্য হইল।

সভ্য জগতের প্রত্যেক নিয়মতান্ত্রিক মন্ত্রিসভাই বিরোধী দলের মৌলিক অধিকার স্বীকার করিয়া থাকেন। মন্ত্রীদলের কাজের আলোচনা, তাঁহাদের বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত করার চেষ্টা, এমন কি তাহাদের পতন ঘটাইবার জন্য আন্দোলন—এসব অধিকার কেহ অস্বীকার করিতে পারে না, যতক্ষণ দেশে গণতান্ত্রিক গঠনতন্ত্র চালু রহিয়াছে। এখন এইসব অধিকারের গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পাইয়াছে, যেহেতু যুদ্ধের কারণে সাধারণ নির্বাচন স্থগিত রহিয়াছে। আইন সভার সদস্যরা এই সময় সহজেই নির্বাচকমণ্ডলীর নির্দেশ উপেক্ষা করিবার সুযোগ পাইতেছে। আর বর্তমান মন্ত্রীসভা জনসাধারণকে সহজ-ভাবেই এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। এইজন্যই যে সকল অঞ্চলের প্রতিনিধিরা লীগের নির্দেশ অমান্য করিয়াছে, সে সকল অঞ্চলের জনসাধারণের লীগ-প্রীতি অসম্ভব রকম বাড়িয়া গিয়াছে। আবার ঐ সকল অঞ্চলেই দমন নীতি তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে। মওলবী ফজলুল হক সাহেবের প্রতিহিংসাপরায়ণতার সঙ্গে যাহাদের পরিচয় নাই, তাহাদের পক্ষে এই অত্যাচার ও অবিচারের কাহিনী বিশ্বাস করা সত্যই কঠিন ব্যাপার।

www.pathagar.com

নোয়াখালীতে আমাদের অভ্যর্থনার আয়োজন করার অপরাধে নোয়াখালীতে লীগ সেক্রেটারীকে তিন মাসের জন্য পল্লী গ্রামে অন্তরীণ করা হইয়াছে। মিথ্যা অজুহাত দেখানো হইয়াছে যে, তিনি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার করিয়াছেন। 'সমাজদ্রোহী সেনাপতি' শীর্ষক একখানি ইশতেহার তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাতে আপত্তিজনক কিছুই ছিল না। যে সকল কথা এই ইশতেহারে স্থান পাইয়াছিল, তাহা শত শত বক্তৃতামঞ্চ হইতে উচ্চারিত হইয়াছে—শত শত প্রবন্ধে বিবৃত হইয়াছে। তথাপি এই ইশতেহার প্রচারের অপরাধেই প্রকাশককে গুরুতর শাস্তি দেওয়া হইয়াছে। শুধু তাই নয়, যে ছাপাখানায় উহা ছাপানো হইয়াছে, তাহার থেকেও কৈফিয়ত তলব করা হইয়াছে যে, কেন তাহার বিরুদ্ধে ভারত রক্ষা আইন প্রয়োগ করা হইবে না? ফেনীতে লীগ নেতাদের সম্বর্ধনার অপরাধে চারজন লীগ কর্মীকে (ইহাদের একজন বি. এ. পরীক্ষার্থী) তিন মাসের জন্য স্বগ্রামে আটক করা হইয়াছে। এই হুকুম জারী করা হইয়াছে মন্ত্রীগণের ফেনী আগমনের পূর্বে। মন্ত্রীগণের সম্বর্ধনার সুবিধার জন্যই হয়ত এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল। অন্য একটি বালককে এক বৎসরের জন্য আটক করা হইয়াছে। এই শাস্তি এইরূপ জবরদস্তিমূলক যে, অনেকের নিকটই ইহা অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হইবে। আর এক জায়গায় মন্ত্রীদের আগমন উপলক্ষে 'আল্লাহু আকবর' বলার অপরাধে একজন লীগ কর্মীকে গ্রেফতার করা হইয়াছে এবং ভারত রক্ষা আইনের বলে পাঁচ দিন হাজতে রাখা হইয়াছে। তাঁহার যামীনের আবেদন পর্যন্ত অগ্রাহ্য হইয়াছে। হাজীগঞ্জে একজন ছাত্র ও একজন উৎসাহী লীগ কর্মীকে ১৫ দিনের জন্য আটক করা হয়। অন্য চারজন লোককে আটক রাখা হয় যেদিন তাঁহারা সেখানে শুভাগমন করেন, শুধু সেদিনের জন্য। ত্রিপুরার শুণবতী নামক স্থানে একজন খ্যাতনামা লীগ কর্মীকে (ইনি যুদ্ধের এসিস্ট্যান্ট রিক্রুটিং অফিসার) এই কারণে ৮ দিনের জন্য আটক করা হয় যে, জনৈক মন্ত্রী ঐ অঞ্চলে তশরিফ নিয়াছিলেন।

ব্যাপার চরমে উঠিয়াছে ফেনী কলেজে। এখানে ৭ জন বি. এ. ও আই. এ. পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হইয়াছে এবং তিনজনের বৃত্তি কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই বহিষ্কারের কাহিনী নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। মন্ত্রীরা যখন ফেনী কলেজ হোস্টেলের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, সে সময় কলেজ হোস্টেলের কতিপয় ছাত্র নাকি কাল পতাকা ও অন্যান্য কাল জিনিস জানালায় টাঙাইয়া দিয়া বিক্ষোভ প্রকাশ করে। এই সম্পর্কে যথারীতি তদন্ত



www.pathagar.com

করা হয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ স্থির নিশ্চিত হইতে পারেন নাই যে, এই ব্যাপারে সত্যিকারের দায়িত্ব ছিল কাহাদের। কলেজের মুসলিম ছাত্রদের মধ্য হইতে নামকরা তের-চৌদ্দ জন ছাত্রের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়। লেখাপড়া, খেলাধুলা ও বক্তৃতায় যাহারা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে, তাহাদের নামই ছিল তালিকায়। এই তালিকা হইতে আবার বাছাই করিয়া সাতজন ছাত্রকে কলেজ হইতে বহিষ্কার করা হয়। এই অন্যায় ছাত্ররা সহ্য করিতে পারে নাই। দ্বিতীয় ও চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্ররা একযোগে কলেজ পরিত্যাগ করিয়াছে। সে সময় পরীক্ষার জন্য প্রথম ও তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী বন্ধ ছিল। এই দুই শ্রেণীর ছাত্ররাও ধর্মঘট-এ যোগ দিয়াছে—কেহই আর কলেজে ফিরিয়া যায় নাই। এই সকল তরুণ ছাত্র, যাঁহারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে নীতির দিক হইতে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছে—তাহার উদ্দেশ্যে আমাদের হাতের পতাকা আজ অবনমিত হউক।

মন্ত্রীদেরকে যে সকল ছাত্র নিশান দেখাইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যাহাদের অভিভাবকরা সরকারী কর্মচারী, তাহাদের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হইয়াছে—কেন তাহাদের শাস্তি দেওয়া হইবে না। স্কুল ও মাদ্রাসার সাহায্য বন্ধ করা হইয়াছে এবং কয়েকটি স্কুলের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হইয়াছে যে, কেন তাহাদের সাহায্য একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে না।

'কার্যকরীভাবে মন্ত্রীদের প্রতি বিক্ষোভ প্রদর্শনের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য বহু জায়গায় লীগ কর্মীদের উপর নোটিশ জারি হইয়াছে। প্রকৃত-পক্ষে বিক্ষোভ জানানো নোটিশের কারণ নয়—নোটিশের কারণ লীগ নেতা-দেরকে অভিনন্দন জ্ঞাপন। সোনাইমুড়িতে ( নোয়াখালী ) এই শ্রেণীর একখানি নোটিশ জারি করা হয় ১৬ই জানুয়ারী, যদিও মন্ত্রীদের সোনাইমুড়ি গমনের প্রোগ্রাম ছিল না। এমন কি, সেই অঞ্চলে মন্ত্রীরা ২২শে জানুয়ারীর পূর্বে তশরিফ নিতে পারেন নাই। কাল পতাকাধারী বিক্ষোভকারীদের স্থানে স্থানে পুলিশ মারপিট করিয়াছে, এমন কি গ্রেফতার পর্যন্ত করিয়াছে। বিক্ষোভ প্রদর্শনকে মনে করা হইয়াছে গুরুতর অপরাধ বলিয়া। এই শ্রেণীর অন্যায় অত্যাচারের আরো বহু নজীর সহজেই দেওয়া যাইতে পারে। শুনিতে বিস্ময় লাগে যে, মুসলমান সরকারী কর্মচারীরাও দমন নীতি হইতে রেহাই পান নাই। লীগের প্রতি এতটুকু সহানুভূতির সন্দেহ হইলে সঙ্গে সঙ্গে তাহাদেরকে মুহূর্তের নোটিশে বদলি করা হইয়াছে।

এই সব অবিচারের কাহিনী সত্যই বেদনাদায়ক। এর ফল কিন্তু মন্ত্রীরা যাহা ভাবিতে পারেন নাই, তাহা হইয়াছে। দমননীতির ফলে লীগপন্থীরা

www.pathagar.com

দমিয়া যান নাই মোটেই। বরং তাহাদের ঘুমন্ত শক্তি জাগিয়া উঠিয়াছে। মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে এমন সংহতি আসিয়াছে যাহা ইতিপূর্বে কখনো দেখা যায় নাই। সর্বত্রই মন্ত্রীদের কাল পতাকা দ্বারা অভিনন্দিত করা হইয়াছে। এর জন্য চেষ্টা-চরিত্র করিতে হয় নাই কোথাও। দলে দলে লোক আসিয়া একত্র হইয়াছে বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিবাদ করিবার জন্য। মন্ত্রীদের সভায় ছাত্র, শিক্ষক, ইউনিয়ন বোর্ড ও ঋণ সালিসী বোর্ডের সদস্য-দের টানিয়া আনিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। মন্ত্রীদের সভায় বেশী লোক আসিলে কৃষি ঋণ মওকুফ করা হইবে, খাল কাটা হইবে, জমির খাজনা কমাইয়া দেওয়া হইবে, একোয়ার বন্ধ হইবে, এই সব নানা প্রলোভন দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। মুসলমান জাতি মন্ত্রীদের সভাকে দুরারোগ্য প্লেগ ব্যাধির মতই বর্জন করিয়াছে।

সভা-সমিতিতে মন্ত্রী মহোদয়রা লীগের বিরুদ্ধে অনর্গল বিষোদগার করিয়াছেন। ইহার ফল কিন্তু আমাদের পক্ষে ভালই হইয়াছে। যতই তাঁহারা ভদ্রতার সীমা লংঘন করিয়াছেন, ততই হইয়াছেন জনগণের নিকট হাস্যাস্পেদ, মন্ত্রী মণ্ডলীর সমর্থক একবরে নাই—এমন কথা বলিতেছি না। তাহাদের আশেপাশে কিছু লোক নিশ্চয় ঘোরাফেরা করিতেছে। এইটুকু মাত্র তাঁহাদের সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, তাঁহাদের বিদায় গ্রহণে লীগের শক্তি ও মর্যাদা কমে নাই মোটেই, বরং বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মুসলিম লীগ বিপ্লবী দলের প্রতিষ্ঠান নয়। তথাপি আমাদের প্রতি জবর-দস্তিমূলক আচরণ কেন করা হইবে, তাহা ভাবিবার বিষয়। আমরা না নিয়মানুগ সরকারের বিরোধী, না আমরা যুদ্ধ প্রচেষ্টার বিরোধিতা করিয়াছি। সর্বত্র সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথাই প্রচার করিয়াছি। হিন্দু মুসলমানের সমান অধিকার, সমান মর্যাদা এবং উভয়ের পরমত সহিষ্ণুতাই আমাদের কাম্য। হিন্দুদের সঙ্গে আমাদের কোনই বিরোধ নাই। আমাদের বিরোধ শুধু তাহাদের সঙ্গে যাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে এবং মুসলমান জাতিকে করিয়াছে দ্বিধাবিভক্ত। বর্তমান অবস্থায় যদি সাম্প্রদায়িক অশান্তি সত্যি দেখা দেয়, তাহার জন্য দায়ী হইবে বর্তমান মন্ত্রী মণ্ডলী ও তাহাদের মুসলিম বিরোধী নীতি।

হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি আমরা কামনা করি। এই ব্যাপারে হক সাহেবের থেকে অনেক বেশী আমাদের আন্তরিকতা। আমরা বিশ্বাস করি, একতা গড়িয়া উঠিবে সম অধিকারের ভিত্তিতে। উভয় জাতির মধ্যে সুনির্দিষ্ট-ভাবে সমঝোতা হইবে। উভয়ের স্বার্থ ও অধিকার হইবে সংরক্ষিত।

www.pathagar.com

পরস্পর পরস্পরকে সম্মান করিতে শিখিবে এবং উভয়েই উপলব্ধি করিবে যে, দেশের বৃহত্তম কল্যাণের জন্য দুই জাতির মিলনের প্রয়োজন। মুসলিম সমাজকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া বিচ্ছেদের ভিত্তিতে মিলন সম্ভব নয়। লীগ বিরোধী মুসলমান ও কতিপয় হিন্দু নেতা মিলিয়া মন্ত্রীসভা গড়িলেই মিলন আসিবে—ইহা ভুল ধারণা। অতীতে বিভিন্ন কংগ্রেসী মুসলমানদের লইয়া কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠন করিয়াছিল, তাহাতে মিলন হয় নাই। বরং সেই সময় কংগ্রেস প্রদেশে মুসলমানদের উপর অত্যাচার চরমে উঠিয়াছিল। এই শ্রেণীর জগাখিচুড়ি মন্ত্রীসভা গঠনের ফল বাংলায় হাতে হাতে পাওয়া যাইতেছে। ময়মনসিং হতে হাতী, ঘোড়াসহ মসজিদের সম্মুখ দিয়া বাজনা বাজাইবার অনুমতি, নিরীহ মুসলমানের উপর দমননীতি প্রয়োগ, সরকারী কর্মচারীদের প্রতি বদলির হুকুম, শাসননীতির লক্ষযোগ্য পরিবর্তন—এইসব বাংলাদেশে কাহারও দৃষ্টি এড়ায় নাই। সত্যিকারের মিলন তখনই হইবে, যখন উভয় জাতি তাহাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া মিলনের হস্ত প্রসারিত করিবে। ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগ। লীগের সঙ্গে যখন হিন্দু প্রতিষ্ঠানের সমঝোতা হইবে, তখনই হইবে হিন্দু-মুসলিম সমস্যার সমাধান। হিন্দু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতার জন্য লীগ সব সময়ই আগ্রহান্বিত। আমরা সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছি, যখন হিন্দু-মুসলমান মিলিতভাবে ভারতের দাবি উপস্থিত করিবে এবং ভারতবর্ষের জন্য আসিবে সত্যিকারের রাজনৈতিক স্বাধীনতা।

আজ নূতন বুনিয়াদের উপর মুসলিম লীগকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। লীগ আজ নিজের পায়ে দাঁড়াইবে। মন্ত্রীসভার সহানুভূতির উপর ইহার সাফল্য নির্ভর করিবে না।

লীগ আজ দশ কোটি ভারতীয় মুসলমানকে এক অখণ্ড জাতীয়তার সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছে। লীগকে উপেক্ষা করা আর কাহারো পক্ষেই সম্ভব নয়। ভারতের মুসলমানদের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগের সম্মতি ব্যতিরেকে ভারতের ভবিষ্যত গঠনতন্ত্র কার্যকরী করা আর সম্ভব নয়।

আমরা আশা করিতেছি যে, অদূর ভবিষ্যতে পূর্ণ শাসনক্ষমতা ভারতবাসীর হাতে আসিবে। এই সময় মুসলমানদেরকে তাহাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। এইজন্য নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিভেদ নানা দিক হইতেই সর্বনাশকর হইবে। জাতির এই সঙ্কট মুহূর্তে যাহারা জাতিকে দ্বিধা-বিভক্ত করিতে চেষ্টা করিবে—যাহারা করিবে বিশ্বাসঘাতকতা, তাহাদের অপরাধ হইবে অত্যন্ত গুরুতর। জাতি কখনো তাহাদের ক্ষমা করিবে না।

www.pathagar.com

মুসলিম জাতির জাতীয় দাবি পাকিস্তান। পাকিস্তানের ভিতর দিয়াই মুসলমান—শুধু মুসলমান কেন, হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতির আত্মবিকাশের সুযোগ আসিবে। এই পাকিস্তানের দাবির কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা নানা দিক হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। এই সময় আমরা সকল বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে পারি, যদি আমরা সংঘবদ্ধ হই—লীগ পতাকার নীচে সমবেত হইয়া কায়েদে আজম মুসলমানদের অধিকারের জন্য যে সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার শক্তি বৃদ্ধি করি। ভারতের মুসলমানদের ভবিষ্যত একসূত্রে গাঁথা। বিশেষ করিয়া এইজন্যই আমাদের নিখিল ভারত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। অন্য প্রদেশের ভাইদের সাহায্য ও ত্যাগ ব্যতীত লক্ষ্যে পৌঁছা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

এই ব্যাপারে ফজলুল হক সাহেব সম্বন্ধে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আবার আলোচনা করিতে হয়। নূতন করিয়া কৃষক-প্রজা পার্টি গঠন করিবার জন্য তিনি চেষ্টা করেন। সে চেষ্টা বিফল হওয়ায় এখন তিনি ভুয়া মুসলিম লীগ গড়িবার চেষ্টা করিতেছেন এবং প্রচার করিতেছেন যে, তিনি মুসলিম লীগের সদস্য। নোয়াখালীর রায়পুরা ও বেগমগঞ্জে তিনি লীগপন্থী বলিয়া দাবি করিয়াছেন। তবে তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতে চান না। তিনি চান বাংলা লীগ—বাঙ্গালীর লীগ। অবশ্য এই বাংলা লীগের হর্তাকর্তা হইবেন হক সাহেব নিজে। একেই বলে অহমিকা। বাংলার মুসলমান তাঁহাকে বর্জন করিয়াছে; স্ববিরোধী মতামত এবং তথাকথিত সমাজ সেবার গল্প রচনা দ্বারা তাহাদের ভুলানো আর সম্ভব নয়। মুসলমানদের বড় যত্নের, বড় গর্বের, বড় গৌরবের প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগকে তিনি ধ্বংস করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। এই অপরাধের ক্ষমা নাই। মুসলমান সমাজ তাঁহাকে ক্ষমা করিবে না। ভারতের ভবিষ্যত গঠনতন্ত্র যখন রচিত হইবে, তখন ভারতের মুসলমানদের পক্ষ হইতে কথা বলিবার অধিকার আর যাহারই থাকুক—হক সাহেবের থাকিবে না।

ফজলুল হক সাহেব এই পর্যন্ত যাহা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি যদি সন্তুষ্ট না থাকেন—মুসলিম জাতির সংহতির মূলে আরো কঠোরতম কুঠারাঘাত যদি তিনি করিতে থাকেন, জাতির সঙ্গে তাঁহার সংযোগ চিরকালের জন্যই বিচ্ছিন্ন হইবে এবং মুসলমানদের শত্রুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াই তাহাকে জীবন কাটাইতে হইবে।

মুসলিম লীগ বাংলার মুসলমানদের জন্য আজ নূতন বাণী বহন করিয়া আনিয়াছে। লীগের আদর্শ 'পাকিস্তান' দ্বারা অন্য প্রদেশের লোক হইতে

www.pathagar.com

বাংলার মুসলমানগণই অধিকতর উপকৃত হইবে। এইজন্য বাংলার মুসলিম লীগকেই সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া তুলিতে হইবে। আজ ত্যাগের আহ্বান আসিয়াছে—বাংলার মুসলমানদেরকে উত্তর দিতে হইবে যে, এই আহ্বানে সাড়া দিতে তাহারা কতখানি প্রস্তুত।

স্থানীয় জনসাধারণের জন্য গঠনমূলক কাজ করার দায়িত্বও লীগকে গ্রহণ করিতে হইবে। এই সম্পর্কে একটি সুচিন্তিত প্রোগ্রাম প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইহা লীগের আইন পুস্তিকার পরিশিষ্টে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে। বিভিন্ন ইউনিয়ন লীগ পল্লী উন্নয়নের কাজ পরম উৎসাহে আরম্ভ করিয়াছে। ব্যাপকভাবে এই কাজ চালাইতে হইবে। সর্বহারা জনগণের সেবার দায়িত্ব নিতে হইবে। ইউনিয়ন লীগকে বয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। গ্রীষ্মের সময়ের সঙ্কট এড়াইবার জন্য ধর্মগোলা স্থাপন করিতে হইবে। চাষীদের জন্য বীজ ধান সঞ্চিত থাকিবে এইসব গোলায়। ইউনিয়ন লীগ স্কুল-মাদ্রাসার পরিচালনা এবং শিক্ষা বিস্তারের জন্যও সাহায্য করিবে। যেসব গরীব ছাত্র, এতিম ও বিধবা ভিক্ষা করিতে লজ্জাবোধ করে, তাহাদেরকেও সাহায্য করা যাইতে পারে। ইউনিয়ন লীগ যথাযথভাবে সংগঠিত হইলে এইরূপ আরো বহু ছোটখাট কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবে। ব্যাপকভাবে সত্যিকারের গঠনমূলক কাজ আরম্ভ হইলে মুসলিম লীগের বুনিয়াদ মজবুত হইবে।

মুসলিম ভারতের আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে বাংলার মসলমান আজ সত্যসত্যই সজাগ হইয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য প্রদেশের মুসলমান ভাইদের পাশে দাঁড়াইয়া তাহারা নিজেদের অধিকারের জন্য প্রয়োজন হইলে সংগ্রাম করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। আমাদের 'কায়েদে আজম' ঘোষণা করিয়াছেন যে, মুসলমানদের ন্যায্য দাবি না মিটাইলে মুসলিম লীগের সঙ্গে সমঝোতা ছাড়া ভারতের শাসনতন্ত্র রচনা করিলে ভারতের কয়েদখানাগুলি মুসলমানদের দ্বারা পূর্ণ করিতে হইবে। এই সুস্পষ্ট ঘোষণার জন্য কায়েদে আজমকে আমরা অভিনন্দন জানাই। এই ঘোষণা মুসলিম জাতির প্রাণে নব উদ্দীপনা সৃষ্টি করিয়াছে। লীগ কর্মীরা আজ প্রস্তুত হইয়াছে গঠনমূলক কাজের জন্য। তাহারা গ্রহণ করিয়াছে ত্যাগের উচ্চতম আদর্শ। এইজন্যই বাংলার লীগ মন্ত্রীরা যখন আদর্শের মর্যাদা রক্ষার জন্য মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিলেন, বাংলার মুসলমানগণ তখন তাঁহাদেরকে তাহাদের প্রাণের আসনে অভিষিক্ত করিলেন। দিকে দিকে আজ নূতন জীবনের লক্ষণ সূচিত হইতেছে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে অনভব করিতেছি যে, আজ জাতি চায় যোগ্যতার নেতৃত্ব এবং জাতির

www.pathagar.com

সত্যিকারের কল্যাণ সাধনের জন্য প্রতিষ্ঠানকে আরও সক্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে। এখন আর এরূপ সন্দেহ করিবার কারণ নাই যে, প্রতিষ্ঠান সমষ্টির মঙ্গলের জন্য নিযুক্ত হইবে না, নিযুক্ত হইবে ব্যক্তি বিশেষের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য। প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মন্ত্রীদের তাবেদারী করার অভিযোগ তোলার আর কারণ ঘটিবে না। নতন নেতৃত্বের দাবি নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক নয়। আমি এই বিষয়ে স্থির নিশ্চিত যে, এই দাবি নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে। ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার কলুষ হইতে মুসলিম লীগ আজ মুক্তি লাভ করিয়াছে—ইহা নিশ্চয়ই সকলের নিকট পরম আনন্দের সংবাদ। বর্তমান বৎসরের মধ্যেই আমরা যে ইমারত গড়িয়া তুলিব, তাহার বুনিয়াদ হইবে সুদৃঢ় এবং ততদিন ইহা মাথা উঁচু করিয়া থাকিবে, যতদিন ভারতীয় মুসলিম জাতির জন্য ইহার প্রয়োজন অনুভূত হইবে। আমিন।[১]

## বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী

সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সম্মেলনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়ঃ

১. বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের এই সম্মেলন বিশিষ্ট লীগ নেতা মওলানা নজীর আহমদ চৌধুরী, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের ডেপুটি স্পীকার ও মুসলিম লীগের অকৃত্রিম সমর্থক মিঃ আশরাফ আলী খান ব্যারিস্টার, এম. এল. এ.-এর মৃত্যুতে মুসলিম বাংলার যে অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে, সেজন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছে।

২. বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সম্মেলন পাকিস্তানের আদর্শকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করিতেছে এবং ঐ আদর্শকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করিতেছে এবং ঐ আদর্শকে কার্যকরী করার জন্য বাংলার মুসলমানগণ সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতেছে।

৩. (ক) নিখিল ভারত মুসলিম লীগের নীতি ও নির্দেশের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া মিঃ এ. কে. ফজলুল হক যে মন্ত্রীসভা গঠন করিয়াছেন, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ তাহার প্রতি সম্পূর্ণ অনাস্থা জ্ঞাপন করিতেছে।

(খ) যেহেতু মুসলমান ভোটারদের ভোটে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে যাহারা প্রগ্রেসিভ পার্টি ও প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টিতে যোগদান করিয়াছেন,

১. আজাদ, ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২।

www.pathagar.com

তাহারা মুসলমান ভোটার ও জনসাধারণের আস্থা হারাইয়াছেন, এই সম্মেলন ব্যবস্থা পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভা হইতে তাহাদের পদত্যাগের দাবী জানাইতেছে এবং তাহাদের নিজস্ব টিকেটে উপনির্বাচনে দাঁড়াইবার জন্য চ্যালেঞ্জ প্রদান করিতেছে।

৪. (ক) প্রাদেশিক মুসলিম লীগের এই সম্মেলন মুসলিম লীগ ও জনসাধারণের নাগরিক অধিকার বিশেষ করিয়া মুসলিম ছাত্র আন্দোলন দমনের জন্য বাংলা সরকার যেরূপ বেপরোয়াভাবে ভারত রক্ষা বিধানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহার তীব্র নিন্দা করিতেছে এবং সরকার কর্তৃক ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে ভারত রক্ষা আইন প্রয়োগ করা হইতেছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিতেছে।

(খ) নোয়াখালীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট লীগ নেতা, ফেনী কলেজের ছাত্রবৃন্দ ও অন্যান্য লীগ কর্মীদের বিরুদ্ধে যেভাবে ভারত রক্ষা আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে সেই সম্পর্কে তদন্ত করিয়া উক্ত আইনের অপপ্রয়োগ নির্বাচনের জন্য এই সম্মেলন মহামান্য গভর্নর বাহাদুরকে একটি কমিটি গঠন করিতে অনুরোধ জানাইতেছে।

৫. যুদ্ধ ভারতবর্ষের নিকটবর্তী হওয়ার ফলে যে আশংকাজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে বিমান আক্রমণ কালে অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য এই সম্মেলন সকল লীগ প্রতিষ্ঠানকে রক্ষী দল গঠন করিতে ও আহত ব্যক্তিগণকে সাহায্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে আদেশ প্রদান করিতেছে।

৬. বাংলা সরকারের নির্যাতনকে অগ্রাহ্য না করিয়া বিভিন্ন স্থানে মুসলমান ছাত্রগণ যে সৎ সাহস ও সমাজ সেবার পরিচয় দিয়াছেন, এই সম্মেলন সেইজন্য তাহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছে।

৭. ময়মনসিংহ শহরে মসজিদের সম্মুখ দিয়া বাদ্যসহ শোভাযাত্রা গমনের অনুমতি প্রদান করিয়া বর্তমান মন্ত্রীসভা মুসলমানদের ধর্ম পালনে বাধা প্রদান করিয়াছেন বলিয়া সম্মেলন উহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছে এবং ইহার পর আর এইরূপ অনুমতি প্রদান করা হইবে না বলিয়া সরকারকে নূতন ঘোষণা প্রচার করিতে অনুরোধ জানাইতেছে।

৮. কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি সংশোধন বিল, মাধ্যমিক শিক্ষা বিল, বঙ্গীয় কৃষিঋণ সংশোধন বিল ও ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্টকে কার্যকরী না করার জন্য এই সম্মেলন বর্তমান মন্ত্রীসভার নিন্দা করিতেছে এবং মুসলিম

www.pathagar.com

লীগ পরিষদ দলকে অবিলম্বে চান্দিনা প্রজা বিল পাস করাইবার জন্য চেষ্টা করিতে ও প্রজাদের উচ্ছেদ স্থগিত রাখার ব্যবস্থা করিতে নির্দেশ দিতেছে।

৯. এই সম্মেলন ১৯৪২-৪৩ সনের নোয়াখালী জেলার কৃষি ঋণের কিস্তির টাকা মাফ করিতে দাবি জানাইতেছে।

১০. বিগত আদমশুমারীর সময় হিন্দু মহাসভা ও হিন্দু সংবাদপত্রগুলি যেরূপ মুসলিম স্বার্থ বিরোধী জঘন্য প্রচার কার্য চালাইয়াছিল, তাহাতে বাংলার মুসলমানদের স্বার্থ বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া এই সভা গত আদমশুমারীর রিপোর্ট-এর প্রতি অশ্রদ্ধা জানাইতেছে এবং মুসলমানদের সংখ্যা কম করিয়া দেখানো হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিতেছে।

১১. মিঃ আশরাফ আলী খান চৌধুরীর পরলোকগমনের ফলে নাটোর গ্রাম্য মুসলমান নির্বাচনী এলাকায় যে উপনির্বাচন হইবে, তাহাতে লীগ কর্মীকে জোর সমর্থন করার জন্য সম্মেলন এই অঞ্চলের ভোটারগণকে অনুরোধ জানাইতেছে।

১২. মুসলিম লীগ মুসলমানদের অপর কোন প্রতিষ্ঠান স্বীকার করে না বলিয়া যদি কোন লীগ সদস্য অপর কোন রাজনৈতিক দলের সদস্যপদ গ্রহণ করেন, তবে শৃঙ্খলা বজায় রাখার খাতিরে তাহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য এই সম্মেলন সকল জেলা লীগকে ক্ষমতা প্রদান করিতেছে।

১৩. ঢাকার মুসলমান ছাত্রবৃন্দ ফজলুল হক মুসলিম হলের নাম হইতে অবিলম্বে ফজলুল হকের নাম বাদ দিবার জন্য যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, এই সম্মেলন তাহার গুরুত্ব সম্যকভাবে উপলব্ধি করিতেছে।"[১]

## বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সিরাজগঞ্জ অধিবেশনে প্রদত্ত কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র অভিভাষণ

১৫ই ফেব্রুয়ারী সিরাজগঞ্জে মুসলিম লীগ সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ নিম্ন অভিভাষণ প্রদান করেন ঃ

'মহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত করিয়া আপনারা আমাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

১. আজাদ, ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২।

www.pathagar.com

সম্প্রতি কয়েক মাসের মধ্যে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহা দেখিয়া আমি বিনা দ্বিধায় আপনাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছি। আপনারা বাংলাদেশে রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাবাতের আবর্তে পতিত হইয়াছেন এবং এই বিষয়ে আমি আমার মতামত আপনাদের সমীপে ব্যক্ত করিতে আসিয়াছি।

## মুসলমানদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা

মহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা অবগত আছেন যে, মুসলিম লীগের অনেক শত্রু আছে। আমরা জীবন-মরণ সংগ্রামের মধ্য দিয়া চলিয়াছি। আমরা পুনঃ পুনঃ পরিষ্কারভাবে বলিয়াছি যে, আমরা নিজেরা সংঘবদ্ধ হইতেছি এবং এই বিশাল ভারতবর্ষের হিন্দু অথবা অন্য কোন ছোটবড় সমাজের সহিত আমাদের কোন কলহ নাই। ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা করাই যে মুসলিম লীগের মূলনীতি ও উদ্দেশ্য, এই কথা আমরা বারবার মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছি। আমরা বরাবরই আত্মরক্ষা করিয়া আসিতেছি। এখন আমাদের কিসের প্রয়োজন, তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। এই দেশে আমরা স্বাধীন ও মুক্ত জাতির ন্যায় বাস করিতে চাই। অন্য কাহারও শাসনাধীনে থাকিতে চাই না। আমাদিগকে যে সংখ্যালঘু জাতিরূপে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর শাসনাধীনে থাকিতে হইবে, এই কথাই হিন্দু নেতৃবর্গ দাম্ভিকতা, ঘৃণা সহকারে ও গায়ের জোরে চিরকাল বলিয়া আসিতেছেন। সেই নীতি, কর্মপদ্ধতি এবং আক্রমণাত্মক দাম্ভিকতার বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভারতীয় মুসলমান একটি জাতি। হিন্দু সমাজের সমপর্যায় ভিন্ন অন্য কোন অবস্থা তাহারা মানিয়া নিবে না।

## মুসলমানদের দুশমন

আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের অনেক দুশমন রহিয়াছে। বৃটিশ গভর্নমেন্টও মুসলমানদের বন্ধু নহে। হিন্দুদের ন্যায় তাহাদের নীতি ও কর্মপদ্ধতি রহিয়াছে, আমাদেরও আছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রকৃত ন্যায় বিচারও নাই। সমদর্শিতাও নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে প্রত্যেক কার্য ও প্রত্যেক সিদ্ধান্তের পশ্চাতে স্বার্থ বুদ্ধি প্রেরণা থাকে। বৃটিশ গভর্নমেন্ট অথবা অন্য কাহারও নিকট আমরা সুবিচার এবং নিরপেক্ষতা আশা করিতে পারি না। আমাদিগকে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে হইবে এবং এই জগতে যদি সাফল্য অর্জন করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে স্বীয় শক্তির উপর নির্ভর করিতে

www.pathagar.com

হইবে। আমাদিগকে আত্মনির্ভরশীল হইয়া ত্যাগ স্বীকার দ্বারা সমানাধিকার অর্জন করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা এদেশে 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইব।

## বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি

ভদ্রমহোদয়গণ, এখন একবার বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনা করা হউক। আপনারা বাংলার রাজনৈতিক আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। প্রথমত দেখুন, বাংলাদেশে যে অভিশপ্ত শাসনতন্ত্র চলিতেছে তাহা আমাদের স্বরচিত নহে। বাংলার সাড়ে তিন কোটি মুসলমানের পক্ষে গোটা শাসনতন্ত্রটাই একটা জাজ্বল্যমান অবিচার। অবশ্য কাহারও প্রতি দোষারোপ করিয়া কোন ফলোদয় হইবে না। তথাপি আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, অনেকাংশে আমাদের নিজেদের দোষত্রুটির জন্যই মুসলিম রাজ্য বাংলাদেশের সাড়ে তিন কোটি মুসলমান এক গভীর গহ্বরে পতিত হওয়ায় তাহাদের কণ্ঠস্বর একেবারে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। আমাদেরই লজ্জার বিষয় যে, এইরূপ ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে বর্তমান শাসনতন্ত্র একতরফাভাবে প্রণীত হইয়াছিল।

ভদ্রমহোদয়গণ, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আড়াই শত সদস্যের মধ্যে মুসলমানদের মাত্র ১২২ বা ১২৩ জন প্রতিনিধি রহিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে আবার বিশেষ নির্বাচন কেন্দ্রেরও প্রতিনিধি আছেন। এই সদস্য সংখ্যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রথম শক্তি পরীক্ষাতেই আমরা সংখ্যালঘু। এই সংখ্যালঘিষ্ঠ দল কিরূপে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারিবে? এইজন্য কোন স্থায়ী লীগ মন্ত্রীসভা গঠন সম্ভবপর নহে। যাঁহারা পাটিগণিতের হিসাব করেন, তাঁহারা যদি বলেন যে, মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে আমরা লীগ মন্ত্রীসভা গঠন করিতে পারি না, তবে তাঁহাদের ভুল। ১৯৩৬-৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় এই সুজলা-সুফলা বাংলাদেশে আসিয়া ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও অন্যান্য স্থান পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছিলাম যে, মুসলিম বাংলা প্রকৃতই জীবনস্পন্দনহীন। আমি এরূপ অনেক লোক দেখিয়াছিলাম, যাহারা জনসেবার নামে স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টায় যত্নবান এবং আইন সভায় প্রবেশের উদ্দেশ্যে লোককে প্রতারণা করিতে সচেষ্ট। তখন বাংলার এই অবস্থায় মুসলিম লীগ মাত্র একটি সৌখিন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল। কিন্তু নির্বাচনের কিছু পূর্বে মুসলিম লীগ প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে সজাগ হইয়া উঠে এবং মুসলমানদেরকে সংঘবদ্ধ এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

www.pathagar.com

করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। এই উদ্দেশ্যে বাংলায় প্রাদেশিক পার্লামেন্টারী বোর্ড স্থাপিত হয় এবং মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে নির্বাচনে প্রার্থী দাঁড় করানো হয়।

ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা স্মরণ রাখিবেন যে, বাংলাদেশ একটি মহাদেশ তুল্য। যদিও আমাদের প্রতিষ্ঠান তরুণ ও দরিদ্র ছিল, তথাপি আমরা ৬৬টি আসন দখল করিয়াছিলাম এবং আমাদের দলই পরিষদের একক বৃহত্তম দলে পরিণত হইয়াছিল। কৃষক-প্রজা পার্টিও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিল। মিঃ ফজলুল হক তখন প্রজাদের রক্ষক সাজিয়াছিলেন। তাঁহার দল মাত্র কয়েকটি আসন লাভ করে। নির্বাচনের পর তিনি প্রজাগণকে ভুলিয়া মুসলিম লীগে যোগদান করিয়া সর্বৃহৎ দলের নেতৃপদ গ্রহণ করিলেন। মিঃ ফজলুল হক কেবল প্রজাদিগকে ত্যাগ করেন নাই বরং মুসলিম লীগের সদস্য হইয়া সারা বাংলাদেশে লীগের নীতি ও আদর্শ প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছোট প্রজাদলটিও আপন পকেটে রাখিলেন।

## লীগ মন্ত্রীসভা

বন্ধুগণ, যে মন্ত্রীসভা বর্তমানে পদত্যাগ করিয়াছে, উহা কখনই মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা ছিল না। উহাতে কেবল মুসলিম লীগের প্রাধান্য ছিল। এই লীগ প্রভাবান্বিত মন্ত্রীসভা বর্তমান থাকাকালে একটি নূতন সমস্যা দেখা দিয়াছিল। আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, সেই সময় বড়লাটের শাসন পরিষদ সম্প্রসারণের পরিকল্পনা উত্থাপিত হয়। ইহা ৮ই আগস্ট প্রস্তাব বলিয়া খ্যাত। লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় এই প্রস্তাবের আলোচনা হয়। মিঃ ফজলুল হক ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আগস্ট প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়। কাউন্সিলের সভাতেও উহা আলোচিত হওয়ার পর ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়। মিঃ ফজলুল হক লীগ কাউন্সিলেরও সদস্য ছিলেন। কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত পরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ অধিবেশনে সমর্থিত হয়। লীগ প্রেসিডেন্টকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই বড়লাট বাহাদুর শাসন পরিষদের সম্প্রসারণ ও দেশ রক্ষা কাউন্সিল গঠন করার সিদ্ধান্ত করেন। বড় লাটের এই প্রস্তাবই মুসলিম লীগ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। প্রস্তাবে শর্তানুযায়ী মুসলিম লীগকে শাসন পরিষদে দুইজন প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। অথচ বড়লাট স্বয়ং দুইজনকে মনোনীত করেন। ইহা যে কাটা ঘায়ে নূনের ছিটা, তাহা আপনারা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, কোন

www.pathagar.com

আত্মমর্যাদা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান বা কোন ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ প্রস্তাব গ্রহণে সম্মত হওয়া কি সম্ভব ? ( না না ধ্বনি )

## মিঃ হকের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন

মিঃ ফজলুল হক প্রেসিডেন্টকে না জানাইয়া এবং ওয়ার্কিং কমিটির পরামর্শ না লইয়াই গোপনে দেশরক্ষা কাউন্সিলের মনোনয়ন গ্রহণ করেন ( ছি ছি )। কিন্তু যখন সংবাদ প্রকাশিত হইল, তখন দেখা গেল যে, আরও কয়েকজন এইরূপ মনোনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু স্যার সিকান্দর হায়াৎ খান ও স্যার মোহাম্মদ সানুল্লা ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত নতশিরে মানিয়া লইয়া দেশরক্ষা কাউন্সিলের সদস্যপদ ত্যাগ করিয়া আপন আপন সম্মান বজায় রাখিয়াছেন।

তৃতীয় লীগ প্রধানমন্ত্রী দেশরক্ষা কাউন্সিলের সদস্য থাকিবেন কি পদ-ত্যাগ করিবেন, বিবেচনা করার জন্য সময় প্রার্থনা করেন। ইনি বাংলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক। আমি জানি না, কেমন করিয়া বাংলাদেশে এই প্রকার প্রধান মন্ত্রীর আবির্ভাব হইল, সারা দুনিয়ায় তাঁহার দোসর খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। মিঃ হকের প্রিয় কৌশল আমরা অবগত আছি। তিনি যে কখন এই খেলা খেলিবেন তাহাও আমরা জানি। যখনই মিঃ হক কোন মুশকিলে পড়েন, তখনই হয় সময় প্রার্থনা করেন, আর না হয় অসুস্থ হইয়া পড়েন। ওয়ার্কিং কমিটি তাঁহাকে সময় দিতে অস্বীকার করে নাই। কারণ ওয়ার্কিং কমিটি একটি বিজ্ঞ দায়িত্বশীল ও সুবিবেচক প্রতিষ্ঠান। সিদ্ধান্ত করিবার জন্য তাঁহাকে দশদিন সময় দিয়া জানানো হইয়াছিল যে, যদি তিনি এই সময়ের মধ্যে পদত্যাগ না করেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। নানারূপ চালাকীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তিনি পরিশেষে দেশরক্ষা কাউন্সিল হইতে পদত্যাগ করেন। কিন্তু তাহাতে তাহার কি লাভ হইয়াছে ? তিনি ৮ই সেপ্টেম্বর লীগ সেক্রেটারীর নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা আপনারা সকলেই পাঠ করিয়াছেন। ঐ পত্রে তিনি লীগ প্রেসিডেন্ট ওয়ার্কিং কমিটি, লীগ কাউন্সিল ও নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রতি বহু অশোভন, মিথ্যা ও অযথা দোষারোপ করেন। আপনারা মনে রাখিবেন, লীগ কাউন্সিল এখন পর্যন্ত মিঃ হকের কার্যের কোনরূপ প্রতিকারের ব্যবস্থা করে নাই। কোন আত্মসম্মান জ্ঞানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট, ওয়ার্কিং কমিটি ও কাউন্সিলের প্রতি এইরূপ অসম্মান ও ন্যক্কারজনক দোষারোপ সহ্য করা স্বভাবত সম্ভবপর নহে। তিনি প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত মুসলমানকে ক্রমাগতভাবে এইরূপ বিরক্ত করিতে থাকেন, অবশেষে

www.pathagar.com

বস্তুত লীগের সিদ্ধান্ত তাহাকে মানিতে হইবে। তিনি লীগের প্রতি পুনরায় আনুগত্য স্বীকার করিয়া বলেন যে, প্রেসিডেন্ট বা ওয়ার্কিং কমিটির প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের ইচ্ছা তাঁহার ছিল না এবং এইখানেই তিনি এই ব্যাপারের যবনিকাপাত করিতে অনুরোধ করেন। ওয়ার্কিং কমিটি স্বীয় মর্যাদা অনুযায়ী উদারতা প্রদর্শন করিয়া তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করে। নথিপত্র সরাইবার অব্যবহিত পরেই বাংলাদেশে চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটিল এবং দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট দেখা গেল যে, ইহার জন্য মিঃ হক অনেকদিন পূর্ব হইতেই আয়োজন করিতেছিলেন এবং তিনি স্বীয় নেতৃত্বাধীনে পরিষদের কয়েকজন মুসলমান সদস্য লইয়া একটি প্রগতিশীল দল গঠনের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছিলেন।

মহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা স্মরণ রাখিবেন, মিঃ ফজলুল হক এই সময়ে লীগের সদস্য, প্রাদেশিক লীগের প্রেসিডেন্ট, পরিষদ লীগ দলের নেতা এবং লীগ কাউন্সিল ও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন।

তৎপর তিনি 'নবযুগ' নামে একখানা বাংলা দৈনিক পত্র প্রকাশ করেন এবং উহার উপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা হইয়াছে যে, মওলবী এ কে. ফজলুল হক কর্তৃক পরিচালিত। এই কাগজের একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে মুসলিম লীগ ও উহার কার্যাবলীর কুৎসা রটনা।

গত মন্ত্রীসভার পদত্যাগের পর মিঃ ফজলুল হক স্বাক্ষর সংগ্রহের জন্য বহির্গত হন। উল্লেখ করা দরকার যে, সদস্যদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করিয়া মহামান্য গভর্নরের নিকট তাঁহাকে মন্ত্রীসভা গঠনের ভার দেওয়ার জন্য আবেদন করেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও আদর্শগত পরস্পর বিরোধী সম্প্রদায়গুলিকে লইয়া প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি গঠিত হইয়াছে। মিঃ ফজলুল হক রাতারাতি এই জগাখিচুড়ি দল গঠন করেন। এই দাবির পিছনে একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম সংহতি বিনষ্ট করা।

উপরোক্ত কারণ হইতে কি আপনারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন না যে, তাহার উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা? ইহা যদি সত্য হয়, তবে একথা কি বলা যায় না যে, ইহা কেবল লাটের সহিত বিশ্বাসভঙ্গের কথা নহে? বাংলা ও ভারতের মুসলমানদের সহিত এবং কোয়ালিশন পার্টির সহিতও প্রতারণা নহে, তিনি মুসলমানদের ধর্মের বিরুদ্ধে কাজ করিয়াছেন।

এই সঙ্কট সময়ে বাংলা গভর্নরের অনুসৃত কার্যাবলীর পর্যালোচনা করা হউক। ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য যে, আপনাদের নিকট যে সকল তথ্য উদ্‌ঘাটন করিলাম, গভর্নর বাহাদুর তাহার কিছুই জানিতেন না অথবা ইহাই বা কি

www.pathagar.com

করিয়া মানিয়া লওয়া যায় যে, প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে আমরা যতদূর জানিতাম, গভর্নর তাহার বেশী কিছু জানিতেন না? বিশেষ করিয়া গভর্নরের মত আমাদের গোয়েন্দা বিভাগ বলিয়া কিছু নাই। বৃটিশ পার্লামেন্টের অনুসৃত সাধারণ নীতি অনুযায়ী গরিষ্ঠতম দলের নেতাকে আহ্বান না করিয়া গভর্নর এমন একজন লোককে মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য আহ্বান করিলেন, যে লোক পূর্ব হইতেই সদস্যদের সমর্থন লাভের আশায় টুপী হাতে স্বপক্ষে ক্যানভাস করিয়া বেড়াইতেছিলেন, যে লোক নিজকে নেতা বলিয়া দাবি করিতেছিলেন, তাঁহার পক্ষে এইরূপ আচরণ নিতান্তই অসঙ্গত এবং মর্যাদা হানিকর বলিয়া আমার মনে হয়। শুধু তাহাই নহে, মন্ত্রীসভা গঠনের অধিকার লাভের আশায় এই ব্যক্তি গভর্নরের নিকট আবেদন পর্যন্ত পেশ করিয়াছিলেন। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, পৃথিবীর কোনও পার্লামেন্টারী শাসন নীতিতে এই ধরনের অন্যায় কাজের প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। চাহিয়া স্বাক্ষর সংগ্রহ করা যায় না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এইরূপ দেখা যায়। এইজন্য প্রতিশ্রুতি গ্রহণের প্রয়োজন। সুতরাং স্বাক্ষর সংগ্রহের যে দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলাম, যদি তাহার প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তবে কি আপনাদের আইনসভায় দুর্নীতিকেই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না? কোয়ালিশন পার্টি ভাঙ্গিয়া দেওয়ার পর গভর্নমেন্টের পক্ষে উচিত ছিল গরিষ্ঠতম দলের নেতাকে আহ্বান করা এবং গরিষ্ঠতম দল বলিতে মুসলিম লীগ দলকেই যে বোঝায়, এই বিষয়ে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কাজেই গরিষ্ঠতম দল হিসাবে লীগ পার্টির নেতা স্যার নাজিমুদ্দীনকেই সর্বপ্রথম আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল যে, তিনি মন্ত্রীসভা গঠনে সমর্থ হইবেন কি না। স্যার নাজিমুদ্দীন একজন দায়িত্বসম্পন্ন নেতা এবং এইদিক হইতে তাঁহার যথেষ্ট সুনাম রহিয়াছে। বর্তমান শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার বহু পূর্ব হইতেই স্যার নাজিমুদ্দীনকে বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে থাকিয়া কাজ চালাইতে হইয়াছিল। বর্তমান শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের পর হইতে আরম্ভ করিয়া মন্ত্রীসভার পদত্যাগ কাল পর্যন্ত তিনি স্বরাষ্ট্র বিভাগের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের চার্জে ছিলেন। আমি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, স্যার নাজিমুদ্দীন সসম্মানে অত্যন্ত নিপুণতার সহিত বিভাগীয় কাজগুলি সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার দায়িত্ব জ্ঞান অপরিসীম। সুতরাং এমন একজন লোক মন্ত্রীসভা গঠনে প্রস্তুত আছেন কিনা, তাহা সিদ্ধান্ত করার সুযোগ দেওয়া কি গভর্নরের পক্ষে একান্ত উচিত ছিল না? যদি স্যার নাজিমুদ্দীন ভুল করিতেন এবং গভর্নরকে 'হাঁ বলিয়া' পরে মন্ত্রীসভা গঠন করিতে অসমর্থ হইতেন অথবা অনাস্থা প্রস্তাব দ্বারা পরাজিত

www.pathagar.com

হইতেন, তবে সেই ক্ষেত্রে লীগেরই সমাধি ঘটিত, গভর্নরের কিছু হইত না। কিন্তু গভর্নর স্যার নাজিমুদ্দীনকে এই সমস্যার সম্মুখীন হওয়ারও সুযোগ দেন নাই। অপরপক্ষে, একজন প্রার্থী ১৯৯ জন সদস্যের স্বাক্ষর সংগ্রহ করিয়া আবেদনপত্রসহ হাযির হইলেন, আর গভর্নর তাঁহারই উপর মন্ত্রীসভা গঠনের ভার অর্পণ করিলেন। ঐ লোক কি উপায়ে সদস্যদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করিলেন, তাহা খোদাই জানেন। কিন্তু এই শক্তিশালী লোকটি তাহার সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও গভর্নরের নিকট মন্ত্রীসভার পূর্ণ সদস্য তালিকা উপস্থিত করিতে সমর্থ হইলেন না। সদস্যদের তালিকা বলিতে গেলে এক-একটি দফায় পেশ করা হয়। যথেষ্ট সময় দেওয়া সত্ত্বেও লোকটি মন্ত্রীসভার পূর্ণ সদস্য তালিকা সহ আইনসভার সম্মুখীন হন নাই। আজ বাংলার নয় জন মন্ত্রী রহিয়াছে। প্রয়োজন হইলেই মিঃ হক এই সংখ্যাকে অসম্ভব রকমে বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিবেন এবং তাহাতেও আমার বিস্মিত হইবার কিছুই থাকিবে না। কেননা মিঃ হককে দিয়া কিছুই বিচিত্র নহে। কলিকাতায় পৌঁছিয়া সংবাদপত্রে মন্ত্রীসভার অপর একটি অদ্ভুত ও অন্যায় পরিকল্পনার বিষয় জানিতে পারিলাম। পরিকল্পনা অনুযায়ী গভর্নমেন্ট স্থির করিয়াছেন যে, আইনসভার জন্য ১৩ জন হুইপ নিযুক্ত করা হইবে। (ঐ সময়ে ১৭ জন, ১৭ জন বলিয়া চীৎকার উত্থিত হয়) কলিকাতায় পৌঁছিবার পর শুনিয়াছিলাম ১৩ জন হুইপ নিযুক্ত হইবে, এক্ষণে সিরাজগঞ্জে আসিয়া জানিতে পারিলাম ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১৭ জন হইয়াছে। আল্লাহ্ জানেন, ১৭ জনের পরও আবার কতজন বৃদ্ধি করা হইবে। এখন গভর্নরকে জিজ্ঞাস্য—পৃথিবীর কোন দেশে এমন কোন আইনসভার নজীর দেখাইতে পারিবেন কি, যেখানে মোট সদস্য সংখ্যা মাত্র ২৫০ জন, সেখানে ১৭ জন হুইপ নিযুক্ত করা হইয়াছে? আমি জানি না, কতজন পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হইবে। ধরা হউক, ১৭ জন পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হইবে। যদি তাহাই হয় তবে মন্ত্রী পরিষদ, পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী, হুইপ এবং নানাভাবে নিযুক্ত আরো কতিপয় কর্মচারীসহ সর্বসমেত ৫০ জনে দাঁড়াইবে। অর্থাৎ মোট ১৯৯ জন সদস্যের মধ্যে ৫০ জনকে চাকুরী দিয়া প্রধানমন্ত্রী মিঃ হক হাতে রাখিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বাংলার ক্ষমতাপ্রাপ্ত মন্ত্রীসভার এই হইল অবস্থা। এখন আমি আর একটি জরুরী বিষয়ের উল্লেখ করিতে চাই। এই ব্যাপারটির সহিত বাংলার মুসলমানদের স্বার্থ সাংঘাতিকভাবে জড়িত রহিয়াছে। আজ বাংলার মুসলিম লীগ পার্টি বিরোধী দলের আসন গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং যতদিন পর্যন্ত বর্তমান মন্ত্রীসভা বহাল থাকিবে,

www.pathagar.com

ততদিন পর্যন্ত মন্ত্রীসভার অন্যায় ও অসঙ্গত কার্যাবলী যাহাতে বন্ধ থাকে, তাহার জন্য বাংলার মুসলমান জনসাধারণ এবং নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট অনুরোধ জানাইবার অধিকার বিরোধী দলের অবশ্যই থাকিবে। আমরা হিন্দুদের কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেছি না। আমরা আমাদের নিজেদের লোকদেরকেই বর্তমান মন্ত্রীসভার অশেষ গুণরাজির কথা শুনাইব এবং এইরূপ করিবার অধিকারও আমাদের নিশ্চয়ই রহিয়াছে। আমরা ফজলুল হকের বিশ্বাসঘাতকতার কথা নির্বাচকমণ্ডলীর গোচরীভূত করিব। তাঁহাদিগকে জানাইয়া দিতে চাই এবং ইহা প্রমাণ করিতে চাই যে, মিঃ ফজলুল হক কিভাবে আজ বাংলার মুসলমান তথা সমগ্র মুসলিম ভারতের সর্বনাশ করিতেছেন। আমরা আজ সকল সত্য ফাঁস করিয়া দেই–মিঃ হক তাহা চাহেন না। আইন সভার সদস্যদের চক্ষু খোলার নির্দেশ দেওয়ার জন্য আমরা তাঁহাদের নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট আহ্বান জানাইব। আমরা ইহাও বলিব যে, ঐ সকল প্রতিনিধিই মুসলমানদের সমূহ ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। সত্যকথা প্রচারের ন্যায্য অধিকার আমাদের রহিয়াছে। উহা হইতে আমাদের বঞ্চিত রাখা চলিবে না। নিয়মতান্ত্রিক শাসন আরম্ভ হওয়ার পর কোনও দেশে জনগণকে এই ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করা চলে না। আজ বাংলার মুসলমানকে নির্যাতন করা হইতেছে। আইনের অপব্যবহার করিয়া তাহাদিগকে আদালতে সোপর্দ করা হইতেছে। এদেশের মত পেনাল কোডের ধারার এমন অপপ্রয়োগ অন্য কোনও স্থানে হইয়াছে কিনা জানি না। কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে এবং নির্দিষ্ট অবস্থায়ই ভারত রক্ষা বিধানের প্রয়োগ চলিতে পারে জানি. কিন্তু এখন প্রকাশ্যে উহার খামখেয়ালী ব্যবহার শুরু হইয়াছে। এ সম্পর্কে কি বলিবার আছে, আমার জানা নাই। বাংলার গভর্নমেন্ট না বাংলার কোন অপ-গভর্নমেন্ট দ্বারা আজ শাসনকার্য চলিতেছে বলিতে পারি না। মন্ত্রীসভা যাহাতে ক্ষমতার এই অপপ্রয়োগ বন্ধ রাখেন, সেই বিষয়ে বিশেষভাবে গভর্নরকেই ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং যত শীঘ্র মন্ত্রীমণ্ডলীর এই অনাচার বন্ধ হয়, বাংলার পক্ষে ততই মঙ্গল। পূর্বেই বলিয়াছি, জনসাধারণের নিকট এ সম্পর্কে আমরা যাহাতে আবেদন জানাইতে না পারি, সেইজন্য আমাদের উপর নানাবিধ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হইতেছে। মিঃ ফজলুল হক অপর যে কোন ব্যক্তি অপেক্ষা এ কথা ভালভাবেই জানেন যে, বাংলার শতকরা ৯৯ জন মুসলমানই আজ তাঁহার এবং তাঁহার দলের লোকদের বিপক্ষে। আজ মিঃ হক ও তাঁহার দলের



www.pathagar.com

লোকদের এমন মাথা নাই যে, নিজেদের বিষয় লইয়া জনসাধারণের সম্মুখে তাঁহারা উপস্থিত হইতে পারেন। এইজন্যই প্রকৃত সত্য প্রকাশিত হইয়া যাওয়ার আশংকায় মন্ত্রীপরিষদ আজ আমাদিগকে জনসাধারণের সম্মুখীন হইতে বাধা প্রদানের চেষ্টা করিতেছে। আমরা সত্য প্রকাশ করিতে চাহিতেছি আর মিঃ হক সদলবলে প্রকৃত বিষয় ঢাকা দিবার জন্য মিথ্যার ঢাক পিটাইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। আইনের অপপ্রয়োগ দ্বারা তাহারা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মুখে পাথর চাপা দিতে উদ্যত। আজ এই বক্তৃতা মঞ্চ হইতে আমি বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া সম্পূর্ণ দায়িত্বের ঝুঁকি লইয়াই ঘোষণা করিতেছি যে, যদি গভর্নর স্বয়ং মন্ত্রীসভা কর্তৃক ক্ষমতার এই অপপ্রয়োগ বন্ধ না করিয়া উহার প্রশ্রয় দিতে থাকেন, তবে সমগ্র বাংলা-দেশে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে, যাহার সহিত বাংলা গভর্নমেন্ট বা অপর কোনও শক্তির পরিচয় লাভের কোন সুযোগ পূর্বে ঘটে নাই। এখন হইতে যদি এই দুর্নীতির মূলোৎপাটন না করা হয়, তবে বৃটিশ-রাজের অধীনে বাংলাদেশে যাহা ঘটে নাই, ভবিষ্যতে সেইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইবে। এই দুর্ভাগা মন্ত্রীসভা আমাদের উপর নির্যাতন বা দমননীতি প্রয়োগ করিতে থাকিবে, তাহা আমরা কখনো বরদাস্ত করিব না। এই মন্ত্রীসভা বাংলার মুসলমানের প্রতিনিধিত্বের দ্বারা গঠিত হয় নাই, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এবং অপর মুসলমান মন্ত্রীগণের উপর বাংলার মুসলমানদের বিন্দুমাত্র আস্থা নাই। বাংলায় আজ যে সংকট দেখা দিয়াছে তাহাতে শীঘ্রই বড়লাটেরও চক্ষু খুলিবে এরূপ আশা করি। একমাত্র আমাদের প্রতিষ্ঠানই মুসলিম বাংলার প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে। যদি কোনও দল আমাদের এই দাবির বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করিতে চায়, তবে আসুন পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বা-চনের জন্য আমরা প্রস্তুত হই। জনসাধারণের সম্মুখে গিয়া আমরা আমাদের দাবির যৌক্তিকতা প্রমাণ করিব। ইহাকে অতিরঞ্জিত করা হইতেছে না। বাংলার জনসাধারণের নিকট উপস্থিত হইয়া এই অন্যায়ের সংশোধনের জন্য সমবেতভাবে দণ্ডায়মান হইতে অনুরোধ জানানো আমার অবশ্য কর্তব্য বলিয়াই আমি মনে করি। এই অন্যায়ের মূলোৎপাটন করিবার ক্ষমতা যে জনসাধারণের হস্তেই রহিয়াছে উহা তাহাদিগকে জানাইয়া দিতে চাই। মুসলিম বাংলার সম্মিলিত শক্তি সহজেই এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইতে পারে। মিঃ হক এবং তাঁহার মন্ত্রীসভাকে পরাজিত করা একটুও কষ্টকর নহে। মিঃ হকের কার্যাবলী যে বাংলার মুসলমানের অশেষ সর্বনাশ করিতেছে, মুসলিম বাংলা এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে কিনা সেই

www.pathagar.com

সম্পর্কে আমি পূর্বে তেমন নিশ্চিত হইতে পারি নাই। এইজন্যই আমাকে এখানে আসিতে হইয়াছে। এইখানে আসিয়া দেখিলাম যে, আজ বাংলার শতকরা ৯৯ জন মুসলমানই মুসলিমদিগকে সমর্থন করিতেছে। মুসলিম বাংলা মিঃ হকের সমস্ত চক্রান্ত ধরিয়া ফেলিয়াছে। কলিকাতা এবং বাংলার অন্যান্য স্থান হইতে সিরাজগঞ্জের লীগ অধিবেশনে যোগদান করিয়া মুসলমানগণ এই সত্যতা প্রমাণ করিলেন। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, মুসলিম বাংলা অটুট সংকল্প লইয়া লীগের পতাকাতলে সমবেত হইবে এবং শেষ পর্যন্ত তাহারা জয়যুক্ত হইবে। মন্ত্রী বা মন্ত্রীসভার জন্য মুসলিম লীগের অস্তিত্ব—এ কথা বলিলে ভুল বুঝা হইবে। বরঞ্চ মুসলিম লীগ যতক্ষণ পর্যন্ত অনুমোদন করিবে ততক্ষণই মন্ত্রী বা মন্ত্রীসভার অস্তিত্ব বজায় থাকিবে। বিষয়টি আমি আরও সুস্পষ্ট করিয়া বলিতেছি। নিছক মন্ত্রীত্ব লাভের জন্য এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে বা শুধু ক্ষমতা লাভের আশায় মুসলিম লীগকে বা উহার আদর্শকে কেহ কাজে খাটাইবে, আমরা তাহা ঘটিতে দিব না। পুনরায় আমি সুস্পষ্টভাবে সকলকে এ কথা জানাইয়া দিতেছি। এই বিষয়ে যেন কেহ ভুল না করেন। প্রথমে স্বার্থের খাতিরে লীগে প্রবেশ এবং স্বার্থসিদ্ধির পর চোরের মত উহা হইতে সরিয়া পড়া - কাহাকেও এইরূপ করিবার সুযোগ আমরা দিব না।

## কংগ্রেসের মতিগতি

কংগ্রেসের মনোভাব আলোচনা প্রসঙ্গে মিঃ জিন্নাহ্ বলেন যে, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের, অন্ততপক্ষে তাহাদের মধ্যে আক্রমণাত্মক ভাব ও ঔদ্ধত্যের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। মিঃ রাজা গোপালাচারিয়া সম্প্রতি যে সমস্ত বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে দেখিতে পাই–তিনি আমার প্রশংসাই করিয়াছেন। এইজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। নিজের ভাষায় প্রকাশ না করিয়া মিঃ গোপালাচারিয়ার কথাগুলিই আমি এখানে হুবহু উদ্ধৃত করিতেছি, "গভর্নমেন্ট, জনসাধারণ এবং দেশের দুইটি প্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আজ পর্যন্ত আপোস হয় নাই। অথচ উক্ত প্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের একটির সভাপতি মহাত্মা গান্ধীর মত বিখ্যাত লোক এবং অপরটির সভাপতি স্বয়ং কায়েদে আজম জিন্নাহ্। তাঁহারা কেহই সাধারণ ব্যক্তি নহেন। উভয়েই ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে বিপুল খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। ভারতে তাহাদের জনপ্রিয়তাও অসামান্য। উভয়েরই অন্ধ ভক্তমণ্ডলী রহিয়াছে। তবে তাহারা যে খাঁটি ও সত্যিকারের ভক্ত, সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই।" 'খাঁটি

www.pathagar.com

ভক্ত' কথাটি লক্ষ্য করুন। মিঃ রাজা গোপালাচারিয়া স্বীকার করিয়াছেন যে, আপনাদের এই সভাপতির সত্যিকারের ভক্তবৃন্দ রহিয়াছে এবং এইজন্য আমি নিজেকে যথেষ্ট গৌরবান্বিত মনে করিতেছি। মিঃ রাজা গোপালাচারিয়া অতঃপর বলিয়াছেন, "ভারতের হিন্দু ও মুসলমানের এই দুইটি শক্তিশালী গণপ্রতিষ্ঠান ও গভর্নমেন্টের মধ্যে আজও বিবাদ চলিতেছে। ফলে শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারেও উক্ত প্রতিষ্ঠানদ্বয় এবং গভর্নমেন্টের মধ্যে এখনও কোন মিমাংসা হইতেছে না।" এই সর্বপ্রথম কংগ্রেসের একজন প্রধান নেতা স্বীকার করিয়াছেন যে, কংগ্রেস একটি হিন্দু প্রতিষ্ঠান। ইহাই সত্য এবং আমি মিঃ গান্ধীকে এই সত্যের নিকটই মাথা নত করিতে অনুরোধ জানাইতেছি। আমি এই কথাই ঘোষণা করিতেছি যে, কংগ্রেস হিন্দু ছাড়া অপর কাহারও প্রতিনিধি নহে এবং মুসলিম লীগ মুসলিম ভারতের প্রতিনিধি। যদি এই সত্যকে স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে আমার মনে হয় যে, উভয় প্রতিষ্ঠানের সমানাধিকারের শর্তে আপোস আলোচনার জন্য সম্মিলিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, অপর কোন শর্তে উহা সম্ভবপর নয়।

## ভারত বিভাগের প্রশ্ন

লীগ প্রস্তাবিত ভারত বিভাগের প্রশ্নের আলোচনা প্রসঙ্গে মিঃ জিন্নাহ্ বলেন যে, বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক রাজনীতিবিদ পণ্ডিত জওহারলাল নেহেরু, যিনি সর্বদা আন্তর্জাতিক ও বিশ্ব সমস্যার মাপকাঠিতে সমস্ত কিছুর বিচার করিয়া থাকেন এবং যাঁহার মতে ভারতের কোন অস্তিত্বই নাই, আমি তাঁহার একটি সাম্প্রতিক উক্তির উল্লেখ করিতেছি। পণ্ডিত নেহেরু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, যে ক্ষেত্রে কতকগুলি ইসলামী রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র মুসলিম ব্লক হিসাবে অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে তাহারা তাহাদের স্বাধীনতা হারাইয়া ফেলিয়াছে, সেক্ষেত্রে মুসলিম লীগ কিভাবে ভারত বিভাগ ও স্বতন্ত্র মুসলিম ব্লক গঠনের কথা উচ্চারণ করে? বেশ, আমি পণ্ডিত নেহেরুকে বলিতে চাই যে, প্রিয় বন্ধু, আমরা এখন নিজেদের ভার নিজেরা নেই বরং নিজেদের পায়ে দাঁড়াইতে পারি কিনা, তাহাই চেষ্টা করিয়া দেখি। যে সময়ে বড় বড় এবং শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি নিজেদের পায়ে দাঁড়াইতে সমর্থ হইতেছে না, সে সময়ে ভারত (সমগ্রভাবে) একা কিভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে? পাকিস্তান ভারত বিভাগের যে পরিকল্পনা স্থান পাইয়াছে, তাহা এত সহজবোধ্য যে সমস্ত শিক্ষিত লোক, এমন কি বহু অশিক্ষিত লোক উহার মর্ম অনুধাবন করিতে সমর্থ হইয়াছে। হিন্দুদের মনের কি হইয়াছে, তাহাদের

www.pathagar.com

বিবেচনা শক্তির কি হইয়াছে, তাহাদের বিচার-বুদ্ধির কি হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য প্রকৃতই কৌতূহল হয়, পাকিস্তান সম্পর্কে আর আমার বলিবার কিছুই নাই।

## ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা

ভারতের অস্থায়ী ও ভবিষ্যত শাসনতন্ত্রের সমস্যার উল্লেখ করিয়া মিঃ জিন্নাহ্ বলেন, এই সমস্যা বাস্তব এবং এখনই ইহার মীমাংসা হওয়া দরকার। বর্তমানে কি করা উচিত, অনেকে তাহাই জানিতে চান। এই সম্পর্কে তিনি জনসাধারণকে তৎকালীন অবস্থা কি দাঁড়াইয়াছিল, তাহা বুঝাইয়া দিতে চান। একদিকে বৃটিশ গভর্নমেন্ট আগস্ট প্রস্তাবকে দৃঢ়রূপে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছে। আগস্ট প্রস্তাবের দুইটি অংশ রহিয়াছে—একটি অংশে ভারতের ভবিষ্যত শাসনতন্ত্র সম্পর্কে গভর্নমেন্টের নীতি সংক্রান্ত ঘোষণা স্থান পাইয়াছে এবং অপর অংশে এইরূপ আছে যে, মধ্যবর্তী সময়ে বৃটিশ গভর্নমেন্ট গভর্নর জেনারেলের শাসন পরিষদের সম্প্রসারণ এবং প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলিকে শাসন পরিষদে সদস্য প্রেরণের অধিকার দিয়া তাঁহাদিগকে উহার সহিত সংযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। কংগ্রেস সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার ভাষায় জানাইয়া দিয়াছে যে, বর্তমানে শাসনতন্ত্রের আওতার মধ্যে থাকিয়া কোন রকম পরিবর্তন বা কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক গভর্নমেন্টের সম্প্রসারণের সহিত সংযুক্ত থাকিতে তাহারা প্রস্তুত নহে। কাজেই, কংগ্রেস-সম্রাটের গভর্নমেন্টের ৮ই আগস্ট-এর প্রস্তাবের মৌলিক নীতি মানিয়া লয় নাই। ইহা ছাড়া, হিন্দু মহাসভা, উদারনৈতিক সংঘ এবং অদলীয় সম্মেলনও কংগ্রেসের তরফ হইতে পর্যবেক্ষণ কার্য ও টহলদারী চালাইতেছে। ইহারা সবাই একদলের, সকলের উদ্দেশ্য এক, বৃটিশ গভর্নমেন্টকে কোণঠাসা করাই ইহাদের লক্ষ্য। বন্ধুভাবে আলোচনা দ্বারা যাহা সম্ভব হইল না, পশ্চাৎ দুয়ারী নীতি অবলম্বন করিয়া তাঁহারা এখন উহা হাসিল করিতে চান এবং ইহারই নাম দেওয়া হইয়াছে জাতীয় গভর্নমেন্ট. কিন্তু এই জাতীয় গভর্নমেন্ট দায় থাকিবে কার কাছে? যে এক জাতিত্বের প্রকৃতপক্ষে কোন অস্তিত্ব নাই তাহার কাছে নয়, যে জাতির সমষ্টির অস্তিত্ব রহিয়াছে তাহার কাছেও নয়—উহা দায়ী থাকিবে সম্রাটের কাছে অর্থাৎ গভর্নর জেনারেল এবং রাজ-প্রতিনিধির কাছে, কারণ সম্রাট প্রতীক মাত্র। তাহারা ভাবে যে, তাহারা যদি এইভাবে বৃটিশ গভর্নমেন্টকে ফাঁদে ফেলিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা পরে এই বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিবে যে. 'বড়লাট স্বেচ্ছাচারী, বড়লাট

www.pathagar.com

অনিয়মতান্ত্রিক, তিনি প্রত্যেকবারই তাহার মন্ত্রীসভার সংখ্যাগুরু সদস্যদের সিদ্ধান্ত লংঘন করিয়া চলিয়াছেন। কাজেই মন্ত্রীসভাকে এখন আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল করিয়া তোলা দরকার।' এইগুলি নিছক মুখের কথা নয়, একটা ফন্দি, একজন অন্ধও ইহা বুঝিতে পারে। ফলতঃ কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত, কংগ্রেসের বহির্ভূত দলগুলি মুসলমানদের তাচ্ছিল্য করিয়া এইভাবেই বৃটিশ গভর্নমেন্টকে কোণঠাসা করিতে চায়। ঘোড়ার সামনে গাড়ীকে না জুড়িয়া, তাহারা কেন গাড়ীর সামনে ঘোড়াকে জুড়িয়া এই কথা বলে না যে, ইহাই আমাদের পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা। হিন্দু নেতারা এইরূপ ভাবগতিই অবলম্বন করিয়াছেন। বৃটিশ গভর্নমেন্টের মনোভাব সম্পর্কে বলা যায় যে, তাঁহারা এখন পর্যন্ত কিছু করেন নাই। আগস্ট প্রস্তাব এখনও বজায় আছে। আমরা যে মনোভাব পোষণ করি তাহা এই যে, আমরা আগস্ট প্রস্তাবের মৌলিক নীতিকে মানিয়া লইয়াছি, কিন্তু যখন তাঁহারা উহাকে কার্যে পরিণত করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন তাঁহারা আমাদের নিকট এমন এক প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন যে, তাহার ফলে আগস্ট প্রস্তাবের মৌলিক নীতি বিনষ্ট হইয়া গেল। কোন শালীনতা ও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান ঐ প্রস্তাব মানিয়া লইতে পারে না। কাজেই, আমাদের মনোভাব এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, কেবল কেন্দ্রীয় শাসন কর্তৃত্ব নহে, সমস্ত প্রদেশগুলির শাসন ব্যাপারেও যদি প্রকৃত অংশ প্রদান করা হয়, তাহা হইলেই কেবল আমরা ঐ প্রস্তাব মানিয়া লইতে পারি। যদি অপর পক্ষ অর্থাৎ কংগ্রেস এই মূলনীতি মানিয়া লয় ( কংগ্রেস গরিষ্ঠ সংখ্যক হিন্দুদের প্রতিনিধি নয়, একথা বলার প্রকৃতপক্ষে কোনও অর্থ হয় না ) তাহা হইলেই প্রকৃত আলোচনা চলিতে পারে। বর্তমানে কংগ্রেস নিশ্চয়ই সংখ্যা-গরিষ্ঠ হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব করিতেছে। কংগ্রেস ছাড়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতপক্ষে নিজেদের পক্ষ হইয়া কথা বলা ছাড়া হিন্দুদের পক্ষে কথা বলার কোনও অধিকার নাই। কংগ্রেসও এই নীতি মানিয়া লউক। তাহারা বলুক যে, তাহারা শাসন কর্তৃত্বের প্রকৃত অংশ চাহে, তাহা হইলেই আমরা একত্র বসিয়া আলোচনা করিতে পারি।

পরিশেষে মিঃ জিন্নাহ্ বলেন, 'আমি কেবল এই কথাই বলিতে পারি যে, আসুন আমরা দৃঢ়, সম্মিলিত ও সংহতভাবে দণ্ডায়মান হই। বাংলার মুসলমানগণ, আপনারা লীগের এই পতাকাতলে সমবেত হইয়া নিজেরা তৈয়ারী হউন এবং আমি আপনাদিগকে আশ্বাস দিতেছি যে, আমরা জয়লাভ করিব। আপনাদের নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমি এই ঘোষণা করিতেছি যে, কোন প্রকার অত্যাচার, কোন প্রকার নির্যাতন-উৎপীড়ন

www.pathagar.com

আমাদের বিবেচনানুযায়ী এই ন্যায়সঙ্গত মনোভাব হইতে আমাদিগকে বিচলিত করিতে পারিবে না। মুসলিম ভারত আজ উহার প্রতিরোধের উপযোগী পর্যাপ্ত শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে। আমি যাহা বলিতেছি, তাহার পূর্ণ দায়িত্ব আমি গ্রহণ করিতেছি। যদি তোমরা আমাদের উপর জবরদস্তি কর, যদি তোমরা আমাদের বাধ্য কর, তাহা হইলে কেবল বাংলায় নয়, পরন্তু সমগ্র ভারতে এমন অবস্থার সৃষ্টি হইবে যাহার কোন তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। আমরা প্রস্তুত হইয়াছি, আমরা দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়াছি, আমরা শুধু মুখেই বলিতেছি না। জোর করিয়া উহা আমাদের উপর চাপাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিও না, তাহা হইলে তোমরা ধ্বংস হইবে।[১]

## বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ

২৮শে এবং ২৯শে এপ্রিল, ১৯৪২, মঙ্গলবার মওলানা মোহাম্মদ আকরম খানের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক অধিবেশন হয়। এই সভায় নওয়াব মোহাম্মদ ইসমাইল খান, চৌধুরী খালিকুজ্জমান, মিঃ ইছা খান ও মিঃ সৈয়দ জাকের আলী প্রমুখ কেন্দ্রীয় লীগ জনরক্ষা কমিটির প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। স্যার নাজিমুদ্দীন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরূপে সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সভায় মিঃ শাহাবুদ্দীনের প্রস্তাবক্রমে বাংলাদেশ পরিভ্রমণ পূর্বক বিভিন্ন স্থানে জনরক্ষা কমিটি স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি প্রাদেশিক জনরক্ষা কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। স্যার আবদুল্লাহ্ হারুনের মৃত্যুতে মুসলিম ভারতের অপূরণীয় ক্ষতি হয় বলে সভায় একটি শোক প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

সভায় গৃহীত অন্যান্য প্রস্তাবসমূহ নিম্নরূপ ঃ

'ষ্টার অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব প্রকাশের ফলে উক্ত সংবাদপত্রের প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেওয়ায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি বাংলার স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ ফজলুল হকের কাজের তীব্র নিন্দা করিতেছে।"

"বর্তমান মন্ত্রীসভা মুসলমান সম্প্রদায় এবং মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটি তাহা ক্ষোভের সহিত লক্ষ্য করিয়াছে। বিশেষ বিশেষ কাজগুলো হচ্ছে ঃ (১) যে ক্ষেত্রে

১. আজাদ, ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২।

www.pathagar.com

ভারত রক্ষা বিধান প্রয়োগ করা যাইতে পারে না, মন্ত্রীসভা কর্তৃক সেই ক্ষেত্রেও নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাহা প্রয়োগ করা, (২) মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য প্রদান বন্ধ করা এবং উহা আটক করা, (৩) মুসলমান ছাত্রদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করিয়া তাহাদিগকে আইনে সোপর্দ করা, (৪) মন্ত্রীগণ স্বয়ং সভা ও দলীয় প্রচারকার্য চালাইয়াছেন—এমন সব এলাকায় মুসলিম লীগকে সভা অনুষ্ঠানের অনুমতি না দেওয়া, (৫) শান্তিপূর্ণভাবে কালো পতাকা প্রদর্শনপূর্বক বিক্ষোভ প্রদর্শনে অংশ গ্রহণের জন্য ছাত্র এবং জনসাধারণকে গ্রেফতার, প্রহার এবং আইনে সোপর্দ করা, (৬) মুসলিম ধর্মীয় সভায় যোগদানের জন্য মুসলমানদেরকে আইনে সোপর্দ করা, (৭) মুসলিম সংবাদপত্রগুলির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা এবং 'স্টার অব ইণ্ডিয়া'র প্রকাশ বন্ধ করা, (৮) মুসলিম লীগের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন সন্দেহে মুসলমান অফিসারদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা, (৯) সভা অনুষ্ঠান ও বিক্ষোভ প্রদর্শন সম্পর্কে মুসলিম লীগ ওয়ালাদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন, (১০) মুসলিম প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাদের গ্রেফতার, অন্তরীণ এবং অভিযুক্ত করা, (১১) নাটোর নির্বাচনের সময় মুসলিম লীগ ওয়ালাদের গ্রেফতার এবং তাহাদের বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারী করা এবং মন্ত্রীসভা কর্তৃক নিজেদের ক্ষমতার অপব্যবহার করা, (১২) ব্যাপকভাবে মুসলমান এবং মুসলিম লীগ ওয়ালাদের নির্যাতন ও তাহাদের বিরুদ্ধে দমননীতি প্রয়োগ করা ইত্যাদি।"

মন্ত্রীসভার উল্লিখিত কার্যাবলীর প্রতি কমিটি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং এই সম্পর্কিত অসংখ্য দৃষ্টান্তও উপস্থিত করিয়াছে। কিন্তু অনুরোধে কোন ফল হয় নাই। কমিটি মনে করে যে, বর্তমান মন্ত্রীসভার এইসব কার্যাবলীর ফলে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরুতর প্রতিক্রিয়া হইতেছে। মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে সরকার দমন নীতির পরিবর্তন না করিলে কমিটি মুসলিম লীগ তথা মুসলিম সমাজের মর্যাদা, গৌরব, সম্মান ও সংহতি অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়োজনে প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা গ্রহণের অনুমতি নেওয়ার জন্য নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির নিকট অনুমতি চাওয়া অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেছে।"

## আশ্রয় প্রার্থীর সাহায্য দান

"বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি একথা অনুধাবন করে যে, সামরিক প্রয়োজনে কোন কোন অঞ্চল হইতে অধিবাসী অপসারণের

www.pathagar.com

প্রয়োজন হয় এবং ফলতঃ উহা ভারত রক্ষার পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কমিটি গভীর দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে, গৃহ বিচ্যুত ব্যক্তিদের দুর্দশা লাঘবের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত নয় নাই। কমিটি নিম্নোক্ত বিষয়াবলীর প্রতি গভর্নমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া জানাইতেছে যে, কেবল ভবিষ্যৎ আশ্রয় প্রার্থীদের জন্য নয়, বর্তমানেও যাহারা গৃহচ্যুত হইয়াছে, তাহাদের বিষয়ও যেন বিবেচনা করা হয়।

১. যে নোটিশ জারী করা হয়, তাহার মেয়াদ খুব অল্প থাকার ফলে অপসারিত ব্যক্তিরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাহাদের সব জিনিসপত্র লইয়া যাইতে পারে নাই এবং তাহারা শস্য, তৃণ এবং পশুখাদ্য প্রভৃতি ফেলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে।

২. লোক অপসারণের জন্য যানবাহনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। কতগুলি ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ বাবদে প্রাপ্ত অর্থ অনেক পরিবার মালপত্র স্থানান্তরের কাজে খরচ করিয়া ফেলিয়াছে। কাজেই ক্ষতিপূরণ ছাড়া যানবাহনের খরচ বাবদও কিছু দেওয়া দরকার এবং স্থানীয় গাড়ীর মালিকেরা যাহাতে ভাড়া না বাড়াইতে পারে, তাহার জন্য যানবাহনের ভাড়া নিয়ন্ত্রণ করা দরকার।

৩ সামরিক কর্তৃপক্ষ যে সকল ঘরবাড়ী এবং জিনিসপত্র গ্রহণ করিয়াছে, তাহার জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান ছাড়া, আশ্রয় প্রার্থীরা যাহাতে অন্য স্থানে কুটির নির্মাণ এবং কিছুদিন উহা রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারে, তাহার জন্য প্রাথমিক-ভাবে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা করা দরকার। কমিটি জানিতে পারিয়াছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কুটির নির্মাণ বাবদ অর্থ প্রদানের পূর্বে কুটির নির্মাণের দাবি করিয়াছে। কিন্তু আশ্রয় প্রার্থীদের নিজ ব্যয়ে বা ক্ষতিপূরণ বাবদ লব্ধ অর্থের উদ্বৃত্ত অথ দ্বারা কুটির নির্মাণের সামর্থ্য নাই।

৪. অপসারিত ব্যক্তিরা যতগুলি ঘর ফেলিয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে তাহাদের তালিকা প্রদান করিতে হইবে।

৫. এই কথা ঘোষণা করিতে হইবে যে, যেখানে চাষের জমির অবস্থা পরিবর্তিত হইয়া অপেক্ষাকৃত খারাপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেক্ষেত্রে উহার পূর্বাবস্থা ফিরাইয়া আনিতে হইবে। উহা সম্ভব না হইলে চাষীকে পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে।

৬. অপসারিত ব্যক্তিদের কুটির তৈয়ারীর জায়গার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আশ্রয় প্রার্থীদের জায়গা খুঁজিয়া নিতে বা অন্য জায়গায় ঘর তুলিতে বলিলে তাহাতে ভীষণ গোলযোগ দেখা দিবে। কোন অঞ্চলে অতিরিক্ত ভীড়ও যেন না হয়।

www.pathagar.com

৭. প্রত্যেক পরিবারের কর্তাকে গৃহত্যাগের পূর্বে একখানা পরিচয় জ্ঞাপক কার্ড দিতে হইবে এবং প্রত্যেক বাড়ীর লোকের সংখ্যা সম্পর্কে রেকর্ড রাখিতে হইবে। অপসারিত লোকদের নূতন ঠিকানাও উহাতে থাকিবে।

৮. পল্লী অঞ্চলে পানীয় জলের অভাব সুবিদিত। জেলা বোর্ডসমূহ উহার ব্যবস্থা আর্থিক কারণে করিয়া উঠিতে পারে না। গভর্নমেন্টেরই নলকূপ ও কূপ খনন করা দরকার।

৯. স্বাস্থ্যরক্ষার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা এবং অপসারিত ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা দরকার।

১০. শ্রমিকদের সর্বত্র চাকুরী পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় যতদিন তাহারা স্বগৃহে ফিরিতে না পারিবে, ততদিন তাহাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১১ অপসারিত ব্যক্তিদেরকে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ পর্যাপ্ত নয়। কমিটির মতে জনসাধারণের স্বার্থরক্ষা এবং তাহাদের দুর্দশা লাঘবের জন্য স্পেশাল অফিসার নিয়োগ করা উচিত।'

## প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটি

### ১ 'মুসলিম লীগ পক্ষ'

প্রদেশের সর্বত্র সদস্য সংগ্রহের জন্য ১৬ই মে হইতে ৩১শে মে পর্যন্ত মুসলিম লীগ পক্ষ বলিয়া ঘোষণা করা হউক। যে সকল ইউনিয়ন লীগ ইতিপূর্বে পুনর্গঠিত হইয়াছে, সদস্য সংগ্রহের পর সেগুলিকেও পুনর্গঠন করিতে হইবে।

### লীগ সংগঠন

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও কাউন্সিলের যে সকল সদস্য মুসলিম ও মুসলিম লীগ আইন সভাদলের সদস্য আছেন, তাহাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ নির্বাচন কেন্দ্রে অন্ততঃপক্ষে ২০ হাজার করিয়া লীগ সদস্য তালিকাভুক্ত করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। নিম্ন পরিষদ কর্তৃক যে সকল সদস্য কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের সুবিধা মত যে কোন এলাকা স্থির করিয়া লীগ সদস্য সংগ্রহ করিতে পারেন।

www.pathagar.com

**লীগ তহবিল**

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ তহবিলে সাহায্য প্রেরণের জন্য জনসাধারণের নিকট আবেদন প্রচার করা হউক।

২ সদস্যগণের নিকট হইতে যে সদস্য ফিস পাওয়া যাইবে, তাহার সমস্ত টাকা প্রাদেশিক লীগের নিকট পাঠাইতে হইবে বলিয়া সভায় স্থির হয়। তাহার পরে প্রাদেশিক লীগ যেরূপ বিবেচনা করিবে, সেই অনুযায়ী সমস্ত শাখা লীগকে প্রাদেশিক লীগ অর্থ বন্টন করিয়া দিবে এবং এই কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিগণকে প্রয়োজন হইলে পারিশ্রমিক দেওয়া হইবে। সভায় উল্লেখ করা হয় যে, নিয়মাবলীতে অর্থ বন্টন সম্পর্কে যেরূপ ব্যবস্থা আছে, জনসাধারণ উপরোক্ত ব্যবস্থাকেই সঠিক বলিয়া মনে করে। সভায় ইহাও উল্লেখ করা হয় যে, উপরোক্ত ব্যবস্থা না করিলে রশিদের হিসাব সংগ্রহ করা এবং টাকা আদায় করা অসম্ভব বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ইউনিয়ন লীগসমূহকে উপরোক্ত ব্যবস্থা মানিয়া লইতে এবং সংগৃহীত সমস্ত টাকাকড়ি প্রাদেশিক লীগের নিকট প্রেরণ করিতে অনুরোধ করা হয়। উপরোক্ত ব্যবস্থানুযায়ী নিয়মাবলী সংশোধন করার জন্যও সিদ্ধান্ত করা হয়।

৩. আগামী ১৭ই মে তারিখে কলিকাতায় লীগ কাউন্সিলের অধিবেশন আহ্বান করা হইবে বলিয়া স্থির করা হয়। কাউন্সিল উক্ত অধিবেশনে সমস্ত জেলা ও মহকুমা লীগের সভাপতি ও সেক্রেটারীগণ এবং বিশিষ্ট কর্মীগণকে আমন্ত্রণ করা হইবে বলিয়া স্থির হয়। যে সকল এলাকা হইতে লোক অপসারণ করা হইতেছে, তথাকার লীগ কাউন্সিলের সদস্যগণকে তথায় থাকার প্রয়োজন হইলে তাঁহাদিগকে এরূপ কয়েকজন প্রতিনিধি পাঠাইতে অনুরোধ করা হয়, যাহারা লীগ কাউন্সিলের নিকট সমস্ত বিষয় ব্যক্ত করিতে সক্ষম।

৪. ওয়ার্কিং কমিটিকে জানানো হয় যে, নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক মিসেস মোমেন এম. এল. সি., মিঃ মোখলেছুর রহমান এম. এল. সি. এবং মিঃ কাদের বখ্‌শ এম. এল. সি-র উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। পত্র দ্বারা উপরোক্ত বিষয় তাঁহাদিগকে জানাইয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত করা হয়।

৫. ছাত্র সাহায্য তহবিল সম্পর্কে প্রাদেশিক লীগ সেক্রেটারী সভায় রিপোর্ট দাখিল করেন। যাহারা উক্ত তহবিলে অর্থ দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সেই সম্পর্কে পত্র লেখার সিদ্ধান্ত করা হয়।'[১]

১. আজাদ, ৩রা মে, ১৯৪২।

www.pathagar.com

# বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ

১৭ই মে, ১৯৪২, ৩নং ওয়েলেসলী ফার্স্ট লেন, কলিকাতায় খান বাহাদুর আবদুল মোমেন সাহেবের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের এক অধিবেশন হয়। উক্ত অধিবেশনে নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়ঃ

১. "সিন্ধু প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি ও নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য স্যার আবদুল্লাহ হারুনের অকালমৃত্যুতে মুসলিম জাতি ও মুসলিম লীগের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে। এই সভা পরলোকগত নেতার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে গভীর সহানুভূতি জানাইতেছে।

২. মন্ত্রীসভার পক্ষ হইতে নানারূপ হুমকি ও ভয় প্রদর্শন ও অসঙ্গত চাপ দেওয়া সত্ত্বেও নাটোর মহকুমা নন্দীগ্রাম থানার মুসলমানগণ প্রায় একযোগে মুসলিম লীগ প্রার্থীকে সমর্থন করায় কাউন্সিল তাহাদিগকে অভিনন্দন জানাইতেছে এবং বর্তমান মন্ত্রীসভার উপর মুসলমানগণের যে কোন প্রকার আস্থা নাই ও কোন অবস্থায়ই যে তাহারা ইহাকে সমর্থন করিবে না, তাহা এইরূপ সাফল্যের সহিত প্রমাণ করায় কাউন্সিল তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছে। কাউন্সিল বিশেষভাবে উক্ত নির্বাচন কেন্দ্রের যুবক ছাত্রগণ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, বগুড়া, ঢাকা, পাবনা, কলিকাতা, বীরভূম, যশোর, নওগাঁ, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, চব্বিশ-পরগনা ও বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার যে সকল ছাত্র নাটোর গমন করিয়াছিল, তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছে।

## 'গৃহরক্ষী দল' ও লীগ ডিফেন্স কমিটি

৩. বর্তমান মন্ত্রীসভার প্রতি মুসলমানগণের কোন প্রকার আস্থা নাই এবং মুসলমানগণ বর্তমান মন্ত্রীসভা প্রবর্তিত যে কোন আন্দোলনকে এই প্রদেশের স্বার্থ হানিকর বলিয়া ও মুসলমান জাতির স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজে লাগানো যাইতে পারে মনে করিয়া ঘোরতর সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকে। এই সকল কারণে কাউন্সিলের অভিমত এই যে, 'গৃহরক্ষী দল'-রূপ জমকালো নামে অভিহিত করিয়া মন্ত্রীসভা যে দল গঠনের পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করা উচিত, কারণ সরকারী চাপ সত্ত্বেও মুসলমানগণ ইহা সমর্থন করিবে না বলিয়া এই আন্দোলন ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

www.pathagar.com

৪. যেহেতু নিখিল ভারত মুসলিম লীগ বিশেষ বিবেচনার পর দেশের সর্বত্র মুসলমানদের সমবায়ে সিভিল ডিফেন্স কমিটি ও সিভিল ডিফেন্স গার্ড গঠনের পরিকল্পনা স্থির করিয়াছে, যেহেতু শত্রু দেশের নিকটবর্তী হওয়ায় এই প্রদেশ ঘোরতর বিপদের সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছে এবং যেহেতু এই প্রদেশের অধিবাসিগণের জীবন, সম্পত্তি ও সম্মান রক্ষা, দুর্গতগণের সাহায্য, শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা ও মুসলিম জাতির স্বার্থ রক্ষাকল্পে অবিলম্বে জনরক্ষা কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। অতএব, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের এই সভা, এই প্রদেশের সমস্ত শাখা লীগ প্রতিষ্ঠান ও লীগ কর্মীগণকে গ্রামে গ্রামে মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড দল গঠনের জন্য আহ্বান করিতেছে। কাউন্সিল এই কাজকে অত্যন্ত জরুরী বলিয়া বিবেচনা করে। সমস্ত লীগ জনরক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অনুরূপ উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত অন্যান্য সকল সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় কাজ করার জন্য উপদেশ দেওয়া যাইতেছে।

৫. গভর্নমেন্ট 'ষ্টার অব ইণ্ডিয়া' 'আজাদ' ও 'মোহাম্মদী' প্রেসের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া কোন প্রকার সমর্থনযোগ্য কারণ না থাকা সত্ত্বেও একটি পত্রিকার প্রচার বন্ধ ও অন্যান্যের নিকট জামানত তলব করায় কাউন্সিল অত্যন্ত ঘৃণা প্রকাশ করিতেছে এবং গভর্নমেন্টকে সতর্ক করিয়া দিতেছে যে, এইরূপ আচরণ দ্বারা গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে মুসলমানগণের তিক্ত মনোভাব বৃদ্ধি পাইবে।

৬. পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য প্রদেশের সর্বত্র মুসলমানদের সংঘবদ্ধ করার অত্যধিক প্রয়োজনীয়তা এবং নিখিল ভারত মুসলিম লীগের নির্দেশ কার্যকরীভাবে পালনের জন্য কাউন্সিল বাংলাদেশের মুসলমানগণকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ তহবিলে যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিতে অনুরোধ করিতেছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কোষাধ্যক্ষের নিকট এবং ক্যামাক স্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় সমস্ত টাকাকড়ি পাঠাইতে হইবে।

## নিয়মাবলীর সংশোধন

৭. বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের গঠনতন্ত্রের নিম্নোক্ত সংশোধন কাউন্সিল অনুমোদন করে ঃ

(ক) শাখা লীগসমূহকে সদস্য টিকেট দ্বারা সংগৃহীত সমস্ত অর্থ হইতে চাঁদা আদায়ের ও খাতাপত্র রাখার ব্যয় বাদ দিয়া সমস্ত অর্থ বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের নিকট পাঠাইতে হইবে। কিন্তু ঐ সকল ব্যয় বাবদ কোন

www.pathagar.com

অবস্থাতেই সংগৃহীত অর্থের ½ অংশের বেশী খরচ করা যাইবে না। পরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের বিবেচনা মত ইউনিয়ন, জেলা ও মহকুমা মুসলিম লীগকে অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করা হইবে।

(খ) এখন হইতে প্রত্যেক জেলা ও মহকুমা থেকে প্রাদেশিক লীগ কাউন্সিলে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণের পরিবর্তে বিভিন্ন জেলা ও মহকুমার সাধারণ লীগ সদস্যের সংখ্যা অনুসারে কাউন্সিলে সেখানকার প্রতিনিধি সংখ্যা নির্ধারিত হইবে। কতজন সাধারণ সদস্যের স্থলে একজন কাউন্সিলে প্রেরণ করা যাইবে, তাহা 'লীগ পক্ষের' ফলাফল দেখিয়া স্থির করা হইবে।

(গ) ইউনিয়ন অথবা প্রাথমিক লীগ হইতে মহকুমা লীগে এবং ওয়ার্ড লীগ হইতে মিউনিসিপ্যাল লীগে প্রেরিত প্রতিনিধির সংখ্যা ও উপরোক্তভাবে সাধারণ সদস্য সংখ্যা অনুসারে নির্ধারিত হইবে।

(ঘ) বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ দুই শত জনসাধারণ সদস্য সংগৃহীত না হইলে কোন প্রাথমিক লীগ নিয়মানুযায়ী গঠিত ও মঞ্জুরী প্রাপ্তির যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

৮. ১লা জুন হইতে ১৫ই জুন পর্যন্ত 'লীগ পক্ষ' প্রতিপালন, ঐ সময়ে সদস্য সংগ্রহ, প্রতি গ্রামে মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড গঠন এবং প্রত্যেক মুসলমানের নিকট পাকিস্তানের বাণী প্রচারের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে সমস্ত লীগ প্রতিষ্ঠান ও লীগ কর্মীগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে।

৯. নিয়মাবলীর প্রয়োজনীয় সংশোধনীর খসড়া প্রণয়ন করিয়া কাউন্সিলের আগামী সভায় তাহা উপস্থিত করার জন্য নিম্নোক্ত সদস্যগণকে ভার দেওয়া যাইতেছে—মিঃ এইচ. এস. সোহ্‌রাওয়ার্দী, ডাঃ এ. এস. মালিক, মিঃ মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ বাহার।[১]

## বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির ঢাকা অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী, জুন, ১৯৪২

১৯শে জুন, ১৯৪২, ঢাকার আহসান মঞ্জিলে খান বাহ'দুর আবদুল মোমেনের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক সভা হয়। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়।

১. আজাদ, ২৩শে মে, ১৯৪২।

www.pathagar.com

১. 'আগামী ৩১শে জুন পর্যন্ত' লীগ পক্ষ-এর সময় বর্ধিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ওয়াকিং কমিটি এই ব্যবস্থা অনুমোদন এবং যতশীঘ্র সম্ভব ১৯৪২ সালের জন্য প্রাথমিক লীগ প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠান সংক্রান্ত ব্যাপারে কার্যসূচী প্রস্তুত করার জন্য সেক্রেটারীকে নির্দেশ দান করিতেছে।

২. আত্মরক্ষাকল্পে যত শীঘ্র সম্ভব প্রত্যেক পল্লী ও মিউনিসিপ্যালিটির প্রত্যেক মহল্লায় জনরক্ষা কমিটি ও ন্যাশনাল গার্ড বাহিনী গঠন করিয়া নিজদিগকে সংঘবদ্ধ করার জন্য ওয়াকিং কমিটি মুসলমানদের প্রতি আবেদন করিতেছে। এই সমস্ত জাতীয় রক্ষীবাহিনী মুসলিম লীগ জনরক্ষা কমিটির তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হইবে। মুসলিম লীগ ডিফেন্স কমিটির অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও যে সমস্ত স্থানে মুসলমানগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড বাহিনী গড়িয়া তুলিতেছে কিংবা মুসলিম লীগের চেষ্টায় যে সমস্ত স্থানে রক্ষীবাহিনী গড়িয়া উঠিতেছে সে সমস্ত স্থানে অবিলম্বে মুসলিম লীগ জনরক্ষা কমিটি গঠন করিয়া মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড বাহিনীকে উক্ত কমিটিসমূহের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়ন করার জন্য স্থানীয় লীগ প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশ দান করা যাইতেছে।

৩ (ক) ওয়াকিং কমিটির সুদৃঢ় অভিমত এই যে, মুসলিম লীগের কোন সদস্যেরই হোমগার্ড বাহিনীতে যোগ দেওয়া উচিত নহে। ওয়াকিং কমিটি বর্তমানে মন্ত্রীসভার পরিকল্পিত হোমগার্ড বাহিনীকে অকেজো ও নিরর্থক বলিয়া মনে করে। জরুরী অবস্থায় ইহা জনরক্ষার ব্যাপারে কোন উপকারে আসিবে না। এতদ্ব্যতীত বর্তমান মন্ত্রীসভা পরিচালিত এই হোমগার্ড বাহিনীকে মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার আশঙ্কাও রহিয়াছে। ওয়াকিং কমিটির অভিমত এই যে, কেবলমাত্র মুসলমানদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগ ও ইহার সংগঠিত কমিটিসমূহই যুদ্ধের ফলাফল হইতে মুসলিম জাতিকে রক্ষা করিতে সক্ষম।

(খ) হোমগার্ড বাহিনীতে যোগদান করার জন্য জনগণের প্রতি যে বল প্রয়োগ করা হইতেছে এবং ইহাতে যোগ না দিলে বন্দুকের লাইসেন্স বাতিল হইবে বলিয়া যে ভীতি প্রদর্শন করা হইতেছে, ওয়াকিং কমিটি তাহাতে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছে। গভর্নমেন্ট এই ভীতি প্রদর্শনকে কার্যে পরিণত করার কোন প্রচেষ্টা করিলে মুসলিম লীগ তাহাতে প্রবলভাবে বাধা প্রদান করিবে।

৪. সিভিল গার্ডবাহিনীকে জনরক্ষার উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার বিরুদ্ধে ওয়াকিং কমিটি তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছে। কারণ

www.pathagar.com

একমাত্র জনরক্ষার উদ্দেশ্যেই সিভিল গার্ড বাহিনী গঠিত হইয়াছে এবং কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্যই তাহাদিগকে সরকারী তহবিল হইতে পারিশ্রমিক দেওয়া যুক্তিসঙ্গত। বিশেষত মন্ত্রীদিগকে সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য এই সিভিল গার্ডদিগকে বাধ্য করা হয়। অথচ মুসলমান সিভিল গার্ডগণ এই অবস্থায় মোটেই রাযী নয়। এইরূপ পন্থা অবলম্বন করা হইতে বিরত থাকার জন্য ওয়াকিং কমিটি গভর্নমেন্টকে অনুরোধ জানাইতেছে। অন্যথায় মুসলিম সিভিল গার্ডগণকে পদত্যাগের জন্য নির্দেশ দান করিতে তাঁহারা বাধ্য হইবেন।

৫. (ক) ওয়াকিং কমিটি উপলব্ধি করিতেছে যে, যুদ্ধ ভারতের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া পড়ায় গভর্নমেন্ট এমন কতগুলি ব্যবস্থা অবলম্বনে বাধ্য, যাহার ফলে বেসামরিক জনগণ, বিশেষ করিয়া পূর্ববঙ্গের মুসলমান জনগণকে কতকটা দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হইতে হইবে। এতদ্‌সঙ্গে গভীর ক্ষোভের সহিত ওয়াকিং কমিটি ইহাও লক্ষ্য করিতেছে যে, জনগণের এই সমস্ত দুঃখ-কষ্ট লাঘবের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে গভর্নমেন্ট উদাসীনতা প্রদর্শন করিতেছে এবং সামরিক কর্তৃপক্ষের আদেশে যে সমস্ত এলাকা হইতে নৌকা অপসারণ করা হইয়াছে, সেই সমস্ত এলাকার অধিবাসিগণের অসুবিধার কথা মোটেই উপলব্ধি করিতেছে না। বিশেষ করিয়া বর্ষাকালে এই সমস্ত এলাকায় একমাত্র নৌকা দ্বারাই তাহাদের পক্ষে চলাচল সম্ভব। চাষাবাদের উদ্দেশ্যে লোকজন ও গো-মহিষাদিগকে চর এলাকায় লইয়া যাইবার জন্য এইগুলি খুবই প্রয়োজনীয়। অন্যান্য অঞ্চল হইতে জীবন ধারণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আমদানী করার জন্যও ইহাদের দরকার খুব বেশী। ব্যবসায়ের জন্য এক স্থান হইতে অন্য স্থানে এবং হাট-বাজারে পণ্য-দ্রব্যাদি লইয়া যাইবার জন্য তাহাদের অন্য কোন উপায় নাই। এইভাবেই অনেক লোক তাহাদের জীবিকা অর্জন করে থাকে। ওয়াকিং কমিটির অভিমত এই যে, সামরিক কারণে নৌকাগুলি সরকারের তত্ত্বাবধানে নেওয়ার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখা না দেওয়া পর্যন্ত জনগণকে এই সমস্ত নৌকা ব্যবহার করিতে দেওয়া উচিত। কিছুটা নিয়ন্ত্রণ যদি একান্তই জরুরী বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে প্রয়োজন বোধে কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে কতকগুলি নৌকাকে অন্ততঃ সপ্তাহে একদিন যাত্রী ও পণ্যদ্রব্যাদি বহনের জন্য নিয়োজিত রাখা উচিত। এতদ্‌ব্যতীত চাষাবাদের উদ্দেশ্যে যাহাদিগকে চর অঞ্চলে যাতায়াত করিতে হয়, তাহাদের ব্যবহারের জন্য নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। তদুপরি যে সমস্ত লোকের নিকট হইতে নৌকা গ্রহণ করা হইয়াছে,

www.pathagar.com

তাহাদিগকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত। শুধু নৌকার ক্ষতিপূরণ নহে, উপরন্তু নৌকার অভাবে চাষাবাদের যে ক্ষতি হইয়াছে এবং যে রোজগার নষ্ট হইয়াছে, তাহারও ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

(ক) জনগণের স্বেচ্ছা প্রণোদিত সহযোগিতা লাভ করিতে হইলে 'না দেওয়ার নীতি' সম্পর্কিত ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া কমিটি বিশেষ আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছে। বাধ্যতামূলক লোক অপসারণ এবং জমিজমা, ঘরবাড়ী, আসবাবপত্র, নৌকা, সাইকেল এবং অন্যান্য যানবাহন ইত্যাদি দখল সম্পর্কিত ব্যাপারেও এই ব্যবস্থা প্রযোজ্য হইবে।

৬. গভর্নমেন্টের আইনসভার সাহায্য ছাড়া শাসন পরিচালন খুবই অবাঞ্ছিত ও নিয়মতন্ত্র বিরোধী ব্যাপার, আর বর্ষাকালীন অধিবেশন আহ্বান না করার কোন সঙ্গত কারণও নাই। সে মতে যত শীঘ্র সম্ভব আইনসভার বর্ষাকালীন অধিবেশন আহ্বানের জন্য ওয়ার্কিং কমিটি মহামান্য গভর্নরকে ঐকান্তিকভাবে অনুরোধ জানাইতেছে।" [১]

## বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী

২৩, ২৪ ও ২৫ শে আগস্ট, ১৯৪২, তারিখসমূহে ৩৩ নং থিয়েটার রোড, কলিকাতায় মওলানা মোহাম্মদ আকরম খান সাহেবের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির তিন দিবস ব্যাপী অধিবেশন হয়। উক্ত অধিবেশনে নিম্নোক্ত প্রস্তাবাবলী গৃহীত হয়ঃ

১. ক. নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বোম্বাই অধিবেশনে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, ভারতের এই সংকটময় মুহূর্তে মুসলিম জাতি ও দেশের পক্ষে ঐ সিদ্ধান্ত যথাসম্ভব সুষ্ঠু পথের নির্দেশ দিবে বলিয়া ওয়ার্কিং কমিটি উহাকে অভিনন্দন জানাইতেছে। এই সিদ্ধান্ত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং উহা দ্বারা ভারতীয় মুসলমানদের আশা-উদ্দীপনার লক্ষ্য পাকিস্তান-এ উপনীত হওয়ার সংগ্রামে সুস্পষ্ট অগ্রগতি সূচিত হইয়াছে। এই পাকিস্তান প্রস্তাব দ্বারা কেবল ভারতের মুসলমান জাতিরই স্বাধীনতার সূচনা হয় নাই,

১. আজাদ, ৩০শে জুন, ১৯৪২।



www.pathagar.com

পরন্তু এই উপমহাদেশের অন্যান্য সকল জাতিরও স্বাধীনতার দিক নির্দেশ করা হইয়াছে। ওয়ার্কিং কমিটি বাংলার মুসলমানদেরকে এই সিদ্ধান্ত পূর্ণরূপে অনুসরণ এবং কংগ্রেস প্রবর্তিত আন্দোলন সম্পর্কে লীগের সিদ্ধান্তের অন্তর্ভুক্ত নির্দেশাবলী অনুযায়ী স্বকীয় কর্মপন্থা নির্ধারণ করিতে অনুরোধ করিতেছে।

খ. ওয়ার্কিং কমিটি নিখিল ভারত মুসলিম ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তের অন্তর্ভুক্ত নিম্নোক্ত অংশের প্রতি বাংলার মুসলমানদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছে ঃ "এইরূপ অবস্থায়, নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটি বিশেষ সতর্কভাবে বিবেচনার পর মুসলমানদিগকে কংগ্রেস প্রবর্তিত আন্দোলনে যোগদান হইতে সর্বতোভাবে বিরত থাকিয়া স্বকীয় স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রা অনুসরণ করিতে নির্দেশ দিতেছে। কমিটি আশা করে যে, মুসলমানদের কোন প্রকারে ভয় প্রদর্শন বা জবরদস্তি অথবা তাহাদের স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় কেহ কোনরূপ বিঘ্ন সৃষ্টির চেষ্টা করিবে না। অন্যথায়, মুসলমানরা উহা প্রতিরোধে বাধ্য হইবে ( তাহাদের এই কার্য সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গতই হইবে ) এবং স্বীয় জীবন, সম্মান ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে।

গ. ওয়ার্কিং কমিটি দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে, কয়েকটি ক্ষেত্রে সম্ভবত অজ্ঞাতসারে মুসলমানদের সাধারণ কাজকর্ম সম্পাদনে বাধা সৃষ্টি করা হইয়াছে। কমিটি কংগ্রেস আন্দোলনের উদ্যোক্তাদের প্রতি ঐকান্তিকভাবে আবেদন জানাইতেছে যে, মুসলমানদিগকে যেন কোনভাবে বিব্রত বা তাহাদের স্বাভাবিক কাজকর্মে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করা না হয়।

ঘ. ওয়ার্কিং কমিটি সন্তোষের সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে, কংগ্রেস নেতারা ভারত হইতে বৃটিশ শক্তির অপসারণ না হওয়া পর্যন্ত হিন্দু-মুসলিম মীমাংসা মুলতবী রাখার সঙ্কল্প ঘোষণা করা সত্ত্বেও নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি আপোস আলোচনার দ্বার খোলা রাখা ছাড়াও মুসলমানদের জাতীয় দাবির সন্তোষজনক মীমাংসার ভিত্তিতে যথাসম্ভব ক্ষমতাসহ ভারতে অস্থায়ী গভর্নমেন্ট স্থাপনের উদ্দেশ্যে অন্যান্য দলের সহিত আলোচনার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী ও সুষ্ঠু রাজনৈতিক প্রজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছে। ওয়ার্কিং কমিটি একান্তভাবে আশা করে যে, সাম্প্রদায়িক মতবিরোধের মীমাংসা যে একান্ত প্রয়োজনীয়, বিভিন্ন দল তাহা অনুধাবন করিবে এবং মুসলিম লীগের এই প্রস্তাবের সুযোগ গ্রহণ করিয়া আলোচনা ও সাম্প্রদায়িক আপোসের মাধ্যমে ভারত ও এই দেশবাসীদের স্বাধীনতা আনয়ন করিবে।

www.pathagar.com

২. ওয়ার্কিং কমিটির বিবেচনায়, বাংলার প্রত্যেক গ্রামে মুসলমানদের পক্ষে আত্মরক্ষার জন্য জনরক্ষা কমিটি গঠন ও যথাসম্ভব বেশী পরিমাণে মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড দলে যোগদান একান্ত জরুরী ও অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ জনরক্ষা বাহিনী গঠন ছাড়া মুসলমানরা আসন্ন সঙ্কট মুহূর্তে স্বীয় জীবন, সম্মান ও সম্পত্তি রক্ষায় সমর্থ হইবে না। নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এই কার্যসূচী এত গুরুত্বপূর্ণ যে, উহা কার্যকর করার জন্য মুসলমানদের সর্বতোভাবে চেষ্টা করা উচিত এবং কাহারও কোনরূপ হুমকি, ভয় প্রদর্শন বা জবরদস্তিতে যেন তাহারা বিচলিত না হয়। একথা সম্পূর্ণভাবে অনুধাবন করা দরকার যে, সঙ্কট মুহূর্তে জাতির অন্তর্নিহিত শক্তিই মানুষকে টিকাইয়া রাখে এবং এই শক্তির ক্রমবৃদ্ধি বা সংগঠনের পথে কাহাকেও বাধা সৃষ্টি করিতে দেওয়া যাইতে পারে না।[১]

৩. বগুড়া জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান খান বাহাদুর মোহাম্মদ আলীর পদত্যাগপত্র গ্রহণের ভান করিয়া মিঃ আলতাফ আলীকে উক্ত জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিয়া বর্তমান মন্ত্রীসভা যেরূপ নির্লজ্জের মত কাজ করিয়াছে, তাহাতে লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছে। মিঃ আলতাফ আলীকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, খান বাহাদুর মোহাম্মদ আলীর পদত্যাগের পর তাঁহাকেই চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হইবে। এই উপায়ে খান বাহাদুর মোহাম্মদ আলীকে পদত্যাগে বাধ্য করায় মন্ত্রীসভা ষড়যন্ত্রের অপরাধে অপরাধী। গভর্নমেন্ট বা জেলাবোর্ড কাহারও নিকট পদত্যাগপত্র দাখিল করা হয় নাই, তবুও উক্ত পদত্যাগপত্র সম্পর্কে কোন নির্দেশ প্রদত্ত হওয়ার পূর্বেই তাহা প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হয়।

যদিও প্রচলিত আইন অনুযায়ী গভর্নমেন্টকে শূন্য পদে চেয়ারম্যান নিয়োগের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তথাপি গভর্নমেন্ট এক সার্কুলার দ্বারা নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন যে, চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য জেলাবোর্ডের সদস্যগণকে আহ্বান করা হইবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মন্ত্রীসভা ইচ্ছা করিয়াই উক্ত সার্কুলার বাতিল করিয়া দিয়া বাহিরের এমন একজন লোককে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিলেন, যিনি বগুড়া জেলার কোন ইউনিয়ন বোর্ডেরও ভোটার নন। বগুড়া জেলাবোর্ডের মোট সদস্য সংখ্যা ১৮ জন। মিঃ আলতাফ আলীকে লইয়া উক্ত জেলাবোর্ডের সদস্য সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৯ জন। এই সমস্ত কার্য সম্পূর্ণভাবে গণতন্ত্র ও নির্বাচন নীতির বিরোধী।

---

১. আজাদ, ২৭শে আগস্ট, ১৯৪২।

www.pathagar.com

৪. খাদ্যদ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য সরবরাহ সম্পর্কে বর্তমান মন্ত্রীসভা যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছে, ওয়ার্কিং কমিটি তাহাতে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছে। ওয়ার্কিং কমিটি মন্ত্রীসভাকে সতর্ক করিয়া দিতেছে যে, সরবরাহের সুব্যবস্থা ও যথাযথ উপায়ে তাহা বিতরণের ব্যবস্থা না করিলে এবং অযথা পক্ষপাতিত্বমূলক প্রথা বন্ধ না করিলে গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারে। মুসলিম মহল্লায় প্রধান খাদ্যদ্রব্য ও জীবন ধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ এবং নিয়ন্ত্রিত মূল্যে দ্রব্যাদি বিক্রয় সম্পর্কে হিন্দু ও মুসলমান ব্যবসায়ীদিগকে সমান সুযোগ দানের আবশ্যকতার উপর ওয়ার্কিং কমিটি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেছে।

৫. একজন মুসলিম লীগপন্থী ময়মনসিংহ স্কুল বোর্ডের বেসরকারী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় মন্ত্রীসভা বিনা কারণে তাহার নির্বাচন অনুমোদন করিতে বারবার অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতেছে। এই ব্যাপারে বর্তমান মন্ত্রীসভা যেরূপ অশোভন মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছে এবং যেভাবে তাহাদের কর্তব্য কাজে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা দ্বারা তাহাদের মুসলিম বিরোধী ও লীগ বিরোধী নীতির আর এক দফা প্রমাণ পাওয়া গেল। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইল যে, বর্তমান মন্ত্রীসভা ইহার দায়িত্ব পালনের অনুপযুক্ত।

৬. ওয়ার্কিং কমিটি জানিতে পারিয়াছে যে, আরো ছয় মাসের জন্য পাবনা জেলার কোন স্থানে কোন সভা-সমিতিতে অংশগ্রহণ বা বক্তৃতা প্রদান নিষিদ্ধ করিয়া মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশের প্রতি এক আদেশ জারী করা হইয়াছে। এই আদেশ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ইহা দ্বারা বাক-স্বাধীনতায় অযথা হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বাধা জন্মিতে পারে বা অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারে—মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ সাহেব এমন কিছু বলেন নাই বা এমন কোন কাজ করেন নাই। তিনি কেবলমাত্র মুসলিম লীগের কাজেই আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। অবিলম্বে এই আদেশ প্রত্যাহার এবং ভবিষ্যতে যথোপযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে এ ধরনের আদেশ না দিতে ওয়ার্কিং কমিটি দাবি জানাইতেছে।

৭. ওয়ার্কিং কমিটি নির্দেশ দিতেছে যে, মুসলিম জনগণ যাহাতে সঠিক অবস্থা অবগত হইতে পারে, সেজন্য নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের বিশ্লেষণ করিতে হইবে এবং ইহাকে কাজে পরিণত করিতে হইবে।[১]

১. আজাদ, ৩০শে আগস্ট, ১৯৪২।

www.pathagar.com

# মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ও কাউন্সিলের অধিবেশন, অক্টোবর, ১৯৪২

২৪ ও ২৫শে অক্টোবর, ১৯৪২, ফরিদপুর শহরে বিপুল জাঁকজমকের সঙ্গে কয়েকটি সম্মেলনের অধিবেশন হয়। মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি, মুসলিম লীগ কাউন্সিল, প্রাদেশিক এ আর পি প্রতিবাদ সম্মেলন, নিখিল বঙ্গ ফ্যাসি বিরোধী মুসলিম ছাত্র সম্মেলন, ফরিদপুর জেলা খাদ্য সম্মেলন—একসঙ্গে পাঁচটি সম্মেলনের অধিবেশন হওয়ায় শহরে অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়।

রেলে, স্টিমারে, লঞ্চে ও নৌকায় বিভিন্ন জেলা হইতে দুই দিনে প্রায় লক্ষাধিক লোক ফরিদপুর শহরে আগমন করে।

২৪শে অক্টোবর সকাল ৫টায় নেতৃবৃন্দকে লইয়া যখন রেলগাড়ী ফরিদপুর পৌঁছে, তখন প্রায় দশ হাজার লোকের জনতা 'মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিয়া অতিথিদের সম্বর্ধনা জানায়।

২৪শে অক্টোবর সকাল দশটায় মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেবের সভাপতিত্বে ফরিদপুর ময়েজ মঞ্জিলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হয়। স্যার খাজা নাজিমুদ্দীন, খান বাহাদুর এম. এ. মোমেন, খান সাহেব নূরুল আমিন, খান বাহাদুর মোয়াজ্জেম উদ্দিন হোসেন, মৌলভী তমিজুদ্দীন খান, মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ, মেসার্স এইচ. এস সোহ্‌রাওয়ার্দী, এম. এ. এইচ ইস্পাহানী, কে. শাহাবুদ্দীন, ফজলুর রহমান, মোহাম্মদ আলী, মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ বাহার, এম. এ. ওয়াসেক, এম. এস. আলী ও খান সাহেব আকবর আলী প্রমুখ সদস্য সভায় উপস্থিত ছিলেন।

কমিটি প্রথমত খান বাহাদুর সৈয়দ গাজিউল হক চৌধুরীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ এবং খান বাহাদুর আবিদুররেজা চৌধুরী দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ায় গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করে। তাহার পর নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়ঃ

১. কিশোরগঞ্জের কোন মসজিদে সমবেত নিরুপদ্রব জনতার উপর গুলীবর্ষণের ফলে অন্ততপক্ষে ১৭ জন মুসলমান আহত এবং উহার মধ্যে চারিজনের মৃত্যু হওয়ার সংবাদ শ্রবণ করিয়া কমিটি বিক্ষুব্ধ হইয়াছে। জানা গিয়াছে যে, গত বৎসর কিশোরগঞ্জের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে এরূপ একটি মিটমাট হইয়াছিল যে, মুসলিম হোস্টেলের প্রাঙ্গণস্থিত মসজিদের নিকট দিয়া শোভাযাত্রা যাইবার কালে বাদ্য বাজানো হইবে না। এই

www.pathagar.com

চুক্তি অনুযায়ী মহকুমা হাকিম মিছিলওয়ালাদিগকে মসজিদের সম্মুখে বাদ্য বাজাইবার অনুমতি দেয় নাই। কিন্তু শোভাযাত্রার উদ্যোগীগণ মহকুমা হাকিমকে ডিঙ্গাইয়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদন করে এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মহকুমা হাকিমকে না জানাইয়াই মসজিদের সম্মুখে বাদ্য বাজানোর হুকুম দেন। মহকুমা হাকিম ও মুসলিম এম. এল. এ.-গণ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পূর্ব চুক্তির কথা জানানো সত্ত্বেও তিনি স্বীয় আদেশ বহাল রাখার জন্য জেদ করেন এবং বলেন যে, তাঁহার আদেশ যাহাতে পালিত হয় সেজন্য যথেষ্ট সংখ্যক সশস্ত্র পুলিশ রহিয়াছে। যদিও মুসলমানরা মসজিদের মধ্যে অবস্থান করিতেছিল এবং জেলা বোর্ডের সড়কের উপর ছিল না, তথাপি পুলিশ মুসলমানদের উপর লাঠি চার্জ করে এবং অবশেষে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মসজিদের উপর গুলী চালায়, অথচ তাহারা সড়ক হইতে ১১০ ফুট দূরে ছিল। মুসলমানেরা পুলিশের উপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করিয়াছিল বলিয়া এখন যে কাহিনী প্রচার করা হইতেছে, তাহা অবৈধ—মিথ্যা। প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের দ্বারা হিন্দু বা পুলিশের লোক কেহই আহত হয় নাই।

ওয়ার্কিং কমিটি স্যার নাজিমুদ্দীন, খান বাহাদুর মোয়াজ্জেম উদ্দিন হোসেন, এম. এল. সি. ও মিঃ আবদুল্লাহ আল-মাহমুদ এম. এল. এ.-কে ঘটনাস্থলে গিয়া তদন্ত করিয়া অতি শীঘ্র রিপোর্ট দাখিল করিবার নির্দেশ দিতেছে। ওয়ার্কিং কমিটি আরও দাবি করিতেছে যে, এই দুর্ঘটনায় তদন্তের জন্য অবিলম্বে গভর্নমেন্টের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা উচিত। এই কমিটিতে বিচার বিভাগের উচ্চ পদস্থ কর্মচারী অথবা অধিক সংখ্যক বেসরকারী সদস্য থাকিবেন। ওয়ার্কিং কমিটি শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছে এবং শহীদানের পারলৌকিক মঙ্গল কামনা করিতেছে।

২. দ্বিতীয় প্রস্তাবে ওয়ার্কিং কমিটি আরও দাবি করে যে, ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে গুলী বর্ষণ ঘটনার তদন্তের জন্য যে কমিটি গঠনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, তাহা অবিলম্বে গঠন করা হউক।

৩. হক মন্ত্রীসভা জেলা বোর্ড ও অন্যান্য লোকাল বোর্ডের লীগপন্থী চেয়ারম্যানদিগকে যেরূপ ক্রমাগত নির্যাতন এবং তাহাদের পদচ্যুতির জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করিতেছে এবং মিঃ ফজলুল হক, মিঃ সন্তোষকুমার বসু ও তাঁহাদের সহকর্মীগণকে এই প্রকার জঘন্য প্রচেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইতে কমিটি আহ্বান জানাইতেছে। ওয়ার্কিং কমিটি হক মন্ত্রীসভার নির্যাতন নীতির দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নলিখিত কয়েকটি সাম্প্রতিক ঘটনার উল্লেখ করিতেছে ঃ

www.pathagar.com

ক. ফরিদপুর জেলা বোর্ড—ফরিদপুর জেলা বোর্ড কেন বাতিল করা হইবে না তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য জেলা বোর্ডের উপর একটি নোটিশ জারী করা হইয়াছে। একাউন্ট্যান্ট জেনারেল কর্তৃক প্রদর্শিত হিসাব পরীক্ষার কতকগুলি অতি সাধারণ ত্রুটিই এই নোটিশের প্রধান ভিত্তি। অথচ জেলা বোর্ডের উত্তর প্রদানের তিন মাসের মেয়াদ এখনও উত্তীর্ণ হয় নাই। সুতরাং একাউন্ট্যান্ট জেনারেল জেলা বোর্ডের কৈফিয়ত যথাযথভাবে বিবেচনা করিতে পারেন নাই এবং বিভাগীয় কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিতেও পারেন নাই। বিভাগীয় কমিশনার নিজেও জেলাবোর্ডের কৈফিয়ত ও আপত্তিগুলি বিবেচনা করিবার সুযোগ পান নাই।

আপত্তিগুলি মন্ত্রীমণ্ডলীকে সরকারীভাবে এখনো জানানো না হইলেও, তাঁহারা গোপনে উহা হস্তগত করিয়াছেন। ইহাতেই মন্ত্রীসভার অসদাভিপ্রায় ও ঈর্ষার ভাব প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

খ. রাজশাহী জেলা বোর্ড—নাটোর নির্বাচনে মুসলিম লীগের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মন্ত্রীমণ্ডলীর পরাজিত হওয়ার পর হইতেই মিঃ ফজলুল হক ও তাঁহার সহকর্মিগণ জেলাবোর্ডের লীগপন্থী চেয়ারম্যানকে পদচ্যুত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। চেয়ারম্যানের কার্যের কোন ত্রুটি না থাকিলেও মন্ত্রীসভার পক্ষ হইতে আনীত অনাস্থা প্রস্তাব সমর্থনের জন্য সরকারী সদস্যদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সভার দিনে সদস্যগণকে ভয় প্রদর্শনের নিমিত্ত সশস্ত্র পুলিশবাহিনী জেলা বোর্ডের অফিস ঘিরিয়া রাখিয়াছেন। চেয়ারম্যান নানা প্রকার আইনগত কারণের জন্য অধিবেশনকে বিধি-বহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করেন, কিন্তু সরকারী সদস্যগণ চেয়ারম্যানের নির্দেশ অমান্য করিয়া মহকুমা হাকিমের সভাপতিত্বে সভার কার্য পরিচালনা এবং চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণের অভিনয় করেন।

গ. চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটি—ইহা বাতিল করিবার কারণ হইতেছে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের সকলকেই কর্মচ্যুত করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ শিক্ষকই মুসলমান। ৯০৭ জন মুসলমান বালক-বালিকা শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।[১]

৪. ময়মনসিংহ জেলা স্কুল বোর্ডের বেসরকারী সভাপতি পদে নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও কোন সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাহার নির্বাচন বাতিল করিয়া পুনঃ নির্বাচনের আদেশ দেওয়ায় ওয়ার্কিং কমিটি সরকারের তীব্র নিন্দা করিতেছে।

১, আজাদ, ২৮শে অক্টোবর, ১৯৪২।

www.pathagar.com

পুনঃ নির্বাচন বিনা কারণে বিলম্ব করিয়া মন্ত্রীগণ যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম লীগ পার্টিকে সংখ্যালঘু দলে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, সেজন্য কমিটি তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছে।

৫. ওয়ার্কিং কমিটি অতিশয় উদ্বেগের সহিত প্রকাশ করিতেছে যে, মুসলমানগণ মুসলিম লীগের নির্দেশানুযায়ী কংগ্রেসের বর্তমান আন্দোলনে যোগদান না করা সত্ত্বেও বাংলার অনেক স্থানে তাহাদিগকে পাইকারী জরিমানা দিতে বাধ্য করা হইতেছে। এই সভা স্থানীয় মুসলিম লীগগুলিকে নির্দেশ দিতেছে যে, তাহারা যেন এই বিষয়ে স্ব স্ব জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করেন ও তাহার ফলাফল অগৌণে প্রাদেশিক লীগের সেক্রেটারীর নিকট প্রেরণ করেন।

মুর্শিদাবাদের যে-সকল স্থানে মুসলমানদের নিকট হইতে পাইকারী জরিমানা আদায় করা হইয়াছে উহার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রেরণের জন্য কমিটি মিঃ ফরহাদ রেজা চৌধুরীকে ক্ষমতা প্রদান করিতেছে।

৬. ওয়ার্কিং কমিটি পার্টি সম্বন্ধে সরকারের উদাসীনতা ও নীতিহীনতার তীব্র নিন্দা করিতেছে। পাটচাষীদের হাতে পাট মওজুদ থাকাকালীন সময়ে জাপান যুদ্ধে যোগদান করায় পাটের মূল্য অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে ও সরকার এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অকর্মণ্য প্রমাণিত হওয়ায় এ কমিটি সরকারের কার্যের নিন্দা করিতেছে। মুসলিম লীগের মতে পাটের মূল্য উপযুক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করার উপায় পাটের ক্রয়-বিক্রয় বৃদ্ধি করা ও পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ করা। বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডলী এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সময়মত আবেদন না জানাইয়া এই সমস্যার সমাধানে সম্পূর্ণ অকর্মণ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। অধুনা মন্ত্রীমণ্ডলী পাট চাষীদিগকে ঋণদান সম্পর্কে যে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা একটা নিছক প্রহসন মাত্র। কারণ, ঋণদান সম্পর্কে যেসব শর্ত প্রণয়ন করা হইয়াছে, ইহাতে কোন সত্যিকার পাটচাষী কম পাইবে না, আর কেহ যদি ঋণ গ্রহণ করে, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে জানুয়ারী মাসের মধ্যেই পাট বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হইবে, নতুবা আগামী বৎসরের জন্য তাহাদিগকে পাট উৎপাদনের লাইসেন্স দেওয়া হইবে না।

৭. দেশের খাদ্য সমস্যা ও গরীবদিগকে তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের অত্যাবশ্যকীয় জিনিস যথা—কাপড়, কেরোসিন, চাউল, ডাল, চিনি ইত্যাদি জিনিস ন্যায্য দামে সরবরাহ করিতে বর্তমান সরকার সম্পূর্ণ অযোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। এইজন্য কমিটি সরকারের কাজের তীব্র নিন্দা করিতেছে।

www.pathagar.com

এই সময়ে বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীর নীতি অতিশয় মারাত্মক। একদিকে চাহিদা অনুযায়ী বাজারে মাল সরবরাহ হইতেছে না, অন্যদিকে মন্ত্রী-মণ্ডলীর প্রিয় কতিপয় অ-ব্যবসায়ী লোক মাল জমাইয়া রাখিয়া অধিক লাভ করিতেছে।

৮. বাজে ছুতা ধরিয়া বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডলী মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের আলোচনা স্থগিত রাখায় কমিটি সরকারের নীতির তীব্র নিন্দা করিতেছে এবং অবিলম্বে সিলেক্ট কমিটির অধিবেশন আহ্বান করিতে দাবি জানাইতেছে।

ওয়ার্কিং কমিটি ১৯৪৩ সালে লীগ কমিটি গঠন সম্পর্কে নিম্নলিখিত নির্দেশ প্রদান করিতেছে ঃ

৯. ক. নিয়মানুযায়ী প্রাথমিক লীগ ও অন্যান্য লীগ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গঠন করিতে হইবে। সমস্ত প্রাথমিক লীগ যথা—ইউনিয়ন লীগ, টাউন লীগ (মহকুমার সদর এবং যাহা মিউনিসিপ্যালিটির অধিক নহে), মিউনিসিপ্যাল লীগ (যে সকল মিউনিসিপ্যালিটিতে মুসলমান অধিবাসী দশ হাজারের কম), ওয়ার্ড লীগ (যে সকল মিউসিপ্যালিটিতে দশ হাজারের অধিক মুসলমান অধিবাসী বাস করে), ইতিপূর্বে গঠন সম্পন্ন হইয়া থাকুক আর নাই থাকুক, ১৯৪৩ সালের ৩১শে মার্চের মধ্যে তাহাদের গঠন সম্পূর্ণ শেষ করিতে হইবে।

খ যে সকল ব্যক্তি ১৯৪২ সালের জুলাই মাস হইতে লীগের সদস্যভুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা ইতিপূর্বে লীগের গঠন প্রণালীতে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকিলেও অতিরিক্ত কোন চাঁদা না দিয়া ভোট প্রদানে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

গ. যে সকল প্রাথমিক লীগ সেক্রেটারীর নির্দেশ অনুযায়ী গঠিত হইয়াছে, তাহাদিগকে পুনর্গঠন করিয়া অনুমোদন লাভ করিতে হইবে। তাহাদিগকে এখন হইতে সদস্য বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং ১৯৪২ সালের জুলাই মাস হইতে নির্বাচনের সাত দিন পূর্ব পর্যন্ত যাঁহারা সদস্যভুক্ত হইবেন, তাঁহারাই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

ঘ. যাহাতে যথেষ্ট সংখ্যক লোক লীগের সদস্যভুক্ত হইতে পারেন, সে জন্য লীগ পুনর্গঠনের নির্বাচন ১৯৪৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারীর পূর্বে অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে না।

ঙ. প্রাথমিক লীগ হইতে উহার উর্ধ্বতন লীগে যে সব প্রতিনিধি প্রেরিত হইবে, তাহার সংখ্যা প্রাথমিক লীগের মোট সাধারণ সংখ্যার উপর নির্ভর করিবে ও ইহার হার পরে নির্ধারিত হইবে।

www.pathagar.com

চ. যে সকল একক ইউনিয়ন বা ওয়ার্ডে যথেষ্ট সংখ্যক মুসলমান নাই, সেখানে একাধিক ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডের একত্রিতকরণের প্রস্তাব অনতিবিলম্বে সেক্রেটারীর নিকট পাঠাইতে হইবে।

ছ. নির্বাচন সম্পর্কে সেক্রেটারীকে বিস্তারিত নির্দেশ ও উপদেশ দিতে হইবে।

১০. কমিটি মনে করে যে, হক মন্ত্রীমণ্ডলীর নির্দেশে ১৯৪২ সালে স্থাপিত গুরুদাসপুর স্কুলকে বে-আইনীভাবে মঞ্জুরী প্রদান করা হইয়াছে, অথচ গুরুদাসপুর থানার অধীনে চাঁচকিরে তিন বৎসর পূর্বে স্থাপিত স্যার নাজিমুদ্দীন হাই স্কুল সম্বন্ধে বিভাগীয় ইনস্পেকটারের অনুমোদন সত্ত্বেও মঞ্জুরী দেওয়া হয় নাই।

ওয়ার্কিং কমিটি এ সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া খান বাহাদুর মোহাম্মদ আলীকে লীগ সেক্রেটারীর নিকটর রিপোর্ট পাঠাইতে নির্দেশ দিতেছে।

এই প্রস্তাবসমূহ বঙ্গীয় লীগ কাউন্সিলের অধিবেশনেও উত্থাপিত এবং গৃহীত হয়।[১]

## বঙ্গীয় লীগ কাউন্সিল অধিবেশন

২৪শে অক্টোবর বেলা ৩টায় মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর সভাপতিত্বে ফরিদপুর শহরে মুসলিম লীগ কাউন্সিল সভার অধিবেশন হয়। সভায় প্রায় তিরিশ হাজার দর্শক উপস্থিত ছিল।

বর্তমান হক মন্ত্রীমণ্ডলীর লীগ বিরোধী কার্যকলাপের উল্লেখপূর্বক মিঃ এইচ. এস. সোহ্‌রাওয়ার্দী বলেন যে, লীগ পন্থীগণকে বাধা প্রদানে বিফল মনোরথ হইয়া হক মন্ত্রীমণ্ডলী জেলা বোর্ডের লীগপন্থী চেয়ারম্যানদিগকে পদচ্যুত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। বগুড়া জেলা বোর্ডের লীগপন্থী চেয়ারম্যান খান বাহাদুর মোহাম্মদ আলীকে পদচ্যুত করিয়া হক মন্ত্রীমণ্ডলী তাঁহার পিতা প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন দলের সদস্য মিঃ আলতাফ আলী, এম. এল. সি.-কে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিয়াছেন। অথচ আশ্চর্য বিষয় এই যে, মিঃ আলতাফ আলী ভোটার নহেন। চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান লীগপন্থী ছিলেন; শুধু এই কারণেই চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটি বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বর্তমান হক মন্ত্রীমণ্ডলীর প্ররোচনায় রাজশাহী জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব

১. আজাদ, ১লা নভেম্বর, ১৯৪২।

www.pathagar.com

আনয়ন করা হইয়াছিল। ময়মনসিংহ জেলা বোর্ডের জন্যেও উহা ঘটিবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। ফরিদপুর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ ইউসুফ আলী চৌধুরী লীগপন্থী এবং ইনি বিশেষ সন্তোষজনকভাবে বোর্ডের কার্য পরিচালনা করিতেছেন। তথাপি এই জেলা বোর্ড বাতিল করিবার চেষ্টা হইতেছে এবং সম্ভবত হইবেও। আরও নানা উপায়ে বর্তমান মন্ত্রীসভা হিন্দু সভাওয়ালাদের নির্দেশক্রমে মুসলমানদের স্বার্থহানির চেষ্টা করিতেছে।

মুসলমানদের স্বার্থের প্রতি হক মন্ত্রীসভা যত প্রকার ভাবে বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি করিতেছে, সেই সম্পর্কে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ও আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ—উভয়ে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন এবং মন্ত্রীমণ্ডলীর দুরভি-সন্ধি ব্যর্থ করিবার জন্য বাংলার মুসলমানদের প্রতি আবেদন জানান।

সৈয়দ আবদুল মজিদ ও খান সাহেব নুরুল আমিন তাহাদের বক্তৃতায় বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীর নিন্দা করিয়া বলেন যে, ইহারা মুসলিম বিরোধী এবং মুসলিম নীতি অনুসরণ করিতেছে।

খাজা স্যার নাজিমুদ্দীন, খান বাহাদুর আবদুল মোমেন, মেসার্স ফজলুর রহমান, সৈয়দ মোহাম্মদ আবদুস সালাম খান, লাল মিয়া, আবদুর রউফ ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি মঞ্চের উপর উপবিষ্ট ছিলেন।

বক্তৃতা শেষ হওয়ার পরে মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাবাবলী কাউন্সিল অধিবেশনে উত্থাপিত এবং গৃহীত হয়। তারপর নানাপ্রকার ধ্বনির মধ্যে সভার অধিবেশন শেষ হয়।[১]

## প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব, ডিসেম্বর, ১৯৪২

১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪২, কলিকাতায় খান বাহাদুর আবদুল মোমেনের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের এক অধিবেশন হয়। উহাতে নিম্নোক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়ঃ

"অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য আজাদ পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ রাখার আদেশ জারি করিয়া বাংলা সরকার যে দমননীতি প্রয়োগ করিয়াছেন, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বাংলার

১. আজাদ, ২৭শে অক্টোবর, ১৯৪২।

www.pathagar.com

মুসলমানদিগকে ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে গ্রামে গ্রামে, ইউনিয়নে ইউনিয়নে ও প্রত্যেক শহরে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য সভা-সমিতি ইত্যাদির দ্বারা 'আজাদ দিবস' পালনের জন্য অনুরোধ করিতেছে।

কমিটি এ সম্বন্ধে আবশ্যকীয় পন্থাদি অবলম্বনের জন্য স্যার নাজিমুদ্দীনের উপর ভার অর্পণ করিতেছে। কোন কারণবশত তিনি কর্তব্য পালনে অসমর্থ হইলে তিনি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করিতে পারিবেন।'[১]

## বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন, জানুয়ারী, ১৯৪৩

২৩শে জানুয়ারী, ১৯৪৩, সকাল সাড়ে ৯টায় কিশোরগঞ্জ ডাকবাংলোতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক আরম্ভ হয়। ইহার পূর্বে প্রায় দুই সহস্র মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড, প্রায় এক সহস্র লাঠিধারী মুসলমান এবং লীগ পতাকাবাহী আরো বহু মুসলমানের সমবায়ে গঠিত এক মাইল দীর্ঘ শোভাযাত্রা সহকারে স্যার নাজিমুদ্দীন, মেসার্স এইচ এস. সোহ্‌রাওয়ার্দী, তমিজুদ্দীন খান, হাফিজুদ্দীন চৌধুরী, এম. এল. এ. এবং মোমেনশাহী জেলা লীগ সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান খান বাহাদুর সৈয়দ মোয়াজ্জেমুদ্দীন হোসেন ও সেক্রেটারী মোঃ ইসরাইল এম. এল. এ-কে সম্মেলনের প্যাণ্ডেলে লইয়া যাওয়া হয় আর মুহুর্মুহু শোনা যায় 'আল্লাহু আকবর', 'মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ', 'কায়েদে আজম জিন্দাবাদ', 'নাজিমুদ্দীন জিন্দাবাদ' ও 'সোহ্‌রাওয়ার্দী জিন্দাবাদ' ইত্যাদি স্লোগান।

কমিটির সভায় নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়ঃ 'ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন আসন্ন বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইল যে, ব্যবস্থাপক সভার ভোটারগণ যাহাতে ব্যক্তি বিশেষকে ভোটদানের অঙ্গীকার না করিয়া মুসলিম লীগ মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দেন, সেজন্য ভোটারগণের নিকট পত্র লেখা হইবে। কয়েকজন মুসলিম সদস্যের মৃত্যুতে আইন সভার যে কয়টি সদস্যপদ শূন্য হইয়াছে, তাহা পূরণের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কে বাংলা সরকার যে গড়িমসি করিতেছে, কমিটি তাহার প্রতিবাদ করিতেছে। নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার ভীতিই এই গড়িমসির কারণ। মন্ত্রীসভার প্রতি জনগণের

১. আজাদ, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬।

www.pathagar.com

যে আস্থা নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ বালুর ঘাটের মিঃ মফিজুদ্দীন চৌধুরীর মৃত্যুতে যে সদস্যপদ খালি হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। এখনও ইহাকে শূন্য বলিয়া ঘোষণা করা হয় নাই। রায় বাহাদুর মন্মথনাথ বসুর মৃত্যু হয় খান বাহাদুর সৈয়দ গাজিউল হকের মৃত্যুর বহু পরে। কিন্তু রায় বাহাদুরের মৃত্যুতে যে সদস্যপদ শূন্য হইয়াছে, ইতিমধ্যেই উহাকে শূন্য বলিয়া ঘোষণা করা হইলেও খান বাহাদুরের মৃত্যুতে যে সদস্যপদ খালি হইয়াছে—মাত্র কিছু পূর্বে উহাকে শূন্য বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ওয়ার্কিং কমিটি এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি গভর্নরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

কিশোরগঞ্জ মসজিদে গুলীবর্ষণ সম্পর্কে তদন্তের জন্য নিয়োজিত কমিটির রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া ওয়ার্কিং কমিটি রিপোর্টের অনুলিপি বাংলার গভর্নর, বাংলা সরকারের চীফ সেক্রেটারী, সংবাদপত্র ও নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রেসিডেন্টের নিকট প্রেরণের সিদ্ধান্ত করিতেছে। ঘটনা সম্পর্কে তদন্তের জন্য হাইকোর্টের কোন বিচারপতিকে সভাপতি করিয়া সরকারী কর্মচারী ও বেসরকারী লোকের সমবায়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠনের যে সুপারিশ সাব-কমিটি করিয়াছে, ওয়ার্কিং কমিটি তাহাও অনুমোদন করিতেছে।

ওয়ার্কিং কমিটি জানিতে পারিয়াছে যে, মুসলিম লীগের সদস্য মিঃ আবদুল ওয়াসেক, নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কর্তৃক বহিষ্কৃত মিঃ ফজলুল হকের সহিত সফর করিতেছেন এবং তাঁহাকে সমর্থন করিতেছেন। সুতরাং সিদ্ধান্ত করা গেল যে, এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁহার আচরণ সম্পর্কে তাঁহার নিকট কৈফিয়ত তলব করা হইবে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে তিনি কৈফিয়ত দানে অসমর্থ হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

১৯৪২ সালে ২নং অর্ডিন্যান্সের আওতায় আসে না—এমন মোকদ্দমার বিচারের জন্য উক্ত ২নং অর্ডিন্যান্স অনুসারে যেভাবে স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করা হইতেছে, কমিটি তাহার প্রতিবাদ করিতেছে। উক্ত অর্ডিন্যান্সের ২৬ ধারানুযায়ী স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেটগণের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল চলে না। কাজেই অত্যন্ত জরুরী বিষয় ছাড়া ট্রাইবুনাল গঠন করা উচিত নহে।

নাটোর মহকুমার গুরুদাসপুর থানার এলাকাধীন চাচকৈর হাট লুট হামলার বিচার করার উদ্দেশ্য এরূপ একজন স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের বিরুদ্ধে কমিটি প্রতিবাদ জানাইতেছে। তথায় যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহা

www.pathagar.com

নগণ্য। যদিও হাটলুটের পূর্বে কংগ্রেসের তরফ হইতে প্রচার পত্র জারী করা হইয়াছিল, তথাপি অকারণে অকংগ্রেসী মুসলমানদিগকে উহাতে জড়িত করা হইয়াছে।

মিঃ ফজলুল হক ও তাঁহার মন্ত্রীসভা যেরূপ অসাধু উপায়ে ও বে-আইনীভাবে ফরিদপুর ও বাঁকুড়া জেলা বোর্ড দুটির চেয়ারম্যানকে অপসারণ করিয়াছেন, কমিটি উহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছে। মুসলিম লীগপন্থী চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার জন্য বর্তমান মন্ত্রী-সভার নির্দেশ অনুসারে সরকারী কর্মচারিগণ জেলা বোর্ডের সদস্যদের প্রতি যেরূপ জবরদস্তিমূলক আচরণ ও ভীতি প্রদর্শন করেন, কমিটি তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতেছে। মুসলিম লীগপন্থী চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে পার্টি গঠনের ব্যাপারে সরকারী কর্মচারিগণ যে অগ্রণী হইয়াছেন এবং তাঁহারা যে প্রকাশ্যে স্থানীয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কমিটির হাতে তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে। জেলা বোর্ডের লীগপন্থী চেয়ার-ম্যানের ব্যাপারে এবং জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও দিনাজপুর জেলা স্কুল বোর্ডের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও সরকারী কর্মচারিগণ এ ধরনের আচরণই প্রদর্শন করিয়াছেন।

ওয়ার্কিং কমিটি স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতেছে যে, এ ধরনের আচ-রণের বিরুদ্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে না বলিয়া মন্ত্রী-সভার নির্দেশে সরকারী কর্মচারিগণের স্থানীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ ও অংশগ্রহণের মাত্রা ক্রমাগত এতই বৃদ্ধি পাইতেছে যে, নিরপেক্ষ শাসন ব্যব-স্থার খাতিরে অবিলম্বে এরূপ জঘন্য কেলেংকারী সম্পর্কে তদন্ত হওয়া উচিত।

আইন অমান্য আন্দোলনকারীরা যে সমস্ত ধ্বংসাত্মক কার্য চালাই-তেছে, তাহাদের বিরুদ্ধে কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করার অজুহাতে বাংলার কোন কোন অংশে মুসলমানদের উপর যে পাইকারী জরিমানা ধার্য করা হইয়াছে, কমিটি তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতেছে। এ ধরনের কাজ দ্বারা গভর্নমেন্ট কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য মুসলমানদিগকে প্রত্যক্ষ-ভাবে উৎসাহ দান করিতেছে। ইহার ফলে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া পড়িবে। মুসলমানদের নিকট হইতে যে পাইকারী জরিমানা আদায় করা হইয়াছে, তাহা প্রত্যর্পণের জন্য কমিটি গভর্নমেন্টকে অনুরোধ জানাইতেছে।

www.pathagar.com

বর্তমান জটিল সমস্যাসমূহের সমাধানে মন্ত্রীসভার ব্যর্থতায় প্রদেশে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহার প্রতি এবং দরিদ্র জনগণের দুঃখ-ক্লেশের প্রতি কমিটি গভর্নরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

সর্বদলীয় সম্মেলনের সুপারিশসমূহ, বিশেষ করিয়া বিতরণের জন্য যে পরিমাণ চাউলের প্রয়োজন হইতে পারে, সেই পরিমাণ চাউল মাত্র একটি এজেন্ট যথা গভর্নমেন্ট কর্তৃক ক্রয় না করিয়া সম্ভ্রান্ত ও জন-হিতৈষী ফার্মসমূহের মধ্যস্থতায় যথাযথ ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে বিতরণ, ঘাটতি পূরণের জন্য বাংলা প্রদেশ ও ভারতের বাহির হইতে চাউল ও গম ক্রয়, চোরা বাজার বন্ধ ও মজুতদারদের শায়েস্তা করা, প্রয়োজন-বোধে অঞ্চল হিসাবে অংশ নির্ধারণ, অভাবগ্রস্ত অঞ্চলে চাউল সরবরাহ এবং পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ কমিটি অনুমোদন করিতেছে। কমিটির অভিমত এই যে, পারমিটের ব্যাপারে মন্ত্রীসভা যেরূপ ভাবে হস্তক্ষেপ করিতেছে, তাহারই ফলে এত বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হইয়াছে। সুতরাং মন্ত্রীসভা যাহাতে চাউল ক্রয় ও বিতরণের ব্যাপারে আর হস্তক্ষেপ না করে এবং এই কাজের ভার যাহাতে একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের হস্তে অর্পিত হয়, সেজন্য কমিটি গভর্নরকে অনুরোধ জানাইতেছে।

১৯৪৩ সনে লীগ প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠনের নিমিত্ত সদস্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ১৪ই ফেব্রুয়ারী হইতে ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত লীগপক্ষ বলিয়া ঘোষণা করার জন্য সেক্রেটারী যে প্রস্তাব করিয়াছেন, কমিটি তাহা অনুমোদন করিতেছে।

মাধ্যমিক শিক্ষাবিল সম্পর্কিত সিলেক্ট কমিটির বৈঠক আহবানে ক্রমাগত শৈথিল্য প্রদর্শনে কমিটি সরকারের আচরণের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছে। এই সময়ের মধ্যে আইন সভায় উপস্থাপিত করার জন্য বিলটি প্রস্তুত করা উচিত ছিল।

কয়লা, তৈল, জ্বালানী, স্টাণ্ডার্ড কাপড় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পণ্য-দ্রব্য সম্পর্কিত সমস্যার ব্যাপারে মন্ত্রীসভা যেরূপ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছে এবং যেরূপ অন্যায়ভাবে চোরাবাজারী চলিতে দেওয়া হইতেছে, কমিটি তাহার নিন্দা করিতেছে।" ১

১, আজাদ, ৫০শে জানুয়ারী, ১৯৪৩।

www.pathagar.com

## বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক, অক্টোবর, ১৯৪৩

১৩ই অক্টোবর, ১৯৪৩, সন্ধ্যায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগ অফিসে প্রাদেশিক লীগের সভাপতি মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর সভাপতিত্বে প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হয়। সভায় নিম্নলিখিত সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন: খান বাহাদুর আবদুল মোমেন, স্যার খাজা নাজিমুদ্দীন, মেসার্স হাবিবুল্লাহ বাহার, এম. এস. আলী, ডাক্তার, এ. এস. মালিক, খাজা শাহাবুদ্দীন, হামিদুল হক চৌধুরী, আবুল হাশিম, আবুল কাশেম, এম. এ. এইচ. ইস্পাহানী এবং খান বাহাদুর মোহাম্মদ আলী।

সভায় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ ছাড়াও নওয়াব জাদা লিয়াকত আলী খান, নওয়াব ইসমাইল খান এবং সৈয়দ জাকের আলী সাহেব উপস্থিত ছিলেন। ওয়ার্কিং কমিটি বুভুক্ষুদের রিলিফ দেওয়া সম্বন্ধে আলোচনা করে এবং সর্বভারতীয় লীগ নেতৃবৃন্দ পূর্ব বাংলার গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি পরিদর্শন করিবে বলিয়া স্থির করা হয়। তাঁহারা তাঁহাদের ভ্রমণ শেষ করিয়া ২৩শে অক্টোবর কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করিলে পর পুনরায় ওয়ার্কিং কমিটির-বৈঠক বসিবে।

ওয়ার্কিং কমিটিতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়:

১. "প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির মতে যে সমস্ত বালক-বালিকা বর্তমান দুর্দশার দরুন পিতৃমাতৃহীন হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং সুশিক্ষার ভার নেওয়া রাষ্ট্রের একটা প্রধান কর্তব্য। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া ওয়ার্কিং কমিটি এই সমস্ত ইয়াতীম শিশুদের খাওয়া-দাওয়া ও শিক্ষার ভার নিবার জন্য এবং এজন্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার জন্য বাংলা সরকারকে অনুরোধ করিতেছে।

২. কমিটির মতে আসন্ন শীতে এই সমস্ত দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের বস্ত্র সমস্যা তীব্র আকারে দেখা দিবে এবং এই সম্বন্ধে বাংলার জনসাধারণকে সাবধান করিয়া দিতেছে। অতএব, ওয়ার্কিং কমিটি প্রত্যেক জেলা ও মহকুমা মুসলিম লীগ কমিটিকে দরিদ্রদের জন্য পুরানো বস্ত্র সংগ্রহ করিবার কাজে লাগিয়া যাইবার নির্দেশ দিতেছে এবং সর্বসাধারণকেও তাহাদের পুরানো বস্ত্রাদি দরাজ হাতে দান করিয়া তাহাদের দরিদ্র ভ্রাতাদের রক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে। এই কমিটি গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে

www.pathagar.com

স্ট্যাণ্ডার্ড বস্ত্র বিক্রয়ের ও বিতরণের আশু প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বাংলা সরকারের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। যাহাদের কাপড় ক্রয় করিবার ক্ষমতা নাই, তাহাদিগকে বিনা পয়সায় কাপড় বিতরণের ব্যবস্থা করিবার জন্যও সরকারকে অনুরোধ করিতেছে।

৩. কমিটি এইরূপ রিপোর্ট পাইতেছে যে, যে সমস্ত দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত শিশুদিগকে ভিক্ষুক পরিচয় দিয়া তাহাদের পিতামাতাগণ হাসপাতালে ভর্তি করিতেছে, তাহারা আর তাহাদের পিতামাতাদের নিকট ফিরিয়া যাইতে পারে না, কারণ হাসপাতালে ভর্তি করিবার সময় কোনরূপ রেকর্ড রাখা হয় না।

সুতরাং এই কমিটি এই সম্বন্ধে সরকারকে অবহিত হইতে এবং হাসপাতালগুলিকে এই সব শিশুদের ভর্তি করিবার সময় প্রয়োজনীয় যাবতীয় তথ্যা লিখিয়া রাখিবার নির্দেশ দিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে।

ওয়ার্কিং কমিটি যে সমস্ত কারণে ক্যাম্পবেল হাসপাতালের মুসলিম পুরুষ নার্সদের বরখাস্ত করা হইয়াছে, সেই সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া ২৩ তারিখের ভিতর ওয়ার্কিং কমিটির নিকট রিপোর্ট দিবার জন্য মেসার্স হাবিবুল্লাহ বাহার, এম. এস আলী এবং ফরমুজুল হককে নিয়া একটি সাব কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। শেষোক্ত ব্যক্তি কমিটির সেক্রেটারীর কাজ করিবেন।"

অন্য একটি প্রস্তাব দ্বারা ওয়ার্কিং কমিটি বরিশাল জেলা মুসলিম লীগকে অনুমোদন দান করে।

ওয়ার্কিং কমিটি বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশন কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া স্থির করে। [১]

## বঙ্গীয় লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত

৩০শে জুন, ১৯৪৪, খান বাহাদুর আবিদুর রেজা চৌধুরীর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক বৈঠক হয়। বৈঠকে মিঃ বাহাদুর খানের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া তাহার আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয়। স্যার পি. সি. রায়ের মৃত্যুতেও শোক প্রকাশ করা হয়।

অতঃপর সভায় মওলানা রুহুল আমীনের লীগ-বিরোধী কার্যকলাপের বিষয় আলোচিত হয় এবং তাহাকে লীগ হইতে বহিষ্কার করিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১. আজাদ, ১৫ই অক্টোবর, ১৯৪৩।



www.pathagar.com

ত্রিপুরা জেলা মুসলিম লীগের কার্যকরী সমিতি ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমা মুসলিম লীগের সেক্রেটারী ও কার্যকরী সমিতির অপর ১২ জন সদস্যের উপর যে বহিষ্কারের আদেশ প্রদান করিয়াছেন, উহার বিরুদ্ধে এবং ২২-৪-৪৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কার্যকরী সমিতির সভায় সংখ্যাগুরু সদস্যের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সভাপতি ৫ ও ৬ নং (খ) প্রস্তাব বাদ দেওয়ায় তাহারা যে আপীল করিয়াছেন, সেই সম্পর্কে আলোচনা হয়। সভা আপীলের আবেদন গ্রহণ করে।

অল্প কিছুক্ষণ আলোচনার পর সভায় স্থির করা হয় যে, ত্রিপুরা জেলা মুসলিম লীগকে সাময়িকভাবে বাতিল করা হউক এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমা মুসলিম লীগের তেরজন সদস্যের বহিষ্কারাদেশ সম্পর্কে জেলা মুসলিম লীগ যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে, সেই প্রস্তাব কেন বাতিল করা হইবে না এবং জেলা মুসলিম লীগ কেন ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে না, সেই সম্পর্কে জেলা মুসলিম লীগের সভাপতিকে ১৯৪৪ সনের ১৫ই জুলাইর মধ্যে লিখিতভাবে কৈফিয়ত প্রদানের নির্দেশ দিবার সিদ্ধান্ত করা হয়। সভায় আরও স্থির করা হয় যে, মিঃ আবদুর রউফ ও অপর বারজন সদস্যের প্রতি জেলা লীগের কার্যকরী সমিতি যে বহিষ্কারাদেশ প্রদান করিয়াছেন, উহা বাতিল বলিয়া গণ্য হউক।

ত্রিপুরা জেলা লীগের সংগঠন কার্য পরিচালনার জন্য ওয়ার্কিং কমিটি সেক্রেটারীকে একটি জেলা লীগ অর্গানাইজিং কমিটি নিয়োগের ক্ষমতা প্রদান করে এবং সেই কমিটি লীগের সদস্য তালিকাভুক্ত করা, প্রাথমিক, মহকুমা, সিটি ও জেলা লীগ সংগঠন করিতে পারিবে।[১]

## বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব

১লা নভেম্বর, বুধবার, ১৯৪৪, সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় প্রাদেশিক লীগ অফিসে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খান সাহেবের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক বৈঠক হয়। কমিটির সভায় মিঃ এম. আহসান ও মিঃ খায়রুল আনাম খান কর্তৃক উত্থাপিত একটি প্রস্তাব মিঃ এইচ. এস. সোহ্‌রাওয়ার্দী কর্তৃক সংশোধিত হওয়ার পর সর্বসম্মতক্রমে গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি হচ্ছে ঃ

১. আজাদ, ৪ঠা জুলাই, ১৯৪৪।

www.pathagar.com

ক. "বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি জিন্না-গান্ধী পত্রাবলী এবং লীগ-কংগ্রেস আপোস সম্পর্কে বোম্বাই আলোচনা লইয়া কায়েদে আজম জিন্না, মিঃ গান্ধী ও মিঃ রাজা গোপালাচারীর পরবর্তী বিবৃতিগুলি বিশেষ যত্ন সহকারে পাঠ করিয়া সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করিতেছে যে, মিঃ জিন্নার অভিমত বরাবরই ন্যায় ও বিচারবুদ্ধিসম্মত, স্বদেশ হিতৈষণা-মূলক এবং রাজনীতিবিদ সুলভ এবং সম্পূর্ণরূপে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের মৌলিক নীতি ও দাবির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। ওয়ার্কিং কমিটি মুসলিম ভারতের নেতা কায়েদে আজম জিন্নার প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন এবং তিনি মিঃ গান্ধীর সহিত আলোচনাকালে যে মনোভাব পোষণ করিয়া-ছিলেন, তাহা সর্বান্তকরণে সমর্থন করিতেছে। নিখিল ভারত মুসলিম লীগের মৌলিক নীতি ও আদর্শ বাদ অর্থাৎ ভারতের দশ কোটি মুসলমানের স্বতন্ত্র জাতীয়তার নীতি ক্ষুণ্ণ করিয়া কোন মীমাংসা করার অধিকার কায়েদে আজমের নাই। কারণ ইসলাম হইতেছে এই স্বতন্ত্র জাতির পূর্ণ ভিত্তি ও পূর্ণ বিধান এবং সেই হিসাবে ভারতীয় মুসলিম জাতি তাহাদের পূর্ণ স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের জন্য বদ্ধপরিকর। ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব এলাকার মুসলমানদের জাতীয় স্বদেশভূমি ও রাষ্ট্রগুলি হইবে ঃ (১) রাজনৈতিক ও সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন, (২) অর্থনৈতিক দিক দিয়া স্বাবলম্বী এবং (৩) সামরিক দিক হইতেই নিরাপদ, সুদৃঢ় ও আত্ম-রক্ষার উপযোগী। সুতরাং এই সব রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রসার ও নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট স্থান ও সম্পদ অবশ্যই রাখিতে হইবে। বৃটিশ শাসনের প্রারম্ভ হইতে জাতি হিসাবে মুসলমানেরা বৃদ্ধি, উন্নতি ও নিরা-পত্তার অবাধ সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে।

খ. লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, মুসলমানদের স্বদেশভূমি পাকিস্তান বিশেষত বাংলা, আসাম, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান বৃটিশ শাসিত ভারতের শুধু যে সর্বাপেক্ষা অবহেলিত প্রদেশ হইয়া রহিয়াছে, তাহা নয়। উপরন্তু, বাছিয়া বাছিয়া এই প্রদেশগুলিতে নানা প্রকার ইচ্ছাকৃত এমন সব অন্যায়ের অনুষ্ঠান করা হইয়াছে, যাহা এই মুসলিম প্রদেশ-গুলিকে রাজনৈতিক দিক থেকে খর্ব, আর্থিক দিক দিয়া নিঃস্ব করিয়া রাখিয়াছে এবং কৃষ্টির দিক দিয়া মুসলিম মিল্লাতের জাতীয়তাবোধ বিনষ্ট করা হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, মুসলমানেরা যেন স্বাধীন জাতি হিসাবে ভারবর্ষে পুনরায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে না পারে। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা নিজেরাই স্বীকার করিয়াছেন যে, এই অন্যায় কার্যগুলি

www.pathagar.com

আধুনিক অপরাধের মধ্যে অতি বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত। এই ঐতিহাসিক পটভূমি রাখিয়া সহানুভূতি সহকারে পাকিস্তান দাবির বিচার করা ... কথা উপলব্ধি করিতে হইবে যে, ব্যর্থতা ও নিপীড়নের ঐতিহাসিক কারণ হইতেই পাকিস্তান দাবির উদ্ভব হইয়াছে এবং স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন জাতি হিসাবে মুসলমানদের পূর্ণ বৃদ্ধি ও অবাধ বিকাশ সাধনই পাকিস্তান দাবির প্রধান উদ্দেশ্য।

গ. ওয়ার্কিং কমিটি দুঃখের সহিত জানাইতেছে যে, এই সমস্যার সমাধানের জন্য যতটা উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও সহৃদয়তার প্রয়োজন, মিঃ গান্ধী ততখানি উদারতা লইয়া মুসলমানদের দাবির তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে শুধু যে অক্ষম হইয়াছেন তাহা নয়, উপরন্তু তিনি এমন কতকগুলি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, যাহা পাকিস্তানকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিবে এবং লাহোর প্রস্তাবে বর্ণিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের মৌলিক নীতি ও দাবির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। মিঃ গান্ধীর প্রস্তাবে মুসলমান ও অন্যান্য জাতিকে শতকরা ৭৫ জন হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্রের অধীনস্থ করিবার পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। যতদিন আলোচনা চলিয়াছিল ততদিন বরাবরই মিঃ গান্ধী বাহ্যত দেখাইতে চাহিয়াছিলেন যে, মিঃ গান্ধী ও রাজাজী উভয়ের ফর্মুলাতেই লাহোর প্রস্তাবের সারাংশ স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার ন্যায় একজন শীর্ষস্থানীয় ও বহুদর্শী রাজনীতিবিদ একথা নিশ্চয়ই জানিতেন যে, লাহোর প্রস্তাবের সারাংশ ও তাঁহাদের উভয়ের ফর্মুলার সারাংশের মধ্যে কোন মিল ছিল না। অধিকন্তু লাহোর প্রস্তাবের সারাংশ স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়া তিনি পুনঃ পুনঃ যে উক্তি করিয়াছিলেন, তাহা একেবারেই অসমর্থনীয় এবং মুসলমানদিগকে বিভ্রান্ত করিবার জন্যই ঐরূপ বলিয়াছিলেন। বস্তুত মিঃ গান্ধীর প্রস্তাবটি ক্রীপস্ প্রস্তাবেরও অনেক নীচে ছিল। মুসলমানেরা কোন প্রকার সর্বভারতীয় ফেডারেশন স্বীকার করিবে না। শক্তিশালী শাসক জাতি ও পরাধীন জাতির মধ্যে কোন প্রকৃত মৈত্রী ও বন্ধুত্ব হইতে পারে না। কিন্তু তবু মিঃ গান্ধী এইসব কঠোর সত্যের সম্মুখীন না হইয়া এবং মুসলিম ও অন্যান্য জাতির সমান মর্যাদা ও স্বাধীনতার কথা না ভাবিয়া কেবল কাল্পনিক ভারতীয় ঐক্য ও জাতীয়তাবাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছেন অথচ এই ধরনের ঐক্য ও জাতিত্বের দৃষ্টান্ত ভারতের ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না এবং নির্বোধের ন্যায় উহার পশ্চাদ্ধাবন করিলে ভারতের স্বাধীনতা অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত থাকিবে মাত্র।

www.pathagar.com

ঘ. ওয়ার্কিং কমিটি সমস্ত দেশপ্রেমিক ও উদার হৃদয় ব্যক্তিদেরকে এবং ভারতের বন্ধুদিগকে এই মৌলিক সত্যটি অনুধাবন করিতে অনুরোধ করিতেছে যে, ভারতবর্ষ এক জাতিবাচক দেশ নহে এবং দুইটি জাতির সমান মর্যাদা সার্বভৌম ক্ষমতা ও স্বাধীনতার স্বীকৃতিই ভারতীয় উপ-মহাদেশের জটিল সমস্যার একমাত্র ন্যায়সঙ্গত ও কার্যকরী সমাধান। এই দুইটি বৃহৎ জাতির পাশাপাশি সুবৃহৎ স্বদেশভূমি রহিয়াছে। তাহারা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে এবং চুক্তিবদ্ধ হইয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির জন্য উপযুক্ত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করিতে সক্ষম। বাহিরের কোন হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে নিজেদের সমবেত কার্যের দ্বারা তাহাদের রাজনৈতিক ভাগ্য ও ভবিষ্যত নিয়ন্ত্রণের জন্য মুসলমানদিগকে জাতি হিসাবে স্বাধীন হইতেই হইবে। মুসলমানদের শুধু এই মৌলিক অধিকার তুল্য মর্যাদা ও স্বাধীনতার দাবি স্বীকার করিলে এবং তাহাদের সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন দ্বারা এই স্বীকৃতি কার্যে পরিণত করিলেই ভারতের সকল জাতির যৌথ নিরাপত্তা ও মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারে, আর বিভিন্ন সার্বভৌম রাষ্ট্র মুক্তভাবে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করিবে এবং স্বাধীন ভাবে উহা রক্ষা করিবে।

বঙ্গীয় লীগ ওয়ার্কিং কমিটি আশা করে যে, সত্যিকার দেশ-প্রেমিকগণ সকলেই এই পদ্ধতিতে ভারতবর্ষের মৌলিক সমস্যার সমাধানের জন্য চেষ্টা করিতে থাকিবেন।"

উপরোক্ত প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার পর কমিটি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের উপনির্বাচনে নীলফামারী কেন্দ্রের জনৈক প্রার্থীকে লীগের মনোনয়ন দানের প্রশ্নটি বিবেচনা করিয়া স্যার এ. এফ. রহমানকে লীগ মনোনীত প্রার্থী হিসাবে স্বীকার করিয়া লয়।

ময়মনসিংহ জেলা স্কুল বোর্ডের নির্বাচনে লীগ তরফের প্রার্থীদেরকে মনোনয়ন প্রদান সম্পর্কে ময়মনসিংহ জেলা লীগের বিরুদ্ধে খান বাহাদুর আবদুল হামিদ চৌধুরী এম. এল. সি. যে আপীল দায়ের করিয়াছিলেন, ওয়ার্কিং কমিটির সভায় তাহার আলোচনা হয় এবং খান বাহাদুর আবদুল হামিদ এবং ময়মনসিংহ জেলা লীগ প্রেসিডেন্টের বক্তব্য শ্রবণ করিবার পর কমিটি আপীলটি অগ্রাহ্য করে। প্রেসিডেন্ট মওলানা মোহাম্মদ আকরম খান সাহেব প্রস্তাব করেন যে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সভার নোটিশের ৫ ও ৬ নং প্যারা দুইটি প্রত্যাহার করা হউক এবং সভার প্রথম দিনে অর্থাৎ ১৭ই নভেম্বর তারিখে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্বাচনের

www.pathagar.com

জন্য ব্যালট কাগজ মুদ্রণের ভার প্রেসিডেন্ট স্বয়ং গ্রহণ করায় সেক্রেটারী উহাতে সম্মত হন এবং কমিটি প্রস্তাব গ্রহণ করে।

নোটিশের ৫ ও ৬ নং প্যারার সারমর্ম এইরূপঃ বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির ২০ জন সদস্য গোপন ব্যালটে নির্বাচিত হইবে বলিয়া ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য পদের প্রস্তাব পত্রগুলিতে প্রস্তাবিত ব্যক্তি পুরা নাম এবং প্রস্তাবক ও সমর্থকের স্বাক্ষর সহ তাহাদের উভয়ের পুরা নাম লিখিয়া এবং তাহাদের জেলার নাম ও সদস্য প্রার্থীর অন্যান্য যোগ্যতা উল্লেখ করিয়া প্রস্তাবগুলি রেজিস্টার্ড খামে একনলেজমেন্ট ডিউ করিয়া প্রাদেশিক লীগ সেক্রেটারীর নিকট পাঠাইতে হইবে এবং সেগুলো ১২ই নভেম্বরের মধ্যে তাঁহার নিকট পৌঁছানো দরকার। প্রাদেশিক লীগের কেন্দ্রীয় অফিসে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া প্রস্তাব দাখিল করা যাইতে পারে এবং উহার জন্য একখানি রশিদ লইতে হইবে। ১২ই নভেম্বরের পরে প্রাপ্ত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইবে না। প্রস্তাবক, সমর্থক এবং প্রস্তাবিত ব্যক্তিকে প্রাদেশিক লীগ কাউন্সিলের সদস্য হইতে হইবে।

১৩ই নভেম্বর পূর্বাহ্ন ১০ টার সময় প্রাদেশিক কেন্দ্রীয় অফিসে (৩ নং ওয়েলেসলি ফার্স্ট লেন, কলিকাতা) উক্ত প্রস্তাবগুলি বাছাই করা হইবে। বাছাইয়ের সময় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সদস্যগণ উপস্থিত থাকিতে পারিবেন। পাবনা, রংপুর, জলপাইগুড়ি ও বীরভূম জেলা লীগের বার্ষিক নির্বাচন সংক্রান্ত গোলযোগ নিষ্পত্তির জন্য ট্রাইবুনালের তদন্তের ফলাফল কমিটির সভায় দাখিল করা হইয়াছিল।

"রংপুর ও পাবনা জেলা লীগের বার্ষিক নির্বাচন আইনসঙ্গত বলিয়া এবং জলপাইগুড়ি ও বীরভূম জেলা লীগের বার্ষিক নির্বাচন নাকচ করিয়া ট্রাইবুনাল যে সিদ্ধান্ত করিয়াছে, ওয়ার্কিং কমিটি তাহা অনুমোদন করিতেছে।"[১]

## কলিকাতায় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের অধিবেশন, ১৯৪৪

শুক্রবার, ১৭ই নভেম্বর, ১৯৪৪, অপরাহ্ন আড়াইটার সময় মোহাম্মদ আলী পার্কে এক বিরাট মণ্ডপে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের বার্ষিক সভা আরম্ভ হয়। সভায় মওলানা মোহাম্মদ আকরম খান সাহেব সভাপতিত্ব করেন।

১. আজাদ, ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৪৪।

www.pathagar.com

সভায় লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সকল সদস্য, লীগ কাউন্সিলের প্রায় সাড়ে তিন শত সদস্য এবং প্রায় পাঁচ শত দর্শক উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত নেতৃবৃন্দের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য : স্যার কে. নাজিমুদ্দীন, মেসার্স শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী, হামিদুল হক চৌধুরী, তমিজুদ্দীন খান, ফজলুর রহমান, আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ, কে. শাহাবুদ্দীন, নূরুল আমীন, আবদুল মজিদ, আবদুল্লাহ আল-মাহমুদ, ইউসুফ আলী চৌধুরী, আবদুস সবুর, আহমদ হোসেন, আবদুল হাকিম, মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খান, ফজলুল কাদের চৌধুরী, আবদুল হামিদ চৌধুরী, আবদুল ওয়াসেক, গিয়াসউদ্দিন পাঠান, মোহাম্মদ আলী, মুসলেম আলী মোল্লা, মেহবা উদ্দিন চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম খান, বাহাদুর আবেদুর রেজা চৌধুরী, খান বাহাদুর মোয়াজ্জেমুদ্দিন হোসেন, নওয়াবজাদা খাজা নসরুল্লাহ ও ডাঃ এ. এম. মালিক।

মওলানা গোফরান কর্তৃক কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের পর একটি বাংলা পাকিস্তান সঙ্গীত গাওয়া হয়। তারপর সভার কাজ শুরু হয়। প্রথমে সেক্রেটারী মিঃ আবুল হাশিম তাঁহার রিপোর্ট পাঠ করেন।

## সেক্রেটারীর রিপোর্ট

প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সেক্রেটারী মিঃ আবুল হাশিম তাঁহার রিপোর্টে বলেন, "আমাদের যে বৎসর শেষ হইতে চলিয়াছে সেই বৎসরে অনেক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটিয়াছে। এইসব ঘটনাপ্রবাহের ফলে অনেক সাম্রাজ্যের পতন এবং অনেক জাতির উত্থান হইয়াছে। আমাদের দেশেও এই বৎসর বিরাট বিরাট ঘটনা, আশা ও নিরাশা, বিপুল কর্ম-প্রচেষ্টা ও দারুণ দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়া অতিবাহিত হইয়াছে। বাংলাদেশে এই দ্বাদশটি মাস ধরিয়া সর্বনাশা দুর্ভিক্ষের পরিণাম স্বরূপ দেশব্যাপী সংক্রামক ব্যাধির তাণ্ডব এবং লক্ষ লক্ষ নরনারীর কংকালসার মূর্তি অহরহ দৃষ্টিপথে পতিত হয়। কিন্তু তথাপি আমরা বিশ্বাসহারা হই নাই। কারণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী দেশবাসীর সহায়তা করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

এই বৎসর আমাদের প্রতিষ্ঠানেরও অসাধারণ প্রসার ও প্রতিপত্তি হইয়াছে। জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও অবিচলিত স্বাধীনতা প্রিয়তার দ্বারা আমাদের জাতিকে সংখ্যালঘু পর্যায় হইতে টানিয়া তুলিয়া একটা শক্তিশালী জাতির মর্যাদা দান করিয়াছি। সাম্রাজ্যবাদের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের সুদীর্ঘ ও ক্লান্তিজনক সংগ্রামে আমরা পাকিস্তান

www.pathagar.com

দাবির ভিতরেই অনেকখানি মুক্তি ও আনন্দের সন্ধান পাইয়াছি। কারণ আমাদের দাবিটা সাম্প্রদায়িক দাবি নহে। উহা একটি রাজনৈতিক লক্ষ্যবস্তু। এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, এই আদর্শটি ভারতের মুসলমানদের প্রাণে শুধু যে প্রেরণা দান করিয়াছে, তাহা নয়। বরং ইহার স্বীকৃতিতেই দেশের বর্তমান অচলাবস্থার প্রতিকার নিহিত রহিয়াছে।"

মিঃ আবুল হাশিম তাঁহার রিপোর্টে আরও বলেন, "বাংলাদেশে মুসলিম লীগের অসাধারণ প্রসারের কথা সকলেরই জানা। কিছুদিন পূর্বে শুধু একটা পতাকা মুসলিম সংহতির স্বরূপ বিরাজ করিতেছিল, কিন্তু বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর প্রায় ৫ লক্ষ লোক মুসলিম লীগের সদস্য হইয়াছে। সংখ্যা-শক্তি ছাড়াও বাংলাদেশে মুসলিম লীগের সাংগঠনিক প্রতিপত্তির অন্য আরো নিদর্শন আছে। অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি, যাঁহারা রাজনীতির ক্ষেত্র হইতে দূরে ছিলেন, তাঁহারাও আজ মুসলিম লীগের সৃষ্ট জাতীয় জীবন স্পন্দনে সাড়া দিয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগকে সাদর সম্বর্ধনা জানাইতেছি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ইহাদের সকলের শক্তি একত্রিত হইয়া কাজে নিয়োজিত হইলে শুধু যে আমাদের প্রতিষ্ঠানের শক্তি বৃদ্ধি হইবে তাহা নয়, পরন্তু, আমাদেরকে আমাদের কথিত লক্ষ্যস্থল স্বাধীন পাকিস্তানের দিকেই লইয়া যাইবে।

কিন্তু এখন আমাদের বিশ্রাম ও আত্মপ্রসাদ লাভের সময় নয়। আমাদের চতুর্দিকে অনেক শত্রু রহিয়াছে। তাহারা আমাদের সংহতিকে নিজেদের অস্তিমকাল বলিয়া মনে করে। অনেক সংকীর্ণমনা লোক আমাদের কার্য-কলাপের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেছে এবং আমাদের দুর্বলতার সুযোগে তাহারা আমাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, সম্প্রতি কলিকাতার একটি হিন্দু দৈনিক সংবাদপত্র বাংলার মুসলিম লীগের মধ্যে দলাদলির খবর প্রকাশ করিয়াছিল। এই ধরনের সংবাদ প্রচারের দ্বারা মুসলিম লীগকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করাই উদ্দেশ্য। আমরা যাহাতে তাহাদের ফাঁদে পতিত না হই এবং আমাদের আদর্শের হানি হইতে পারে—এমনভাবে যাহাতে আমাদের মতভেদ জাহির না হয়, সেদিকে আমাদের সকলেরই বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। আমাদের প্রতিষ্ঠানের শক্তি খর্ব হইতে পারে—এরূপ কোনো কাজই আমাদের করা উচিত নয় এবং আমাদের মধ্যে যতই মতভেদ থাকুক না কেন, মুসলিম লীগের স্বার্থ ও মর্যাদা রক্ষার জন্য আমাদের সকলেরই দৃঢ়ভাবে একতাবদ্ধ হইতে হইবে। শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদিগকে লীগের চতুঃসীমার মধ্যেও আসিতে দেওয়া হইবে না এবং তাহাদের প্রবেশপথ রুদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে।

www.pathagar.com

আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল করিয়া রাখা সম্পর্কে সাম্রাজ্যবাদীদের অনুসৃত চিরাচরিত চালবাজি সম্পর্কেও আমাদিগকে অনুরূপ সতর্ক থাকিতে হইবে। পাঞ্জাবের দৃষ্টান্ত বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। এখন যখন আমরা বিরাট বিরাট ঘটনার সম্মুখীন হইয়াছি, তখন আমাদিগকে চাটুকার ও তাহাদের মনিবদের আক্রমণ সম্পর্কে সতর্ক থাকিতে হইবে, কারণ আমরা অকুণ্ঠভাবে স্বাধীনতার উপাসক। বাহির ও ভিতরের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য আমাদের ভেদাভেদ দূর করিতে হইবে। আমাদের সুদৃঢ় সংঘবদ্ধতা ও স্বাধীনতার প্রতি অবিচলিত আনুগত্যের ফলেই মুসলিম বাংলা, অপরাপর প্রদেশ ও অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের শ্রদ্ধার্জন করিবে। আমাদের শক্তি ও আদর্শই মুসলিম লীগকে আক্রমণ ও উহাকে ধ্বংস করার অপচেষ্টায় নির্বুদ্ধিতা বুঝাইয়া দিবে। আমাদের শক্তি ও আদর্শই আবার সাম্রাজ্যবাদকে অবনত এবং আমাদিগকে ক্ষমতা প্রদান করিবে। কিন্তু এখনও আমরা সবেমাত্র লীগের শক্তি বৃদ্ধির প্রথম ধাপে পদার্পণ করিয়াছি। এই বৎসর আমাদের ক্ষুদ্র সামর্থ্য অনুযায়ী আমরা কতকগুলি জেলায় বিশেষ করিয়া পূর্ববাংলায় লীগকে সংঘবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। ঢাকায় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের একটা শাখা অফিস স্থাপন করা হইয়াছে। কিন্তু সকল জেলায় সংগঠনের কাজ এক রকম হয় নাই। বর্তমানে বাংলাদেশে ১৮টি জেলায় জেলা লীগ আছে।

বিভিন্ন জেলায় লীগের সদস্য সংখ্যা নিম্নরূপঃ বরিশাল—১ লক্ষ ৬০ হাজার; ঢাকা—১ লক্ষ ৫ হাজার ৫ শত; ফরিদপুর—৬০ হাজার; নোয়াখালী—৫০ হাজার; ত্রিপুরা—৪৪ হাজার ৭ শত; ময়মনসিংহ—৪১ হাজার; চট্টগ্রাম—৪০ হাজার; দিনাজপুর—২৪ হাজার ৫ শত; রংপুর—১৩ হাজার ৪ শত এবং মুর্শিদাবাদ (জঙ্গীপুর মহকুমা)—২ হাজার।

এক বৎসরের মধ্যে এতজন মুসলমানকে লীগের সদস্য শ্রেণীভুক্ত করা কম সাফল্যের বিষয় নয়। ইহা যে লীগ কর্মীদের শুধু অদম্য উৎসাহের প্রমাণ তাহা নয়, পরন্তু ইহা দ্বারা লীগ সংগঠন কার্যে তাহাদের কর্তব্য জ্ঞানেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

আমরা আনন্দ প্রকাশ করিতেছি বটে, কিন্তু একথা আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এখনও বাংলাদেশের অগণিত নিরক্ষর মুসলমান লীগের কোন স্পর্শই পায় নাই। বিশেষ করিয়া পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের জেলাগুলিতে যেখানে মুসলিম জনসাধারণের সংখ্যাধিক্য সেখানে মুসলিম লীগকে গভীর-ভাবে কাজ করিতে হইবে।

www.pathagar.com

কিরূপে যে আমরা লোকের হৃদয় জয় করিতে পারিব, তাহা মুসলিম লীগ রিলিফ কমিটির সেবা কাজের দৃষ্টান্ত থেকে বুঝা গিয়াছে। রিলিফ কমিটির সেক্রেটারী মুসলিম লীগের সেবাকার্যের বিস্তারিত রিপোর্ট দাখিল করিবেন। তবে আমি একটা কথা উল্লেখ করিতে চাই যে, আমরা যেখানেই সেবাকার্য করিয়াছি, সেখানেই আমরা অতি সহজেই জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছি। গত বৎসরের ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা এ কথা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিয়াছি যে, একটা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের দারুণ দুঃসময়ে তাহাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলে বাস্তবিকই লোকের আস্থাভাজন হইতে পারে।

সত্য বটে, আজ আমরা মুসলিম লীগকে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলিয়া গর্ব অনুভব করিতে পারি। আর কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানই এমন কি, তাহাদের গৌরবোজ্জ্বল দিনেও ৫ লক্ষের বেশী সদস্য সংগ্রহ করিতে পারে নাই। তবে আমরা যদি দৃঢ়তার সহিত এবং আদর্শের প্রতি আনুগত্যের সহিত ও স্বীয় ক্ষমতায় আস্থা রাখিয়া কাজ করিতে থাকি, তাহা হইলে বাংলার সাড়ে তিন কোটি মুসলমানের মধ্যে এক কোটি লোককে লীগের সদস্য শ্রেণীভুক্ত করা কি একটা কঠিন কথা?"

মিঃ হাশিম আরও বলেন, "লীগের সদস্য সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, ততই তাহার অভিজ্ঞতাও বৃদ্ধি পাইবে। শহর ও পল্লী অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ দুঃখী জনগণের অসমাপ্ত আকাঙ্ক্ষা তাহাদের দুঃখ ও নৈরাশ্য লীগের কার্যকলাপের ভিতর দিয়া প্রতিফলিত হইবে।

মুসলিম লীগ জনগণের মধ্যে পরিচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিজের বিকাশ ও প্রসারের সন্ধান পাইয়াছে। মফিটমেয় কয়েকজনের আওতা হইতে লীগকে জনগণের সম্মুখে জাহির করার বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মী লীগ সেবার জন্য আগাইয়া আসিয়াছেন। বাংলাদেশের সুদূর প্রান্তের মুসলিম তরুণগণও মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এবং যৌবনসুলভ অদম্য উৎসাহ লইয়া লীগের সেবায় ব্রতী হইয়াছে। আমাদের কার্যক্ষেত্রের যতই প্রসার ঘটিবে, ততই এই ধরনের কর্মীর সর্বক্ষণের জন্য প্রয়োজন হইবে। তাহারা লীগের জন্য স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিবে। পাকিস্তানের পথ অতীব দুরারোহ এবং আমরা যদি স্বার্থত্যাগে প্রণোদিত না হই, তাহা হইলে পাকিস্তান কখনই আসিতে পারে না।

বন্ধুগণ, আমাদের সম্মুখে স্বাধীন পাকিস্তানের যে মহান আদর্শ রহিয়াছে, তাহাই দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্য আমি পুনরায় আপনাদিগকে

www.pathagar.com

অনুরোধ করিতেছি এবং সেই আদর্শ লাভের জন্য, আসুন, আমরা এই মুসলিম লীগকে আরও সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী করিয়া তুলি। আমাদের সকল সংকীর্ণতা ও বিচ্ছিন্নতা পরিহার করিতে হইবে। সংকীর্ণ মনোভাব বর্জন করিলে আমাদের সৈনিকরা প্রশস্ততর পথ পাইবে। শুধু তাহা হইলেই আমরা স্বদেশ প্রেমে উদ্‌বুদ্ধ এবং সেই সঙ্গে পাকিস্তান ও নিজেদের সর্বোকৃষ্ট মিশনারী হইতে পারিব। পাকিস্তান আমাদিগকে যে স্বাধীনতার বাণী দ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়াছে এবং আমাদের কায়েদে আজম যাহা অনুসরণ করিতে বলিয়াছেন, আসুন, আমরা সেই স্বাধীনতার বাণী লইয়া বাহির হইয়া পড়ি।"

উপসংহারে লীগ সেক্রেটারী তাঁহার রিপোর্টে কলিকাতা মুসলিম লীগ কর্তৃক পরিচালিত লীগ এতিমখানার জনহিতকর কার্যের প্রশংসা করেন।

## বৈধতার প্রশ্ন

সেক্রেটারী তাঁহার রিপোর্ট ও আয়-ব্যয়ের হিসাব পাঠ করার অব্যবহিত পরেই মিঃ ফজলল কাদের চৌধুরী একটি বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া প্রশ্ন করেন যে, ২৪ পরগনা, জলপাইগুড়ি ও যশোর জেলা হইতে কিরূপে সদস্য কো-অপ্‌ট করা হইল? তিনি অভিযোগ করেন যে, সুবিধার জন্য ইহা করা হইয়াছে।

উত্তরে মিঃ সোহরাওয়ার্দী বলেন, "ইহা সুবিধার প্রশ্ন নহে, যে সকল জেলায় লীগ গঠিত হয় নাই, সেই সকল জেলা হইতে কয়েকজন সদস্য মনোনীত করার প্রথা অনুসারে ইহা করা হইয়াছে। এইবার এইরূপ ৬/৭টি জেলার মধ্যে মাত্র তিনটি জেলা হইতে সদস্য মনোনয়ন করা হইয়াছে। উক্ত জেলা তিনটি ইহার জন্য আবেদন করিয়াছিল।"

অতঃপর কলিকাতা জেলা মুসলিম লীগের সহ-সম্পাদক মিঃ আবদুল জব্বার ওয়াহেদী কলিকাতা জেলা লীগের কার্যাবলী সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। এই সম্পর্কে তিনি ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় জেলা ও লীগ বিভিন্ন ওয়ার্ড লীগের জনসেবা ও এতিমখানা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির উল্লেখ করেন।

ইহার পর বৈধতার প্রশ্ন তোলা হয়। সভাপতি মওলানা মোহাম্মদ আকরম খান সিদ্ধান্ত করেন যে, ওয়ার্কিং কমিটির একটি প্রস্তাব সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হইয়াছে। অতএব, কার্যসূচীর চতুর্থ দফা অর্থাৎ ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবসমূহের অনুমোদন সম্পর্কে আলোচনার সময় ইহা বিবেচিত হইবে।

www.pathagar.com

অতঃপর লীগ কাউন্সিলের গত অধিবেশনের কার্য বিবরণী অনুমোদন করা হয়।

ইহার পর মিঃ এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী বলেন, প্রাদেশিক লীগের কর্মকর্তাগণের নির্বাচনের ব্যাপারে সকলের একমত হওয়া দরকার। এজন্য তিনি শনিবার ১৮ই নভেম্বর, বেলা দশটা পর্যন্ত নির্বাচন স্থগিত রাখার প্রস্তাব করেন। তিনি কাউন্সিলের সদস্যগণকে শুক্রবার সন্ধ্যায় ঘরোয়া সভায় আলোচনা করিয়া কর্মকর্তা নির্বাচন করার ব্যাপারে মীমাংসায় উপনীত হইতে অনুরোধ করেন। অতঃপর সভা ১৮ই তারিখ বেলা ১০টা পর্যন্ত স্থগিত থাকে।[১]

## প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন

১৮ই নভেম্বর, শনিবার, সকাল দশটায় মোহাম্মদ আলী পার্কের মণ্ডপে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের বার্ষিক সভার দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশন আরম্ভ হয়। সভায় মওলানা মোহাম্মদ আকরম খান সাহেব সভাপতিত্ব করেন। এই দিনের অধিবেশনে প্রাদেশিক লীগের সভাপতি, সম্পাদক ও একজন যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত এবং কাউন্সিলে ২০ জন সদস্য কো-অপ্ট করা হয়। সভাপতি পদের জন্য মিঃ আবুল হাশিম মওলানা মোহাম্মদ আকরম খান সাহেবের নাম প্রস্তাব করিলে বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অতঃপর মওলানা আকরম খান সাহেব সেক্রেটারী পদের জন্য মিঃ আবুল হাশিমের নাম প্রস্তাব করিলে তাহাও বিপুল আনন্দ ধ্বনির মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। মিঃ এম. এ. এইচ. ইস্পাহানী কোষাধ্যক্ষ ও মিঃ ফরমুজুল হক জয়েন্ট সেক্রেটারী নির্বাচিত হন।

### মিঃ হাশিমের বক্তৃতা

নির্বাচনের পর মওলানা মোহাম্মদ আকরম খান ও মিঃ আবুল হাশিম হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। সভাপতি পদের জন্য মওলানা সাহেবের নাম প্রস্তাব করিয়া মিঃ হাশিম বলেন, "একজন সত্যিকারের মুসলমান যে

১. আজাদ, ১৮ই আগস্ট, ১৯৪৪।

www.pathagar.com

মনোভাব লইয়া জামা'আতের জন্য মসজিদে প্রবেশ করে, আমিও আজ সেই মনোভাব লইয়াই এই সভামণ্ডপে প্রবেশ করিয়াছি। মুসলমানদের কর্তব্য হইল আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করা। প্রার্থনা করি রহমানুর রহিম আমাদিগকে ছেরাতুল মোস্তাকিমের দিকে পরিচালিত করিবেন। এই সদিচ্ছায় অনুপ্রাণিত হইয়াই আজ আমি সভাপতি পদের জন্য মওলানা মোহাম্মদ আকরম খান সাহেবের নাম প্রস্তাব করিতেছি। আশা করি, যে মনোভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আমি তাঁহার নাম প্রস্তাব করিতেছি, আপনারাও সেই মনোভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহাকে সমর্থন করিবেন।"

## মওলানা আকরম খান সাহেবের ভাষণ

প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়ার পর বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে মওলানা সাহেব বক্তৃতা দিতে দণ্ডায়মান হন। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় সকলকে ধন্যবাদ দেওয়ার পর বলেন, "ভ্রাতৃগণ, অনেকের মনে এরূপ একটা ভুল ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে যে, বাংলার মুসলিম লীগের মধ্যে একটা অন্তর্দ্বন্দ্বের সূচনা হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। আমি এই বক্তৃতা মঞ্চ হইতে বাংলার তিন কোটি মুসলমানের এবং আমার নিজের পক্ষ হইতে ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদের মধ্যে কোন বিরোধ নাই (হর্ষধ্বনি)। বাংলার মুসলমানের মধ্যে কখনো বিভেদ দেখা দিবে না। গত কয়েকদিন যেসব ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা মতভেদ, বিভেদ নহে। পরস্পরের মত জানিবার জন্য, পরস্পরের চিন্তাধারা বুঝিবার জন্য মতভেদের প্রয়োজন আছে। ইহাতে আমাদের আদর্শের কোন ক্ষতি হইবে না।"

তিনি আরো বলেন, "কোন কোন বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়াছিল, তাহা দূরীভূত করিয়া সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচন পরিকল্পনা করার জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের অশেষ ধন্যবাদ। আমরা সকলে একই পথের পথিক। আমাদের মধ্যে আপোস মীমাংসার জন্য কোন শর্তের প্রয়োজন নাই। ইসলামের একজন সেবক হিসাবে আমি দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিতেছি যে, ক্ষমতার প্রতি আমার কোন লোভ নাই। আমি যদি লীগের বাহিরেও অবস্থান করি, তবুও লীগের কর্মীদের মধ্যে কর্ম চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিলে দূর হইতেও অশেষ আনন্দ লাভ করিব।

অতঃপর তিনি সম্পাদক পদের জন্য মিঃ আবুল হাশিমের নাম প্রস্তাব করেন এবং তাহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ইহার পর মিঃ হাশিম,

www.pathagar.com

মওলানা মোহাম্মদ আকরম খান সাহেব এবং অন্যান্যের সহিত কোলাকুলি করেন। এই সময় সভায় এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। ডেলিগেট, দর্শক এবং অন্যান্য প্রায় সকলের চক্ষুই অশ্রুসজল হইয়া উঠে। পরমুহূর্তেই 'আল্লাহু আকবর', 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ', 'মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ', 'কায়েদে আজম জিন্দাবাদ' 'মওলানা সাহেব জিন্দাবাদ', হাশিম সাহেব জিন্দাবাদ', 'শহীদ সাহেব জিন্দাবাদ', এবং 'স্যার নাজিম জিন্দাবাদ' প্রভৃতি ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়া উঠে।

ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্বাচনের জন্য মিঃ সোহ্‌রাওয়ার্দী নিম্নোক্ত ২০ জন লোকের নাম প্রস্তাব করেন। নামগুলি পেশ করিয়া মিঃ সোহ্‌রাওয়ার্দী বলেন যে, ইহা সর্বসম্মত তালিকা এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টালব্ধ আপোসের সারাংশ। তখন মিঃ ফজলুল কাদের চৌধুরী আপত্তি উত্থাপনপূর্বক বলেন যে, প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী নির্বাচন সম্পর্কে আপোস হইয়াছে। কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্বাচনের ব্যাপারটি কাউন্সিল সদস্যদের স্বাধীন ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দেওয়া উচিত।

প্রেসিডেন্ট সভার নিকটে আবেদন জানান এবং নামের তালিকাটি অনুমোদন করার জন্য সুপারিশ করেন।

মিঃ সোহ্‌রাওয়ার্দী বলেন যে, সমগ্র তালিকাটি যদি গৃহীত না হয়, তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে, যাঁহারা আপোস রফা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতি কোন আস্থা নাই। প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী হয়ত পদত্যাগ করিতে পারেন এবং তিনি নিজেও সরিয়া দাঁড়াইবেন। মিঃ মোয়াজ্জেম হোসেন (লাল মিয়া) বলেন যে, তথাকথিত সর্বসম্মত তালিকার কথা সেক্রেটারীও জানিতেন না।

ইহার উত্তরে মিঃ সোহ্‌রাওয়ার্দী বলেন যে, তাঁহাদের নিকটে যে সব তালিকা দাখিল করা হইয়াছিল, তাহা হইতেই এই সর্বসম্মত তালিকাটি প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং তালিকাগুলির একখানি স্বয়ং সেক্রেটারী দাখিল করিয়াছিলেন।

মিঃ আবুল হাশিম বলেন যে, আপোসের ব্যাপারে হিসাব নয়, তবে আল্লাহ্‌ তা'আলার বিধান হিসাবে তিনি এই তালিকাটি মানিয়া লইতে প্রস্তুত।

তৎপর সভাপতি মহোদয় তালিকাটি পেশ করেন এবং ভোটাধিক্যে উহা গৃহীত হয়।

ইহার পরেও কিন্তু কোন কোন সদস্য ব্যালটের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন।

www.pathagar.com

মিঃ সোহ্‌রাওয়ার্দী সভাস্থ সকলের নিকট আবেদন করিয়া বলেন যে, লীগ কাউন্সিলই মুসলমানদের সর্বপ্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং কাউন্সিল যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই নির্বাচিত করিবার ক্ষমতা রাখে। লীগের গঠনতন্ত্রে এইরূপ ব্যবস্থা আছে যে, এমন কি একজন সদস্যও যদি ব্যালটের দাবি করেন, তবে সেই দাবি মঞ্জুর করিতে হইবে। মিঃ সোহ্‌রাওয়ার্দী লীগ কাউন্সিলের ন্যায় একটা দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানের যোগ্য মর্যাদার সহিত সভার কাজ পরিচালনার জন্য সদস্যদিগকে অনুরোধ করেন।

শনিবারের অধিবেশন সমাপ্তির পূর্বে স্যার নাজিমুদ্দীন সদস্যবৃন্দের উদ্দেশে বলেন যে, বিধি বিরুদ্ধভাবে কোন প্রস্তাবই গৃহীত হইতে পারে না। লীগের নিয়ম-কানুনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, ব্যালট ভোটের দ্বারা ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্বাচন করিতে হইবে। একজন ব্যক্তিও যদি ব্যালটের দাবি করেন, তাহা হইলে উহা মানিয়া লইতেই হইবে। সুতরাং অনেকেই যখন পীড়াপীড়ি করিয়াছেন, তখন ব্যালট গ্রহণ করা হইবে। ইহা ছাড়া উপায়ান্তর নাই। তবে তিনি (স্যার নাজিমুদ্দীন) সদস্যবৃন্দকে একটা বিষয় বিবেচনা করিতে অনুরোধ করেন যে, আপোস নিষ্পত্তির জন্য তাঁহারা যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা সকল দলের প্রতিনিধিদেরই বক্তব্য গ্রহণ করিয়াছেন এবং প্রকৃতপক্ষে শতকরা ৯৯জন ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, আপোস নিষ্পত্তি যাহাই হউক না কেন, তাঁহারা উহা মানিয়া লইবেন। সুতরাং ভ্রান্ত হউক আর অভ্রান্ত হউক, মীমাংসাটি ব্যালট ভোট দ্বারা মানিয়া লইবার জন্য তিনি সদস্যবৃন্দের নিকটে আবেদন করেন।

ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদের জন্য মিঃ সোহ্‌রাওয়ার্দী নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের নাম সম্বলিত তালিকাটি প্রস্তাব করেনঃ মেসার্স এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী, স্যার নাজিমুদ্দিন, তমিজুদ্দীন খান, খান বাহাদুর মোয়াজ্জেম উদ্দিন হোসেন, ফজলুর রহমান, আবদুল্লাহ আল-মাহমুদ, খান বাহাদুর তমিজউদ্দিন, ডাঃ আবদুল মালেক, লেঃ কর্নেল (অবসরপ্রাপ্ত) স্যার হাসান সোহ্‌রাওয়ার্দী, মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী, এস. মোহাম্মদ ওসমান, রাগেব আহসান. নূরুল আমীন, ইউসুফ আলী চৌধুরী, আহমেদ হোসেন, মওলবী আজিমুদ্দীন, স্যার আহমদ ফজলুর রহমান, মওলবী খায়রুল আলম খান, মওলবী মফিজুদ্দীন ও মওলবী হাফিজুদ্দীন।

ব্যালটে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্বাচনের জন্য রবিবার, ১৯শে নভেম্বর পর্যন্ত সভার অধিবেশন মুলতবী থাকে।[১]

১. আজাদ, ১৯শে নভেম্বর, ১৯৪৪।

www.pathagar.com

# বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের তৃতীয় দিনের অধিবেশন

১৯শে নভেম্বর, ১৯৪৪, রবিবার কলিকতার মোহাম্মদ আলী পার্কে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খান সাহেবের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের তৃতীয় দিনের অধিবেশন শুরু হয়। মিঃ এইচ. এস. সোহ্‌রাওয়ার্দী ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের যে তালিকাটি ১৮ তারিখে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ১৯শে নভেম্বরের সভায় তাহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্রথমে কুরআন তিলাওয়াতের পর মিঃ সোহ্‌রাওয়ার্দী কাউন্সিলের সদস্যগণকে বিশেষ অবস্থা বিবেচনা করিয়া বর্তমান বৎসরের জন্য তাহার প্রস্তাবটিই গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, "পরবর্তী বৎসর আপনারা যাহাকে ইচ্ছা নির্বাচন করিবেন। অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সদস্য শ্রেণীভুক্ত করা সম্ভবপর হয় নাই। এমন কি আমার অনেক শ্রদ্ধেয় বন্ধু, যাহাদিগকে ওয়ার্কিং কমিটিতে পাইতে আমি বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলাম, তাঁহাদিগকেও লইতে পারা যায় নাই। মুসলিম লীগের সকল শ্রেণীর মধ্যে সংহতি স্থাপনই একমাত্র প্রশ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

মিঃ সোহ্‌রাওয়ার্দী আরও বলেন, আমি বঙ্গীয় মুসলিম লীগের আশ্চর্যজনক ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইতেছি এবং ইহার গৌরবোজ্জ্বল সৌধ আমার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিয়াছে। ঐক্য, মৈত্রী ও সহযোগিতার মনোভাব লইয়া আগামী বৎরের কার্য পরিচালিত হইবে এবং ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হইয়া সেখানে আস্থা ও বিশ্বাস ফিরিয়া আসিবে বলিয়া আমি আশা করি। মুসলিম লীগের মধ্যে ভাঙ্গন ও অনৈক্য সৃষ্টির জন্য অনেক চেষ্টা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু সবই ব্যর্থ হইয়াছে।"

তিনি সদস্যদিগকে আগামী বৎসরের কাজ আরম্ভ ও প্রত্যেক গ্রামে ও ও ইউনিয়নে সদস্য সংগ্রহ করিতে উদ্বুদ্ধ করেন এবং বলেন, "স্বার্থ ত্যাগের মনোবৃত্তি শুধু মুসলিম লীগের কল্যাণ করিবে না, বরং সমগ্র মানব সমাজের জন্য মঙ্গলজনক হইবে। ঐক্যের নামে আমি আপনাদিগকে একতাবদ্ধ হইবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।" পরে মিঃ সোহ্‌রাওয়ার্দী তরুণ বয়স্কদিগকে অধিকতর উৎসাহ লইয়া লীগের জন্য কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে অনুরোধ করেন।

তারপর মিঃ সোহ্‌রাওয়ার্দীর প্রস্তাবিত তালিকা ছাড়া গতকল্য আরও যেসব ব্যক্তির নাম ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য পদের জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছিল,

www.pathagar.com

এবং যেসব নাম প্রত্যাহার করা হইয়াছিল, তাহা ঘোষণা করা হয় এবং সভায় নিম্নোক্ত সদস্য তালিকাটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

মিঃ এইচ. এস. সোহ্‌রাওয়ার্দী (কলিকাতা), স্যার নাজিমুদ্দীন (কলিকাতা), মিঃ তমিজুদ্দীন খান, খান বাহাদুর মোয়াজ্জেম উদ্দীন হোসেন (ময়মনসিংহ), মিঃ ফজলুর রহমান (ঢাকা), মওলানা আবদুল্লাহ্‌ হেল বাকী (দিনাজপুর), মওলবী আবদুল্লাহ আল-মাহমুদ (পাবনা), খান বাহাদুর জসিমউদ্দিন আহমদ (চব্বিশ পরগনা), ডাঃ আবদুল মালেক (নদীয়া), কর্নেল (অবঃ) স্যার হাসান সোহ্‌রাওয়ার্দী (কলিকাতা), মিঃ রাগেব আহসান (কলিকাতা), মিঃ সৈয়দ মোহাম্মদ ওসমান (কলিকাতা), খান সাহেব নুরুল আমীন (ময়মনসিংহ), মিঃ হাফিজউদ্দিন চৌধুরী (দিনাজপুর), মিঃ আহমদ হোসেন (রংপুর), মিঃ আজিজুদ্দীন (বরিশাল), মিঃ মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খান (চব্বিশ পরগনা), খান সাহেব মফিজুদ্দিন আহমদ (ত্রিপুরা), মিঃ ইউসুফ আলী চৌধুরী (ফরিদপুর)।

মিঃ ফজলুল কাদের চৌধুরী একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতায় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদিগকে সতর্ক করিয়া দেন যে, তরুণ সম্প্রদায়কে ইসলামী মনোভাব লইয়া কার্য করিতে বলা হইয়াছে। অতএব তাঁহারাও যেন অক্ষরে অক্ষরে সেই মনোভাব লইয়া কাজ করেন। তিনি আরও বলেন যে, তাঁহারা সেইভাবে কাজ করিতে যদি না পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা (তরুণ সম্প্রদায়) তাহাদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করিবেন।

## চতুর্থ অধিবেশন

১৯শে নভেম্বর, রবিবার সন্ধ্যা ৭-৪৫ মিনিটের সময় মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেবের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের চতুর্থ অধিবেশন আরম্ভ হয়।

জিন্না-গান্ধী আলোচনা সম্পর্কে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া কলিকাতা জেলা মুসলিম লীগের সেক্রেটারী মিঃ এস. এম. ওসমান দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, যে শাসনতন্ত্রে মুসলমানদের জাতীয় স্বদেশভূমির সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত না হইবে, সেই শাসনতন্ত্র মুসলমানেরা কিছুতেই মানিয়া লইবে না। মিঃ ওসমান ১৯৪২ সাল হইতে আজ পর্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর



www.pathagar.com

আলোচনা করিয়া বলেন যে, ভারতবর্ষ যে একটা উপমহাদেশ এবং এখানে হিন্দু ও মুসলমান নামে যে দুইটি পৃথক জাতি বাস করিতেছে, মিঃ গান্ধী এই তিক্ত সত্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

মিঃ হামিদুল হক চৌধুরী প্রস্তাবটি সমর্থন করিয়া বলেন যে, রাজাজীর প্রস্তাবটি যে ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাবকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে বলিয়া প্রচার করা হইতেছে, তাহা একটা বাজে কাহিনী মাত্র। মুসলমানেরা বরাবরই ভারতের মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে। তবে তাহারা তাহাদের জাতীয় স্বাধীনতা সম্পর্কে একটি প্রতিশ্রুতি চায়।

উক্ত প্রস্তাবে মিঃ জিন্নাহর নেতৃত্বে আস্থা প্রকাশ এবং বোম্বাই আলোচনা কালে মিঃ জিন্নাহর মনোভাব সমর্থন করা হয় এবং আরও বলা হয় যে, জাতির যে কোন সংজ্ঞা অনুযায়ী ভারতীয় মুসলমানেরা একটা স্বতন্ত্র জাতি এবং পাকিস্তানী তাহাদের জাতিগত অধিকার। মিঃ ফজলুল কাদের চৌধুরী ও অন্যান্য বক্তাদের বক্তৃতার পর প্রস্তাবটি কাউন্সিলের সভায় গৃহীত হয়।

আমাদের কামরূপ জেলার অন্তর্গত ডাঙ্গাবাড়ীর শতাধিক প্রবাসী বাঙ্গালীর ঘর-বাড়ি ও চাষের যন্ত্রপাতি সরকারী কর্মচারিগণ বিনষ্ট করিয়া দেওয়ায় মিঃ মোয়াজ্জেম উদ্দিন হোসেন চৌধুরী (লাল মিয়া) অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। ডাঃ আবদুল মালেক প্রস্তাবটি সমর্থনের পর উহা গৃহীত হয়। উক্ত প্রস্তাবে পৈশাচিকতাকে আল্লাহ্, মানবতা ও ভারত শাসন আইন বিরোধী কার্য বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে।

লীগ কাউন্সিল আসামের লাইন প্রথাকে দক্ষিণ আফ্রিকার পেগিং আইনের ভারতীয় সংস্করণ এবং খাদ্য ফলাও আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা অবৈধ প্রতিবন্ধক বলিয়া অভিহিত করেন এবং ডাঙ্গাবাড়ীর ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করিয়া অবিলম্বে বন্ধ রাখা ও আসামের অবৈধ লাইন প্রথাকে সম্পূর্ণরূপে উঠাইয়া দেওয়ার জন্য ভারত সরকারের নিকট দাবি করিতেছে।

একটি প্রস্তাবে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' হইতে সংকলিত 'সন্তান' নাটকের অভিনয়ের অনুমতি প্রত্যাহার করার জন্য বাংলা সরকারকে অনুরোধ করা হয়।

ব্যবস্থা পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণকে বর্তমানের ন্যায় লীগ কাউন্সিলের এক্স অফিশিও সদস্য না করিয়া তাহাদের বিভিন্ন জেলা হইতে নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে ও তদনুযায়ী মুসলিম লীগের নিয়মাবলীর সংশোধন করিতে ওয়ার্কিং কমিটিকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এই সময় মিঃ ফজলুর রহমান একটি বৈধতার প্রশ্ন

www.pathagar.com

তুলিয়া বলেন যে, প্রস্তাবটি নিয়মানুগভাবে উত্থাপিত হয় নাই। সেইজন্য সভাপতি উক্ত প্রস্তাব বিধি-বহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করেন।

ইংরেজী ভাষায় মুসলিম লীগ পার্টির একখানি সাপ্তাহিক মুখপত্র প্রকাশের ব্যবস্থা করার জন্য ক্ষমতা প্রদান এবং পার্টির ম্যানিফেস্টোর খসড়া প্রণয়ন করার জন্য সম্পাদককে অনুরোধ করিয়া মিঃ ফজলুল কাদের চৌধুরী একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মিঃ ফজলুর রহমান একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া 'সম্পাদকের' স্থলে 'ওয়ার্কিং কমিটি' ও 'ম্যানিফেস্টোর' স্থলে 'প্রোগ্রাম' শব্দ বসাইতে চাহেন। 'ম্যানিফেস্টো' কথাটিকে তিনি কম্যুনিস্টদের পরিভাষা বলিয়া অভিহিত করেন। কয়েকজন সদস্য এই সংশোধন না-পছন্দ করেন। তাঁহারা মিঃ ফজলুর রহমানের কতিপয় উক্তি আপত্তিকর বলিয়া অভিহিত করিয়া তাঁহাকে বসিতে বলেন। ফলে অত্যন্ত উত্তেজনার সৃষ্টি হইলে মিঃ সোহ্‌রাওয়ার্দী বক্তৃতা করিয়া সকলকে শান্ত করেন। তিনি 'পার্টির' স্থলে 'অফিশিয়াল' শব্দ বসাইবার জন্য একটি সংশোধনী প্রস্তাব করেন। মিঃ সোহ্‌রাওয়ার্দীর প্রস্তাব অনুসারে সংশোধিত আকারে প্রস্তাবটি গৃহীত হয় এবং মিঃ ফজলুর রহমানের সংশোধন প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়।

ধান, চাউল ও পাটের সর্বনিম্ন দর বাধিয়া দেওয়ার জন্য মিঃ শামসুদ্দীন আহমদ একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই সময় মিঃ সোহ্‌রাওয়ার্দী ঘোষণা করেন যে, বিষয়টি পূর্ব থেকেই গভর্নমেন্টের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। তখন উক্ত প্রস্তাব তুলিয়া লওয়া হয়।

অতঃপর সর্বসম্মতিক্রমে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের একশত জন সদস্য নির্বাচিত হন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের মুসলিম ছাত্রদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য সভাপতি একটি প্রস্তাব করিলে তাহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১৯৩৯ সালের শ্বেতপত্রে প্যালেস্টাইনী আরবগণের নিকট যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, বৃটিশ গভর্নমেন্টকে তাহা মানিয়া চলিতে অনুরোধ করিয়া সর্বসম্মতিক্রমে আর একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঢাকার মিঃ আবদুল নইম মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সদস্য পদ ত্যাগ করায় মিঃ আবদুল ওয়াসেককে তাঁহার স্থলে নির্বাচিত করা হয় এবং তাহাকে কেন্দ্রীয় লীগ কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত করা হয়।

www.pathagar.com

### কাউন্সিলের কো-অপটেড্ সদস্যগণ

১৮ই নভেম্বর, নিম্নোক্ত ২০ জন সদস্যকে কাউন্সিলে কো-অপ্ট করা হইয়াছে: খান সাহেব আবদুর রশিদ (মুর্শিদাবাদ), মিঃ গওহর আলম (খুলনা), হাকিম হাবিবুর রহমান (টাঙ্গাইল), হাকিম আফসার উদ্দিন (মুর্শিদাবাদ), লেঃ কর্নেল (অবসরপ্রাপ্ত) স্যার হাসান সোহ্‌রাওয়ার্দী (কলিকাতা), মেসার্স আবদুস সালাম (নোয়াখালী), আবদুল খালেক (বর্ধমান), মোহাম্মদ এয়াছিন (বর্ধমান), আবদুর রহমান চৌধুরী (বরিশাল), মির্জা আশরাফ উদ্দিন (ময়মনসিংহ), আসাদুল্লাহ (ঢাকা), আসাদ আলী (ফরিদপুর), আমীন-উল ইসলাম (ত্রিপুরা), মোহাম্মদ ইসমাইল (ঢাকা), মোহাম্মদ ওয়ালি উল্লাহ (কুমিল্লা), মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী (পাবনা), শামসুল হুদা (বীরভূম), মওলবী আবদুল হক (ভোলা), ও আবদুল খালেক চৌধুরী (চট্টগ্রাম)।

## বঙ্গীয় লীগ ওয়ার্কিং কমিটি

১৩ ও ১৪ই মার্চ ১৯৪৫, রাত্রিতে কলিকাতায় মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী সাহেবের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক সভা হয়। সভায় নোয়াখালী জেলা মুসলিম লীগ কর্তৃক প্রদত্ত বহিষ্কারাদেশের বিরুদ্ধে খান সাহেব এ. জি. চৌধুরী ও মিঃ আবদুল মজিদ যে আপীল করিয়াছেন, সেই বিষয় নিয়া আলোচনা চলে। আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, খাজা স্যার নাজিমুদ্দীন, মিঃ এইচ. এস. সোহ্‌রাওয়ার্দী ও মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী সাহেবকে লইয়া গঠিত এক ট্রাইবুনালের নিকট এই বিষয়ের মীমাংসার ভার দেওয়া হউক এবং ট্রাইবুনালের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রদত্ত বহিষ্কারের আদেশ স্থগিত রাখা হউক। ট্রাইবুনালকে ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসের শেষ দিকে তাহাদের সিদ্ধান্ত জানাইতে হইবে।

অতঃপর, উক্ত বৈঠকে নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়:

১. (ক) ভারত সরকার বাংলা প্রদেশকে সুতা ও বস্ত্র যোগাইবার ব্যাপারে যে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, এই সভা তাহার প্রতিবাদ করিতেছে এবং এই সভা আরও জানাইতেছে যে, ভারত সরকার যুদ্ধ পূর্বকালে বাংলায় প্রতি বৎসর মাথা প্রতি ১০ হইতে ১১ গজ বস্ত্র ব্যবহারের

www.pathagar.com

যে কথা বলিতেছেন, তাহা সত্য নহে। এই সভা বাংলার বস্ত্র বন্টন ও বস্ত্র ব্যবসা সম্পর্কিত ব্যবস্থায় ভারত সরকার কর্তৃক হস্তক্ষেপ করার নীতির প্রতিবাদ করিতেছে। সভা মনে করে যে, বর্তমানে এমন সময় উপস্থিত হইয়াছে যে প্রদেশের বস্ত্র ও সুতার চাহিদা মেটানো এবং বন্টনের ভার সরাসরি বাংলা সরকারের আয়ত্তাধীনে আনা উচিত। সভা আরও মনে করে যে, ভারত সরকার বাংলার জনপ্রতি ব্যবহারের জন্য বস্ত্রের যে পরিমাণ নির্দেশ করিয়াছে, তাহা অপর্যাপ্ত এবং তাহার ফলে জনগণের দুঃখ-দুর্দশাই বৃদ্ধি পাইবে।

(খ) সভা বাংলা সরকারের নিযুক্ত মুসলিম ব্যবসায়ীদের স্বার্থ যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, তাহার ব্যবস্থা করার জন্য আবেদন করিতেছে। সরকারী দফতরে মুসলমানদের স্বার্থ ও অধিকার ক্ষুণ্ণ করার জন্য যে চক্রান্ত চলিতেছে, এই সভা সরকারকে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে অনুরোধ করিতেছে এবং এই দফতরে লোক নিয়োগের ব্যাপারে সতর্ক হইতে আহ্বান জানাইতেছে।

২. চাকুরী ও কন্ট্রাক্ট প্রতিষ্ঠানে মুসলিম ও তপশীলভুক্ত শ্রেণী থেকে উপযুক্ত হারে লোক নিযুক্ত না হওয়ায় সভা দুঃখ প্রকাশ করিতেছে। অতএব, সভা বাংলা সরকারকে এই সমস্ত নিয়োগের ব্যাপারে যাহাতে উপযুক্ত সংখ্যক মুসলমান ও তপশীলী স্থান পায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিতেছে। সভা মনে করে যে, এই সকল নিয়োগের ভার যাঁহাদের উপর অর্পিত হইয়াছে, তাঁহারা সুবিচার করিতেছে না এবং বর্তমান ব্যবস্থা অধিক দিন চালু থাকিলে দেশের আর্থিক অবস্থা আরও ভয়াবহ হইয়া দেখা দিবে। [১]

## বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহ

৩১শে আগস্ট, ১৯৪৫, শুক্রবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগের কেন্দ্রীয় অফিসে ওয়ার্কিং কমিটির মুলতবী সভার অধিবেশন হয়। মিঃ তমিজুদ্দীন খান ইহাতে সভাপতিত্ব করেন।

প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটির উক্ত বৈঠকে নিম্নোক্ত কমিটিগুলো গঠিত হয়ঃ

১. আজাদ, ১৭ই মার্চ, ১৯৪৫।

www.pathagar.com

প্রথমত প্রাদেশিক নির্বাচনী তহবিল কমিটি—খাজা নাজিমুদ্দীন (প্রেসিডেন্ট ও কোষাধ্যক্ষ), মেসার্স এইচ. এস. সোহ্‌রাওয়ার্দী, রাগেব আহসান, খান বাহাদুর জসিমুদ্দীন আহমদ (সেক্রেটারী), মেসার্স আবুল হাশিম, ইউসুফ আলী চৌধুরী, নূর আহমেদ, এম. এল. সি. মওলানা মোহাম্মদ আকরম খান, স্যার আদমজী হাজী দাউদ, মওলবী মোহাম্মদ আমীন, ফিরোজুদ্দীন, হাজী আবদুর রাজ্জাক, আবদুস সাত্তার, হাসান ইস্পাহানী, মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী ও খান বাহাদুর নূরুল আমিন এই কমিটির সদস্য হইয়াছেন।

দ্বিতীয়ত, প্রাদেশিক প্রপাগাণ্ডা কমিটি—মিঃ এইচ. এস. সোহ্‌রাওয়ার্দী (প্রেসিডেন্ট), খাজা স্যার নাজিমুদ্দীন, মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী, মেসার্স তমিজুদ্দীন খান, ফজলুর রহমান, হাবিবুল্লাহ বাহার, খায়রুল আনাম খান, খান বাহাদুর মোহাম্মদ আলী, হামিদুল হক চৌধুরী (সেক্রেটারী), আবুল হাশিম, ডাঃ এ. এম. মালিক এবং মওলানা মোহাম্মদ আকরম খান এই কমিটির সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রস্তাবিত সাপ্তাহিক মুখপত্র পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা রচনার জন্য ওয়ার্কিং কমিটির উক্ত সভায় একটি সাব-কমিটিও গঠিত হইয়াছে।

মিঃ আবুল হাশিম বন্যা রিলিফ কমিটির সদস্য পদ পরিত্যাগ করায় মিঃ এইচ. এস. সোহ্‌রাওয়ার্দী সর্বসম্মতিক্রমে বন্যা রিলিফ কমিটির সেক্রেটারী নির্বাচিত হইয়াছেন। মিঃ হাবিবুল্লাহ বাহার ছাড়াও মিঃ ফজলুর রহমান এবং চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন ওরফে লাল মিয়া বন্যা রিলিফ কমিটির জয়েন্ট সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডের পাঁচজন সদস্য নির্বাচনের জন্য ২৯ ও ৩০শে সেপ্টেম্বর কলিকাতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের অধিবেশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।

কলিকাতা মুসলিম ছাত্রলীগের হোস্টেল সাব-কমিটির সেক্রেটারী মুসলিম ছাত্রদের বাসস্থানের অভাব এবং উহার জন্য অসুবিধার কথা বর্ণনা করে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটি তাহা আলোচনা করিয়া এই অভাব-অভিযোগ মোচনের উদ্দেশ্যে বিষয়টি যথাযোগ্য মহলের গোচরীভূত করার জন্য জয়েন্ট সেক্রেটারী মিঃ ফরমুজুল হককে নির্দেশ দেয়। জয়েন্ট সেক্রেটারী এই সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক ওয়ার্কিং কমিটির পরবর্তী বৈঠকে দাখিল করিবেন।[১]

১. আজাদ, ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫।

www.pathagar.com

## বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক

২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫, শনিবার, বিকাল ৩ ঘটিকার সময় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কার্যালয়ে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খান সাহেবের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির একটি জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। মিঃ ফজলুর রহমানকে সরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট মুসলিম লীগের নির্বাচনী কর্মপন্থা সম্পর্কিত মতামত দাখিল করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়।

সভায় স্যার নাজিমুদ্দীনের প্রস্তাব অনুযায়ী মিঃ এম. এ. এইচ ইস্পাহানীকে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ নির্বাচন তহবিলের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়।

ওয়ার্কিং কমিটির সভায় আরও কতকগুলি জরুরী বিষয়ের আলোচনা হইবার পরে সভা মুলতবী থাকে। আগামী ২৫শে সেপ্টেম্বর ৫ ঘটিকার সময়ে পুনরায় সভার কাজ চলিবে। প্রাদেশিক মুসলিম লীগ অফিসে মুলতবী সভার পুনরাধিবেশন হইবে। [১]

## লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক

শনিবার, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫, সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিটের সময়ে মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী সাহেবের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে পার্লামেন্টারী বোর্ডের পাঁচজন সদস্য নির্বাচন পরিচালনার জন্য নিম্নোক্ত নিয়মাবলী প্রণয়ন করা হয়ঃ

১. বেলা দশ ঘটিকা হইতে ভোটদান শুরু হইবে।

২. ভোটদান কেন্দ্রে বেলা ২-৩০ মিনিট পর্যন্ত প্রবেশ করা চলিবে।

৩. কাউন্সিলের যে সকল সদস্য এখন পর্যন্ত পরিচয় পত্র (এ্যাডমিশন কার্ড) পান নাই, তাঁহারা ভোটদান কেন্দ্রের দ্বারে ১০-টা হইতে ২-৩০ মিনিট পর্যন্ত কার্ড পাইবেন।

৪. জেলা লীগের সভাপতি ও সম্পাদকবৃন্দকে একাকী অথবা একত্রে উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। তাহাদের স্ব স্ব জেলার প্রতিনিধিদিগকে সনাক্ত করিতে হইবে।

এতদ্ব্যতীত বাকী কাজ পরিচালনার জন্য কাউন্সিলের সভা বেলা ৪-৩০ মিনিটে 'মুসলিম ইনস্টিটিউট' হলে অনুষ্ঠিত হইবে।[২]

১. আজাদ, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫।

২. আজাদ, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫।

www.pathagar.com

## ১৯৪৫ সালের প্রাদেশিক লীগ কাউন্সিল অধিবেশনের বিবরণ

২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫, অপরাহ্নে বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের অধিবেশন আরম্ভ হয়। সভা আরম্ভ হইবার বহু পূর্বেই হল গৃহ কাউন্সিলের সদস্য এবং বাহিরের লোকে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। স্থানাভাবে বহু লোককে বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা যায়। প্রায় তিন শত সদস্য ও সমসংখ্যক বাহিরের লোক সভাস্থলে প্রবেশ লাভ করে।

প্রাদেশিক লীগের সভাপতি মওলানা মোহাম্মদ আকরম খান সাহেবের সভাপতিত্বে সভার কার্য আরম্ভ হয়। কার্যসূচী অনুযায়ী প্রাদেশিক পার্লামেন্টারী বোর্ডে লীগ কাউন্সিল হইতে ৫ জন সদস্য নির্বাচনের কাজ শুরু হয়।

কয়েকজন সভ্য পরপর কয়েকটি নাম প্রস্তাব করেন এবং প্রত্যেকবার কোন না কোন লোক 'না' 'না' বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে এবং প্রস্তাবকে কোন নাম প্রস্তাব করিবার স্বাধীনতা দিতে অস্বীকার করে। অধিকাংশ সভ্য এরূপ ব্যবহারের প্রতিবাদ করিলে হাঙ্গামা প্রয়াসীরা সদস্যদিগের উপর আক্রমণ আরম্ভ করে। ফলে সভায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।

এক ব্যক্তিকে একটি লৌহদণ্ড ঘুরাইতে দেখা যায়। ইহাতে শান্তিপ্রিয় সদস্যগণ সভাস্থল পরিত্যাগ করেন এবং সভার কার্য চালান অসম্ভব বলিয়া সভাপতি সাহেব অনির্দিষ্ট কালের জন্য 'সভার কার্য স্থগিত রাখা হইল' ঘোষণা করিয়া সভাস্থল পরিত্যাগ করেন।

ইহার পর সভায় সামান্য ধাক্কাধাক্কি আরম্ভ হয়। ফলে ঢাকার মিঃ শামসুদ্দীন আহমেদ, ছাত্রলীগের জেনারেল সেক্রেটারী শাহ আজিজুর রহমান, মিঃ আবদুল্লাহ আল-মাহমুদ ও মিঃ ইউসুফ আলী চৌধুরী সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হন।[১]

## বঙ্গীয় মুসলিম লীগ কাউন্সিল অধিবেশন

২৯শে সেপ্টেম্বরে স্থগিত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের অধিবেশন ঃ

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫, রোজ রবিবার, বেলা ১০ ঘটিকার সময় মওলানা মোহাম্মদ আকরম খান সাহেবের সভাপতিত্বে পুনরায় অধিবেশন শুরু হয়। ওয়াকিং কমিটির নির্দেশ অনুসারে লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডে পাঁচজন

১. আজাদ, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫।

www.pathagar.com

সদস্য নির্বাচন কার্য ব্যালট প্রথায় আরম্ভ হয় এবং বেলা আড়াইটা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে সদস্যগণকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়। পার্লামেন্টারী বোর্ডের বিভিন্ন প্রার্থীর সমর্থকগণ ফলাফল প্রকাশের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত অধীর আগ্রহে হলের বাহিরে অপেক্ষা করিতে থাকেন। যখন ভোটের ফল ঘোষণা করা হয়, তখন অপেক্ষমান জনতা 'মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ' ও 'কায়েদে আজম জিন্দাবাদ' প্রভৃতি ধ্বনি করিয়া আনন্দ প্রকাশ করে। নির্বাচনে নিম্নলিখিত প্রার্থিগণ জয়লাভ করেন।

(১) মিঃ এইচ. এস. সোহ্‌রাওয়ার্দী, (২) মিঃ আবুল হাশিম, (৩) মিঃ আহমদ হোসেন, (৪) রাগেব আহসান ও (৫) মিঃ চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন (লাল মিয়া)।

ইতিপূর্বে পার্লামেন্টারী দল হইতে নিম্নলিখিত দুইজন সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন ঃ

(১) খান বাহাদুর নূরুল আমীন ও (২) মিঃ ফজলুর রহমান।

মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডে পদাধিকার বলে সদস্য হইয়াছেন প্রাদেশিক লীগের সভাপতি (১) মওলানা মোহাম্মদ আকরম খান ও লীগ পার্লামেন্টারী দলের নেতা (২) স্যার খাজা নাজিমুদ্দীন। সর্বমোট নয়জন সদস্য লইয়া বাংলায় মসলিম লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠন সমাপ্ত হইল।

সুশৃঙ্খলার সহিত নির্বাচন শেষ হওয়ার পর সভার অধিবেশন সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত স্থগিত থাকে। মাগরিবের নামাযের পর সভার অধিবেশন পুনরায় আরম্ভ হয় এবং লীগ কাউন্সিলের অবশিষ্ট কার্যসূচীসমূহ আলোচিত ও কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই অধিবেশনে মওলানা সাহেব অসুস্থতার জন্য চলিয়া যাওয়ায় যথাক্রমে মিঃ তমিজুদ্দীন খান ও মিঃ সোহ্‌রাওয়ার্দী সভাপতিত্ব করেন।[১]

## বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩, সন্ধ্যাকালে মিঃ তমিজুদ্দীন খানের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের অধিবেশন হয় এবং এই অধিবেশনে নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় ঃ

"সিমলা সম্মেলনে মিঃ জিন্না ও কেন্দ্রীয় লীগ ওয়ার্কিং কমিটি যে মনোভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিল

১. আজাদ, ১লা অক্টোবর, ১৯৪৫।

www.pathagar.com

তাহার জন্য তাহাদিগকে অভিনন্দন জানাইতেছে, কারণ তাহাদের তৎকালীন মনোভাব ভারতের মুসলমান জাতির মনোভাব অভ্রান্তভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

বঙ্গীয় মুসলিম লীগ কাউন্সিল কংগ্রেসের অযৌক্তিক মনোভাবের নিন্দা করিতেছে। কারণ কংগ্রেস মুখে নিজেকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া দাবি করিতেছে, আবার অন্যদিকে উহার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক প্রতিনিধিত্বের দাবি করিয়াছে এবং বড়লাটের শাসন পরিষদে মুসলমানদের প্রতিনিধি সংখ্যার একটা অংশ বেদখল করিবার চেষ্টা করিয়াছে অথচ মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে একাই সমস্ত আসন পাইবার অধিকারী। বঙ্গীয় লীগ কাউন্সিল অভিমত প্রকাশ করিতেছে যে, প্রধানত কংগ্রেসের এইরূপ অসঙ্গত দাবির ফলেই সিমলা সম্মেলন ব্যর্থ হইয়াছে।

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ মুসলিম লীগকে বাদ দেওয়ার জন্য বড়লাট ও বৃটিশ গভর্নমেন্টকে রাযী করাইতে যে অশোভন চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার জন্যও বঙ্গীয় লীগ কাউন্সিল দুঃখ প্রকাশ করিতেছে। কারণ তাহাদের এইরূপ চক্রান্তের ফলে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক আরও তিক্ত এবং লীগ কংগ্রেস মীমাংসা সম্ভাবনা নস্যাৎ হইবে। লীগ কাউন্সিল ভারতের জন-স্বার্থের খাতিরে এইরূপ আপোস বাঞ্ছনীয় মনে করে।

বঙ্গীয় লীগ কাউন্সিলের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, প্রথম পাকিস্তান ও মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার নীতির স্বীকৃতি ব্যতীত কেন্দ্রে কোনরূপ অস্থায়ী গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা অসম্ভব এবং মুসলিম লীগের সম্মতি ব্যতিরেকে কেন্দ্রে কোন সাময়িক বন্দোবস্তের চেষ্টা করা হইলে সমগ্র মুসলিম জাতি উহার নিশ্চিত বিরোধিতা করিবে।

দেশের বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিল মনে করে যে, সর্বপ্রথমে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানই রাজনৈতিক দুর্যোগ প্রতিকারের একমাত্র সহজ ব্যবস্থা। কারণ নির্বাচনের ফলাফলের ভিতরেই পাকিস্তানের ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলিম সমস্যার চূড়ান্ত সমাধানের সর্বোৎকৃষ্ট উপায় নিহিত এবং কোনরূপ এলোমেলো অস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রয়োজন হইবে না।

বঙ্গীয় লীগ কাউন্সিল পুনরায় দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করিতেছে যে, পাকিস্তান ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান এবং পাকিস্তানের স্বীকৃতি ব্যতীত ভারতের জনসাধারণের মুক্তি ও স্বাধীনতা আসিতে পারে না।

www.pathagar.com

**আরব জগত**

বৃটিশ গভনমেন্ট ১৯৩৯ সালে একখানি শ্বেতপত্র প্রকাশ করিয়া এবং বড়লাট নিখিল ভারত লীগ প্রেসিডেন্টকে পত্র দ্বারা প্যালেস্টাইনে ইহুদী আমদানী সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিবার মেয়াদ সম্পর্কে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহা লংঘন করিয়া জিওনিস্ট প্রচারকগণ প্যালেস্টাইনে পুনরায় ইহুদী আমদানী ও বায়তুল মোকাদ্দসকে ইহুদী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনে যে প্রচার কার্য চালাইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া বঙ্গীয় লীগ কাউন্সিল অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে, লীগ কাউন্সিল আরবদের স্বাধীনতার দাবি সমর্থন করিতেছে এবং সুস্পষ্টরূপে জানাইয়া দিতেছে যে, নূতন করিয়া আরবদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করা হইলে কর্তৃপক্ষ সমগ্র মুসলিম জাহানের সহযোগিতা হইতে বঞ্চিত হইবেন এবং ভারতের মুসলমানগণ তাহাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া এই নীতির বিরোধিতা করিবে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সর্বান্তকরণে ত্রিপোলীতানিয়া ও তিউনিস, আলজেরিয়া, মরক্কো ও লিবিয়ার আরবদের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি সমর্থন করিতেছে এবং অভিমত প্রকাশ করিতেছে যে, গণতন্ত্র রক্ষার জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হওয়ার পরেও যদি এইসব আরব রাষ্ট্রের উপর বৈদেশিক প্রভুত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে উহা দ্বারা শুধু তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজই বপন করা হইবে। জাভা, সুমাত্রা, সেলিবিস, মালয় এবং সাধারণভাবে ইন্দোনেশিয়ার জনসাধারণের মুক্তি ও স্বাধীনতার আন্দোলন দমনের জন্য যে চণ্ড নীতি প্রয়োগ করা হইতেছে, বঙ্গীয় লীগ কাউন্সিল তাহার তীব্র প্রতিবাদ এবং তাহাদের স্বাধীনতার দাবিগুলি সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিতেছে।'

লীগ কাউন্সিলের অপর একটি প্রস্তাবের দ্বারা প্রপাগাণ্ডা সাব-কমিটি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং প্রাদেশিক লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডকে তাহার প্রয়োজন অনুসারে সাব-কমিটি গঠনের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। পার্লামেন্টারী বোর্ড সাধারণ নির্বাচন কাজের জন্য প্রয়োজন বুঝিয়া এইসব সাব-কমিটির কর্মকর্তা কো-অপট এবং নির্বাচন করিতে পারিবেন।

মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলন সমর্থনের উদ্দেশ্যে ২৬, ২৭ ও ২৮শে অক্টোবর ১৯৮৩ তারিখে কলিকাতায় নিখিল ভারত জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের অধিবেশন আহূত হওয়ায় বঙ্গীয় লীগ কাউন্সিলে আনন্দ প্রকাশ করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

www.pathagar.com

## হজ্জ সম্পর্কে প্রতিবাদ

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের এই সভা ভারত সরকারের কমনওয়েলথ ডিপার্টমেন্ট হজ্জ যাত্রীদের প্রতি যে ঔদাসীন্য দেখাইতেছেন, উহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে। অনেক লোক গতবার টাকা পাঠাইয়া টিকেট পায় নাই। তাহাদের টাকা এখনও ফেরত আসে নাই। এইবার ২৮শে আগস্ট পর্যন্ত ভারত সরকার কলিকাতার কাগজে হজ্জের জন্য দরখাস্ত ও টাকা আহবান করিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন। এখন বলা হইতেছে যে, ১৪ই আগস্ট কোটা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ১৪ই আগস্টের পরে যাহাদের টাকা নয়াদিল্লীতে পৌঁছিয়াছে, তাঁহারা টিকেট পাইবেন না। টিকেট কে কে পাইবেন, তাহাও এখনো সকলে জানিতে পারে নাই। এই অবস্থায় চারিদিকে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে।

এই সভার সুস্পষ্ট অভিমত এই যে, ৬ খানা জাহাজে ৩ কিস্তিতে ২৫ হাজার হাজী হজ্জ করিয়া আসিতে পারেন। এই সভা দাবি করিতেছে যে, ৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যে সকল প্রার্থীর টাকা নয়াদিল্লীতে পৌঁছিয়াছে, তাহাদের সকলের হজ্জের ব্যবস্থা করা হউক। এই ব্যবস্থা না হইলে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইবে, উহার জন্য ভারত সরকারের কমনওয়েলথ ডিপার্টমেন্ট দায়ী হইবে।

এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন মিঃ মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ্। সমর্থন করেন মিঃ মোহাম্মদ ইসরাইল এম. এল.এ।

## রেল কর্মচারীদের অভিযোগ

রেলওয়ের সার্ভিসে মুসলমানদের অনুপাত আশংকাজনকভাবে কম। ১৯৩৪ সালের প্রস্তাবমত এই বিভাগের চাকুরীতে ভারত সরকার মুসলমানদের কোটা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, উক্ত প্রস্তাব এখনো কাগজপত্রেই সীমাবদ্ধ। যুদ্ধের সময় কিছু কিছু মুসলমান রেলওয়ে সার্ভিসে প্রবেশ করার সুযোগ পাইয়াছিল। বর্তমানে গভর্নমেন্ট যে ছাঁটাই প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা কাজে পরিণত হইলে মুসলমানদের অবস্থার যে সামান্য উন্নতি হইয়াছিল, উহার মূলোৎপাটন হইবে। এইজন্য এই সভা ছাঁটাই প্রস্তাব মুসলমানদের প্রতি প্রয়োগ না করিবার দাবি জানাইতেছে। এই সভা আরও দাবি করিতেছে যে, গভর্নমেন্ট যেন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ

www.pathagar.com

করিয়া মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার তাহাদিগকে প্রদান করেন। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ এবং সমর্থন করেন মিঃ আবদুর রশিদ এম. এল. এ।

## বেকার সমস্যা

যুদ্ধের অবসানে একমাত্র শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কর্মচারী ও শ্রমিক মজুরদের লইয়া অন্ততপক্ষে ৪ লক্ষ লোক বেকার হইবার আশংকা আছে। অথচ সরকার নিয়োজিত যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন কমিটিগুলির কোন কাজই এ পর্যন্ত হয় নাই বা হইবার কোন সূচনাও দেখা যাইতেছে না। এই সভা সরকারের এই উদাসীনতা ও উপেক্ষার তীব্র নিন্দা করিতেছে এবং সরকারকে অতিসত্বর জাতি গঠনমূলক কাজ শুরু করার জন্য অনুরোধ করিতেছে এবং যতদিন না এইরূপ কোন পন্থার উদ্ভাবন করা হয়, ততদিন পর্যন্ত বিভিন্ন বিভাগের ছাঁটাই স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করিতেছে।

এই প্রসঙ্গে এই সভা আরও প্রস্তাব করিতেছে যে, কাল বিলম্ব না করিয়া প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অধীনে এরূপ একটি অফিস খোলা হউক, যেখানে মুসলমানদের যাবতীয় বেকার ও শ্রমিক মজুরদের নাম রেজিস্ট্রি করিয়া রাখা হইবে এবং উহা হইতে সরকারের নানা বিভাগের এবং কলকারখানার মালিকদের সহিত যোগাযোগ করিয়া প্রয়োজনমত বেকার লোকদের কর্ম-সংস্থানের জন্য সাহায্য করা হইবে।

যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতেই পূর্ব পাকিস্তানের তথা বাংলাদেশের বিভিন্ন কলকারখানার হাজার হাজার শ্রমিককে ছাঁটাই করা হইতেছে। শোনা যাইতেছে যে, রেলওয়ে হইতে শীঘ্রই ৫ (পাঁচ হাজার লোককে ছাঁটাইয়ের নোটিশ দেওয়া হইবে। অথচ এই সকল শ্রমিক ও যুবকদিগকে কোনরূপ বোনাস, বেকার ভাতা বা 'ডোল' দিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে না। যুদ্ধকালে নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া ইহাদিগের শ্রমকে কাজে লাগাইয়া পরে ইহাদের ভবিষ্যতের জীবিকা নির্বাহের কোনরূপ ব্যবস্থা না করিয়া এই সকল কর্মী লোককে অনাহারের মুখে আগাইয়া দেওয়ার জন্য এই সভা সাম্রাজ্যবাদী সরকার ও পুঁজিবাদী মালিকদের মনোবৃত্তির তীব্র নিন্দা করিতেছে এবং প্রস্তাব করিতেছে যে, যাহাতে এই সকল লোক বেকার হইয়া অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত না হয়, সেইজন্য সরকার হইতে এখনই তাহার ব্যবস্থা করা হউক এবং দেশে জাতীয় শিল্পের প্রবর্তন করিয়া এই সকল লোককে কাজে নিয়োগ করা হউক।

www.pathagar.com

**দুর্ভিক্ষের আশংকা**

সারা বাংলাদেশে এই বৎসর আউশ ধান হয় নাই। আমন ধানের অবস্থাও ভাল নয়। তদুপরি উত্তরবঙ্গে বন্যা। এই অবস্থায় পুনরায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেবার আশংকা খুব বেশী। অতএব, এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, বাংলা হইতে যাহাতে কোন প্রকার শস্য বা চাউল বিদেশে রপ্তানী না হয়, সরকার যেন তাহার ব্যবস্থা করেন এবং এই সভা আরও প্রস্তাব করিতেছে যে, প্রত্যেক ইউনিয়ন লীগ কাল বিলম্ব না করিয়া সেই ইউনিয়নে কত পরিমাণ মজুত ধান আছে এবং এই বৎসর আমন ধানের অবস্থা কিরূপ, তাহা প্রাদেশিক লীগকে যেন জানাইয়া রাখে। প্রাদেশিক লীগ উক্ত রিপোর্ট পাইলে সেই অনুযায়ী প্রয়োজন মত কর্মপন্থা নির্ধারণ করিবে।

**হাসপাতাল**

কলিকাতা শহরে বর্তমানে যে লোকসংখ্যা তাহাতে অন্ততঃপক্ষে ৪ লক্ষ রোগীর চিকিৎসার উপযুক্ত হাসপাতালের প্রয়োজন, কিন্তু যে সকল স্থায়ী হাসপাতাল আছে, ঐগুলোতে মাত্র ৫ হাজার রোগীর ব্যবস্থা হইতে পারে। যুদ্ধকালে সরকার পক্ষ হইতে বিভিন্ন কারণে কতকগুলি এমার্জেন্সী হাসপাতাল খোলা হয় এবং দুর্ভিক্ষের পরবর্তীকালে মহামারী প্রকোপের সময় বাংলার কতকগুলি শহরেও ঐরূপ জরুরী হাসপাতালের সৃষ্টি করা হয়। শোনা যাইতেছে যে, যুদ্ধ শেষ হওয়ার দরুন সরকার কলিকাতার ও মফস্বলের ঐ সকল হাসপাতাল উঠাইয়া দেওয়ার প্রস্তাব করিতেছে। এই সভা সরকারের ঐ নীতির তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে এবং প্রস্তাব করিতেছে যে, ঐ সকল হাসপাতাল না উঠাইয়া ঐ গুলিকে স্থায়ী হাসপাতালে পরিণত করা হউক।

**বস্ত্র সমস্যা**

গত এক বৎসরেরও অধিককাল হইতে বাংলাদেশে বস্ত্র সমস্যা যেরূপ প্রকট আকার ধারণ করিয়াছে এবং সাম্রাজ্যবাদী মিল মালিকগণ এই সমস্যা দূরীকরণের চেষ্টা না করিয়া বরং যাহাতে এই অবস্থা আরও কিছুকাল বজায় থাকিয়া তাহাদের পুঁজির পরিমাণকে আরও স্ফীত করিয়া তোলে, তাহার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছে। এই সভা তাহাদের ঐ নীতির তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা করিতেছে এবং এই সভা আরও প্রস্তাব করিতেছে যে, দেশবাসীকে

www.pathagar.com

লজ্জাকর নগ্ন অবস্থা হইতে রক্ষার জন্য অবিলম্বে প্রাদেশিক লীগ হইতে বাংলার গ্রামে চরকা এবং সুতা কাটার প্রচলনের জন্য আন্দোলন শুরু করা হউক।"

উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি ডাঃ এ. এম. মালিক উত্থাপন করেন এবং মিঃ এস. এম. রহমান তাহাকে সমর্থন করেন।[১]

## বঙ্গীয় লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত

বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৬ই আগস্ট, ১৯৪৬ তারিখে ভারতব্যাপী 'প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা দিবস' পালিত হয়। উক্ত দিবস পালনের জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির ৪ঠা আগস্ট রবিবার বৈকালের সভায় নিম্নরূপ প্রস্তাব গৃহীত হয়ঃ

১. সর্বত্র পূর্ণ হরতাল ও সাধারণ ধর্মঘট অনুষ্ঠান;
২. জুম্মার নামাযের পূর্বে মসজিদে মসজিদে মুসল্লীদের নিকট 'প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা' সম্পর্কে লীগ কাউন্সিলের প্রস্তাব পাঠ ও ব্যাখ্যা;
৩. মুসলিম ভারত, মুসলিম জাহান ও এশিয়ার অধিবাসীদের স্বাধীনতার জন্য 'মোনাজাত করা';
৪. শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রাদি সংগঠন;
৫. জনসভায় লীগ-কাউন্সিলের প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন; এবং
৬. অন্যান্য সকল দলকে পূর্ণ হরতাল পালনের জন্য শান্তিপূর্ণভাবে অনুরোধ জ্ঞাপন।

অপর এক প্রস্তাবে ফরিদপুর ও মুর্শিদাবাদের ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য যথাক্রমে মওলবী শামসুদ্দীন আহমেদ চৌধুরী ও মওলবী মোহাম্মদ খোদা-বখশের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়া তাহাদের মুসলিম লীগে গ্রহণ করা হইয়াছে।

সভায় খাজা নাজিমুদ্দীন সভাপতিত্ব করেন।[২]

## বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং প্রস্তাব

২৪শে আগস্ট, ১৯৪৬, সকাল ১০টায় মওলানা মোহাম্মদ আকরম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়ঃ

১. আজাদ, ১১ই অক্টোবর, ১৯৪৫।
২. আজাদ, ৬ই আগস্ট, ১৯৪৬।

www.pathagar.com

'আছরে জাদীদ' পত্রিকার সম্পাদক ও কলিকাতা জেলা মুসলিম লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারী মওলানা আবদুল জব্বার ওয়াহেদীর শোচনীয় মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে এবং তাঁহার রূহের মাগফেরাত কামনা করিতেছে। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতিও এই সভা গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে।

( ওয়াহেদী সাহেব যখন তাঁহার অফিসের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন ইতস্তত নিক্ষিপ্ত পুলিশের একটি বুলেট তাঁহার বক্ষদেশ বিদীর্ণ করে )।

কলিকাতার সাম্প্রতিক দাঙ্গায় নির্দোষ মুসলমান ও হিন্দুর জীবন ও সম্পত্তি বিনষ্ট হওয়ায় এই সভা গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছে ও শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে।

লীগকে বাদ দিয়া কেবলমাত্র কংগ্রেসকে লইয়া বড়লাটের অস্থায়ী গভর্নমেন্ট গঠন করিলে সমগ্র ভারতে দারুণ অসন্তোষের সৃষ্টি হইবে। তবে কমিটি বর্তমান অবস্থায় হাই কমাণ্ডের নিকট হইতে কোনরূপ নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত বাহিরে এই অসন্তোষ প্রকাশ করা অনুচিত বলিয়া বিবেচনা করে।

স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহল হইতে প্রবল প্ররোচনা সত্ত্বেও মুসলমানদের পূর্ণ শান্তি রক্ষা করিয়া হাই কমাণ্ডের নির্দেশের প্রতীক্ষা করিতে হইবে। পূর্ণ নিয়মানুবর্তিতা পালন না করিলে মুসলমানরা শত্রুর হাতের ক্রীড়নক হইয়া পড়িবে।

কলিকাতার সাম্প্রতিক দাঙ্গার তথ্যাদি সংগ্রহ করিবার জন্য নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া এই সভা একটি সাব-কমিটি নিযুক্ত করিতেছে: মেসার্স আবুল হাশিম, ফজলুর রহমান, ডাঃ এ. এম. মালিক, এস. এম. ওসমান ও ফরমুজুল হক ( কনভেনর )।

ওয়ার্কিং কমিটি কলিকাতার মুসলমান এলাকায় মুসলমান ছাত্রদের জন্য অনতিবিলম্বে একটি হোস্টেল স্থাপন করিবার জন্য বাংলা সরকারকে অনুরোধ করিতেছে।[১]

## বঙ্গীয় লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬, বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক অধিবেশন খাজা নাজিমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় স্থির হয় যে, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনার্থে এবং শৃঙ্খলা বজায়

১. আজাদ, ২৫শে আগস্ট, ১৯৪৬।

www.pathagar.com

রাখিবার সুব্যবস্থার উদ্দেশ্যে আগামী ৬ই সেপ্টেম্বর বাংলার সমস্ত জেলা লীগ সংগঠনসমূহের সভাপতি ও সম্পাদকদের এক সভা আহ্বান করা হইবে। উক্ত দিবস বেলা তিন ঘটিকায় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ অফিসে উক্ত সভার অধিবেশন হইবে।[১]

## লীগ ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবসমূহ

শনিবার, ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬, ৪০ নং থিয়েটার রোডে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক সভায় কলিকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি স্যার সৈয়দ নাজিম আলীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ ও তাঁহার আত্মার মাগফেরাত কামনা করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে বাংলার লীগ সম্পাদক মিঃ আবুল হাশিম এম. এল. এ. কর্তৃক রচিত ও সাব-কমিটি কর্তৃক সংশোধিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ পুনগঠন ও সম্প্রসারণ সম্পর্কিত প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অপর এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কর্মপরিষদ বিভিন্ন প্রাদেশিক লীগকে স্ব স্ব ওয়ার্কিং কমিটির অনুমোদন মোতাবেক প্রাদেশিক লীগ কর্মপরিষদ গঠন করার যে নির্দেশ দিয়াছে, ওয়ার্কিং কমিটি তাহার জন্য নিখিল ভারত লীগ কর্মপরিষদকে তাহার প্রতিনিধিদিগকে বাংলায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।[২]

## বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা (সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬

২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬, সকাল দশটায় ৪০নং থিয়েটার রোডে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক অধিবেশন হয়। মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী ইহাতে সভাপতিত্ব করেন।

সভায় প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ডঃ হাসান সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয় এবং তাঁহার রূহের মাগফেরাত

১. আজাদ ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬।
২. আজাদ, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬।



www.pathagar.com

কামনা করা হয়। প্রাদেশিক লীগ অফিস সম্প্রসারণ এবং পুনর্গঠন সম্পর্কে সম্পাদক যে পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন, সভায় তাহা বিবেচনা করা হয় এবং খাজা নাজিমুদ্দীন, মেসার্স হাসান ইস্পাহানী, তমিজুদ্দীন খান, এইচ. এস. সোহ্‌রাওয়ার্দী, শামসুদ্দীন আহমেদ এবং আবুল হাশিমকে (আহ্‌বায়ক) লইয়া এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়।

এতদ্ব্যতীত, মেসার্স হাশেম আলী খান (প্রাক্তন মন্ত্রী), সৈয়দ বদরুদ্দোজা (প্রাক্তন মেয়র), হাতেম আলী জমাদার, এম. এল. এ. মেস্তা গাওসুল হক (খুলনা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান), আবদুল ওয়াহাব খান (বরিশাল ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান), মোমেনশাহীর শরাফত উদ্দীন আহমদ এবং হাসানুজ্জামান (প্রাক্তন এম. এল. এ.) কর্তৃক তাহাদের উপর আরোপিত মুসলিম লীগের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য পেশকৃত আবেদনপত্র সভায় বিবেচনা করা হয় এবং নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হয়।[১]

## বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় গৃহীত প্রস্তাবসমূহ, নভেম্বর, ১৯৪৬

৩রা নভেম্বর, ১৯৪৬, সকাল বেলায় ৪০ নং থিয়েটার রোডে বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক জরুরী সভা হয়। মিঃ লিয়াকত আলী খান ও সরদার আবদুর রব নিশতার এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়ঃ

"বিহারের কয়েক জেলায় এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের নরনারী ও শিশুদিগকে ব্যাপকভাবে হত্যা করায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে। গ্রামের পর গ্রাম হইতে নগণ্য সংখ্যক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলা হইতেছে। এমন কি উৎপীড়িত আশ্রয়প্রার্থী ও অন্যান্য যাহারা প্রাণ ভয়ে ই. আই ও ও. টি রেলপথে পলায়ন করিতেছে, তাহাদিগকেও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হইতেছে। প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে রক্ষা করিতে এবং শান্তি,

১. আজাদ, ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৬।

www.pathagar.com

আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে অপারগ হইয়াছেন। ইহা অপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় ব্যাপার এই যে, প্রাপ্ত সংবাদ হইতে দেখা যাইতেছে যে, প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট দাঙ্গা পরিস্থিতির প্রতিকারের জন্য কোন কার্যকরী ব্যবস্থাই অবলম্বন করেন নাই। বঙ্গীয় লীগ ওয়ার্কিং কমিটি একদিকে যেমন এই অত্যাচার, নরহত্যা, অগ্নিকাণ্ড ও লুটতরাজের নিন্দা করিতেছে, তেমনই অপরদিকে এই ধরনের অরাজকতা নিবারণ এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে নিরাপত্তার ভাব ফিরাইয়া আনার জন্য বিহার সরকারকে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিতেছে।

বাংলার মুসলিম জাতির প্রতিনিধি হিসাবে বঙ্গীয় লীগ ওয়ার্কিং কমিটি বিহারের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর অনুষ্ঠিত নির্যাতনের সমবেদনা জানাইতেছে এবং তাহাদিগকে তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ সাহস ও ধৈর্য সহকারে বর্তমান নির্যাতন সহ্য করিতে অনুরোধ করিতেছে।"

ইহা ছাড়াও সভা আর একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে মেসার্স কে. নাজিমুদ্দীন, রাগেব আহসান, এস. এম. ওসমান, মোহাম্মদ তওফিক, জসিমুদ্দীন আহমদ, খায়রুল আনাম খান, শামসুদ্দীন আহমদ, চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন, এস. সালাহ উদ্দিন, আজিজুর রহমান ও শওকত ওসমানকে লইয়া 'বিহার দাঙ্গা সাহায্য' কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করে।

মেসার্স কে. নাজিমুদ্দীন ও রাগেব আহসানকে যথাক্রমে কমিটির চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত করা হয়।

ওয়ার্কিং কমিটি আরও প্রস্তাব করিতেছে যে, "বিহারের দাঙ্গা উপদ্রুত এলাকার পরিস্থিতি অবলোকন ও অনুধাবনের জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগের তরফ হইতে অবিলম্বে এক দল প্রতিনিধি প্রেরণ করা হউক এবং ওয়ার্কিং কমিটি এই সম্পর্কে বিহার সরকারকে অনুরোধ করিতেছে যে, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের বাংলা সফরকালে বাংলা গভর্নমেন্ট যেরূপ সুযোগ-সুবিধা দান করিয়াছে এবং এখনও দিতেছে, এই লীগ প্রতিনিধি দলকেও যেন বিহারে সেইরূপ সুবিধা দেওয়া হয়।"

## কার্য নির্বাহক পরিষদ গঠন

প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এই সভায় আর একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া মিঃ কে. নাজিমুদ্দীনকে সভাপতি মিঃ আবুল হাশিমকে সেক্রেটারী করিয়া এবং মেসার্স এইচ. এস. সোহ্‌রাওয়ার্দী, ফজলুর রহমান, হামিদুল হক চৌধুরী, শামসুদ্দীন আহমদ, হাসান ইস্পাহানী ও ডাঃ এ. এম.

www.pathagar.com

মালিককে সদস্য করিয়া ওয়ার্কিং কমিটির একটি কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত করা হয়।

সভায় আরও স্থির করা হয় যে, এই কার্যনির্বাহী পরিষদ ওয়ার্কিং কমিটির যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে।

মেসার্স এইচ. এস. সোহ্‌রাওয়ার্দী, আহমেদ হোসেন, সৈয়দ মোয়াজ্জেম উদ্দিন আহমদ, আবুল হাশিম, ফজলুর রহমান, এ. এম. মালিক, জসিমুদ্দীন আহমদ, তমিজুদ্দীন খান, হামিদুল হক চৌধুরী, রাগেব আহসান, এস. এম. ওসমান, খাজা নাজিমুদ্দীন এবং খায়রুল আনাম খাঁ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে যোগদান করিয়াছিলেন।[১]

## বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক, ডিসেম্বর, ১৯৪৬

৮ই ডিসেম্বর, ১৯৪৬, রবিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় কলিকাতার ৪০ নং থিয়েটার রোডে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কার্যকরী পরিষদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। খাজা নাজিমুদ্দীন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এতদ্ব্যতীত মেসার্স এইচ. এস. সোহ্‌রাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, হামিদুল হক চৌধুরী, শামসুদ্দীন আহমেদ ও ফজলুর রহমান সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সভায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বিগত সভার কার্যবিবরণী গৃহীত হওয়ার পর নিম্নোক্ত সভার সদস্য সমন্বয়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ অর্থনৈতিক প্লানিং কমিটি গঠিত হয়। মেসার্স আবুল হাশিম, ফজলুর রহমান, খাজা শাহাবুদ্দীন এবং বঙ্গীয় মুসলিম লীগ চেম্বার অব কমার্সের তিনজন সদস্য।

সভায় নিম্নোক্ত ভদ্র মহোদয়গণের আবেদনক্রমে তাঁহাদের উপর হইতে বিধি-নিষেধ তুলিয়া লইয়া তাঁহাদিগকে পুনরায় মুসলিম লীগে প্রবেশাধিকার দেওয়া হইয়াছে।

১. খাজা হাবিবুল্লাহ (ঢাকার নওয়াব), ২. মিঃ মোহাম্মদ হোসেন (বরিশাল), ৩. মিঃ সিরাজুল ইসলাম (মাগুরা), ৪. কাজী আবুল হোসেন (রাজশাহী), ৫. ডাঃ হাবিবুর রহমান (বগুড়া), ৬. মিঃ মফিজুদ্দিন (সিরাজগঞ্জ), ৭. মিঃ রুস্তম আলী (মাগুরা), ৮. মিঃ জহরুল হক (সিরাজগঞ্জ),

১. আজাদ, ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৪৬।

www.pathagar.com

৯. মিঃ খোরশেদ উদ্দিন আহমদ ( ময়মনসিংহ ), ১০. মিঃ আমজাদ আলী ( মুর্শিদাবাদ ), ১১ মিঃ সৈয়দ আবুল হোসেন ( মুর্শিদাবাদ )।

মেসার্স শামসুদ্দিন আহমদ, মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী, এম. এ. এইচ ইস্পাহানীকে (আহ্বায়ক) লইয়া বঙ্গীয় মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় তহবিল কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই কমিটি মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় তহবিল সংগ্রহ করা সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা পেশ করিবে।

মুসলিম লীগের সকল শ্রেণীর কর্মতৎপর সদস্যগণের মধ্য হইতে নয়জন করিয়া সদস্য লইয়া প্রত্যেক জেলা ও মহকুমা মুসলিম লীগকে কার্যকরী সংসদ গঠন করিতে নির্দেশ দিয়া সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ইহার পর অন্যান্য কার্যসূচী আলোচনার জন্য আগামীকাল বিকাল ৫টা পর্যন্ত সভা মুলতবী রাখা হয়।[১]

## বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির মুলতবী সভার কার্যবিবরণী

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অফিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ টি. হোসেন প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটির ৯ই ডিসেম্বর-এ অনুষ্ঠিত মুলতবী সভার নিম্নোক্ত কার্যবিবরণী প্রকাশ করেছেন ঃ

সভায় নিম্নলিখিত সদস্যবর্গ উপস্থিত ছিলেন ঃ মেসার্স এইচ. এস. সোহ্‌রাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, শাহাবুদ্দিন আহমদ, ফজলুর রহমান, হামিদুল হক চৌধুরী ও ডাঃ এ. এম মালিক।

সভায় নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় ঃ

১. বিভিন্ন রিলিফ প্রতিষ্ঠানগুলির সমন্বয় করার বিষয় বিবেচনা করিয়া মিঃ রাগেব আহসানকে বিহার রিলিফ কমিটির সভা আহ্বান করিয়া রিলিফ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

বিহারের দুর্গতদের জন্য কয়েকটি স্থানীয় রিলিফ প্রতিষ্ঠান অর্থ সংগ্রহ করিতেছে। বিহারের নৃশংস অত্যাচারের কাহিনী শুনিয়া যাহাদের অন্তরে গভীর সহানুভূতির সঞ্চার হইয়াছে, তাঁহারা ঐ সকল রিলিফ তহবিলে চাঁদা দিতেছেন। আরও অনেকে আছেন, যাঁহারা আদায়ী টাকা উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের মারফত ব্যয় করা হইবে বলিয়া আশ্বাস পাইলেই চাঁদা দিবেন। যাঁহারা

১. আজাদ, ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৪৬।

www.pathagar.com

তুলিবেন, তাঁহারা মুসলিম লীগের নিকট থেকে নির্দেশাবলী চাহিয়াছেন। কিন্তু প্রাদেশিক মুসলিম লীগের পক্ষে সম্যক অনুসন্ধান ব্যতীত এই সকল প্রতিষ্ঠানের সাধু অভিপ্রায় সম্পর্কে স্বীকৃতি দেওয়া সম্ভবপর নহে। সেইজন্য প্রত্যেক রিলিফ প্রতিষ্ঠানের নিজেদের নিরাপত্তা ও সাফল্যের জন্য প্রাদেশিক লীগ অফিসে নাম রেজিস্টারী করা উচিত। যে সকল প্রতিষ্ঠান রেজিস্টারীকৃত হইবে, সেইগুলিকে মুসলিম লীগের তরফ হইতে সনদ দেওয়া হইবে, যাহাতে জনসাধারণ উহাদের সততা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়। প্রাদেশিক মুসলিম লীগ মধ্যে মধ্যে ঐ সকল রিলিফ প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী তদারক করিবেন ও সংগৃহীত অর্থ ও জিনিসপত্র জমা রাখা এবং উপযুক্ত বিতরণ সম্পর্কে পরামর্শ দিবেন।

২. বাংলা হইতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে সকল সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে মাসিক দশ টাকা হারে চাঁদা আদায় করা হইবে।

৩. বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইলে পুরাতন সদস্যদিগকে চাঁদা দানের দায় হইতে রেহাই দেওয়া হইবে।

৪. জেলাসমূহ হইতে লীগের সদস্যভুক্ত হওয়ার পুরাতন রশিদ বহি ও রশিদমুড়ি ফিরাইয়া লওয়া হইবে।

(ক) ১৯৪৭ সনের জন্য নূতন রশিদ ছাপানো হইবে।

(খ) এখন হইতে আর পুরাতন রশিদে সদস্য ফিস গ্রহণ করা হইবে না।

(গ) ১৯৪৭ সালের প্রথম তিন মাসের মধ্যে প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহের জন্য জেলা প্রতিষ্ঠানসমূহকে অনুরোধ করা হইবে।

৫. আসামের বহিরাগতদের উচ্ছেদ সম্পর্কে সরকারী নীতি আলোচনা করার জন্য আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান তাঁহার ওয়ার্কিং কমিটির দুইজন সদস্য লইয়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় যোগদানের জন্য কোন তারিখে কলিকাতা আসিতে পারিবেন, তাহা জানাইবার জন্য আসাম লীগের সভাপতিকে অনুরোধ করা হইবে।

৬. মুর্শিদাবাদের এড-হক কমিটি সংক্রান্ত ব্যাপারের তদন্ত করার জন্য মেসার্স আবুল হাশিম, ফজলুর রহমান ও ডাঃ এ. এম. মালিককে লইয়া এক সাব-কমিটি গঠন করা হয়।[১]

---

১. আজাদ, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৪৬।

www.pathagar.com

# বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবসমূহ

৫ ও ৬ই জানুয়ারী, ১৯৪৭, তারিখে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটি পর পর দুটি অধিবেশনে মিলিত হয়। উক্ত সভায় আসাম প্রাদেশিক লীগ সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ও মিঃ আবদুল মতিন চৌধুরী বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে উপস্থিত ছিলেন। সভায় আসামের উচ্ছেদ নীতি সম্পর্কে দুই দিবস ব্যাপী আলোচনার পর উক্ত বিষয় সম্পর্কে নিম্নোক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়ঃ

প্রস্তাবে বলা হয়, 'আসামের অকর্ষিত জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি আবাদযোগ্য করার জন্য সেখানকার অধিবাসীদের সংখ্যাল্পতাহেতু আসাম সরকার বর্তমান শতাব্দীর প্রথম হইতেই বহিরাগতদের ভূমিদানে উৎসাহ দিয়া আসিতেছিলেন। ফলে নেপাল, বিহার, রাজপুতনা ও অন্যান্য প্রদেশ হইতে আগত অধিবাসীদের ন্যায় ছয় লক্ষাধিক বাঙ্গালী আসামের সীমান্ত সংলগ্ন জেলাসমূহ হইতে আসামে যাইয়া বসবাস করিতে শুরু করে। কিন্তু উপরোক্ত অবাঙ্গালী হিন্দু বহিরাগতগণ বাঙ্গালী বহিরাগতদের অপেক্ষা দ্বিগুণ জমি অধিকার করে এবং তদুপরি মধ্য প্রদেশ হইতে আগত চা বাগানের ১২ লক্ষ কুলী (ইহাদেরও অধিকাংশ হিন্দু) অন্যান্য বহিরাগতদের অধিকারভুক্ত ভূমি অপেক্ষাও অনেক বেশী ভূমি দখল করে।

কিন্তু আসামের কংগ্রেসী দল গত দশ বৎসর যাবত কেবলমাত্র বাঙ্গালী বহিরাগতদের উচ্ছেদ-এর জন্য আন্দোলন করিয়া আসিতেছে। উক্ত অপচেষ্টা পূর্ববর্তী সরকার কর্তৃক প্রতিরোধ করা হইলেও কংগ্রেসী দল সম্প্রতি ক্ষমতা অধিকার করিয়াই পুনরায় তাহাদের পূর্ববর্তী নেতৃবৃন্দের অপচেষ্টার পুনরাবৃত্তি করার জন্য বাঙ্গালীদের দ্বারা আসামে বসতি স্থাপন বন্ধ করিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছে। পক্ষান্তরে নেপাল, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও অন্যান্য স্থানের হিন্দুদের আগের মতই বসতি স্থাপনে উৎসাহ ও সুবিধা প্রদান করিয়া আসামকে হিন্দু প্রধান প্রদেশে পরিণত করার চেষ্টা করিতেছে। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া আসাম সরকার বাংলা হইতে আগত অধিবাসীদের উপর অত্যাচার উৎপীড়নের অবাধ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং যাহাদের আত্মীয়-পরিজনের প্রাণান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগের দ্বারা এই সকল ভূমি আবাদযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহা হইতে তাহাদের উচ্ছেদ করিতেছে। সহস্র সহস্র নিরপরাধ নরনারী ও শিশুর উপর নানা উৎপীড়ন সংঘটিত হইয়াছে এবং এখনো

www.pathagar.com

হইতেছে, তাহাদের গৃহাদি লুণ্ঠিত, অগ্নিদগ্ধ ও হস্তী পদতলে পিষাইয়া ফেলা হইতেছে। লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের পাকা ধান ক্ষেত বিনষ্ট করা হইয়াছে, অথবা এই সকল 'আইন ও শৃঙ্খলার' ধ্বজাধারীদের দ্বারা স্থানীয় হিন্দুদের হস্তে অর্পিত হইয়াছে—আসামের কংগ্রেসী দল তাহাদের রাজনৈতিক স্বার্থ-সিদ্ধির হীন উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া এই ঘৃণ্য অত্যাচার ও নির্যাতন চালাইয়া যাইতেছে। আসাম সরকারের এই বেআইনী অত্যাচারের ফলে সর্বস্বান্ত লোকের সংখ্যা কয়েক লক্ষ হইবে।

ইহাদের অনেকেই একযুগের অধিককাল ধরিয়া আসামের অধিবাসী। যে সমস্ত ভূমি তাঁহারা আবাদযোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহারা উহার ন্যায্য খাজনা যথারীতি বার বৎসর চুকাইয়া দিয়া সুপ্রাচীন রীতি অনুযায়ী তাহাদের ন্যায্য অধিকার অর্জন করিয়াছেন। ভারত 'গভর্নমেন্ট অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্টের' ২৯৯ ধারা অনুযায়ী তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—উক্ত ধারানুযায়ী কাহাকেও আইনের নির্দেশ ব্যতিরেকে তাহার সম্পত্তি হইতে বিতাড়িত করা যায় না। যথাযোগ্য আদালতের সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে বর্তমান আইন অনুযায়ী তাহাদের ধনসম্পত্তি ও গৃহ হইতে উচ্ছন্ন করার কোন আইনসঙ্গত অধিকার কাহারও থাকিতে পারে না।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ আসাম গভর্নমেন্টের অন্যায় কার্যকলাপের দ্বারা আইনানুমোদিতভাবে আসামে বসতি স্থাপনকারী আদিবাসীদের ধন-সম্পত্তির বিনাশকে নাগরিক অধিকার হরণের অপচেষ্টা বলিয়াই মনে করে, সুতরাং এইভাবে নিপীড়িত নরনারীর পক্ষে সর্বতোভাবে এবং সর্বপ্রথমে এই অত্যাচারের প্রতিরোধ করিবার অধিকার আছে বলিয়াই বিশ্বাস করে। এই প্রতিরোধের কাজে তাঁহারা প্রতিটি দেশপ্রেমিক নরনারীর সর্বপ্রকার সহায়তার দাবি রাখেন বলিয়াও বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের বিশ্বাস।

আসাম সরকার কর্তৃক বাঙ্গালী বহিরাগতদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট ব্যবহারে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়াকিং কমিটি অত্যন্ত মর্মাহত হইয়াছে। আসামবাসী বাঙ্গালীদের সম্পত্তি, ভূমি, ধর্মস্থান ও জন্মভূমির উপর ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য নিষেধাজ্ঞা জারী করা কেবল ভারতীয় গঠনতন্ত্রের ধারা অনুযায়ী স্বীকৃত রাজনৈতিক অধিকারের বিরুদ্ধাচরণই নহে, ইহা মানবতার ন্যায্য অধিকারের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত জঘন্য অপরাধ। যে ভারতবর্ষ অনুরূপ কারণে দক্ষিণ আফ্রিকার সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে এবং কেনিয়ার ব্যবহারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছে, সেই ভারতবর্ষ দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়

www.pathagar.com

অধিবাসীদের অপেক্ষা বহু গুণ অধিক ভারতীয় অধিবাসীর উপর আসাম সরকারের বর্বর অত্যাচার কখনই সহ্য করিবে না।

সুতরাং বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি আসাম সরকারের নিকট বাঙ্গালী বহিরাগতদের বিরুদ্ধে পরিচালিত এই হৃদয়হীন উচ্ছেদনীতি বন্ধ করিবার দাবি জানাইতেছে এবং এই প্রকার অত্যাচার বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে আসাম ও ভারত সরকারের সহিত এই বিষয়ে আলোচনা চালাইবার জন্য আবশ্যক হইলে আসাম সরকারের চৈতন্য সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাংলা সরকারকে অনুরোধ করিতেছে।

## আইনানুগ ব্যবস্থা নির্ধারণ কমিটি গঠনের প্রস্তাব

আসামে বাংলা হইতে আগতদের আইনগত অধিকার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য মেসার্স হামিদুল হক চৌধুরী (সম্পাদক নিযুক্ত), শরিফুদ্দীন আহমদ, মফিজুদ্দীন আহমদ, নূরুল আমীন ও আশ্রাফুদ্দীন চৌধুরীকে একটি কমিটি গঠন করিবার জন্য ওয়ার্কিং কমিটি স্থির করে। ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যেই এই সমস্ত অনুসন্ধানের ফল উপস্থাপিত করিবার জন্য উক্ত কমিটিকে অনুরোধ করা হইতেছে।

আসামে বাঙ্গালী বহিরাগতদের অধিকার রক্ষার জন্য বাংলা সরকার কি উপায় অবলম্বন করিবে এই কমিটি ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারীর মধ্যেই তাহা ওয়ার্কিং কমিটির নিকট পেশ করিবে। সময় সময় এই কমিটি বাংলা সরকারকে পথ-নির্দেশ দিয়া এই ব্যাপারে বাংলা সরকারের নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করিবে।

## যুক্ত কার্যকরী কমিটি

আসামে বাঙ্গালী অধিবাসীদের দুর্দশা ও সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি ও সমর্থন জানাইয়া ওয়ার্কিং কমিটি মেসার্স মওলানা আবদুল হামিদ খান, আবদুল মতিন চৌধুরী, মোহাম্মদ আলী (আসাম), আবুল হাশিম, ইউসুফ আলী চৌধুরী, হাবিবুল্লাহ বাহার, জসিমুদ্দীন আহমদ (বাংলা) প্রমুখকে লইয়া এবং দুইজন সদস্য কো-অপট করিবার ক্ষমতাসহ একটি যুক্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে। আসামে বাঙ্গালী বহিরাগতদের সংগ্রামকে সফল ও কার্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য তাহাদের উপর যথাযোগ্য ক্ষমতা অর্পিত হইল। উক্ত কমিটির সভাপতির পদে মওলানা আবদুল হামিদ খানকে এবং মিঃ আবুল হাশিম ও মিঃ জসিমুদ্দীন আহমদকে যথাক্রমে সেক্রেটারী ও কোষাধ্যক্ষ পদে মনোনীত করা হইল।[১]

১. আজাদ, জানুয়ারী, ৮, ১৯৪৭।

www.pathagar.com

## বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগ কাউন্সিলের অধিবেশন, ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭

৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭, রবিবার অপরাহ্ন ২-৩০ মিনিটে কলিকাতা ইনস্টিটিউট হলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের অধিবেশন শুরু হয়। হলের বাহিরে উভয় পার্শ্বের রাস্তায় প্রায় পঁচিশ সহস্র জনতা এই অধিবেশনে প্রাদেশিক লীগের সভাপতি নির্বাচনের ফলাফল জানিবার জন্য অধীরভাবে প্রখর রৌদ্রে ঘন্টার পর ঘন্টা দণ্ডায়মান থাকে। হলের বাহিরে ছিল বাংলা সরকারের অস্ত্রধারী ও লাঠিয়াল পুলিশের বিপুল সমাবেশ। হলের সম্মুখের রাস্তা হইতে হলের প্রবেশ পথ পর্যন্ত মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ড সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকে। শান্তিভঙ্গের আশংকার কারণে পুলিশ ও ন্যাশনাল গার্ডের এই বিরাট আয়োজন। হলের মধ্যেও ন্যাশনাল গার্ড শান্তি রক্ষার জন্য নিয়োজিত হয়। হলের চারিদিকের দেওয়ালে আবুল হাশিম সাহেবের সমর্থনে ও হক সাহেবের বিপক্ষে হস্তলিখিত বিভিন্ন প্রাচীরপত্র দেখা যায়, কিন্তু কাউন্সিল সদস্যগণ হলে প্রবেশ করিয়া ইহার প্রতিবাদ করিলে এইসব অপসারণ করা হয়।

পূর্ব থেকে কাউন্সিল সদস্যগণের প্রবেশপত্র বিলি না করায় সদস্যদেরকে হলে প্রবেশ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। ফলে কর্মকর্তাগণের আচরণে তাঁহারা বিরক্ত হইয়া পড়েন। একে একে প্রাদেশিক লীগের সদস্যবৃন্দ এবং বঙ্গীয় আইনসভার মুসলিম লীগ সদস্যগণ ইনস্টিটিউট হলের নিকটবর্তী হইতে থাকিলে বিপুল জনতা 'কায়েদে আজম জিন্দাবাদ' 'মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ' ও 'হক সাহেবকে ভোট দাও' ইত্যাদি ধ্বনি করিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা জানায়। মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ডের ভলান্টিয়ারগণ হলের মধ্যে সদস্য ছাড়া অন্য লোকের প্রবেশ বন্ধ করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। প্রাদেশিক লীগের সভাপতি পদের জন্য প্রার্থী জনাব আবুল হাশিম এই সময় ইনস্টিটিউটের প্রবেশপথে আসিলে বিরাট জনতার মধ্য হইতে 'শেম' 'শেম' ধ্বনি উত্থিত হয়। আবুল হাশিম সাহেব এই বিরূপ সম্বর্ধনায় একটু বিব্রত বোধ করিলে জনতা মুহুর্মুহু 'শেরে বাংলা জিন্দাবাদ', 'হক সাহেবকে ভোট দাও' ইত্যাদি ধ্বনি করিতে থাকে। প্রধান মন্ত্রী মিঃ সোহ্‌রাওয়ার্দী ইহার পর সভায় যোগদানের জন্য আসিলে জনতা হইতে অনুরূপভাবে 'শেম' 'শেম' 'সোহ্‌রাওয়ার্দী ফিরিয়া যাও' ধ্বনি উত্থিত হয়। ওয়েলেসলি স্ট্রীটের উপর ইনস্টিটিউটের সম্মুখে

www.pathagar.com

হক সাহেব গাড়ী হইতে অবতরণ করিলে এক অভিনব দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। উচ্ছ্বসিত জনতা 'কায়েদে আজম জিন্দাবাদ', 'শেরে বাংলা জিন্দাবাদ', 'হক সাহেবকে ভোট দাও' ধ্বনিতে বিপুল উৎসাহে হক সাহেবকে অভিনন্দন জানায়। কয়েকজন লীগ সদস্য আগাইয়া গিয়া হক সাহেবকে সালাম করিলে তিনি তাহাদের সহিত করমর্দন করেন।

অপরাহ্ণ আড়াই ঘটিকার সময় পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের পর লীগ কাউন্সিলের অধিবেশন আরম্ভ হয়। মিঃ শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর প্রস্তাবক্রমে আবদুল্লাহেল বাকী সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় মওলানা বাকী সাহেব তাঁহাকে নির্বাচিত করার জন্য সদস্যবৃন্দকে মুবারকবাদ দিয়া বলেন যে, দেশের এক সংকটজনক পরিস্থিতির মধ্যে তাঁহারা সমবেত হইয়াছেন। মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবার জন্য ভারতের দিকে দিকে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র চলিতেছে। এই যুগসন্ধিক্ষণে তাহাদের মধ্যে কোনরূপ বিভেদের চিন্তাকে অন্তরে স্থান দেওয়াও অপরাধ। এমতাবস্থায় তিনি আশা করেন যে, যদি সভাপতি নির্বাচন ব্যাপারে কোনরূপ সম্মানজনক আপোস প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়, তবে কাউন্সিলের সকলেই তাহা গ্রহণ করিবেন। তিনি আরও আশা করেন যে, যে সমস্ত সদস্য বিতর্কে যোগদান করিবেন, তাঁহারা কোনরূপ আক্রমণাত্মক মনোভাব না লইয়া তাঁহাদের পার্লামেন্টের নিকট বক্তব্য পেশ করিবেন।

এই সময় মিঃ সোহ্‌রাওয়ার্দী মওলানা আকরম খান সাহেবের পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে দণ্ডায়মান হইলে সভার চারিদিক হইতে 'শেম' 'শেম' ধ্বনি উত্থিত হয়।

"আপনার কথা শুনিতে চাই না। ছাত্রদের উপর লাঠি চার্জের ও নোয়াখালী ত্রিপুরায় পুলিশের জুলুমের কৈফিয়ত দিন"—ইত্যাদি ধ্বনি করিয়া মিঃ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে বসাইয়া দেওয়া হয়। মিঃ সোহ্‌রাওয়ার্দী বারবার চেষ্টা করিয়াও বক্তব্য পেশ করিতে পারেন নাই। অতঃপর মিঃ সোহ্‌রাওয়ার্দী হতাশ হইয়া বসিয়া পড়েন।

মিঃ হামিদুল হক চৌধুরী এই সময় এক বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া বলেন যে, কার্যসূচীর বহির্ভূত কোন প্রস্তাব যেন কাহাকেও উত্থাপন করিতে দেওয়া না হয়। এই সময় সভায় ভয়ানক গোলমাল শুরু হইলে সভাপতি সাহেব বলেন যে, সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবের প্রস্তাবটি কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর মিঃ সোহ্‌রাওয়ার্দী উঠিয়া সকলকে ঠাণ্ডা মেজাজে কাউন্সিলের আলোচ্য বিষয়গুলি বিবেচনা করিতে অনুরোধ জানান। তিনি প্রস্তাবটি পড়িতে

www.pathagar.com

উদ্যত হইলে সভার চতুর্দিক হইতে চীৎকার উঠে, "আমরা হক সাহেবের কথা শুনিতে চাই. শেরে বাংলা জিন্দাবাদ।"

সভায় গোলমাল চরমে পৌঁছিল। হক সাহেব মাইক্রোফোনের নিকট গিয়া সকলকে শান্ত থাকিবার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, "মুসলিম জাতির সম্মুখে বর্তমানে যে সকল কঠিন সমস্যা বিদ্যমান, সেগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সকলের শান্তভাবে সভার কাজ পরিচালনা করা উচিত।" তিনি হাতজোড় করিয়া সকলকে অনুরোধ করেন যে, সভায় যেন কোনরূপ আক্রমণাত্মক বক্তৃতা করা না হয় অথবা কাহাকেও অপমান করা না হয়।" সভায় পূর্ণ শৃঙ্খলা সহকারে অধিকাংশের মত মানিয়া লওয়ার জন্য তিনি আবেদন জানান। অতঃপর সভাপতি ঘোষণা করেন যে, কার্য সূচী অনুসারে সর্বপ্রথম প্রাদেশিক লীগ সেক্রেটারী বাৎসরিক রিপোর্ট পেশ করিবেন।

প্রাদেশিক লীগের সহ-সম্পাদক মিঃ ফরমুজুল হক সম্পাদকের পক্ষে রিপোর্ট পেশ করিতে উদ্যত হইলে চতুর্দিক হইতে বিরূপ ধ্বনি উঠিতে থাকে। কয়েকজন সদস্য তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া বলেন যে, সম্পাদকের উপস্থিতিতে তারা সহ-সম্পাদকের নিকট হইতে রিপোর্ট পাঠ শুনিতে চাহেন না।

তখন সম্পাদক হাশিম সাহেব বক্তৃতা করিতে উঠিলে আবার "শেম, শেম, পদত্যাগ কর" ধ্বনি উত্থিত হয়। সভাপতির অনুরোধে হাশিম সাহেবকে বক্তৃতা করিতে দেওয়া হইলে তিনি বলেন—অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবার কোন লিখিত রিপোর্ট পেশ করিতে পারিতেছি না। ইহার কারণ তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা এবং নানাবিধ অসুবিধা ('শুনুন' 'শুনুন' চীৎকার)

সভাপতি পুনরায় সকলকে শান্ত থাকিবার জন্য অনুরোধ জানাইলে পরে মিঃ আবুল হাশিম বলিতে থাকেন যে, কায়েদে আজমের নির্দেশ অনুযায়ী বিগত নির্বাচনে সর্বশক্তি নিয়োগ করার ফলে আজ তাঁহারা বাংলাদেশে পুরাপুরি লীগ মন্ত্রীসভা স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের এখনো অনেক কাজ বাকী আছে। সর্বশ্রেণীর কর্মীদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা না পাইলে ইহা সম্পন্ন করা সুদূরপরাহত হইবে। এই সহযোগিতা তিনি এখনও লাভ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। মিঃ হাশিমের এই উক্তিতে চতুর্দিক হইতে প্রতিবাদ উত্থিত হয়।

মিঃ সৈয়দ সাদেকুর রহমান বলেন যে, সম্পাদকের মৌখিক রিপোর্টে লীগ প্রতিষ্ঠানের বিগত দুই বৎসরের কাজের কোন উল্লেখ নাই। আয়-ব্যয়ের কোন হিসাব দেওয়া হয় নাই। মিঃ হাশিম তাঁহার দুর্নীতিপরায়ণ কাজের দ্বারা আমাদের আস্থা হারাইয়াছেন, তাঁহাকে এখন পদত্যাগ করিতে হইবে।

www.pathagar.com

মিঃ ফজলুল কাদের চৌধুরী বলেন যে, সম্পাদকের বিবরণে গত বৎসরের কলিকাতা, নোয়াখালী ও ত্রিপুরার মুসলমানদের উপর যে নির্মম অত্যাচার করা হইয়াছে, তাহার উল্লেখ নাই কেন? মুসলমানদের জাতীয় জীবনে যে ঝড়ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে, তাহার রিপোর্ট ইহাতে উল্লেখ নাই কেন?

অতঃপর সভাপতির নির্দেশানুসারে সম্পাদকের রিপোর্টের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে দুইজন বক্তৃতা করেন।

তাঁহারা যখন এই রিপোর্টের সমালোচনা করেন, তখন হাশিম সাহেবের সমর্থকগণ বলেন যে, সম্পাদকের রিপোর্টের সমালোচনা অবৈধ। হাশিম সাহেবের নিকট যখন লীগ প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিলের জন্য চতুর্দিক দিক হইতে চীৎকার ধ্বনি উঠে, তখন একখণ্ড কাগজে লিখিত ১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯৬৭১.৫০ টাকা জমা ও ৯১৩৪'৪৫ টাকা খরচের হিসাব দেওয়া হয়। এই হিসাবের মধ্যে লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডের গত আইন পরিষদের নির্বাচনের ও 'মিল্লাত' পত্রিকা প্রকাশ বাবত যে এক লক্ষ টাকা ব্যয় হয়, তাহার কোন হিসাব দেওয়া হয় নাই দেখিয়া কাউন্সিলের সদস্যগণ তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন। হাশিম সাহেব তাহারও কোন জওয়াব দেন নাই।

অতঃপর সভাপতির সনির্বন্ধ অনুরোধে সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবকে মওলানা আকরম খান সাহেবের পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহারের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে দেওয়া হয়। মিঃ সোহ্‌রাওয়ার্দী বলেন যে, লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির নির্দেশে এবং ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষ হইতে তিনি এই প্রস্তাব উত্থাপন করিতেছেন। প্রস্তাব পাঠের পর তিনি বলেন, "অনেক সমস্যা বিদ্যমান। দলাদলি করিলে অশুভ পরিণাম সূচিত হইবে।"

মিঃ সৈয়দ সাদেকুর রহমান বলেন যে, দলাদলির জন্য দায়ী কে? আপনার কৃতকর্মের ফল ভোগ করিতেই হইবে। এই বিরোধের বিষবৃক্ষ আপনিই রোপণ করিয়াছেন। বাংলার জনমত আপনাকে ক্ষমা করিতে নারাজ।

সভায় পুনরায় সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনি উঠে। সভাপতি কোন প্রকারে অবস্থা শান্ত করিলে সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব বলেন যে, জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ বিল, চান্দিনা আইন স্বত্ব বিল, মাধ্যমিক শিক্ষা বিল, প্রাথমিক শিক্ষা বিল প্রভৃতি বিল আইনে পরিণত করিতে হইলে আমাদের সংঘবদ্ধতার দরকার। আপনারা যদি সব কিছু ভুলিয়া গিয়া দৃঢ়ভাবে সংহত না হন, তাহা হইলে আমাদের পক্ষে এই সকল হিতকর

www.pathagar.com

কার্য করা সম্ভবপর হইবে না। মওলানা আবদুর রশিদ তার্কবাগীশ এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

অতঃপর সভাপতির নির্দেশে দুইজন ও প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আর দুইজন সমালোচনামূলক বক্তৃতা করেন।

মিঃ শফিকুল ইসলাম বলেন, "প্রস্তাব উত্থাপনকারিগণ আন্তরিকতার সহিত এই প্রস্তাব করেন নাই, পরাজয়ের গ্লানি হইতে আত্মরক্ষার জন্যই এই প্রস্তাব করিয়াছেন। মওলানা আকরম খাঁ সাহেবের বহু বৎসরের সাধনা, ত্যাগ ও শ্রম দ্বারা লীগ আজ শুধু বাংলায় নয়, ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহার দান অতুলনীয়।"

অতঃপর এই সভার সভাপতি লীগ সভাপতি সম্পর্কিত প্রস্তাব সম্বন্ধে সভার মতামত জানিতে চাহিলে একদল ইহার স্বপক্ষে ও অন্যদল ইহার বিরুদ্ধে মত দেন। বিরোধীদল ব্যালট ভোট দাবি করেন। কিন্তু সভাপতির নির্দেশে সদস্যদের কার্ডসহ হস্তোত্তোলন করিয়া ভোট দেওয়া সাব্যস্ত হয়। অতঃপর অধিকাংশের ভোটে উত্থাপিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয় এবং সভা আসরের নামাযের জন্য ২০ মিনিট স্থগিত থাকে।

সভার অধিবেশন পুনরায় আরম্ভ হইলে কার্যসূচীর ৫ম দফা আলোচিত হইবে না বলিয়া ঘোষণা করায় সদস্যগণ ইহার সমালোচনা করেন। মিঃ আবদুল ওয়াসেক এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া বলেন যে, লীগ সংগঠনের নূতন গঠনতন্ত্র কার্যকরী করা হইয়াছে কিনা ইহা সভায় জানান হউক। মিঃ সোহ্‌রাওয়ার্দী ও মিঃ হামিদুল হক এই সম্পর্কে অসুবিধার কথা উল্লেখ করেন এবং এই সম্পর্কে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের মতামত গ্রহণ করা হইবে বলিয়া মিঃ সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রকাশ করেন।

অতঃপর বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির সমালোচনা করিয়া কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্য মিঃ তমিজুদ্দীন খাঁ বলেন, "কংগ্রেসের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও গণপরিষদ সম্পর্কে লীগ তাহার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছে। পাকিস্তান ছাড়া আমাদের সমস্যার সমাধান হইবে না। অন্তর্বর্তী সরকারের লীগ সদস্যদের সম্পর্কে কংগ্রেস যে মত জানাইয়াছে, সেই সম্পর্কে তিনি বলেন, আমরা না থাকিলে কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকারে থাকিতে পারিবে না। কারণ তাহারাও বৃটিশ গভর্নমেন্টের ঘোষণা স্বীকার করিয়া লয় নাই।"

বিহারের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তিনি বলেন, "বিহারের কংগ্রেসী গভর্নমেন্ট সংখ্যালঘুদের জান ও মালের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা কিংবা তাহাদের হাত

www.pathagar.com

আস্থা ফিরাইয়া আনিতে পারে নাই। বাংলা গভর্নমেন্ট এদিক দিয়া কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অগ্রণী হয় নাই। পাঞ্জাবের ইউনিয়নিস্ট মন্ত্রীসভার বর্তমান জবরদস্তিমূলক কার্য-কলাপের নিন্দা করিয়া তিনি বলেন, লীগ আগাইয়া চলিয়াছে, জয় তাহার অবশ্যম্ভাবী।

মুসলমান জেলে যাইতে, আইন অমান্য করিতে দ্বিধা করে, এই সব জঘন্য মিথ্যা উক্তির অবসান হইয়াছে। পাকিস্তানের জন্য কায়েদে আজমের ডাকে বাংলার মুসলমান আগাইয়া যাইবে, কোন কিছুরই পরোয়া করিবে না।

আমাদের মেয়েরা যে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালাইতেছে, অন্য সম্প্রদায়ের পুরুষেরাও তাহা পারিবে না। শৃঙ্খলা ও সংহতির বলে আমরা লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিব।"

সভায় সভাপতির নির্বাচন সম্পর্কে তিনি বলেন, "অধিকাংশের মত আমরা যেভাবে মানিয়া লইয়াছি, তাহাতে গণতান্ত্রিক নীতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাই প্রকাশ পাইতেছে। আমাদের নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের সমবেত সিদ্ধান্ত আমরা মানিয়া লইতে জানি, ইহা আমাদের জয়ের লক্ষণ। আজ তাহাই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।"

## নোয়াখালী, ত্রিপুরা

নোয়াখালী ত্রিপুরা সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হইলে সভায় বিপুল বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বক্তার পর বক্তা যখন নোয়াখালী ও ত্রিপুরার মজলুম মুসলমানদের দুঃখের কাহিনী বিবৃত করিতেছিলেন, হলের চতুর্দিক হইতে 'শেম' শেম', 'পদত্যাগ কর', 'ধ্বংস হও' ইত্যাদি ধ্বনি উঠিতেছিল। সভাপতি সাহেব বহু কষ্টে সভার শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেছিলেন।

নোয়াখালী ত্রিপুরা সম্পর্কে বিতর্কে মেসার্স তমিজুদ্দীন খাঁ এম. এল এ., মোঃ হাবিবুল্লাহ বাহার এম. এল, এ., গিয়াস উদ্দীন পাঠান, এম. এল. সি. আবদুল মোমেন এম. এল. এ., সোহ্‌রাওয়ার্দী, আবদুল মতিন, ফজলুল কাদের, মজিবর রহমান, শাহ আজিজুর রহমান, আবদুস সালাম, শামসুল হক প্রমুখ বক্তা অংশগ্রহণ করেন।

গিয়াসউদ্দিন পাঠান বলেন, "আমরা বাংলার কোটি কোটি মুসলমানের প্রতিনিধিত্বমূলক এই সভার পক্ষ হইতে অদ্যই মুসলিম লীগের অন্যতম নেতা মিঃ সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবের নিকট জানিতে চাই—এই সকল পুলিশী জুলুম অবিলম্বে বন্ধ হইবে কি না। আমরা আরও জানিতে চাই যে,

www.pathagar.com

'সেবাগ্রামের ঋষি যে নোয়াখালীতে এক রকম শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছেন, তাঁহাকে অবিলম্বে সরাইবার কোন ব্যবস্থা করা হইবে কি না? নোয়াখালী ত্রিপুরার পুলিশ জুলুমের কথা ভাবিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে হয় বিরাট ব্যক্তিত্বের দাবিদার মিঃ সোহ্‌রাওয়ার্দীর কথা। দুঃখের বিষয় তাঁহার হাতে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি কোন প্রতিকার করিতেছেন না। আজ বাংলার মুসলিম লীগের মন্ত্রীসভা বিরাজ করিতেছে, কিন্তু লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়-ত্রিপুরায় এক মওলানা সাহেবের দাঁড়ি ছিঁড়িয়া ফেলা হইয়াছে এবং কুরআনের অবমাননা হইয়াছে বলিয়া পুলিশ-মিলিটারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ—সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব কি প্রতিকার করিয়াছেন? আজ কলিকাতার যে বন্ধুরা সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবকে তাহাদের বিশ্বস্ত বন্ধু বলিয়া দাবি করেন, তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবের বর্তমান সিংহাসন কলিকাতার বাহিরের লোকেই রচনা করিয়া দিয়াছে। আজ সভাস্থল পরিত্যাগের পূর্বেই আমরা সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবের নিকট সদুত্তর চাই, পুলিশের জুলুম আর কতদিন চলিবে?"

মিঃ আবদুল মোমেন এম. এল. এ বলেন, "নোয়াখালী ত্রিপুরার মুসলমান নারীর উপর পুলিশ যে জুলুম করিয়াছে, তাহার নজির খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। উর্ধ্বে আজমের দরবারে এইসব অনাচারের কাহিনী বারবার বিবৃত করা হইয়াছে। কিন্তু প্রতিকার হয় নাই। আমরা আপনাদের প্রতিনিধি, আমরা দুঃখের কাহিনী প্রধানমন্ত্রীকে বারবার জানাইয়াছি। তিনি প্রতিকার না করিলে আমরা আর কি করিতে পারি? নারীর কান্নায় খোদার আরশ কাঁপিতেছে—তবু কর্তৃপক্ষের আসন টলিতেছে না।"

মিঃ মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ বাহার এম. এল. এ. বলেন, "বাংলার সবচেয়ে উপেক্ষিত জেলা নোয়াখালীর কথা আজ শুধু বাংলায় নয়, ভারতের ঘরে ঘরে আলোচিত হইতেছে। অপরাধীর শাস্তি হোক সকলেই চাই, কিন্তু নিরপরাধ লোক, যারা শান্তি রক্ষার জন্য জীবন বিপদাপন্ন করিয়াছিল, তাহাদের উপরও যখন জুলুম হয়, তখন স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনা কেমন করিয়া সম্ভব? নোয়াখালী ত্রিপুরার প্রত্যেক মুসলমান আজ স্বভাব দুর্বৃত্তের ব্যবহার পাইতেছে।

নোয়াখালীর লক্ষ ইভাকুই, দেড়লক্ষ যুদ্ধ ফেরত বেকার, কয়েক লক্ষ নদী ভাঙ্গা—বন্যাবিধ্বস্ত সর্বহারা-তাহাদের অভাব-অভিযোগের কাহিনী বলিয়া বলিয়া হয়রান হইয়া গিয়াছে। নোয়াখালীর সমস্যার সমাধান করিতে হইলে ইভাকুই, নদী ভাঙ্গা, সর্বহারা, যুদ্ধ ফেরত বেকার, বন্যা

www.pathagar.com

বিধ্বস্তদের সমস্যার প্রতিকার করিতে হইবে। পুলিশ মিলিটারী অপসারিত করিয়া হিন্দু মুসলমান সকলের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। কিন্তু গভর্নমেন্ট এই দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন না। মুসলমান বাদ দিয়া শুধু হিন্দুদের রিলিফ দিলে কাজ হইবে না। কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় গান্ধীজীর অবস্থানের কালে নোয়াখালীর মুসলমান অফিসারেরা মুসলমানদের ন্যায্য আইনসঙ্গত অধিকার দিতে ভয় পায়। তাঁহারা মনে করেন, মুসলমানদের জামিন দিলে তাহাদের চাকুরীর ভবিষৎ নষ্ট হইতে পারে। ফেনী, নোয়াখালী, ত্রিপুরা জেলে বিনা জামিনে মাসের পর মাস বহু লোক পঁচিতেছে। সংখ্যালঘু হিন্দুদের রক্ষার জন্য আমরা যে কোন ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত। কিন্তু শান্তি রক্ষার দায়িত্ব যাহাদের উপর, তাহারা যদি নির্দোষ, শিশু, নারী, বৃদ্ধ, আলিম ও সমাজ নেতাদের উপর জুলুম করে—লীগ গভর্নমেন্ট তাহার প্রতিকার করিতে না পারে, তাহা হইলে অবস্থা কোথায় গিয়া দাঁড়ায়? বাইরের লোক ও মিলিটারী অপসারিত করিয়া স্থানীয় হিন্দু মুসলমানের উপর শান্তি রক্ষার দায়িত্ব দিলে সমস্যা সহজ হইয়া আসিত। প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটিতে নোয়াখালী সম্পর্কে গৃহীত প্রস্তাবটি কেন কার্যে পরিণত হইল না—নোয়াখালী ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ লোক এই প্রশ্নের জওয়াব চায়। নোয়াখালী জেলে অনশন ধর্মঘট হইয়াছিল, কুমিল্লা জেলে অনশন ধর্মঘট শুরু হইয়াছে। এখনও প্রতিকার না করিলে অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইতে পারে।"

প্রধান মন্ত্রী মিঃ সোহ্‌রাওয়ার্দী বক্তৃতা করিতে উঠিলে চারদিক হইতে কৈফিয়ত দাবি করা হয় এবং 'শেম শেম' ধ্বনি উঠে। তিনি বলেন, "ত্রিপুরায় বহু লোককে জামিন দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু পুলিশ সাহেব জজ সাহেবের নিকট আবেদন করায় একসঙ্গে বহু জামিন নাকচ হইয়া যায়। হাইকোর্ট এই হুকুম বহাল রাখে। কোন পুলিশ যদি গুলী চালায়, আমি কলিকাতায় বসিয়া কি করিতে পারি? খবর পাইলে আমি প্রতিকার করি।"

এই সময় ধ্বনি উঠে, "আপনি ও হাশিম সাহেব নোয়াখালী যান না কেন? মিলিটারী অপসারণ করেন না কেন?"

মিঃ সোহ্‌রাওয়ার্দী আরও বলেন, "আমি জানি, বহু নির্দোষ লোককে বাজার হইতে, রাস্তা হইতে গ্রেফতার করা হইয়াছে। নোয়াখালী হইতে



www.pathagar.com

দেখিয়া আসিয়া আমি এই সবের প্রতিকার করিয়াছি" (ধ্বনি—"মিথ্যা কথা প্রতিকার হয় নাই")।

মিঃ সোহ্‌রাওয়ার্দী বলেন, "আমি খারাপ পুলিশ অফিসার বদলি করিয়াছি। আমি নোয়াখালীর বিষয়ে আলোচনা করিতে প্রস্তুত।" (ধ্বনি—আলোচনা নয় প্রতিকার চাই, না হয় পদত্যাগ।)

মিঃ ফজলুল কাদের একটি প্রস্তাবে নোয়াখালী ত্রিপুরার অত্যাচারের নিন্দা করেন এবং প্রতিকার দাবি করেন। বিপুল বিক্ষোভের সঙ্গে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

নোয়াখালী জেলা লীগ সেক্রেটারী মিঃ মুজিবর রহমান বলেন, নোয়াখালীর অত্যাচারের জন্য দায়ী কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা। মন্ত্রীরা সমস্যার প্রতিকারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন।" এই বক্তৃতায় চারিদিকে বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। চীৎকার উঠে—"বসিয়া যান, শুনিতে চাই না।" সম্প্রতি কারামুক্ত গুণবতীর মিঃ আবদুল মতিন কুমিল্লা জেলে যে সব জুলুম হইয়াছে ও হইতেছে, সেই সম্পর্কে বিবৃতি দেন। মিঃ আবুল হাশিমের সমর্থক মিঃ আবদুল জব্বার খদ্দর ও সভার আবহাওয়া দেখিয়া মন্ত্রীমণ্ডলীর নিন্দাসূচক বক্তৃতা শুরু করিয়া দেন। তিনি বলেন, "আমরা সারা বাংলা জুড়িয়া আন্দোলন করিব। তাতে মন্ত্রীমণ্ডলীকে যদি ইস্তফা দিতে হয়, আমাদের দুঃখ নাই।"

আলোচনার শেষে সভায় আবার, "শেম শেম' হাশিম পদত্যাগ কর—হাশিম পদত্যাগ কর" ধ্বনি উত্থিত হয়। মিঃ হাশিম কিন্তু সভার প্রথম দিকেই হল ত্যাগ করেন।

সভার পূর্বে একটি হাস্যকর ব্যাপার ঘটে। বেলা ১২টার সময় হইতে এক দল বিহারী আশ্রয়প্রার্থী হল বোঝাই করিয়া বসিয়া থাকে। পরে ন্যাশনাল গার্ডগণ তাহাদিগকে বাহির করিয়া দেয়।[১]

## লীগ কাউন্সিলে গৃহীত প্রস্তাবাবলী

রবিবার, ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭, কলিকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী এম. এল. এ-র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়

---

১. আজাদ, ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭।

www.pathagar.com

প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের অধিবেশনে নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়ঃ

১. বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি, মওলানা মোঃ আকরম খাঁ যে পদত্যাগ পত্র পেশ করিয়াছেন, তাহা প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ করা হউক।

২. পূর্ব নির্ধারিত কার্যসূচীর ৫ নং দফা (লীগ কাউন্সিল ওয়ার্কিং কমিটি ও পার্লামেন্টারী বোর্ডের শূন্য পদসমূহ পূর্ণ করা) সম্পর্কে আলোচনা স্থগিত রাখা হউক।

৩. বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের এই সভা পাঞ্জাব মুসলিম লীগের আইন অমান্য আন্দোলন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছে ও বাংলার মুসলিম জনসাধারণ পাঞ্জাবের মুসলমানদের সহিত পূর্ণ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিতেছে। পাঞ্জাবের জনসাধারণের ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করিবার জন্য পাঞ্জাবের কংগ্রেস ইউনিয়নিস্ট মন্ত্রী সভা যে বর্বরতা ও বিভীষিকার অভিযান চালাইয়াছে, লীগ কাউন্সিল তাহার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করিতেছে। মুসলমান মহিলাদের উপর রুদ্ধ গাড়ীতে গ্যাস প্রয়োগ এবং শান্তিপূর্ণ আইন অমান্যকারীদের উপর বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে কাউন্সিল তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করিতেছে।

৪. বিহারের কংগ্রেসী দল ও কংগ্রেসী গভর্নমেন্টর সক্রিয় সমর্থনে সেখানকার সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় সংঘবদ্ধভাবে বিহারের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সহস্র সহস্র নরনারী ও শিশুকে নির্বিচারে হত্যা করায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের এই সভা তীব্র ঘৃণা, ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করিতেছে। বিহারের সংখ্যালঘুদের উপর অনুষ্ঠিত বর্বরতার তাণ্ডব জার্মান ও জাপান নৃশংসতাকেও অতিক্রম করিয়াছে। বিহারের হতাহতের মধ্যে শতকরা ৮০ জন শিশু ও স্ত্রীলোক। কংগ্রেসী সরকার, গভর্নর ও বড়লাটের পক্ষে দুই সপ্তাহকাল ব্যাপী নিরীহ সংখ্যালঘুদের হত্যালীলা দমনে অসমর্থ হওয়া এবং কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা কর্তৃক হাঙ্গামা দমনার্থে গুলীবর্ষণ ও ব্যাপক ধরপাকড়ের নীতি গ্রহণ না করায় বিহারের সংখ্যালঘুদের উক্ত মন্ত্রীসভার উপর আস্থা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ফলে প্রদেশান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া তাহাদের কোন উপায় নাই। সুতরাং কাউন্সিল বিহার সংখ্যালঘুদের ধর্মপ্রাণ ও স্বাধীনতা রক্ষা এবং পুনর্বাসনের জন্য লীগ ওয়ার্কিং কমিটি

www.pathagar.com

কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করিতেছে ও বিহারের হত্যাকাণ্ডের তদন্তের জন্য একটি নিরপেক্ষ ও বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি নিয়োগের দাবি জানাইতেছে।

৫. নোয়াখালী, ত্রিপুরা ও আসানসোলের মুসলমানদের উপর পুলিশী জুলুমের তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া লীগ কাউন্সিলের এই সভা এই সম্পর্কে তদন্তের জন্য একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি নিয়োগের দাবি করিতেছে।[১]

## বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ

২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭, শনিবার সকাল ১০টায় প্রাদেশিক লীগ অফিসে মিঃ হামিদুল হক চৌধুরীর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়ঃ

১. আদর্শ গঠনতন্ত্রের ৯ নং ধারা অনুযায়ী লীগ কার্যকরী পরিষদ মিঃ গিয়াসউদ্দিন আহমদকে জয়েন্ট সেক্রেটারী নিয়োগের যে সুপারিশ করিয়াছেন, তাহা বেআইনী বিবেচিত হওয়ায় ওয়ার্কিং কমিটি উক্ত নিয়োগ না-মঞ্জুর করিতেছে।

২. মুসলিম লীগের সাধারণ নির্বাচন আসন্ন হওয়ায় জেলা ও মহকুমা-সমূহে কার্যকরী পরিষদ গঠন ওয়ার্কিং কমিটি নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করিতেছে।

৩. বাংলায় মুসলিম লীগের নির্বাচনের তারিখ ১৯৪৭ সালের ১৫ই জুন পর্যন্ত পিছাইয়া দেওয়ার এবং যাহারা ১৯৪৪ সালের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের পর হইতে ১৯৪৭ সালের ৩১শে মার্চের মধ্যে সাধারণ সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন বা হইবেন, তাঁহাদিগকে নির্বাচনে ভোটদানের অধিকার মঞ্জুর করিবার জন্য ওয়ার্কিং কমিটি নিখিল ভারত মুসলিম লীগকে অনুরোধ করিতেছে।

৪. কলিকাতা জেলা মুসলিম লীগ নিজেরা যে সকল রশিদ বই ছাপাইয়াছে, তাহা অনতিবিলম্বে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের নিকট পেশ করিয়া উহাতে

১. আজাদ, ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭।

www.pathagar.com

প্রাদেশিক লীগের সীলমোহর অঙ্কিত করিয়া লইবার জন্য ওয়ার্কিং কমিটি কলিকাতা জেলা মুসলিম লীগকে নির্দেশ দিতেছে।

৫. প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় অফিস হইতে সরাসরিভাবে বা উহার নির্দেশানুসারে অথবা সভাপতি সাহেব কর্তৃক ১৯৪৫ ও ১৯৪৬ সালে যে সকল রশিদ বই বিলি করা হইয়াছে এবং কতগুলিই বা তাঁহার হাতে আছে, তাহার একটি হিসাব এই অফিসে দাখিল করিবার জন্য ওয়াকিং কমিটি সভাপতি সাহেবকে অনুরোধ করিতেছে। যে সমস্ত জেলা লীগকে নিজেদের জন্য রশিদ বই ছাপাইবার অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে, তাহাদিগকে তাহাদের দ্বারা মুদ্রিত রশিদের মোট পরিমাণ এবং উহার মধ্যে কতগুলি বিলি করা হইয়াছে এবং কতগুলি তাহাদের হাতে আছে ইত্যাদির যথাযথ হিসাব প্রাদেশিক লীগের নিকট দাখিল করার জন্য ওয়াকিং কমিটি সংশ্লিষ্ট জেলা লীগসমূহকে নির্দেশ দিতেছে। এতদ্ব্যতীত গঠনতন্ত্র সম্পর্কে সমস্ত শাখা লীগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ঘোষণা করা হইতেছে যে, প্রাদেশিক লীগ ব্যতীত প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহের রশিদ ছাপাইবার অথবা এখন হইতে ঐ প্রকার রশিদ ব্যবহারের অধিকার কোনও শাখা লীগের নাই।

৬. শাখা লীগসমূহ পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত কার্যতালিকা প্রণয়ন করা যাইতেছে ঃ

(১) প্রাথমিক সদস্য গ্রহণের তারিখ ১৯৪৭ সালের ৩১শে মার্চ।

(২) ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড লীগসমূহ পুনর্গঠনের শেষ তারিখ ১৯৪৭ সালের ১৫ই এপ্রিল।

(৩) মহকুমা সিটি লীগসমূহ পুনর্গঠনের শেষ তারিখ ১৯৪৭ সালের ৩০শে এপ্রিল।

(৪) জেলা লীগসমূহ পুনর্গঠনের শেষ তারিখ ১৯৪৭ সালের ১৫ই মে।

(৫) প্রাদেশিক লীগ পুনর্গঠনের শেষ তারিখ ১৯৪৭ সালের ৭ই জুন।

(৬) মিঃ হাবিবুল্লাহ বাহারকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারী নিয়োগ করা হইতেছে।

(৭) আদর্শ গঠনতন্ত্র ও যে সকল বিধি কার্যকরী আছে, সেগুলি মুদ্রণের জন্য ওয়াকিং কমিটি প্রস্তাব করিতেছে।

(৮) মেসার্স ইউসুফ আলী চৌধুরী, হাফিজুদ্দীন চৌধুরী, আবদুল্লাহ আল-মাহমুদ ও খায়রুল আনাম খানকে সদস্য এবং মিঃ হাবিবুল্লাহ বাহারকে সভাপতি করিয়া একটি সাব-কমিটি গঠন করিয়া

www.pathagar.com

উক্ত কমিটিকে নিজেদের সিদ্ধান্ত অনুসারে রশিদ বিলি করার নির্দেশ প্রদান করা হইতেছে।

(৯) ওয়ার্কিং কমিটি ত্রিপুরায় মিঃ মোহাম্মদ হাসানুজ্জামান, বর্ধমানের মিঃ নাজির উদ্দীন আহমদ ও রাজশাহীর প্রাক্তন এম. এল. এ., এম. আমীর আলীর উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিতেছে।

(১০) ২৯ ধারা ক (২) উপধারা অনুসারে উপবিধিসমূহ ( বাইল ) প্রণয়ন করিবার জন্য মিঃ জমিমুদ্দীনকে আহ্বায়ক এবং মেসার্স আবুল হাশিম, হামিদুল হক চৌধুরী, গিয়াসউদ্দিন পাঠান ও হাবিবুল্লাহ বাহারকে লইয়া একটি সাব-কমিটি গঠন করা হইতেছে। এই কমিটিকে আগামী ( ১৯৪৭ সালের ) ৭ই মার্চের মধ্যে তাহাদের রিপোর্ট দাখিলের নির্দেশ এবং ১১ ধারা অনুসারে আসনসমূহ বণ্টনের ক্ষমতা প্রদান করা হইতেছে।

(১১) প্রাদেশিক মুসলিম লীগের হিসাব পরীক্ষা করিয়া উহার আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যতের জন্য বাজেট প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে মেসার্স নূরুল আমীন, হামিদুল হক চৌধুরী, এস. এম. ওসমান, শামসুদ্দীন আহমেদ, ইউসুফ আলী চৌধুরী, খায়রুল আনাম খান, ফজলুর রহমান, আবদুল্লাহ আল-মাহমুদ, হাবিবুল্লাহ বাহারকে লইয়া একটি স্ট্যাণ্ডিং ফাইনান্স কমিটি গঠন করা হইতেছে।[১]

## বঙ্গীয় লীগ ওয়ার্কিং কমিটি

২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭, শুক্রবার, মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী সাহেবের সভাপতিত্বে ৩ নং ওয়েলেসলী ফার্স্ট লেনস্থ প্রাদেশিক লীগের অফিসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির এক সভা হয়। উক্ত সভায় বিগত সভার কার্যবিবরণী পঠিত ও গৃহীত হইবার পর যশোর ও মুর্শিদাবাদ জেলার জেলাবোর্ডের নির্বাচন চালাইবার জন্য এ্যাডহক কমিটি নিযুক্ত করার বৈধতা সম্পর্কে উক্ত জেলাদ্বয় হইতে যে আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছে, সেই সম্পর্কে আলোচনা হয়। প্রাদেশিক মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী

১. আজাদ, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭।

www.pathagar.com

বোর্ডের নিয়মাবলী অনুসারে প্রাদেশিক লীগ কাউন্সিলে ওয়ার্কিং কমিটিকে স্থানীয় বোর্ডসমূহের নির্বাচন চালাইতে ক্ষমতা প্রদান করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ না করিলে ওয়ার্কিং কমিটির কোন স্থানীয় বোর্ডের নির্বাচন চালাইবার কোন ক্ষমতা নাই। উপরোক্ত কারণে এ বিষয়ে গত বৎসর ২০শে অক্টোবরে ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক ও ৪ঠা নভেম্বরে অধুনালুপ্ত কার্যকরী সংসদ কর্তৃক যশোর ও মুর্শিদাবাদে নির্বাচন চালাইবার উদ্দেশ্যে এ্যাডহক কমিটি নিযুক্ত করিয়া যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাকে বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াও ঐ কমিটিদ্বয় কর্তৃক সমস্ত কার্যকলাপ বাতিল ঘোষণা করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই প্রস্তাবে এ্যাডহক কমিটিদ্বয়কেও বাতিল করা হয়।

প্রাদেশিক লীগ সম্পাদকের ছুটির দরখাস্ত সম্বন্ধে বিবেচনা আগামী ১০ই মার্চের ওয়ার্কিং কমিটির পরবর্তী সভা অবধি স্থগিত রাখা হয়।[১]

## বঙ্গীয় লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা

১১ই মার্চ, ১৯৪৭, সন্ধ্যায় মওলানা আকরম খাঁর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক সভা হয়। উক্ত সভায় মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী, মেসার্স ইউসুফ আলী চৌধুরী, মোখলেসুর রহমান, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ বাহার, নুরুল আমীন, গিয়াস উদ্দিন পাঠান, ফজলুর রহমান, ডাঃ এ. এম. মালিক, হাফিজুদ্দীন চৌধুরী, মোয়াজ্জেম উদ্দিন হোসেন, আহমেদ হোসেন, আবদুল্লাহেল মাহমুদ, জসিম উদ্দিন, খায়রুল আনাম খান উপস্থিত ছিলেন।

সেক্রেটারী মিঃ আবুল হাশিমের ১৫ই জুন পর্যন্ত ছুটির দরখাস্ত সম্পর্কে সভায় আলোচনা হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে ছুটি মঞ্জুর করা হয়। যুগ্ম-সম্পাদক মিঃ হাবিবুল্লাহ বাহারকে সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়।

বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সভায় আলোচনা করা হয়। প্রধানমন্ত্রী মিঃ সোহ্‌রাওয়ার্দী অনুপস্থিত ছিলেন বলিয়া আগামী সভায় তাঁহাকে উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ জানানো হয়।

---

১. আজাদ, ২রা মার্চ, ১৯৪৭।

www.pathagar.com

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মিঃ বাহার নোয়াখালী, ফেনী, চৌমুহনী ও সোনাইমুড়ী প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া এবং নোয়াখালী জেল পরিদর্শন করিয়া যে সব তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা সভায় বিবৃত করেন। এই সম্পর্কেও আগামী সভায় বিস্তারিত আলোচনা হইবে।[১]

## বঙ্গীয় লীগ ওয়ার্কিং কমিটি

১৮ই মার্চ, ১৯৪৭, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক সভা হয়। মিঃ হাফিজুদ্দীন চৌধুরী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

মেসার্স মোখলেসুর রহমান, ইউসুফ আলী চৌধুরী, আবদুল্লাহ আল মাহমুদ, জসিমুদ্দীন আহমেদ, শামসুদ্দীন আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, হাবিবুল্লাহ বাহার, ডাঃ এ. এম. মালিক, গিয়াসউদ্দিন পাঠান, খায়রুল আনাম খান, হামিদুল হক চৌধুরী, নূরুল আমীন ও ফজলুর রহমান উক্ত সভায় উপস্থিত হন।

মুর্শিবাদ জেলা বোর্ড নির্বাচন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিভিন্ন নির্বাচন কেন্দ্রের প্রার্থীদের সঙ্গে সমস্যার সকল দিক আলোচনার পর নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়ঃ

বহু প্রার্থী নির্বাচন দ্বন্দ্বে নামার ফলে জাতীয় স্বার্থের ক্ষতি হইতে পারে বিবেচনা করিয়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি মুর্শিদাবাদ জেলা বোর্ড নির্বাচনের ভোটারদিগকে অনুরোধ করিতেছে যে, তাঁহারা যেন নিম্নলিখিত প্রার্থীদের সমর্থন করেন। কমিটি বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের কথা বিবেচনা করিয়া অন্যান্য প্রার্থীদিগকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে সরিয়া দাঁড়াইবার জন্য অনুরোধ করিতেছে।

জলঙ্গী ডাঃ নইমুদ্দীন, এল. এম. এফ। দমকল মওলবী আফাজুদ্দীন। নওদা—মওলবী খোদা বখস, এম. এল. এ। হরিহর পাড়া—মওলবী ইয়াকুব আলী বিশ্বাস। বেলডাঙ্গা—মওলবী আবদুল হামিদ। বহরমপুর কান্দি—শেখ চন্দ্র মণ্ডল। জিয়াগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—সৈয়দ কাজম আলী মির্জা এম. এল. এ। ভগবানগোলা—লালগোল—মওলবী ফজলে রাব্বী। রাণীনগর—মওলবী খায়রুল্লাহ বি. এ. ভারতপুর—চৌধুরী আবুল ফজল বি. এ.। সুটি—

১. আজাদ, ১২ই মার্চ, ১৯৪৭।

www.pathagar.com

মওলবী লুৎফুল হক। রঘুনাথগঞ্জ—মওলবী জহরুদ্দীন বিশ্বাস বি. এল। শমসেরগঞ্জ--ফরুক্কা--মওলবী মোর্তজা রেজা চৌধুরী এম. এল. এ.।

অন্য প্রস্তাবে নাটোরের মিঃ হাবিবুর রহমানের প্রতি যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল, তাহা প্রত্যাহার করা হয়।

বিহার রিলিফ কমিটির রিপোর্ট ৩১শে মার্চের মধ্যে দাখিল করার জন্য মিঃ রাগেব আহসানকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

সভায় আসাম সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা হয়।[১]

## প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা

২১শে মার্চ, ১৯৪৭, শুক্রবার, ৩-৩০ মিনিটের সময় মওলানা আবদুল্লাহেল বাকীর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক জরুরী সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত করা হয়ঃ

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ২১শে ফেব্রুয়ারীর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিয়া ১৯৪৭ সালের ১৫ই জুলাই পর্যন্ত প্রাদেশিক লীগ এবং শাখাসমূহের পুনর্গঠন কার্য স্থগিত রাখিয়া নিম্নোক্ত কার্যক্রম গৃহীত হইবে।

১৯৪৭ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত সদস্য সংগ্রহ করা হইবে, ইউনিয়ন এবং ওয়ার্ড লীগের পুনর্গঠন করা হইবে ১৯৪৭ সালের ১৫ই মের মধ্যে, সাব-ডিভিশন্যাল এবং সিটি লীগের পুনর্গঠন ৩১শে মের মধ্যে, জেলা লীগের পুনর্গঠন ১৫ই জুনের মধ্যে, প্রাদেশিক লীগের পুনর্গঠন ৭ই জুলাইর মধ্যে। প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সদস্য এবং গোপালগঞ্জ মহকুমা লীগের সহ-সভাপতি, মুসলিম লীগের নিঃস্বার্থ যুবক কর্মী মওলবী নুরুল হোসেনের আকস্মিক মৃত্যুতে প্রাদেশিক লীগের ওয়ার্কিং কমিটি গভীর দুঃখ প্রকাশ করে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করে। শোক প্রস্তাবের একটি অনুলিপি উক্ত পরিবারের নিকট প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত করে।

নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সদস্য এবং ফরিদপুর জেলা মুসলিম লীগের সহ-সম্পাদক, হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনের বীর, মুসলিম লীগের নিঃস্বার্থ উৎসাহী কর্মী মওলবী আবদুল হাকিম মৃধার আকস্মিক মৃত্যুতে সভায় গভীর শোক প্রকাশ করা হয়।[২]

১. আজাদ, ২২শে মার্চ, ১৯৪৭।
২. আজাদ, ২৪শে মার্চ, ১৯৪৭।

www.pathagar.com

## বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত

৫ই এপ্রিল, ১৯৪৭, কলিকাতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এই সভায় স্থির করা হয় যে, ২২শে ফেব্রুয়ারীর প্রস্তাব পরিবর্তন করিয়া প্রাদেশিক ও শাখা লীগের নির্বাচন ১৫ই জুলাই পর্যন্ত পিছাইয়া দেওয়ার জন্য নিখিল ভারত মুসলিম লীগকে অনুরোধ করা হইবে। নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রাদেশিক লীগ নিম্নলিখিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করার সিদ্ধান্ত করে ঃ

প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহ — ৩০শে এপ্রিল
ইউনিয়ন লীগ গঠন — ১৫ই মে
মহকুমা লীগ গঠন — ৩১শে মে
জেলা লীগ গঠন — ১৫ই জুন
প্রাদেশিক লীগ গঠন — ৭ই জুলাই। [১]

### বঙ্গীয় লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা

২০শে এপ্রিল, ১৯৪৭, সকাল ৮-৩০ মিনিট মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেবের সভাপতিত্বে তাঁহার বাসভবনে প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হয়। প্রাদেশিক লীগের সাধারণ নির্বাচন, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা ও চট্টগ্রামের ঘটনা সম্বন্ধে সভায় আলোচনা করা হয়। সভায় চট্টগ্রামের ঘটনা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ভার কেন্দ্রীয় লীগের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন বেলা ১১টা পর্যন্ত চলার পর স্থগিত রাখা হয়। [২]

## বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা

২৩শে এপ্রিল, ১৯৪৭, বুধবার সকালে প্রাদেশিক লীগ অফিসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক সভা হয়। মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১. আজাদ, ৬ এপ্রিল, ১৯৪৭।
২. আজাদ, ২১শে এপ্রিল, ১৯৪৭।

www.pathagar.com

সভায় গত সভার কার্য বিবরণী অনুমোদন করার পর মওলবী মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খানকে দাঙ্গা তদন্ত কমিশন কমিটিতে এবং মওলবী আবুল কালাম শামসুদ্দীনকে দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য কমিটিতে কো-অপ্ট করা হয়।

অতঃপর সভায় নিম্নোক্ত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া এবং প্রাথমিক সদস্য হওয়ার জন্য আরও সুযোগ-দানের জন্য সাধারণ নির্বাচনের তারিখ নিম্নোক্তরূপে পরিবর্তন সাধন করা হয়ঃ

(ক) সদস্য হওয়ার শেষ তারিখ -- ৩১শে মে, ১৯৪৭।

(খ) ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড লীগের পুনর্গঠন -- ৩০শে জুন।

(গ) মহকুমা ও মিউনিসিপ্যাল লীগের পুনর্গঠন -- ২১শে জুলাই।

(ঘ) জেলা লীগের পুনর্গঠন -- ১৫ই আগস্ট।

(ঙ) প্রাদেশিক লীগ পুনর্গঠন -- ১৫ই সেপ্টেম্বর।

নিম্নোক্ত সদস্যগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন ঃ মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী, মেসার্স ইউসুফ আলী চৌধুরী, হামিদুল হক চৌধুরী, নূরুল আমিন, হাফিজুদ্দীন চৌধুরী, শামসুদ্দীন আহমেদ, মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খান, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবদুল্লাহ আল-মাহমুদ, মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ বাহার, আহমদ হোসেন ও মফিজুদ্দীন আহমদ।[১]

## বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ
## গঠনতন্ত্র ও নিয়মাবলী

১. নাম

এই সমিতির নাম বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ। ১৯১৭ সালের নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সংশোধিত নিয়মতন্ত্রের ৩৭ ধারা অনুসারে এই সমিতি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রাদেশিক শাখা বলিয়া পরিগণিত হইবে।

২. উদ্দেশ্য ও মূলনীতি

(ক) ভারতে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা—মুসলিম লীগের পরিকল্পিত স্বাধীন ভারত হইবে বিভিন্ন স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের দ্বারা গঠিত

১. আজাদ, ২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৭।

www.pathagar.com

ফেডারেশন, মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ, এই ভাবী রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র যথাযথ ও পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষিত থাকিবে।

(খ) মুসলমানদের রাজনৈতিক, ধর্ম সম্পর্কীয় ও অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ।

(গ) ভারতের মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি স্থাপন।

(ঘ) ভারতের ও অন্যান্য দেশের মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ।

## ৩. সমিতির গঠন

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি লইয়া এই সমিতি গঠিত হইবে ঃ

(ক) প্রাদেশিক মুসলিম লীগের বার্ষিক ও বিশেষ অধিবেশন।

(খ) গঠনতন্ত্রের দশ নম্বর ধারা অনুসারে গঠিত প্রাদেশিক মুসলিম লীগের জেনারেল কমিটি।

(গ) গঠনতন্ত্রের ১৩ ধারা অনুসারে গঠিত প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কার্যকরী পরিষদ ( এ্যাকজিকিউটিভ কাউন্সিল )।

(ঘ) গঠনতন্ত্রের ১৩ ধারা অনুসারে গঠিত প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটি।

(ঙ) গঠনতন্ত্রের ২৮ ধারা অনুসারে গঠিত এবং প্রাদেশিক মুসলিম লীগের মঞ্জুরীকৃত জেলা মুসলিম লীগ কমিটি।

(চ) মহকুমা মুসলিম লীগ ও উহার শাখাসমূহ।

## ৪. প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সদস্য

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের যিনি সদস্য হইবেন, তাঁহাকে (ক) মুসলমান এবং বাংলাদেশের অধিবাসী হইতে হইবে, (খ) অন্ততঃ ১৮ বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে।

৫. যদি কোন পদপ্রার্থী প্রতি বৎসর দুই আনা করিয়া অগ্রিম চাঁদা প্রদান করেন ও যদি লিখিতভাবে ঘোষণা করেন যে, তিনি লীগের নিয়ম কানুন ও নীতির অনুসরণ করিয়া চলিবেন, তবেই তিনি প্রাইমারী লীগের সদস্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

www.pathagar.com

৬. প্রাদেশিক লীগের কর্মকর্তাগণ ঃ

(ক) প্রেসিডেন্ট—১
(খ) ভাইস প্রেসিডেন্ট—৫
(গ) অনারারী জেনারেল সেক্রেটারী -- ১
(ঘ) কোষাধ্যক্ষ -- ১
(ঙ) এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী -- ৫।

## ৭ সভাপতি নির্বাচন

প্রত্যেক বৎসর বার্ষিক সাধারণ নির্বাচনের পর বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের জেনারেল কমিটি বিভিন্ন জেলা মুসলিম লীগ কর্তৃক মনোনীত সভ্যগণের মধ্য হইতে একজনকে নববর্ষের প্রথম বার্ষিক সভায়, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত করিবেন এবং পরবর্তী বৎসরের বার্ষিক নিবাচনকাল পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে বহাল থাকিবেন।

৮. প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সেক্রেটারী, কোষাধ্যক্ষ, সহকারী সভাপতিগণ এবং সহকারী সম্পাদকগণ প্রত্যেক বৎসরের জন্য জেনারেল কমিটি দ্বারা নির্বাচিত হইবেন এবং তাহাদের পুনরায় নির্বাচনে দাঁড়াইবার অধিকার থাকবে।

৯. বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কোন শাখার সভ্য না হইয়া কেহ প্রাদেশিক লীগের কর্মকর্তা নির্বাচিত হইতে পারিবেন না।

১০. বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের জেনারেল কমিটি।

নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের জেনারেল কমিটি গঠন করা হইবে ঃ

(ক) বিভিন্ন জেলা লীগ কমিটি দ্বারা এক বৎসরের জন্য নির্বাচিত চারিশত সভ্য লইয়া প্রাদেশিক লীগের জেনারেল কমিটি গঠিত হইবে। উক্ত সভ্যগণ পুনরায় নির্বাচনে প্রার্থী হইতে পারিবেন। প্রাদেশিক লীগের বার্ষিক সভার অধিবেশনের এক মাস পূর্বে বিভিন্ন জেলা লীগ কমিটি তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া পাঠাইবেন।

(খ) নিম্নলিখিত সংখ্যানুসারে প্রতিটি জেলা লীগ জেনারেল কমিটিতে তাঁহাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করিবেন ঃ

| | | |
|---|---|---|
| কলিকাতা — ৩৩ | জলপাইগুড়ি — ৩৩ | ময়মনসিংহ — ৫২ |
| বাখরগঞ্জ — ২৮ | যশোর — ১৫ | নদীয়া — ১৩ |

www.pathagar.com

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| বাঁকুড়া | ২ | বীরভূম | — ৩ | নোয়াখালী | — ১৮ |
| বগুড়া | — ১১ | খুলনা | — ১১ | পাবনা | — ১৫ |
| বর্ধমান | — ৩ | মালদহ | — ৮ | রাজশাহী | — ১৫ |
| চট্টগ্রাম | — ১৮ | মেদিনীপুর | — ৩ | রংপুর | — ২৪ |
| ঢাকা | — ৩০ | মুর্শিদাবাদ | ১০ | ত্রিপুরা | — ৩০ |
| দার্জিলিং | — ২ | ফরিদপুর | — ২০ | চব্বিশ পরগনা | — ১৩ |
| দিনাজপুর | ১৫ | হুগলী | — ৩ | হাওড়া | — ৩ |

উপরোক্ত সদস্যগণ ছাড়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভাদ্বয়ের সদস্যগণের মধ্যে যাঁহারা কোন-না-কোন শাখা মুসলিম লীগের সভ্য থাকিবেন, তাঁহারা পদাধিকার বলে (এক্স অফিশিও) জেনারেল কমিটির সভ্য বলিয়া গণ্য হইবেন। এই দুই শ্রেণীর সভ্যগণ জেনারেল কমিটির এক সভায় ১০ জন উপযুক্ত ব্যক্তিকে অতিরিক্তভাবে উক্ত কমিটিতে 'কো-অফ্‌ট' করিয়া লইতে পারিবেন।

(গ) যদি কোন কারণবশত কোন জেলা লীগ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জেনারেল কার্যটির জন্য নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া না পাঠান, তবে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ নির্দিষ্ট সংখ্যক সভ্যকে উক্ত জেলা লীগের প্রতিনিধি মনোনয়ন করিতে পারিবেন।

১১. জেনারেল কমিটির প্রত্যেক সভ্য উক্ত কমিটি গঠনের এক মাসের মধ্যে বার্ষিক ১ টাকা চাঁদা দিবেন।

১২. বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কর্মকর্তাগণ তাহাদের পদাধিকার বলে (এক্স অফিশিও) 'জেনারেল কমিটির' এবং 'প্রাদেশিক লীগ কাউন্সিলের' সভ্য ও কর্মকর্তা বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

## বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ একজিকিউটিভ কাউন্সিল

১৩. বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের একটি একজিকিউটিভ কাউন্সিল গঠিত হইবে। উহাতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগের কর্মকর্তাগণ ব্যতীত মোট ৬০ জনের অধিক সভ্য থাকিবে না। উক্ত কাউন্সিলের সভ্যগণ নিম্নলিখিত-ভাবে নির্বাচিত হইবেন ঃ

(ক) প্রাদেশিক লীগের জেনারেল কমিটি উহার প্রথম অধিবেশনে কাউন্সিলের ৫০ জন্য সভ্য নির্বাচিত করিবেন।

(খ) উক্ত ৫০ জন নির্বাচিত সভ্য অন্য ১০ জনকে কো-অফট করিয়া লইবেন।

www.pathagar.com

## বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটি

১৪. বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি, সেক্রেটারী, কোষাধ্যক্ষ, এবং অন্য ১২জন সদস্য লইয়া একটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হইবে। উক্ত ১২ জন সভ্যের ৩ জনকে প্রাদেশিক লীগের সভাপতি মনোনীত করিবেন এবং অন্য ৬ জন একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সভ্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে নির্বাচিত করিবেন।

## বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অধিবেশন

১৫. বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের একটি বার্ষিক অধিবেশন ও প্রয়োজন হইলে একটি বিশেষ অধিবেশন প্রত্যেক বৎসর অনুষ্ঠিত হইবে। প্রাদেশিক লীগের কাউন্সিল উক্ত অধিবেশনগুলির সময় ও স্থান নির্ধারণ করিবে।

১৬. জেনারেল কমিটির দুই শত জন সভ্য লিখিত অনুরোধ পত্র দ্বারা লীগের অনারারী সেক্রেটারীকে যদি একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিতে বলেন, তবে প্রাদেশিক লীগ কাউন্সিল স্বীয় বিবেচনা অনুযায়ী উপযুক্ত সময়ে ও উপযুক্ত স্থানে উক্ত বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা করিবে।

১৮. লীগের জেনারেল কমিটির সভ্যগণ ব্যতীত প্রত্যেক জেলা লীগ কমিটি তাহাদের ১০ (খ) ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত সংখ্যার দ্বিগুণ সংখ্যক প্রতিনিধি উক্ত অধিবেশনসমূহে প্রেরণ করিতে পারিবে। প্রত্যেক প্রতিনিধি ও জেনারেল কমিটির সদস্যগণ ২ টাকা চাঁদা দিলে উক্ত বার্ষিক ও বিশেষ অধিবেশনসমূহে যোগদান করিয়া আলোচনায় অংশ নিতে ও ভোট দিতে পারিবেন।

১৯. প্রাদেশিক লীগ কাউন্সিলের সভ্যবৃন্দকে লইয়া লীগের বার্ষিক ও বিশেষ অধিবেশনসমূহের বিষয় নির্বাচনী সভা গঠিত হইবে। লীগের সভাপতি অন্য ২৫ জনকে উক্ত বিষয় নির্বাচনী সভার সভ্য মনোনীত করিতে পারিবেন।

## জেনারেল কমিটির সভা

২০. লীগের জেনারেল কমিটির অধিবেশন অন্ততঃ ১২ মাসের মধ্যে একবার হইবে। এতদ্ব্যতীত, ওয়ার্কিং কমিটি উহার অধিবেশনও আহ্বান করিতে পারিবেন। ইহা ছাড়াও জেনারেল কমিটির ১০০ জন সভ্য যদি

www.pathagar.com

লিখিত 'রিকুইজিশন' দেন, তবে উক্ত 'রিকুইজিশন' লীগের সেক্রেটারীর নিকট পৌঁছানোর ৬০ দিনের মধ্যে জেনারেল কমিটির বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হইবে।

পূর্বতন জেনারেল কমিটির কার্যকাল শেষ হওয়ার অন্ততঃ ১৫ দিন পূর্বে বার্ষিক অধিবেশন আহ্বান করিয়া নূতন কর্মকর্তা নির্বাচন করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

২১. জেনারেল কমিটির সভায় লীগের সভাপতি ও তাঁহার অনুপস্থিতিতে একজন সহ-সভাপতি সভাপতিত্ব করিবেন। সভাপতি এবং সহ-সভাপতি-বর্গের সকলের অনুপস্থিতিকালে সভার কাজ সুসম্পন্ন করিবার নিমিত্ত সভার সভ্যগণের মধ্য হইতে কোনও একজনকে উক্ত সভার সভাপতি নির্বাচন করা হইবে।

২২. জেনারেল কমিটির প্রত্যেক সভায় ত্রিশজন সভ্য উপস্থিত হইলেই কোরাম হইবে। উক্ত সভায় প্রত্যেক বিষয়ে আলোচনার পর সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য ভোট গ্রহণ করা হইবে। স্থগিত সভার জন্য 'কোরামের' প্রয়োজন হইবে না।

জেনারেল কমিটির সাধারণ সভার জন্য পূর্ণ ১৫ দিন ও বিশেষ সভার জন্য পূর্ণ ৭ দিন পূর্বে সভা আহ্বান করার বিজ্ঞাপন দিতে হইবে।

## একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সভা

লীগের অনারারী সেক্রেটারীর বিবেচনা অনুযায়ী ও লীগের সভাপতির অনুমোদন ক্রমে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সভা বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ ৪ ( চার ) বার আহ্বান করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত একজিকিউটিভ কাউন্সিলের ২৫ জন সভ্যের লিখিত 'রিকুইজিশন' পাইলে 'রিকুইজিশন' প্রাপ্তির এক মাসের মধ্যে একটি বিশেষ সভা আহ্বান করিতে হইবে, কিন্তু উক্ত 'রিকুইজিশন' পত্রে লীগের কর্মকর্তাগণ ভিন্ন অন্ততঃ ১৫ জন সভ্যের স্বাক্ষর থাকা চাই। উক্ত কাউন্সিলের সভায় ১০ জন সভ্য উপস্থিত হইলে 'কোরাম' পূর্ণ হইবে।

## লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভা

২৩. লীগের সভাপতির নির্দেশ অনুযায়ী প্রয়োজন মত ওয়ার্কিং কমিটির সভা আহ্বান করা হইবে। প্রত্যেক সভায় কর্মকর্তাগণ ভিন্ন ৫ (পাঁচ)

www.pathagar.com

জন সভ্য উপস্থিত হইলেই 'কোরাম' পূর্ণ হইবে। লীগের সভাপতি উক্ত সভাসমূহে সভাপতিত্ব করিবেন।

২৪. ওয়ার্কিং কমিটির দ্বারা গৃহীত প্রস্তাবাবলী লীগ কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষ।

## লীগের জেনারেল কমিটির ক্ষমতা

২৫. জেনারেল কমিটির নিম্নলিখিত কার্য করার ক্ষমতা থাকিবে ঃ

(ক) কর্তব্য নির্ধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাসমূহের আলোচনা।

(খ) পার্টি পরিচালনার জন্য নিয়ম ও আইন-কানুনসমূহের পরিবর্তন।

(গ) লীগের কার্যসমূহ পরিদর্শন ও পরিচালন।

এক্জিকিউটিভ কাউন্সিলের নিম্নলিখিত ক্ষমতাবলী থাকিবে ঃ

(ক) লীগের কাজ পরিচালনার জন্য বেতনভোগী কর্মচারীগণের নিয়োগ।

(খ) ১৫ ও ১৬ ধারা অনুযায়ী প্রাদেশিক মুসলিম লীগের জেনারেল কমিটির সভা আহ্বান।

(গ) উপরে উল্লিখিত লীগের বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচন।

(ঘ) লীগের সহিত সংশ্লিষ্ট যাবতীয় প্রয়োজনীয় সংবাদসমূহের সংগ্রহ।

(ঙ) লীগের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাবতীয় প্রস্তাব, যাহা বিশেষ বিশেষ সময়ে উঠিতে পারে, তাহাদের আলোচনা ও গ্রহণ।

(চ) বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অধিবেশনসমূহে ও প্রাদেশিক লীগ কাউন্সিলের সভায় যে সমস্ত প্রস্তাব গৃহীত হইবে, তাহা কার্যকরী করিবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ।

(ছ) খরচপত্রের হিসাব-নিকাশ পরিদর্শন ও হিসাব পরীক্ষক নিয়োগ।

(জ) যাবতীয় দায়িত্ব সুসম্পন্ন করিবার নিমিত্ত ও যাবতীয় ক্ষমতার ব্যবহারের নিমিত্ত 'সাব-কমিটি' গঠন।



www.pathagar.com

(ঝ) এই সমস্ত নিয়মানুসারে শাখা লীগসমূহকে "এফিলিয়েশন' দান ও প্রত্যাহার।

(ঞ) নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে উপবিধি প্রণয়ন ঃ

(১) প্রাদেশিক লীগের অধিবেশনসমূহের এবং লীগ কাউন্সিলের সভার কার্য পরিচালন।

(২) 'জ' উপধারা অনুসারে সাব-কমিটিসমূহের কার্য পরিচালন ও পরিদর্শন।

(৩) এই সমস্ত ও অন্যান্য পদ্ধতি অনুসারে লীগের উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করা।

প্রকাশ থাকে যে, কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত কোন উপবিধি যদি উপরে উল্লিখিত কোন নীতির বিরোধী হয়, তবে উহা গ্রাহ্য হইবে না।

(ট) লীগের যে সমস্ত সভ্য উহার নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করিবে, তাহাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(ঠ) যে সমস্ত শাখা লীগ প্রাদেশিক লীগের আইন-কানুন কাজে পরিণত করিতে অসমর্থ হইবে, তাহাদের 'এফিলিয়েশন' প্রত্যাহার।

২৬. প্রাদেশিক লীগের কাউন্সিল উহার এক বা একাধিক ক্ষমতা লীগের অনারারী সেক্রেটারীর হস্তে সমর্পণ করিতে পারিবে এবং ঐ সমস্ত ক্ষমতা ব্যবহারের নিমিত্ত স্বীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে এক বা একাধিক শর্তের উল্লেখ করিতে পারিবে।

## ওয়ার্কিং কমিটির ক্ষমতাবলী

২৭. ওয়ার্কিং কমিটি একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সাধারণ বা বিশেষ প্রস্তাব দ্বারা ক্ষমতাসমূহের ব্যবহার করিবে।

## জেলা লীগ

২৮. প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া জেলা লীগ গঠিত হইবে এবং উক্ত জেলা লীগ নিম্নলিখিতরূপে গঠিত হইবে ঃ

(ক) প্রত্যেক মহকুমা লীগ উহার জন্য ২০ জন সভ্য নির্বাচিত করিবে।

(খ) যে সমস্ত জেলার সদর শহরে ১৫ হাজারের বেশী মুসলমান বাস করে, সেই শহরগুলি মুসলিম লীগের কার্য পরিচালনার জন্য

www.pathagar.com

এক একটি মহকুমা হিসাবে গণ্য হইবে এবং ঐরূপ শহরগুলির প্রত্যেকে মহকুমা হিসাবে জেলা লীগের ২০ জন সভ্য নির্বাচিত করিবে।

(গ) (ক) ও (খ) উপধারা অনুসারে নির্বাচিত সভ্যগণ জেলা লীগের প্রথম বার্ষিক সভায় ৫ জন সভ্য 'কো-অপ্ট' করিয়া লইতে পারিবেন।

কলিকাতা নগরী একটি জেলারূপে গণ্য হইবে। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল এলাকা, মিলসমূহের মিউনিসিপ্যাল এলাকা ও চব্বিশ পরগনা, হুগলী এবং হাওড়া এই সমস্ত এলাকা লইয়া কলিকাতা জেলা গঠিত হইবে।

২৯. জেলা লীগ কমিটির সভ্যগণ, জেলা লীগের সভ্য হিসাবে বার্ষিক ১ টাকা চাঁদা দিতে বাধ্য থাকিবেন।

(ক) ২৮ ধারা অনুসারে নির্বাচিত জেলা লীগ কমিটির সভ্যগণের ভিতর হইতে নিম্নলিখিত কর্মকর্তাগণ নির্বাচিত হইবেন ঃ

সভাপতি—১
সহ-সভাপতি—৩
সেক্রেটারী—১
সহকারী সেক্রেটারী—৩
কোষাধ্যক্ষ—১

(খ) জেলা লীগের কর্মকর্তাগণ ও অন্য ৪ জন নির্বাচিত সভ্য লইয়া জেলা লীগের একজিকিউটিভ কমিটি গঠিত হইবে। একজিকিউটিভ কমিটির সভায় ৫ জন সভ্য উপস্থিত হইলেই 'কোরাম' পূর্ণ হইবে।

(গ) প্রাদেশিক অর্গানাইজেশন কমিটির দ্বারা কলিকাতা জেলা কয়েকটি এলাকায় বিভক্ত হইবে। এইভাবে বিভক্ত প্রত্যেক এলাকা মহকুমা হিসাবে পরিণত হইবে এবং ৩০ ধারা অনুসারে এই সমস্ত এলাকায় এক একটি মহকুমা লীগ কমিটি গঠিত হইবে। অধিকন্তু এই সমস্ত এলাকায় ৩৩ ধারা অনুসারে এই সমস্ত এলাকায় এক একটি মহকুমা লীগ কমিটি গঠিত হইবে। অধিকন্তু এই সমস্ত এলাকায় ৩৩ ধারা অনুসারে গঠিত ওয়ার্ড এবং বস্তী লীগ কমিটি গঠিত হইবে।

(ঘ) কলিকাতা জেলা লীগ কমিটি ও উহার শাখালীগসমূহ তাহাদের সংগৃহীত যাবতীয় অর্থের শতকরা ৫০ ভাগ প্রাদেশিক লীগ কমিটির হস্তে সমর্পণ করিবে।

www.pathagar.com

## মহকুমা লীগ

৩০. প্রত্যেক মহকুমায় নিম্নলিখিতভাবে একটি মহকুমা লীগ কমিটি গঠিত হইবে ঃ

(ক) প্রত্যেক ইউনিয়ন লীগ কমিটি উক্ত মহকুমা লীগ কমিটির জন্য ২ জন করিয়া সভ্য নির্বাচিত করিবে।

(খ) প্রত্যেক মহকুমার অন্তর্গত মিউনিসিপ্যাল শহর এবং মিউনিসিপ্যালিটি বিহীন মহকুমা হেড কোয়ার্টার উক্ত মহকুমা লীগ কমিটিতে ৫ জন হইতে ১০ জন সভ্য নির্বাচিত করিবে।

(গ) (ক) ও (খ) উপধারা অনুসারে নির্বাচিত সমস্ত সভ্য তাহাদের প্রথম বার্ষিক সভায় সর্বোচ্চ ১০ জনকে 'কো-অফট' করিয়া মহকুমা লীগ কমিটিতে সভ্য করিয়া লইতে পারিবে।

৩১. মহকুমা লীগ কমিটির জন্য নিম্নলিখিত কর্মকর্তাগণ নির্বাচিত হইবেন ঃ

সভাপতি—১, সহ-সভাপতি—৫, সেক্রেটারী—১, সহ-সেক্রেটারী—২, কোষাধ্যক্ষ—১

(ক) কর্মকর্তাগণসহ মহকুমা লীগ কমিটির একজিকিউটিভ কমিটিতে মোট ২৫ জন সভ্য থাকিবেন এবং ৫ জন সভ্য লইয়া একজিকিউটিভ কমিটির 'ফোরাম' গঠিত হইবে।

৩২. মহকুমা লীগ কমিটির সভ্যবৃন্দ উপরে উল্লিখিত হিসাবে চাঁদা দিয়া ও মহকুমা লীগের সভ্য হিসাবে চারি আনা চাঁদা দিতে বাধ্য থাকিবেন।

## ইউনিয়ন ও মিউনিসিপ্যাল লীগ

৩৩. ইউনিয়ন ও মিউনিসিপ্যাল লীগ কমিটিসমূহ ইউনিয়ন ও মিউনিসিপ্যাল এলাকার সভ্যগণের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন। এইরূপ প্রত্যেক ইউনিয়ন ও মিউনিসিপ্যালিটি ( অন্যভাবে ধার্য মিউনিসিপ্যাল এলাকাগুলি ব্যতীত ) বেশীর পক্ষে ২৭ জন ও কমপক্ষে ১১ জন সভ্য নির্বাচিত করিবেন। প্রত্যেক ইউনিয়ন বা মিউনিসিপ্যাল লীগ কমিটির সভ্য সাধারণ দেয় চাঁদা বাদে ইউনিয়ন লীগ ও মিউনিসিপ্যাল লীগ তহবিলে দুই আনা করিয়া চাঁদা দিতে বাধ্য থাকিবেন।

www.pathagar.com

৩৪. ইউনিয়ন বা মিউনিসিপ্যাল লীগসমূহে নিম্নলিখিত কর্মকর্তাগণ নির্বাচিত হইবেন ঃ

সভাপতি—১, সহ-সভাপতি—২. সেক্রেটারী—১, সহকারী সেক্রেটারী—১, কোষাধ্যক্ষ—১।

৩৫. যে সমস্ত স্থানে ইউনিয়ন বোর্ড নাই, সে সমস্ত স্থানে প্রত্যেক ইউনিয়ন কমিটি, স্থানীয় পঞ্চায়েত বা ইউনিয়ন কমিটি বা মিউনিসিপ্যালিটির (যাহা অন্য কোন প্রকারে ধার্য্য হয় নাই) তুল্য এলাকার মর্যাদা পাইবে।

## বিভিন্ন লীগ কমিটির তহবিল

৩৬. ইউনিয়ন বা মিউনিসিপ্যাল লীগের তহবিল ঃ

(ক) (১) লীগের সাধারণ সভ্যগণ এবং ইউনিয়ন বা মিউনিসিপ্যাল লীগ কমিটির সভ্যগণ যে সমস্ত চাঁদা দিবেন, তাহা ইউনিয়ন বা মিউনিসিপ্যাল লীগ কমিটির তহবিলে প্রদত্ত হইবে।

(২) ইউনিয়ন বা মিউনিসিপ্যাল লীগ কমিটিসমূহের সভ্যগণ ইউনিয়ন তহবিলে অতিরিক্ত দুই আনা চাঁদা দিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) ইউনিয়ন বা মিউনিসিপ্যাল এলাকায় সংগৃহীত যাবতীয় ডোনেশনও ইউনিয়ন তহবিলে প্রদত্ত হইবে।

(খ) প্রত্যেক ইউনিয়ন বা মিউনিসিপ্যাল লীগ কমিটি (১) ধারা অনুসারে তাহাদের সংগৃহীত তহবিলের অর্ধেক জেলা লীগ কমিটির তহবিলে দান করিবে।

জেলা লীগ নিম্নলিখিতভাবে উহা বিভিন্ন লীগ কমিটির তহবিলে ভাগ করিয়া দিবে ঃ

জেলা লীগ তহবিল শতকরা দশ ভাগ। মহকুমা লীগ তহবিল - শতকরা দশ ভাগ। প্রাদেশিক লীগ তহবিল—শতকরা ত্রিশ ভাগ।

৩৭. নিম্নলিখিত ভাবে মহকুমা লীগ তহবিল সংগৃহীত হইবে ঃ

(ক) ৩৬ (খ) ধারা অনুসারে জেলা লীগ কর্তৃক প্রদত্ত তহবিল।

(খ) মহকুমা লীগের প্রত্যেক সভ্যের অতিরিক্ত চারি আনা করিয়া দেয় চাঁদা।

(গ) কনফারেন্স এবং ডোনেশন হইতে সংগৃহীত অর্থ।

www.pathagar.com

## জেলা লীগ তহবিল

জেলা লীগের তহবিল নিম্নলিখিতভাবে সংগৃহীত হইবে ঃ

৩৮. (ক) ৩৬ (খ) ধারা অনুসারে মিউনিসিপ্যাল বা ইউনিয়ন লীগের প্রদত্ত অর্থ হইতে জেলা লীগ স্বীয় তহবিলে এক-দশমাংশ রাখিতে পারিবে।

(খ) প্রত্যেক মহকুমা লীগ হইতে নির্বাচিত সভ্যগণের অতিরিক্ত আট আনা করিয়া দেয় চাঁদা।

(গ) কনফারেন্স এবং ডোনেশন হইতে সংগৃহীত অর্থ।

## প্রাদেশিক লীগ তহবিল

৩৯. প্রাদেশিক লীগের তহবিল নিম্নলিখিতভাবে সংগৃহীত হইবে ঃ

(ক) জেলা লীগ কর্তৃক প্রদত্ত ইউনিয়ন বা মিউনিসিপ্যাল লীগের সংগৃহীত তহবিল হইতে ৩৬ (খ) ধারা অনুযায়ী দেয় অংশ।

(খ) প্রাদেশিক মুসলিম লীগের জেনারেল কমিটিতে নির্বাচিত সভ্যগণের পূর্বে উল্লিখিত অতিরিক্ত এক টাকা করিয়া দেয় চাঁদা।

(গ) কনফারেন্সসমূহে সংগৃহীত ফি এবং ডোনেশন।

৪০. উপরোক্ত সংগৃহীত অর্থসমূহ যথাক্রমে ইউনিয়ন কিংবা মিউনিসিপ্যাল তহবিল, মহকুমা লীগ তহবিল, জেলা লীগ তহবিল এবং প্রাদেশিক মুসলিম লীগ তহবিল স্বরূপ অভিহিত হইবে। ঐ সমস্ত সংগৃহীত অর্থ "Imperial Bank of India" অথবা উহার শাখাসমূহে অথবা যে সকল স্থানে উহার কোন শাখা নাই, সে সকল স্থানে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশমত, কোন স্থানে গচ্ছিত রাখা হইবে।

৪১. উপরোক্ত প্রত্যেক তহবিলের আয় ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক প্রণীত আইন অনুযায়ী পরীক্ষা করা হইবে এবং যতদিন পর্যন্ত ঐ সকল আইন প্রণয়ন করা না হয়, ততদিন পর্যন্ত প্রাদেশিক লীগের অর্গানাইজিং কমিটি কর্তৃক নিযুক্ত হিসাব পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করা হইবে।

৪২. ব্যাংকে জমা দেয়া অর্থ প্রত্যেক শাখা লীগ কমিটির কোষাধ্যক্ষ এবং সেক্রেটারীর যুক্ত স্বাক্ষরে লেন-দেন হইবে। প্রাদেশিক লীগ তহবিল সম্বন্ধেও ঐ আইন বলবৎ থাকিবে।

www.pathagar.com

**কর্ম কর্তাগণের ক্ষমতা ও কর্তব্য**

**অনারারী সেক্রেটারী**

৪৩. অনারারী সেক্রেটারীর নিম্নলিখিতরূপ ক্ষমতা থাকিবে ঃ

(ক) প্রাদেশিক লীগের কাউন্সিল বা ওয়ার্কিং কমিটির প্রদত্ত ক্ষমতা।

(খ) পূর্বে উল্লিখিত যাবতীয় আইনকে কার্যকরী করিবার নিমিত্ত যাবতীয় কর্তব্য সম্পাদন এবং সম্পাদনে দায়িত্ব সম্বন্ধীয় সমস্ত ক্ষমতা।

(গ) লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সম্মতিক্রমে লীগের বেতন ভোগী কর্মচারিগণের নিয়োগ, শাস্তি, ছুটি মঞ্জুরী অথবা চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিবার ক্ষমতা।

(ঘ) নিখিল ভারত মুসলিম লীগের মূল নীতির বিরোধিতা না করিয়া কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপারে যদি কোন বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার আবশ্যক বোধ হয়, তবে তিনি প্রাদেশিক লীগের হেডকোয়ার্টারে উপস্থিত লীগ কাউন্সিলের সকল সদস্যের একটি সভা আহ্বান করিয়া উক্ত বিষয় সেই সভার সম্মুখে সিদ্ধান্তের নিমিত্ত উপস্থাপিত করিতে পারিবেন। এই সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হইবে, উহা লীগ কাউন্সিলের একটা সাধারণ সভায় বিবেচনার জন্য পুনরায় উপস্থাপিত করিতে হইবে। [১]

---

ইফাবা—৮৭-৮৮—প্র/৫৫৭৫—৩২৫০—১৮.১২.১৩৯৪/১.৪.১৯৮৮

১, আজাদ, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ